বিদ্যাসাগর
কিশোর সমগ্র

বিদ্যাসাগর কিশোর সমগ্র

সম্পাদনায়

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি

লিপিকা

৩০/১এ কলেজ রো

কলকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫

মূল্য—কুড়ি টাকা

মুদ্রক :
গৌর মান্না
দেবাশিস প্রেস
৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন,
কলকাতা—৬

নিবেদন

অনেকদিন আগে থেকে 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' প্রকাশ করব বলে মনস্থ করেছিলাম। হঠাৎ সেই সময় শ্রীযুক্ত মন্মথ ভট্টাচার্য্যের উদ্দীপনায় আমার উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে তুলল।

এ যুগের কিশোর-কিশোরীদের মহৎ হওয়ার ব্যাপারে সচেতন করতে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা সংগ্রহ, প্রকাশ করা শুরু হলো। এবং তাঁর বাকী অন্যান্য রচনা আগামী দিনে স্বল্প-মূল্যে প্রকাশ করব বলে মনস্থ করেছি।

আশা করি এই গ্রন্থ পাঠ করে প্রত্যেক বাঙালী কিশোরের মনে সত্যবাদিতা, আত্মবিশ্বাস, ন্যায়নিষ্ঠতা, সাহস ও সৌহার্দ্যের অকৃত্রিম সদ্‌গুণগুলি বিকাশ লাভ করবে।

এবং নিজের দেশের ঐতিহ্য ও জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বড় হয়ে ওঠবার এক আদর্শ পথ অনুসরন করতে পারবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশকালে যাঁরা আমাকে অকৃত্রিম ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের —শ্রীসুকুমার সাহা, শ্রীসুধীর পাল, শ্রীঅমিয় মুখার্জী, শ্রীদিলীপ বিশ্বাস, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকাশীনাথ দাস এবং শ্রীতারকনাথ ভট্টাচার্য্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশক

বিদ্যাসাগরের জীবন পঞ্জী

১৮২০, ২৬শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২২৭, ১২ই আশ্বিন)	—বীরসিংহ গ্রামে জন্ম।
১৮২৮, নভেম্বর	—প্রথম কলকাতায় আগমন।
১৮২৯, ১লা জুন	—সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।
১৮৩৩, জানুয়ারী পর্যন্ত	—ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠ।
১৮৩৫, " "	—সাহিত্য শ্রেণীতে পাঠ ও ইংরাজী শিক্ষা।
১৮৩৬, গোড়ার দিক পর্যন্ত	—অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ।
১৮৩৬	—দীনময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।
১৮৩৯-৪০	—ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ।
১৮৪১, ৪ঠা ডিসেম্বর	—'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ।
১৮৪১, ২৯শে "	—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ।
১৮৪৬, এপ্রিল	—সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ।
১৮৪৭, জুলাই	—সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ, বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা ও সংস্কৃত প্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৮৪৮	—বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ, জীবন চরিত প্রচার, পুত্র নারায়ণের জন্ম।
১৮৫০, ৯ই ডিসেম্বর	—সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগদান।
১৮৫১, জানুয়ারী	—সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ 'বোধোদয় উপক্রমণিকা' ও 'ঋতু পাঠ' রচনা।
১৮৫৩	—বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যায়ন প্রতিষ্ঠা।
১৮৫৪	—'ব্যাকরণ কৌমুদী' ও বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ।

১৮৫৫ —দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ বিধবা বিবাহ আইন সম্মত করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন। স্পেশাল ইনসপেকটরের পদ গ্রহন 'শকুন্তলা' প্রকাশ।

১৮৫৬ —বিধবা বিবাহ আইন পাশ। প্রথম বিধবা বিবাহ দান 'কথামালা' বর্ণপরিচয়' 'চরিতাবলী' রচনা।

১৮৫৭-৫৮ —৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৮ —সরকারী চাকরি ত্যাগ।

১৮৬০ —'সীতার বনবাস' রচনা।

১৮৬১ —মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের ভার গ্রহণ।

১৮৬৩ —ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শনে পদ গ্রহণ, 'আখ্যান মঞ্জুরী' প্রকাশ।

১৮৬৪ —মাইকেল মধুসূদনকে টাকা পাঠানো।

১৮৬৬ —গাড়ী উল্টে যাবার ফলে যকৃতে আঘাত।

১৮৬৭ —দুর্ভিক্ষে জনসেবা, জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ।

১৮৬৯ —বীরসিংহের বাসভবন ভস্মীভূত, চিরতরে বীরসিংহ ত্যাগ।

১৮৭০ —পুত্র নারায়নের বিধবা বিবাহ।

১৮৭১ —কাশীতে মাতা ভগবতীর দেবীর মৃত্যু। বহুবিহারের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ।

১৮৭২ —মধ্যম কণ্যা কুমুদিনীর বিবাহ এবং হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফাণ্ড গঠন।

১৮৭৩ —জ্যৈষ্ঠ জামাতার মৃত্যু। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ।

১৮৭৫ —তৃতীয় কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ।

১৮৭৬ —পিতা ঠাকুর দাসের মৃত্যু।

১৮৭৭ —বাদুড় বাগানে গৃহ প্রবেশ, কনিষ্ঠা কণ্যা শরৎ কুমারীর বিবাহ।

১৮৮৫ —মেট্রোপলিটন কলেজের নূতন অট্টালিকায় প্রবেশ।

১৮৮৮ —পত্নী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু।

১৮৯১, ২৯শে জুলাই—জীবনাবসান।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কথামালা	১-৫৪
বোধোদয়	১-৩৯
নীতিবোধ	৪০-৪৮
চরিতাবলী	১-৫১
জীবন চরিত	৫২-৯৬
আক্ষ্যান মঞ্জুরী (১ম ভাগ)	১-৪২
আক্ষ্যান মঞ্জুরী (২য় ভাগ)	১-৫৮
আক্ষ্যান মঞ্জুরী (৩য় ভাগ)	১-৮১
বেতাল পঞ্চবিংশতি	১-১০৯

কথামালা

বিজ্ঞাপন

রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে ঈশপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়েছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজি প্রভৃতি যুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং যুরোপের সর্ব্ব প্রদেশেই; অদ্যাপি, আদর পূর্ব্বক, পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর ; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশলাভ হয়। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ্ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু, এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে, সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না ; এজন্য ৬৮টি মাত্র, আপাততঃ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড টামস জেম্স, ঈশপরচিত গল্পের ইঙ্গরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া, যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
৭ই ফাল্গুন। সংবৎ ১৯১২।

সপ্তত্রিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, অশ্ব ও অশ্বপাল, বন্ধ্যা নারী ও চিকিৎসক, কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য, পথিকগণ ও বটবৃক্ষ, কুঠার ও জলদেবতা, দুঃখী, বৃদ্ধ ও যম, এই ছয়টি গল্প নূতন অনুবাদিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে, সমুদয়ে গল্পের সংখ্যা ৭৪টি হইল। পুস্তকের আদ্যোপান্ত, সবিশেষ যত্ন সহকারে, সংশোধিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯৩৯।

বাঘ ও বক

একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই হে ! যদি তুমি আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দি, এবং চিরকালের জন্যে, তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোনও জন্তুই সম্মত হইল না।

অবশেষে, এক বক, পুরস্কারের লোভে, সম্মত হইল, এবং বাঘের মুখের ভিতর, আপন লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া অনেক যত্নে ঐ হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। বক পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবা মাত্র, সে, দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, অরে নির্বোধ ! তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলি। তুই যে নির্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা ; নতুবা এখনই তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অসতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়।

শিকারি কুকুর

এক ব্যক্তির একটি অতি উত্তম শিকারি কুকুর ছিল। তিনি যখন শিকার করিতে যাইতেন, কুকুরটি সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুরের বিলক্ষণ বল ছিল ; শিকারের সময়, কোনও জন্তুকে দেখাইয়া দিলে, সে সেই জন্তুর ঘাড়ে এমন কামড়াইয়া ধরিত যে, উহা আর পলাইতে পারিত না। যত দিন তাহার শরীরে বল ছিল, সে, এই রূপে, আপন প্রভুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

কালক্রমে, ঐ কুকুর, বৃদ্ধ হইয়া, অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে তাহার প্রভু, এক দিন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, শিকার করিতে গেলেন। এক শূকর, তাঁহার সম্মুখ হইতে, দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। শিকারি ব্যক্তি ইঙ্গিত করিবা

মাত্র, কুকুর প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া, শূকরের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল ; কিন্তু পূর্বেরমত বল ছিল না, এজন্য, ধরিয়া রাখিতে পারিল না ; শূকর অনায়াসে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

শিকারি ব্যক্তি, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, কুকুরকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কুকুর কহিল, মহাশয়। বিনা অপরাধে, আমায় তিরস্কার ও প্রহার করেন কেন। মনে করিয়া দেখুন, যতদিন আমার বল ছিল, প্রাণপণে আপনকার কত উপকার করিয়াছি ; এক্ষণে, বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, তিরস্কার ও প্রহার করা উচিত নহে।

দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ

এক স্থানে, কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়াছিল। এক দাঁড়কাক, দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, যদি আমি এই ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দি, তাহা হইলে আমিও ময়ূরের মত সুশ্রী হইব। এই ভাবিয়া, দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দিল, এবং দাঁড়কাকদের নিকটে গিয়া, তোরা অতি নীচ ও অতি বিশ্রী আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না ; এই বলিয়া গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিলিতে গেল।

ময়ূরগণ দেখিবা মাত্র, তাহাকে দাঁড়কাক বলিয়া বুঝিতে পারিল ; সকলে মিলিয়া তাহার পাখা হইতে একটি একটি করিয়া ময়ূরপুচ্ছগুলি তুলিয়া লইল ; এবং তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিয়া, এত ঠোকরাইতে আরম্ভ করিল যে, দাঁড়কাক, জ্বালায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর, সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন, দাঁড়কাকেরা উপহাস করিয়া কহিল, অরে নির্বোধ! তুই ময়ূরপুচ্ছ পাইয়া, অহংকারে মত্ত হইয়া, আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া ও গলাগালি দিয়া ময়ূরের দলে মিলিতে গিয়াছিলি ; সেখানে অপদস্থ হইয়া আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস। তুই অতি নির্লজ্জ। এইরূপে, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, তাহারা সেই নির্বোধ দাঁড়কাককে তাড়াইয়া দিল।

যাহার যা অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হয় না।

সর্প ও কৃষক

শীত কালে, এক কৃষক, অতি প্রত্যুষে, ক্ষেত্রে কর্ম করিতে যাইতেছিল ; দেখিতে পাইল, এক সর্প, হিমে আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া, পথের ধারে পড়িয়া আছে। দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে ঐ সর্পকে উঠাইয়া লইল এবং বাটীতে আনিয়া, আগুনে সেঁকিয়া, কিছু আহার দিয়া, তাহাকে সজীব করিল। সর্প, এই রূপে সজীব হইয়া উঠিয়া, পুনরায় আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইল, এবং কৃষকের শিশু সন্তানকে সম্মুখে পাইয়া, দংশন করিতে উদ্যত হইল।

কৃষক দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে ক্রূর! তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃহে আনিয়া আমি তোর প্রাণদান দিলাম ; তুই, সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইলি। বুঝিলাম, যাহার যে স্বভাব, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। যাহা হউক, তোর যেমন কর্ম তার উপযুক্ত ফল পা। এই বলিয়া, কুপিত কৃষক হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা, সর্পের মস্তকে এমন প্রহার করিল যে, এক আঘাতেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

অশ্ব ও অশ্বপাল

রীতিমত আহার পাইলে, এবং শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দিত হইলে, অশ্বগণ বিলক্ষণ বলবান হয়, এবং সুশ্রী ও চিক্কণ দেখায়। কিন্তু, রীতিমত আহার না দিলে, মার্জনে ও মর্দনে কোনও ফল হয় না। এক অশ্বপাল, প্রত্যহ, অশ্বের আহারদ্রব্যের কিয়ৎ অংশ বেচিয়া, বিলক্ষণ লাভ করিত, অশ্ব রীতিমত আহার না পাইয়া, দিন দিন দুর্বল হইতে লাগিল। দুষ্ট অশ্বপাল, লাভের লোভে, অশ্বের আহারদ্রব্য প্রত্যহ চুরি করিত, বটে ; কিন্তু, মার্জন ও মর্দন বিষয়ে, তাহার কিছুমাত্র আলস্য ছিল না ; বরং সচরাচর সকলে, যত বার ও যত ক্ষণ মার্জন ও মর্দন করে, সে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষণ ও অধিক বার করিত। দুর্বল শরীরে অধিক মার্জন ও মর্দন করাতে অশ্বের বিলক্ষণ ক্লেশ হইতে লাগিল। এজন্য, অশ্ব, অতিশয় বিরক্ত হইয়া; একদিন অশ্বপালকে বলিল, ভাই হে, যদি, আমাকে

সুশ্রী ও সবল করিবার নিমিত্ত, তোমার বাস্তবিক অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে, রীতিমত আহার দিতে আরম্ভ কর। রীতিমত আহার না দিলে, কেবল মার্জন ও মর্দন দ্বারা, তুমি সে অভিপ্রায়, কোনও কালে, সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

ব্যাঘ্র ও মেষশাবক

এক ব্যাঘ্র, পর্বতের ঝরনায় জলপান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেষশাবক জলপান করিতেছে। সে, দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, এই মেষশাবকের প্রাণসংহার করিয়া, আজকার আহার সম্পন্ন করি ; কিন্তু, বিনা দোষে, এক জনের প্রাণ বধ করা ভাল দেখায় না ; অতএব, একটা দোষ দেখাইয়া, অপরাধী করিয়া, উহার প্রাণ বধ করিব।

এই স্থির করিয়া, ব্যাঘ্র, সত্বর গমনে, মেষশাবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, অরে দুরাত্মন্ ! তোর এতবড় আস্পর্ধা যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল ঘোলা করিতেছিস। মেষশাবক, শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, সে কি মহাশয় ! আমি, কেমন করিয়া, আপনকার পান করিবার জল ঘোলা করিলাম। আমি নীচে জলপান করিতেছি, আপনি উপরে জলপান করিতেছেন। নীচের জল ঘোলা করিলেও, উপরের জল ঘোলা হইতে পারে না।

বাঘ কহিল, সে যাহা হউক, তুই, এক বৎসর পূর্বে, আমার অনেক নিন্দা করিয়াছিলি ; আজ তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব। মেষশাবক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন ; এক বৎসর পূর্বে, আমার জন্মই হয় নাই ; সুতরাং, তৎকালে আমি আপনার নিন্দা করিয়াছি, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে। বাঘ কহিল, হ্যাঁ সত্য বটে ; সে তুই নহিস, তোর বাপ আমার নিন্দা করিয়াছিল। তুই কর, আর তোর বাপ করুক, একই কথা ; আর আমি তোর কোনও ওজর শুনিতে চাহি না। এই বলিয়া, বাঘ ঐ অসহায়, দুর্বল, মেষশাবকের প্রাণ সংহার করিল।

দুরাত্মার ছলের অভাব নেই।

কুকুর ও প্রতিবিম্ব

এক কুকুর, মাংসের এক খণ্ড মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্মল জলে, তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর স্থির করিয়া, সে মনে মনে বিবেচনা করিল, এই কুকুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে, কাড়িয়া লই ; তাহা হইলে, আমার এই দুই খণ্ড মাংস হইবেক।

এইরূপে লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্তৃত করিয়া, কুকুর যেমন অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল, অমনি, উহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড, জলে পড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া গেল। তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ, স্তব্ধ হইয়া রহিল ; অনন্তর এই বলিতে বলিতে, নদী পার হইয়া চলিয়া গেল।

যাহারা, লোভের বশীভূত হইয়া কল্পিত লাভের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়, তাহাদের এই দশাই ঘটে।

সিংহ ও ইঁদুর

এক সিংহ, পর্বতের গুহায়, নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবাৎ, একটা ইঁদুর, সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে, সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে, ইঁদুর নির্গত হইলে, সিংহ, ঈষৎ কুপিত হইয়া, নখরের প্রহার দ্বারা, তাহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইল। ইঁদুর, প্রাণ ভয়ে কাতর হইয়া, বিনয় করিয়া, কহিল, মহারাজ, আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া আমায় প্রাণদান করুন। আপনি সমস্ত পশুর রাজা ; আমার মত ক্ষুদ্র পশুর প্রাণবধ করিলে, আপনকার কলঙ্ক আছে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, এবং, দয়া করিয়া, ইঁদুরকে ছাড়িয়া দিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, সিংহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক শিকারির জালে পড়িল ; বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই জাল ছাড়াইতে পারিল না। পরিশেষে, প্রাণরক্ষা বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, সে এমন ভয়ংকর গর্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য কম্পিত হইয়া উঠিল।

সিংহ, ইতঃপূর্বে, যে ইঁদুরের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল সে ঐ স্থানের অনতিদূরে বাস করিত। এক্ষণে সে, পূর্ব প্রাণদাতার স্বর চিনিতে পারিয়া,

সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তাহার এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই, সিংহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

কাহারও উপর দয়া প্রকাশ করিলে, তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।

মাছি ও মধুর কলসী

এক দোকানে মধুর কলসী উলটিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চারি দিকে মধু ছড়াইয়া যায়। মধুর গন্ধ পাইয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে, মাছি আসিয়া সেই মধু খাইতে লাগিল। যতক্ষণ এক ফোঁটা মধু পড়িয়া রহিল, তাহারা ঐ স্থান হইতে নড়িল না। অধিকক্ষণ তথায় থাকাতে, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় মাছির পা মধুতে জড়াইয়া গেল ; মাছি সকল আর, কোনও মতে উড়িতে পারিল না ; এবং আর যে উড়িয়া যাইতে পারিবেক, তাহারও প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা, আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা কি নির্বোধ ; ক্ষণিক সুখের জন্যে, প্রাণ হারাইলাম।

কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল

এক কুকুর ও এক কুক্কুট, উভয়ের অতিশয় প্রণয় ছিল। এক দিন, উভয়ে মিলিয়া বেড়াইতে গেল। এক অরণ্যের মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত, কুক্কুট এক বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিল, কুকুর সেই বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। কুক্কুটদের স্বভাব এই, প্রভাত কালে উচ্চৈঃ স্বরে ডাকিয়া থাকে। কুক্কুট শব্দ করিবা মাত্র, এক শৃগাল, শুনিতে পাইয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও সুযোগে, আজ, এই কুক্কুটের প্রাণ নষ্ট করিয়া, মাংস-ভক্ষণ করিব। এই স্থির করিয়া, সেই বৃক্ষের নিকট গিয়া, ধূর্ত শৃগাল কুক্কুটকে সম্বোধিয়া কহিল, ভাই ! তুমি কি সৎ পক্ষী ; সকলের কেমন উপকারক। আমি, তোমার স্বর শুনিতে পাইয়া, প্রফুল্ল হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে, বৃক্ষের

শাখা হইতে নামিয়া আইস ; দুজনে মিলিয়া, খানিক আমোদ আহ্লাদ করি।

কুক্কুট, শৃগালের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ঐ ধূর্ত্ততার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত, কহিল, ভাই শৃগাল! তুমি বৃক্ষের তলে আসিয়া, খানিক অপেক্ষা কর, আমি নামিয়া যাইতেছি। শৃগাল শুনিয়া, হৃষ্ট চিত্তে, যেমন বৃক্ষের তলে আসিল, অমনি কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং, দন্তাঘাতে ও নখরপ্রহারে, তাহার সর্ব্ব শরীর বিদীর্ণ করিয়া প্রাণসংহার করিল।

পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।

কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী

পক্ষীরা অনায়াসে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু আমি পারি না ; ইহা ভাবিয়া, এক কচ্ছপ অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া, স্থির করিল, যদি কেহ আমায়, এক বার, আকাশে উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে, আমিও পক্ষীদের মত, সচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারি। অনন্তর, সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে গিয়া কহিল, ভাই। যদি তুমি, দয়া করিয়া, আমায় একটি বার আকাশে উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে, সমুদ্রের গর্ভে যত রত্ন আছে, সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া তোমায় দি। আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে, আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

ঈগল, কচ্ছপের অভিলাষ ও প্রার্থনা শুনিয়া, কহিল, শুন কচ্ছপ! তুমি যে মানস করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। ভূচর জন্তু, কখনও খেচরের ন্যায়, আকাশে উড়িতে পারে না। তুমি এ অভিপ্রায় ছাড়িয়া দাও। আমি যদি তোমায় আকাশে উঠাইয়া দি, তুমি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং হয় ত, ঐ পড়াতেই, তোমার প্রাণত্যাগ ঘটিবেক। কচ্ছপ ক্ষান্ত হইল না, কহিল, তুমি আমায় উঠাইয়া দাও ; আমি উড়িতে পারি, উড়িব ; না উড়িতে পারি, পড়িয়া মরিব ; তোমায় সে ভাবনা করিতে হইবেক না। এই বলিয়া, কচ্ছপ অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন ঈগল, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কচ্ছপকে লইয়া, অনেক উর্দ্ধে উঠিল, এবং, তবে তুমি উড়িতে আরম্ভ কর, এই বলিয়া, উহাকে

ছাড়িয়া দিল, ছাড়িয়া দিবা মাত্র, কচ্ছপ এক পাহাড়ের উপর পড়িল, এবং, যেমন পড়িল, তাহার সর্ব শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়।

ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত, এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর, ব্যাঘ্র কুকুরকে কহিল, ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি, কেমন করিয়া, এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে; প্রতিদিন কিরূপ আহার কর, এবং কি রূপেই বা প্রতিদিনের আহার পাও। আমি, অহোরাত্র, আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও উদর পূরিয়া, আহার করিতে পাই না; কোনও কোনও দিন, উপবাসীও থাকিতে হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে, এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

কুকুর কহিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাই করিতে পার, আমার মত আহার পাও। ব্যাঘ্র কহিল, সত্য না কি; আচ্ছা, ভাই। তোমায় কি করিতে হয়, বল। কুকুর কহিল, আর কিছুই নয়; রাত্রিতে, বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই মাত্র। ব্যাঘ্র কহিল, আমিও করিতে সম্মত আছি। আমি, আহারের চেষ্টায়, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে, অতিশয় কষ্ট পাই। আর এ ক্লেশ সহ্য হয় না। যদি, রৌদ্র ও বৃষ্টির সময়, গৃহের মধ্যে থাকিতে পাই, এবং ক্ষুধার সময়, পেট ভরিয়া খাইতে পাই, তাহা হইলে, বাঁচিয়া যাই। ব্যাঘ্রের দুঃখের কথা শুনিয়া, কুকুর কহিল, তবে আমার সঙ্গে আইস। আমি, প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ব্যাঘ্র কুকুরের সঙ্গে চলিল। খানিক গিয়া বাঘ কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ দেখিতে পাইল, এবং কিসের দাগ জানিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! তোমার ঘাড়ে ও কিসের দাগ। কুকুর কহিল, ও কিছুই নয়। ব্যাঘ্র কহিল, না ভাই! বল বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। কুকুর কহিল, আমি বলিতেছি, ও কিছুই নয়; বোধ হয়, গলবন্ধের দাগ। বাঘ কহিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর কহিল, ঐ গলবন্ধে শিকলি দিয়া, দিনের বেলায়

আমায় বাঁধিয়া রাখে।

বাঘ শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল, এবং কহিল, শিকলিতে বাঁধিয়া রাখে। তবে তুমি, যখন যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার না। কুকুর কহিল, তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি বটে; কিন্তু, রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি, যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারি। তদ্ভিন্ন, প্রভুর ভৃত্যেরা কত আদর ও কত যত্ন করে, ভাল আহার দেয়, স্নান করাইয়া দেয়। প্রভুও কখনও কখনও, আদর করিয়া, আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি। বাঘ কহিল, ভাই হে! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজভোগে থাকা অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। এই বলিয়া বাঘ চলিয়া গেল।

শৃগাল ও কৃষক

ব্যাধগণে ও তাহাদের কুকুরে তাড়াতাড়ি করাতে, এক শৃগাল, অতি দ্রুত দৌড়িয়া গিয়া, কোনও কৃষকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল, ভাই। যদি তুমি কৃপা করিয়া আশ্রয় দাও, তবে, এ যাত্রা আমার পরিত্রাণ হয়। কৃষক কহিল, তোমার ভয় নাই, আমার কুটীরে লুকাইয়া থাক। এই বলিয়া, সে আপন কুটীর দেখাইয়া দিল। শৃগাল, কুটীরে প্রবেশ করিয়া, এক কোণে লুকাইয়া রহিল। ব্যাধেরাও, অবিলম্বে, তথায় উপস্থিত হইয়া, কৃষককে জিজ্ঞাসিল, অহে ভাই! এ দিকে একটা শিয়াল আসিয়াছিল, কোন দিকে গেল, বলিতে পার। সে কিছুই না বলিয়া, কুটীরের দিকে, অঙ্গুলি প্রয়োগ করিল। তাহারা, কৃষকের সংকেত বুঝিতে না পারিয়া, চলিয়া গেল।

ব্যাধেরা প্রস্থান করিলে পর, শৃগাল কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, কৃষক; ভর্ৎসনা করিয়া, শৃগালকে কহিল, যা হউক, ভাই। তুমি বড় ভদ্র; আমি, বিপদের সময়, আশ্রয় দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম। কিন্তু, তুমি, যাইবার সময়, আমায় একটা কথার সম্ভাষণও করিলে না। শৃগাল কহিল, ভাই হে! তুমি কথায় যেমন ভদ্রতা

করিয়াছিলে; যদি অঙ্গুলিতেও সেইরূপ ভদ্রতা করিতে, তাহা হইলে, আমিও, তোমার নিকট বিদায় না লইয়া, কদাচ, কুটীর হইতে চলিয়া যাইতাম না।

এক কথায় যত মন্দ হয়, এক ইঙ্গিতেও তত মন্দ হইতে পারে।

রাখাল ও ব্যাঘ্র

এক রাখাল কোনও মাঠে গরু চরাইত। ঐ মাঠের নিকটবর্তী বনে বাঘ থাকিত। রাখাল, তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, চীৎকার করিত। নিকটস্থ লোকেরা, বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া, অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইত। রাখাল, দাঁড়াইয়া, খিল খিল করিয়া হাসিত। আগত লোকেরা, অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া যাইত।

অবশেষে, এক দিন, সত্য সত্যই, বাঘ আসিয়া তাহার পালের গরু আক্রমণ করিল। তখন রাখাল, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, সে দিন, এক প্রাণীও, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত উপস্থিত হইল না। সকলেই মনে করিল, ধূর্ত রাখাল, পূর্ব পূর্ব বারের মত, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, আমাদের সঙ্গে তামাসা করিতেছে। বাঘ ইচ্ছামত পালের গরু নষ্ট করিল, এবং, অবশেষে, রাখালের প্রাণসংহার করিয়া চলিয়া গেল। নির্বোধ রাখাল, সকলকে এই উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে—

মিথ্যাবাদীরা সত্য কহিলেও, কেহ বিশ্বাস করে না।

কাক ও জলের কলসী

এক তৃষ্ণার্ত কাক, দূর হইতে, জলের কলসী দেখিতে পাইয়া, আহ্লাদিত হইয়া ঐ কলসীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং, জলপান করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, কলসীর ভিতর ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিল ; কিন্তু কলসীতে জল অনেক নীচে ছিল, এজন্য, কোন মতে, পান করিতে পারিল না। তখন সে, প্রথমে, কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইল ; পরে, কলসী উলটাইয়া দিয়া,

জলপান করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বলের অল্পতা প্রযুক্ত, তাহার কোনও চেষ্টাই সফল হইল না। অবশেষে, কতকগুলি নুড়ি সেইখানে পড়িয়া আছে দেখিয়া এক একটি করিয়া, সমুদয় নুড়িগুলি কলসীর ভিতরে ফেলিল। তলায় নুড়ি পড়াতে, জল কলসীর মুখের গোড়ায় উঠিল ; তখন কাক, ইচ্ছামত জলপান করিয়া, তৃষ্ণার নিবারণ করিল।

বলে যাহা সম্পন্ন না হয়, কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে।

খরগস ও কচ্ছপ

কচ্ছপ স্বভাবতঃ অতি আস্তে চলে ; এজন্য, এক খরগস কোনও কচ্ছপকে উপহাস করিতে লাগিল। কচ্ছপ, খরগসের উপহাসবাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ভাল, ভাই! কথায় কাজ নাই, দিন স্থির কর ; ঐ দিনে, দুজনে এক সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিব ; দেখা যাইবে, কে আগে নিরূপিত স্থানে পঁহুছিতে পারে। খরগস কহিল, অন্য দিনের আবশ্যক কি ; আইস, দেখা যাউক ; এখনই বুঝা যাইবেক কে কত চলিতে পারে।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, উভয়ে, এক কালে, এক স্থান হইতে, চলিতে আরম্ভ করিল। কচ্ছপ আস্তে আস্তে চলিত বটে ; কিন্তু, চলিতে আরম্ভ করিয়া, এক বারও না থামিয়া, অবাধে চলিতে লাগিল। খরগস অতি দ্রুত চলিতে পারিত ; এজন্য মনে করিল, কচ্ছপ যত চলুক না কেন, আমি আগে পঁহুছিতে পারিব। এই স্থির করিয়া, খানিক দূর গিয়া, শ্রমবোধ হওয়াতে, সে নিদ্রা গেল ; নিদ্রা-ভঙ্গের পর, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিল, কচ্ছপ তাহার অনেক পূর্বে পঁহুছিয়াছে।

উদর ও অন্য অবয়ব

কোনও সময়ে, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব সকল মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, দেখ, ভাই সকল! আমরা নিয়ত পরিশ্রম করি ; কিন্তু উদর কখনও পরিশ্রম করে না। সে, সর্বক্ষণ, নিশ্চিন্ত রহিয়াছে ; আমরা, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, তাহার পরিচর্যা করিতেছি। যে, নিয়ত, আলস্যে কালহরণ করিবেক, আমরা

কেন তাহার পরিচর্যা করিব। অতএব, আইস, সকলে প্রতিজ্ঞা করি, আজ অবধি, আমরা আর উদরের সাহায্য করিব না।

এই চক্রান্ত করিয়া, তাহারা পরিশ্রম ছাড়িয়া দিল। পা আর আহারস্থানে যায় না; হাত আর মুখে আহার তুলিয়া দেয় না; মুখ আর আহার গ্রহণ করে না; দন্ত আর ভক্ষ্য বস্তুর চর্বণ করে না। উদরকে জব্দ করিবার চেষ্টায়, দুই চারিদিন এরূপ করিলে, শরীর শুষ্ক হইয়া আসিল; অবয়ব সকল এত নিস্তেজ হইয়া পড়িল যে, আর নাড়িবার শক্তি রহিল না। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যদিও উদর পরিশ্রম করে না বটে, কিন্তু উদর প্রধান অবয়ব; উদরের পরিচর্যার জন্যে পরিশ্রম না করিলে, সকলকেই দুর্বল ও নিস্তেজ হইতে হইবেক। আমরা, পরিশ্রম করিয়া, কেবল উদরের সাহায্য করি, এমন নহে। উদরের পক্ষে, যেমন অন্য অন্য অবয়বের সহায়তা আবশ্যক, অন্য অন্য অবয়বের পক্ষেও, সেইরূপ উদরের সহায়তা আবশ্যক। যদি সুস্থ থাকা আবশ্যক হয়, সকল অবয়বকেই স্ব স্ব নিয়মিত কর্ম করিতে হইবে, নতুবা কাহারও ভদ্রস্থতা নাই।

একচক্ষু হরিণ

এক চক্ষু হরিণ, সতত, নদীর তীরে চরিয়া বেড়াইত। নদীর দিকে ব্যাধ আসিবার আশংকা নাই, এই স্থির করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, স্থলের দিকে ব্যাধ আসিবার ভয়ে, সতত সেই দিকে দৃষ্টি রাখিত। দৈবযোগে, এক দিবস, কোনও ব্যাধ নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিল। সে, দূর হইতে, ঐ হরিণকে চরিতে দেখিয়া, উহাকে লক্ষ্য করিয়া শরনিক্ষেপ করিল। হরিণ, মনে মনে এই ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিল, আমি যে দিকে বিপদের আশংকা করিয়া, সর্বদা সতর্ক থাকিতাম, সে দিকে বিপদের কোনও কারণ উপস্থিত হইল না; কিন্তু, যে দিকে বিপদের আশংকা নাই ভাবিয়া, নির্ভাবনায় ছিলাম, সেই দিক হইতেই, শত্রু আসিয়া আমার প্রাণ সংহার করিল।

দুই পথিক ও ভালুক

দুই বন্ধুতে মিলে পথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, সেই সময়, তথায়, এক ভালুক উপস্থিত হইল। বন্ধুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি, ভালুক দেখিয়া, অতিশয় ভয় পাইয়া নিকটবর্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল ; কিন্তু, বন্ধুর কি দশা ঘটিল, তাহা এক বারও ভাবিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কোনও উপায় না দেখিয়া, এবং, একাকী ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসাধ্য ভাবিয়া, মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিল। কারণ, সে পূর্বে শুনিয়াছিল ভালুক মরা মানুষ ছোঁয় না।

ভালুক আসিয়া তাহার নাক, কান, মুখ, চোখ, বুক পরীক্ষা করিল, এবং, তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া, চলিয়া গেল। ভালুক চলিয়া গেলে পর, প্রথম ব্যক্তি, বৃক্ষ হইতে নামিয়া, বন্ধুর নিকটে গিয়া, জিজ্ঞাসিল, ভাই! ভালুক তোমায় কি বলিয়া গেল। আমি দেখিলাম সে তোমার কানের কাছে অনেক ক্ষণ, মুখ রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, ভালুক আমায় এই কথা বলিয়া গেল, যে বন্ধু বিপদের সময়ে ফেলিয়া পালায়, আর কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিও না।

সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের গল্প

এক সিংহ, এক গর্দভ, এক শৃগাল, এই তিনে মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। শিকার সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইয়া, ইচ্ছামত আহার করিবার মানস করিল। সিংহ গর্দভকে ভাগ করিতে আজ্ঞা দিল। তদনুসারে গর্দভ, তিনভাগ সমান করিয়া, স্বীয় সহচরদিগকে এক এক ভাগ লইতে বলিল। সিংহ, অতিশয় কুপিত হইয়া, নখপ্রহার দ্বারা, গর্দভকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

পরে, সিংহ শৃগালকে ভাগ করিতে বলিল। শৃগাল অতি ধূর্ত, গর্দভের ন্যায় নির্বোধ নহে। সে, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সিংহের ভাগে সমুদয় রাখিয়া, আপন ভাগে কিঞ্চিৎ মাত্র রাখিল। তখন, সিংহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, সখে! কে তোমায় এরূপ ন্যায্য ভাগ করিতে শিখাইল ? শৃগাল কহিল, যখন গর্দভের দশা স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন আর অপর শিক্ষার প্রয়োজন কি।

বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক

এক বৃদ্ধা নারীর চক্ষু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল ; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয় ! আমার চক্ষুর দোষ জন্মিয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাই না ; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দেন ; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব ; কিন্তু ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া, চিকিৎসকের অতিশয় লোভ জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটি দ্রব্য লইয়া যাইব। এজন্য, যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে, একে একে সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার চক্ষু, অল্প দিনেই, পূর্ববৎ নির্দোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাহার একটিও নাই ; অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, চিকিৎসক, একে একে, সমুদয় লইয়া গিয়াছেন।

একদিন, চিকিৎসক বৃদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি হইয়াছে। পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় পুরস্কার দিবে, বলিয়াছিলে ; এক্ষণে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, আমায় বিদায় কর। বৃদ্ধা চিকিৎসকের আচরণে, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য, কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক, বারংবার চাহিয়াও পুরস্কার না পাইয়া বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। বৃদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কৌশল করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পূর্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, উহাকে পুরস্কার দিব। উনি কহিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে ; কিন্তু আমি যেরূপে দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দোষ হয় নাই। কারণ, যখন

আমার চক্ষুর দোষ জন্মে নাই, আমার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে, চক্ষুর দোষ জন্মিলে, সে সকল দেখিতে পাই নাই; এখনও সে সব দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে, উহার চিকিৎসায়, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হইতেছে না। এক্ষণে আপনাদের বিচারে যাহা কর্তব্য হয়, করুন।

বিচারকেরা, বৃদ্ধার উত্তরবাক্যের মর্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন, এবং যথোচিত তিরস্কার করিয়া চিকিৎসককে বিচারালয় হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

নেকড়ে বাঘ ও মেষের পাল

কোনও স্থানে কতকগুলি মেষ চরিত। কতিপয় বলবান কুকুর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ঐ সকল কুকুরের ভয়ে, নেকড়ে বাঘ মেষদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। একদা, বাঘেরা পরামর্শ করিল, এই সকল কুকুর থাকিতে, আমরা কিছুই করিতে পারিব না। কৌশল করিয়া, ইহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে, আমাদের সুবিধা নাই। অতএব যাহাতে ইহারা মেষগণের নিকট হইতে যায়, এমন কোনও উপায় করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তাহারা মেষগণের নিকট বলিয়া পাঠাইল, আইস আমরা অতঃপর সন্ধি করি। কেন, চিরকাল, পরস্পর বিবাদ করিয়া মরি। যে সকল কুকুর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারাই সমস্ত বিবাদের মূল। তাহারা অনবরত চীৎকার করে, তাহাতেই আমাদের বিষম কোপ জন্মে। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও; তাহা হইলে চিরকাল, আমাদের পরস্পর সদ্ভাব থাকিবেক। নির্বোধ মেষগণ, এই কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, কুকুরদিগকে বিদায় করিয়া দিল। এইরূপে, রক্ষকশূন্য হওয়াতে, বাঘেরা, নিরুদ্বেগে, তাহাদের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত উদরপূর্তি করিল।

শত্রুর কথায় ভুলিয়া, হিতৈষী বন্ধুকে দূর করিয়া দিলে নিশ্চিত বিপদ ঘটে।

গৃহস্থ ও তাহার পুত্রগণ

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ পুত্রদের পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। তাহারা সতত বিবাদ করিত। গৃহস্থ সর্বদাই তাহাদিগকে বুঝাইতেন ; কিন্তু, তাহারা তাঁহার কথা শুনিত না। তখন তিনি এই স্থির করিলেন, কেবল কথায় না বলিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইলে, ইহারা বিবাদে ক্ষান্ত হইতে পারে ; অনন্তর তিনি পুত্রদিগকে আপন নিকটে ডাকিয়া আনিলেন, এবং কতগুলি কঞ্চি আনিয়া আটি বাঁধিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ, সেইরূপ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে কহিলেন, বাপু ! এই কঞ্চির আটিটি ভাঙ্গিয়া ফেল। সে, দুই হাতে দুই পাশ ধরিয়া, মাঝখানে পা দিয়া, ভাঙ্গিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিল না।

এইরূপে, গৃহস্থ, একে একে, সকল পুত্রকেই সেই কঞ্চির আটি ভাঙ্গিতে বলিলেন। সকলেই চেষ্টা পাইল, কেহই ভাঙ্গিতে পারিল না। তখন তিনি এক পুত্রকে, কঞ্চির আটি খুলিয়া, একগাছা হস্তে লইয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলেন, সে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন গৃহস্থ পুত্রদিগকে কহিলেন, দেখ বৎসগণ ! এইরূপ, যত দিন তোমরা, পরস্পর সদ্ভাবে, এক থাকিবে, ততদিন শত্রুপক্ষে তোমাদের কিছুই করিতে পারিবেক না। কিন্তু, পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক হইলেই তোমরা উচ্ছিন্ন হইবে।

লাঙ্গুলহীন শৃগাল

কোনও সময়ে, এক শৃগাল ফাঁদে পড়িয়াছিল। যাহারা ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহারা তাহার প্রাণবধের উদ্যম করিল ; কিন্তু, তাহার কাতরতা দেখিয়া প্রাণে না মারিয়া, লাঙ্গুল কাটিয়া ছাড়িয়া দিল, শৃগাল লাঙ্গুল দিয়া, প্রাণ বাঁচাইল ঘটে ; লাঙ্গুল না থাকাতে, স্বজাতির নিকট যে অপমানবোধ হইবেক, তাহা ভাবিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, লাঙ্গুল যাওয়া অপেক্ষা, আমার প্রাণ যাওয়া ভাল ছিল।

পরিশেষে, এই অপমান শুধরিয়া লইবার জন্য, সকল শৃগালকে একত্র করিয়া, সে কহিতে লাগিল, দেখ, ভাই সকল ! আমার ইচ্ছা এই, তোমরা সকলে, আমার মত, স্ব স্ব লাঙ্গুল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গুল না থাকাতে, আমি যেরূপ স্বচ্ছন্দ

শরীরে বেড়িয়া বেড়াইতেছি, তোমরা কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। যদি পরীক্ষা করিয়া না দেখিতাম, বোধ করি, আমিও কখনও বিশ্বাস করিতাম না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, লাঙ্গুল থাকিলে, অতি কদর্য দেখায়, পদে পদে যারপর নাই অসুবিধা ঘটে। ফলকথা এই, লাঙ্গুল রাখায়, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়ান মাত্র লাভ। আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, আমরা এত দিন লাঙ্গুল রাখিয়াছি কেন। হে বন্ধুগণ! আমি স্বয়ং, যার পর নাই, উপকার বোধ করিয়াছি; এজন্য তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, তোমরাও আমার মত, আপন লাঙ্গুল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গুল না থাকায় কত আরাম, এখনই বুঝিতে পারিবে।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, এক বৃদ্ধ শৃগাল, অগ্রসর হইয়া, লাঙ্গুলহীন শৃগালকে কহিল, ভাই হে! যদি তোমার লাঙ্গুল ফিরিয়া পাইবার সম্ভবনা থাকিত, তাহা হইলে কদাচ, আমাদিগকে লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিতে না।

অশ্ব ও অশ্বারোহী

এক অশ্ব একাকী মাঠে চরিয়া বেড়াইত। কিছু দিন পরে, এক হরিণ, সেই মাঠে আসিয়া, চরিতে আরম্ভ করিল, এবং ইচ্ছামত ঘাস খাইয়া, অবশিষ্ট ঘাস নষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাতে, অশ্বের আহার বিষয়ে, অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অশ্ব হরিণকে জব্দ করিবার চেষ্ট পাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে, সে এক মনুষ্যকে নিকটে দেখিয়া কহিল, ভাই! এই হরিণ আমার বড় অপকার করিতেছে; ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবেক। যদি এ বিষয়ে সাহায্য কর, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়। তখন মনুষ্য কহিল, ইহার ভাবনা কি। তুমি আমায়, তোমার মুখে লাগাম দিয়া, পিঠে উঠিতে দাও, তাহা হইলেই, আমি অস্ত্র লইয়া তোমার শত্রুর দমন করিতে পারিব! অশ্ব সম্মত হইল। মনুষ্য তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল; কিন্তু হরিণের দমন করিতে না গিয়া, অশ্বকে আপন আলয়ে লইয়া গেল। তদবধি, অশ্বগণ মনুষ্যজাতির বাহন হইল।

শশকগণ ও ভেকগণ

শশকজাতি অতি ক্ষীণজীবী ও নিতান্ত ভীরুস্বভাব জন্তু। প্রবল জন্তুগণ দেখিতে পাইলেই, তাহাদের প্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করে। এই দৌরাত্ম্য বশতঃ, তাহাদিগকে প্রাণভয়ে, সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়। এজন্য, এক দিন, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল সর্বদা সশঙ্কিত থাকিয়া প্রাণধারণ করা অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অতএব, যেরূপে হউক, অদ্যই আমরা প্রাণত্যাগ করিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, নিকটবর্তী হ্রদে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে, সকলে মিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কতগুলি ভেক সেই হ্রদের তীরে বসিয়াছিল; তাহারা, শশকগণ নিকটবর্তী হইবা মাত্র, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, জলে লাফাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া, সকলের অগ্রসর শশক স্বীয় সহচরদিগকে কহিল, দেখ, বন্ধুগণ! আমরা যত ভয় পাইয়াছি, যত নিরুপায় ভাবিয়াছি, তত করা উচিত নয়। তোমরা, এখানে আসিয়া, কতকগুলি প্রাণী দেখিলে; ইহারা আমাদের অপেক্ষাও ক্ষীণজীবী ও ভীরুস্বভাব।

তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন, অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে, তোমার অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবেক।

কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ

এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে, ঐ সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রদিগকে কহিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে, পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা, গুপ্তধনের লোভে, সেই সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল! এই রূপে, যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া, তাহারা গুপ্ত ধন কিছু পাইল না বটে; কিন্তু ঐ সকল ভূমির অতিশয় খনন করাতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল যে, গুপ্তধন না পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইল।

কৃষক ও সারস

কতকগুলি বক, প্রতিদিন, ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিয়া যাইত। তাহা দেখিয়া কৃষক, বক ধরিবার নিমিত্ত, ক্ষেতে জাল পাতিয়া রাখিল। পরে, সে জাল তদারক করিতে গিয়া দেখিল, কতকগুলি বক জালে পড়িয়া আছে, এবং একটি সারসও, সেই সঙ্গে, জালে পড়িয়াছে। তখন সারস কৃষককে কহিল, ভাই কৃষক! আমি বক নহি; আমি তোমার শস্য নষ্ট করি নাই; আমায় ছাড়িয়া দাও! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার কোনও অপরাধ নাই। যত পক্ষী আছে, আমি সে সকল অপেক্ষা অধিক ধর্মপরায়ণ। আমি, কখনও, কাহারো কোন অনিষ্ট করি না। আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার, যার পর নাই, সম্মান করি, এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের ভরণ পোষণ করি। তখন কৃষক কহিল, শুন সারস! তুমি যে সকল কথা বলিলে, সে সকলই যথার্থ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা আমার শস্য নষ্ট করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছ। এজন্য, তোমায়, তাহাদের সঙ্গে, শাস্তিভোগ করিতে হইবেক।

অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ। যথার্থ সাধুদিগকেও, সঙ্গদোষে, বিপদে পড়িতে হয়।

পথিকগণ ও বটবৃক্ষ

একদা, গ্রীষ্মকালে, কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন সময়ের রৌদ্রে, অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নিকটে একটি বটগাছ দেখিতে পাইয়া, তাহারা উহার তলে উপস্থিত হইল, এবং শীতল ছায়ায় বসিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহাদের শরীর শীতল, ও ক্লান্তি দূর হইল। তখন তাহারা নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, কহিল, দেখ ভাই! এ গাছ কোনও কাজের নয়; না ইহাতে কোন ভাল ফুল হয়, না ইহাতে ভাল ফল হয়। বলিতে কি, ইহা মানুষের কোনও উপকারে লাগে না। এই কথা শুনিয়া, বটবৃক্ষ কহিল, মানুষেরা বড় অকৃতজ্ঞ; যে সময়ে, আমার আশ্রয় লইয়া, উপকার ভোগ করিতেছে, সেই সময়েই আমি মানুষের কোনও উপকারে লাগি না বলিয়া, অম্লান মুখে আমায় গালি দিতেছে।

খরগস ও শিকারী কুক্কুর

কোনও জঙ্গলে, এক শিকারী কুকুর, একটি খরগসকে ধরিবার নিমিত্ত, তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। খরগস, প্রাণের ভয়ে, এত দ্রুত দৌড়িতে লাগিল যে, কুকুর, অতি বেগে দৌড়িয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না ; খরগস, দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। এক রাখাল এই তামাসা দেখিতেছিল ; সে উপহাস করিয়া কহিল কি আশ্চর্য। খরগস, অতি ক্ষীণ জন্তু হইয়াও, কুকুরকে বেগে পরাভব করিল। ইহা শুনিয়া কুকুর কহিল, ভাই হে ! প্রাণের ভয়ে দৌড়ন, আর আহারের চেষ্টায় দৌড়ন, এ উভয়ের কত অন্তর, তা তুমি জান না।

কুঠার ও জলদেবতা

এক দুঃখী, নদীর তীরে, কাঠ কাটিতেছিল। হঠাৎ, কুঠারখানি, তাহার হাত হইতে ফস্‌কিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠারখানি জন্মের মত হারাইলাম, এই ভাবিয়া, সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং, হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া, সেই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অতিশয় দয়া হইল। তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্যে, এত রোদন করিতেছ ? সে সমুদয় নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাৎ নদীতে মগ্ন হইলেন, এবং এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে করিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার ? সে কহিল, না মহাশয় ! এ আমার কুঠার নয়। তখন তিনি পুনরায়, জলমগ্ন হইলেন, এবং রজতময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি তোমার কুঠার ? সে কহিল, না মহাশয় ! ইহাও আমার কুঠার নয়। তিনি পুনরায়, জলে মগ্ন হইলেন, এবং তাহার লৌহময় কুঠারখানি হস্তে লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুঠার ? সে, আপন কুঠার দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিল, হাঁ মহাশয় ! এই আমার কুঠার। আমি অতি দুঃখী ; আর আমি কুঠার পাইব, আমার সে আশা ছিল না ; কেবল আপনকার অনুগ্রহে পাইলাম ; আপনি আমায়, জন্মের মত, কিনিয়া রাখিলেন।

জলদেবতা, প্রথমতঃ, তাহার নিজের কুঠারখানি তাহার হস্তে দিলেন ; পরে তুমি নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ, ও ধর্মপরায়ণ ; এজন্য তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট

হইয়াছি ; এই বলিয়া, তাহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ, সেই স্বর্ণময় ও রজতময় কুঠার দুই খানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই দুঃখী ব্যক্তি, অবাক হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল ; অনন্তর, গৃহে গিয়া, প্রতিবেশীদের নিকট, এই বৃত্তান্তের সবিশেষ বর্ণন করিল। সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া, এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জন্মিল। সে পর দিন প্রাতঃকালে কুঠার হস্তে লইয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইল, এবং গাছের গোড়ায় দুই তিন কোপ মারিয়া, যেন হঠাৎ হাত হইতে ফসকিয়া গেল, এইরূপ ভান করিয়া, কুঠার খানি জলে ফেলিয়া দিল, এবং হায় কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে সমস্ত কহিয়া অতিশয় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জলদেবতা, পূর্ববৎ জলে মগ্ন হইয়া, এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার ? স্বর্ণময় কুঠার দেখিয়া সেই লোভী, এই আমার কুঠার বলিয়া, ব্যগ্র হইয়া, কুঠার ধরিতে গেল। তাহাকে, এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অভদ্র ও মিথ্যাবাদী ; তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্য পাত্র নহিস। এই ভর্ৎসনা করিয়া, সেই স্বর্ণময় কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া, জলদেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সে, হতবুদ্ধি হইয়া, নদীর তীরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিল ; অনন্তর আমার যেমন কর্ম তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এই বলিয়া, বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

নেকড়েবাঘ ও মেষ

কোনও সময়ে, এক নেকড়েবাঘকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। ঐ কামড়ের ঘা, ক্রমে ক্রমে, এত বাড়িয়ে উঠিল যে, বাঘ আর নড়িতে পারে না ; সুতরাং, তাহার আহার বন্ধ হইল। এক দিন, সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে, এক মেষ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া, নেকড়ে অতি

কাতর বাক্যে কহিল, ভাই হে ! কয়েক দিন অবধি, আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি ; ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি, কৃপা করিয়া, এই খাল হইতে জল আনিয়া দাও, আমি আহারের জোগাড় করিয়া লইব।

মেষ কহিল, আমি তোমার অভিসন্ধি বুঝিয়াছি, নিকটে গেলেই, আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া আহারের জোগাড় করিয়া লইবে।

কুক্কুরদংষ্ট মনুষ্য

এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। সে, অতিশয় ভয় পাইয়া যাহাকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই ! আমায় কুকুরে কমড়াইয়াছে যদি কিছু ঔষধ জান, আমায় দাও। তাহার এই কথা শুনিয়া, কোনও ব্যক্তি কহিল, যদি ভাল হইতে চাও, আমি যা বলি, তা কর। সে কহিল, যদি ভাল হইতে পারি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত হইয়াছে, ঐ ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ডুবাইয়া, যে কুকুর কামড়াইয়াছে, তাহাকে খাইতে দাও ; তাহা হইলেই, তুমি নিঃসন্দেহ ভাল হইবে। কক্কুরদষ্ট ব্যক্তি, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, কহিল, ভাই ! যদি তোমার এই পরামর্শ অনুসারে চলি, তাহা হইলে, এই নগরে যত কুকুর আছে, তাহারা সকলেই, রক্তমাখা রুটির লোভে, আমায় কামড়াইতে আরম্ভ করিবেক।

সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার

সিংহ ও আর কতিপয় জন্তু মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা, নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে, এক বৃহৎ হরিণ শিকার করিল। ভাগের সময় উপস্থিত হইলে, সিংহ কহিল, তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবেক না ; আমি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া, সেই হরিণকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, সিংহ কহিল, দেখ প্রথম ভাগ আমি লইব, কারণ, আমি সকল পশুর রাজা ; আর আমি শিকারে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সেই পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ, দ্বিতীয় ভাগ লইব ; তৃতীয় ভাগের বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যাহার

ক্ষমতা থাকে সে লউক। অন্য অন্য পশুরা, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, প্রবল লোকেরা স্বার্থপর ও বিবেচনাশূন্য, হইলে, দুর্বলের পক্ষে এইরূপ বিচারই হইয়া থাকে।

কৃপণ

এক কৃপণের কিছু সম্পত্তি ছিল। সর্বদা তাহার এই ভয় ও ভাবনা হইত, পাছে চোরে ও দস্যুতে অপহরণ করে। এজন্য, সে বিবেচনা করিল, যাহাতে কেহ সন্ধান না পায়, ও চুরি করিতে না পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে সে সর্বস্ব বেচিয়া ফেলিল, এবং, একতাল সোনা কিনিয়া, কোনও নিভৃত স্থানে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। কিন্তু এরূপ করিয়াও, সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না ; প্রতিদিন, অবাধে, এক এক বার, সেই স্থানে গিয়া, দেখিয়া আসিত, কেহ সন্ধান পাইয়া, লইয়া গিয়াছে কি না।

কৃপণ প্রত্যহ এইরূপ করাতে, তাহার ভৃত্যের মনে এই সন্দেহ জন্মিল, হয় ত, ঐ স্থানে প্রভুর গুপ্ত ধন আছে ; নতুবা, উনি, প্রতিদিন এক এক বার, ওখানে যান কেন? পরে, একদিন, সুযোগ পাইয়া, সেই স্থান খুঁড়িয়া, সে সোনার তাল লইয়া পলায়ন করিল। পরদিন, যথাকালে, কৃপণ ঐ স্থানে গিয়া দেখিল, কেহ, গর্ত খুঁড়িয়া, সোনার তাল লইয়া গিয়াছে। তখন সে মাথা কুড়িয়া, চুল ছিঁড়িয়া, হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, রোদন করিতে লাগিল।

এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অভিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিল, ভাই! তুমি, অকারণে রোদন করিতেছ কেন? এক খণ্ড প্রস্তর ঐ স্থানে রাখিয়া দাও ; মনে কর, তোমার সোনার তাল পূর্বের মত পোঁতা আছে। কারণ, যখন স্থির করিয়াছিলে, ভোগ করিবে না, তখন এক তাল সোনা পোঁতা থাকিলেও যে ফল, আর এক খান পাথর পোঁতা থাকিলেও সেই ফল। অর্থের ভোগ না করিলে, অর্থ থাকা না থাকা দুই সমান।

বৃষ ও মশক

এক মশক কোন বৃষের মস্তকের উপর কিয়ৎ ক্ষণ উড়িয়া অবশেষে তাহার শৃঙ্গের উপর বসিল, এবং মনে ভাবিল হয় ত বৃষ আমার ভারে কাতর হইয়াছে। তখন তাহাকে কহিল ভাই হে ! যদি আমার ভার তোমার অসহ্য হইয়া থাকে বল, আমি এখনই উড়িয়া যাইতেছি ; আমি তোমার ক্লেশ দিতে চাহি না। ইহা শুনিয়া বৃষ কহিল তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। তুমি থাক বা যাও আমার পক্ষে দুই সমান। তুমি এত ক্ষুদ্র যে, তুমি আমার শৃঙ্গে বসিয়াছ এ পর্যন্ত আমার সে অনুভবই হয় নাই।

মন যত ক্ষুদ্র, আত্মশ্লাঘা তত অধিক হয়।

কুক্কুর ও অশ্বগণ

এক কুকুর অশ্বগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্বগণ আহার করিতে গেলে, সে ভয়ানক চীৎকার করিত, এবং, দংশন করিতে উদ্যত হইয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। এক দিন, এক অশ্ব কহিল, দেখ, এই হতভাগা কুকুর কেমন দুর্বৃত্ত ! আহারের দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া থাকিবেক ; আপনিও আহার করিবেক না, এবং, যাহারা ঐ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবেক তাহাদিগকেও আহার করিতে দিবেক না।

মৃন্ময় ও কাংস্যময় পাত্র

এক মৃন্ময় পাত্র ও এক কাংস্যপাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে ছিল। কাংস্যপাত্র মৃন্ময়পাত্রকে কহিল, অহে মৃন্ময়পাত্র ! তুমি আমার নিকটে থাক, তাহা হইলে, আমি তোমার রক্ষা করিতে পারিব। তখন মৃন্ময় পাত্র কহিল, তুমি যে এরূপ প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম। কিন্তু আমি, যে আশঙ্কায়, তোমার তফাতে থাকিতেছি, তোমার নিকটে গেলে আমার তাহাই ঘটিবেক। তুমি অনুগ্রহ করিয়া, তফাতে থাকিলেই, আমার মঙ্গল। কারণ, আমরা উভয়ে, একত্র হইলে, আমারই সর্বনাশ। তোমার আঘাত লাগিলে আমিই ভাঙ্গিয়া যাইব।

প্রবল প্রতিবেশীর নিকটে থাকা পরামর্শসিদ্ধ নহে ; বিবাদ উপস্থিত হইলে দুর্বলের সর্বনাশ।

চোর ও কুক্কুর

এক চোর, কোনও গৃহস্থের বাটীতে, চুরি করিতে গিয়াছিল। এক কুক্কুর, সমস্ত রাত্রি, ঐ গৃহস্থের বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, ঐ কুক্কুরকে দেখিয়া, মনে ভাবিল, ইহার মুখ বন্ধ না করিলে, চীৎকার করিয়া, গৃহস্থকে জাগাইয়া দিবেক; তাহা হইলে, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক না। অতএব, অগ্রে ইহার মুখ বন্ধ করা আবশ্যক।

এই বিবেচনা, করিয়া, চোর কুক্কুরের সম্মুখে মাংসের টুকরা ফেলিয়া দিতে লাগিল। তখন কুক্কুর কহিল, প্রথমেই তোমায় দেখিয়া, আমার মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে তোমার কার্য দেখিয়া, আমার নিশ্চিত বোধ হইল, তুমি কদাচ ভদ্র লোক নও। তোমার অভিসন্ধি এই, আমার মুখ বন্ধ করিয়া, গৃহস্থের সর্বনাশ করিবে। অতএব, যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।

যাহারা উৎকোচ দিতে উদ্যত হয়, তাহারা কদাচ ভদ্র নয়; তাহাদের মনে অবশ্যই মন্দ অভিপ্রায় থাকে।

রোগী ও চিকিৎসক

কোনও চিকিৎসক, কিছু দিন, এক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সেই চিকিৎসকের হস্তেই ঐ রোগীর মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়, চিকিৎসক, তাহার আত্মীয়গণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আহা! যদি এই ব্যক্তি আহারাদির নিয়ম করিয়া চলিতেন, সর্বদা সকল বিষয়ে অত্যাচার না করিতেন, তাহা হইলে ইহার অকাল মৃত্যু ঘটিত না। তখন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু এক্ষণে, আপনার এ উপদেশের কোনও ফল দেখিতেছি না। যখন সে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, এবং, আপনার উপদেশ অনুসারে, চলিতে পারিতেন, তখন তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত ছিল।

সময় বহিয়া গেলে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

সারসী ও তাহার শিশু সন্তান

এক সারসী, শিশু সন্তানগুলি লইয়া, কোনও ক্ষেত্রে বাস করিত। ঐ ক্ষেত্রের শস্য সকল পাকিয়া উঠিলে, সারসী বুঝিতে পারিল, অতঃপর, কৃষকেরা শস্য কাটিতে আরম্ভ করিবেক। এই নিমিত্ত, প্রতিদিন, আহারের অন্বেষণে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশু সন্তানদিগকে বলিয়া যাইত, তোমরা, আমার আসিবার পূর্বে, যাহা কিছু শুনিবে, আমি আসিবা মাত্র, সে সমুদয় অবিকল আমায় বলিবে।

একদিন, সারসী বাসা হইতে বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ক্ষেত্রস্বামী, শস্য কাটিবার সময় হইয়াছে কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইল, এবং চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, শস্য সকল পাকিয়া উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারসী বাসায় আসিলে, তাহার সন্তানেরা ঐ সকল কথা জানাইল, এবং কহিল, মা! তুমি আমাদিগকে শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর তুমি, আমাদিগকে এখানে রাখিয়া, বাহিরে যাইও না। যাহারা শস্য কাটিতে আসিবেক তাহারা, দেখিলেই, আমাদের প্রাণবধ করিবেক। সারসী কহিল, বাছা সকল! তোমরা এখনই ভয় পাইতেছ কেন! ক্ষেত্রস্বামী যদি, প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে।

পর দিবস, ক্ষেত্রস্বামী পুনরায় উপস্থিত হইল; দেখিল, যাহাদের উপর ভার দিয়াছিল, তাহারা শস্য কাটিতে আইসে নাই। কিন্তু শস্য সকল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিয়াছিল; অতঃপর না কাটিলে হানি হইতে পারে; এই নিমিত্ত, সে কহিল, আর সময় নষ্ট করা হয় না; প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, বিস্তর ক্ষতি হইবেক। আর তাহাদের ভরসায় না থাকিয়া, আপন ভাই বন্ধুদিগকে বলি, তাহারা সত্বর কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া, সে আপন পুত্রের দিকে মুখ ফিরিইয়া কহিল, তুমি তোমার খুড়াদিগকে আমার নাম করিয়া বলিবে যেন তাহারা, সকল কর্ম রাখিয়া, কাল সকালে আসিয়া, শস্য কাটিতে আরম্ভ করে। এই বলিয়া, ক্ষেত্রস্বামী চলিয়া গেল।

সারসশিশুগণ অতিশয় ভীত হইল, এবং সারসী আসিবা মাত্র, কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল, মা! আজ ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের একটা উপায় কর। কাল তুমি, আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া, যাইতে পারিবে না। যদি যাও, আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সারসী, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিল, যদি এই কথা, মাত্র শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, ভয়ের বিষয় নাই। যদি ক্ষেত্রস্বামী, ভাই-বন্ধুদিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার, এখনও, অনেক বিলম্ব আছে। তাহাদেরও শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা, আগে আপনাদের শস্য না কাটিয়া, কখনও ইহার শস্য কাটিতে আসিবেক না। কিন্তু, ক্ষেত্রস্বামী, কাল সকালে আসিয়া, যাহা কহিবেক, তাহা মন দিয়া শুনিও, এবং আমি আসিলে, বলিতে ভুলিও না।

পরদিন, প্রত্যূষে, সারসী আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, কেহই শস্য কাটিতে আইসে নাই; আর, শস্য সকল অধিক পাকিয়াছিল, এজন্য, ঝরিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। তখন সে, বিরক্ত হইয়া, আপন পুত্রকে কহিল, দেখ, আর প্রতিবেশীর, অথবা ভাই-বন্ধুর, মুখ চাহিয়া থাকা উচিত নহে। আজ রাত্রিতে যত জন পাও, ঠিকা লোক স্থির করিয়া রাখিবে। কাল সকালে, তাহাদিগকে লইয়া, আপনারাই কাটিতে আরম্ভ করিব, নতুবা বিস্তর ক্ষতি হইবেক।

সারসী বসায় আসিয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, অতঃপর, আর এখানে থাকা হয় না; এখন অন্যত্র যাওয়া কর্তব্য। যখন কেহ, অন্যের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্মে মন দেয়, তখন ইহা স্থির জানা উচিত যে, সে যথার্থই ঐ কর্ম সম্পূর্ণ করা মনস্থ করিয়াছে।

ইঁদুরের পরামর্শ

ইঁদুর সকল, বিড়ালের উপদ্রবে, নিতান্ত বিব্রত হইয়া, সকলে একত্র হইয়া, কিসে পরিত্রাণ হয়, এই পরামর্শ করিতে বসিল। যাহার মনে যাহা উপস্থিত হইল, সে তাহাই কহিতে লাগিল; কিন্তু কোনও প্রস্তাবই পরামর্শসিদ্ধ বোধ

হইল না। পরিশেষে, এক বুদ্ধিমান ইঁদুর কহিল, বিড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া যাউক। ঘণ্টার শব্দ হইলে, আমরা বুঝিতে পারিব, বিড়াল আমাদিগকে খাইতে আসিতেছে ; তাহা হইলেই আমরা সাবধান হইতে পারিব।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল ; এবং, সকলের মতে, উহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এক বৃদ্ধ ইঁদুর, এ পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে বলিল, অমুক যাহা কহিলেন তাহা বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বটে ; এবং, সেরূপ করিতে পারিলে, আমাদের ইষ্টসিদ্ধিও হইতে পারে। কিন্তু, আমি এই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের মধ্যে কে, সাহস করিয়া, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবেক। ইহা শুনিয়া, পরস্পর মুখ চাহিয়া, সকলে হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কোনও বিষয়ের প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্বাহ করিয়া উঠা কঠিন।

পথিক ও কুঠার

দুই পথিক এক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, সম্মুখে একখানা কুঠার দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ, তাহা ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, এবং আপন সহচরকে কহিল, দেখ ভাই ! আমি কেমন সুন্দর কুঠার পাইয়াছি। তখন সে কহিল, ও কি ভাই ! এ কেমন কথা ; আমি পাইলাম বলিতেছ কেন ; আমরা উভয়ে পাইলাম, বল। উভয়ে এক সঙ্গে যাইতেছি, যাহা পাওয়া গেল, উভয়েরই হওয়া উচিত। অপর ব্যক্তি কহিল না ভাই ! তাহা হইলে অন্যায় হয়। তুমি কি জান না, যে যা পায়, তারই তা হয়। এই কুঠার আমি পাইয়াছি, আমারই হওয়া উচিত ; আমি তোমাকে ইহার অংশ দিব কেন। সে শুনিয়া নিরস্ত হইল।

এই সময়ের, যাহাদের কুঠার হারাইয়াছিল, তাহারা, খুঁজিতে খুঁজিতে, সেইস্থানে উপস্থিত হইল, এবং, পথিকের হস্তে কুঠার দেখিয়া, তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল। তখন সে স্বীয় সহচরকে কহিল, হায় ! আমরা মারা পড়িলাম। তাহার সহচর কহিল, ও কেমন কথা ; এখন, আমরা মারা পড়িলাম, বল কেন, আমি মারা পড়িলাম, বল। যাহাকে লাভের অংশ দিতে চাহ নাই, তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে যাওয়া অন্যায়।

সিংহ ও মহিষ

একদা, এক সিংহ ও এক মহিষ, পিপাসায় কাতর হইয়া, এক সময়ে, এক খালে, জলপান করিতে গিয়াছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে, কে আগে জলপান করিবেক, এই বিষয় লইয়া, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি বিপক্ষকে অগ্রে জলপান করিতে দিব না ; সুতরাং, উভয়ের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

এই সময়ে তাহারা, ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে ; দেখিয়া বুঝিতে পারিল, যুদ্ধে যাহার প্রাণত্যাগ হইবেক, তাহার মাংস খাইবেক বলিয়া, উহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহাদের বুদ্ধির উদয় হইল ; এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, আইস ভাই ! ক্ষান্ত হই, আর বিবাদে কাজ নাই। অনর্থক বিবাদ করিয়া, কাক ও শকুনির আহার হওয়া অপেক্ষা, সুহৃদ্ভাবে জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়া ভাল।

শৃগাল ও সারস

এক দিবস, এক শৃগাল এক সারসকে বলিল, ভাই ! কাল তোমায় আমার আলয়ে আহার করিতে হইবেক। সারস সম্মত, ও পরদিন, যথাকালে, শৃগালের আলয়ে উপস্থিত হইল। উপহাস করিয়া, আমোদ করিবার নিমিত্ত, শৃগাল, অন্য কোনও আয়োজন না করিয়া, থালায় কিঞ্চিৎ ঝোল ঢালিয়া, সারসকে আহার করিতে বলিল, এবং আপনিও আহার করিতে বসিল। শৃগাল, জিহ্বা দ্বারা, অনায়াসেই, থালার ঝোল চাটিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু, সারসের ঠোঁট অতিশয় সরু ও লম্বা ; সুতরাং, সে কিছুই আহার করিতে পারিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আহারে বসিবার সময়, তাহার যেরূপ ক্ষুধা ছিল, সেইরূপই রহিল, কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না।

সারসকে আহারে বিরত দেখিয়া, শৃগাল ক্ষোভপ্রকাশ করিয়া কহিল ভাই ! তুমি ভাল করিয়া আহার করিলে না ; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বোধ করি, আহারের দ্রব্য সুস্বাদ হয় নাই, তাই ভাল করিয়া আহার করিলে না।

সারস শুনিয়া, উপহাস বুঝিতে পারিয়া, তখন কোনও উক্তি করিল না ; কিন্তু শৃগালকে জব্দ করিবার নিমিত্ত, যাইবার সময় কহিল, ভাই ! কাল তোমায়, আমার ওখানে গিয়া, আহার করিতে হইবেক। শৃগাল সম্মত হইল।

পরদিন যথাকালে, শৃগাল সারসের আলয়ে উপস্থিত হইলে, সারস, এক গলাসরু পাত্রে আহার সামগ্রী রাখিয়া, শৃগালের সম্মুখে ধরিল, এবং আইস, ভাই। ভোজন করি, এই বলিয়া, আহার করিতে বসিল। সারস, আপন সরু লম্বা ঠোঁট, অনায়াসে, পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া, আহার করিতে লাগিল। কিন্তু শৃগাল, কোনও মতে, পাত্রের মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট করিতে পারিল না ; কেবল ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া, সেই পাত্রের গাত্র চাটিতে লাগিল। পরে, আহার সমাপ্ত হইলে, বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, সে এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, আমি কোনও মতে, সারসকে দোষ দিতে পারি না। আমি যে পথে চলিয়াছিলাম, সারসও সেই পথে চলিয়াছে।

দুঃখী, বৃদ্ধ ও যম

এক বৃদ্ধ অতি দুঃখী ছিল। তাহার জীবিকানির্বাহের কোনও উপায় ছিল না। সে, বনে কাঠ কাটিয়া, সেই কাঠ বেচিয়া, অতি কষ্টে দিনপাত করিত। গ্রীষ্মকালে, এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, সে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া, বন হইতে আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে ; তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে ; প্রখর রৌদ্রে সর্ব শরীর দগ্ধপ্রায় ও গলদঘর্ম হইতেছে ; পথের তপ্ত ধূলি ও বালুকাতে, দুই পা পুড়িয়া যাইতেছে। অবশেষে, নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, কাঠের বোঝা ফেলিয়া, সে এক বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সে মনে মনে কহিতে লাগিল, এরূপ ক্লেশভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, মরিয়া যাওয়া ভাল ; কেনই বা আমার মরণ হয় না ; আমার মত হতভাগ্য লোকের মরণ হইলেই মঙ্গল।

মনের দুঃখে, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই চিরদুঃখী, যমকে সম্বোধিয়া, কহিতে লাগিল, যম ! তুমি আমায় ভুলিয়া আছ কেন ? শীঘ্র আসিয়া, আমায় লইয়া যাও ; তাহা হইলেই আমার নিষ্কৃতি হয় ; আর আমি ক্লেশ সহ্য করতে

পারি না! তাহার কথা সমাপ্ত না হইতেই, যম আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সে, তাহার বিকট মূর্তি দেখিয়া, ভয় পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, কি জন্যে এখানে আসিলেন? তিনি কহিলেন, আমি যম, তুমি আমায় ডাকিতেছিলে, তাই আসিয়াছি; এখন, কি জন্যে আমায় ডাকিতেছিলে, বল। তখন সে কহিল, মহাশয়! যদি আসিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া, কাঠের বোঝাটি আমার মাথায় উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়। যম, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।

ঈগল ও দাঁড়কাক

এক পাহাড়ের নিম্নদেশে, কতকগুলি মেষ চরিতেছিল। এক ঈগল পক্ষী, পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া, ছোঁ মারিয়া, এক মেষশাবক লইয়া, পুনরায় পাহাড়ের উপর উঠিল, ইহা দেখিয়া, এক দাঁড়কাক ভাবিল, আমিও কেন, ঐরূপ ছোঁ মারিয়া, একটা মেষ অথবা মেষশাবক লই না! ঈগল যদি পারিল, আমি না পারিব কেন? এই স্থির করিয়া, সে যেমন এক মেষের উপর ছোঁ মারিল, অমনি সেই মেষের লোমে তাহার পায়ের নখর জড়াইয়া গেল।

দাঁড়কাক, এই রূপে বদ্ধ হইয়া, ঝট্‌পট্ ও প্রাণভয়ে কা কা করিতে লাগিল। মেষপালক, আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই নির্বোধ দাঁড়কাককে ধরিয়া, তাহার পাখা কাটিয়া দিল। পরে সে, সায়ংকালে, ঐ দাঁড়কাক গৃহে লইয়া গেল। মেষপালকের শিশু সন্তানেরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি আমাদের জন্যে ও কি পাখী আনিয়াছ? মেষপালক কহিল, যদি তোমরা উহাকে জিজ্ঞাসা কর, ও বলিবেক, আমি ঈগল পক্ষী; কিন্তু, আমি উহাকে দাঁড়কাক বলিয়া আনিয়াছি।

পক্ষী ও শাকুনিক

এক শাকুনিক, ফাঁদ পাতিয়া, এক পক্ষী ধরিয়াছিল। পক্ষী, প্রাণনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাতর হইয়া, বিনয়বাক্যে শাকুনিককে কহিতে লাগিল, ভাই! তুমি, দয়া করিয়া, আমায় ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার

করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দিলে, আমি অন্য অন্য পক্ষীদিগকে, ভুলাইয়া আনিয়া, তোমার ফাঁদে ফেলিয়া দিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি, এক পক্ষীর পরিবর্তে কত পক্ষী পাইবে। শাকুনিক কহিল, না, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না। যে আপন মঙ্গলের নিমিত্ত, সজাতীয় ও আত্মীয়দিগের সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার মৃত্যু হইলেই, পৃথিবীর মঙ্গল।

পীড়িত সিংহ

এক সিংহ, বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; সুতরাং তাহার আহার বন্ধ হইয়া আসিল। তখন সে, পর্বতের গুহার মধ্যে থাকিয়া, এই কথা রটাইয়া দিল, সিংহ অতিশয় পীড়িত হইয়াছে; চলিতে পারে না, উঠিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না। এই সংবাদ, নিকটস্থ পশুদের মধ্যে, প্রচারিত হইলে, তাহারা, একে একে, সিংহকে দেখিতে যাইতে লাগিল। সিংহ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে ভাবিয়া, যেমন কোনও পশু নিকটে যায়, অমনি সিংহ, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া, স্বচ্ছন্দে আহার করে।

এইরূপে কয়েকদিন গত হইলে, এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত, গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। সিংহ যথার্থই পীড়িত হইয়াছে, অথবা ছল করিয়া, নিকটে পাইয়া, পশুগণের প্রাণবধ করিতেছে, এ বিষয়ে শৃগালের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। এজন্য, সে গুহায় প্রবেশ করিয়া, সিংহের নিতান্ত নিকটে না গিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আপনি কেমন আছেন? সিংহ শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিল, কে ও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল! আইস, ভাই! আইস; আমি ভাবিতেছিলাম, ক্রমে ক্রমে, সকল বন্ধুই আমাকে দেখিতে আসিল, পরম বন্ধু শৃগাল আসিল না কেন? যাহা হউক, ভাই! তুমি যে আসিয়াছ, ইহাতে যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলাম। যদি, ভাই! আসিয়াছ, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? নিকটে আইস, দুটা মিষ্ট কথা বল, আমার কর্ণ শীতল হউক। দেখ, ভাই! আমার শেষ দশা উপস্থিত; আর অধিক দিন বাঁচিব না।

শুনিয়া, শৃগাল কহিল, মহারাজ! প্রার্থনা করি, শীঘ্র সুস্থ হউন। কিন্তু, আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি আর অধিক নিকটে যাইতে, অথবা অধিকক্ষণ এখানে

থাকিতে, পারিব না। বলিতে কি, মহারাজ! পদচিহ্ন দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনেক পশু এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু প্রবেশ করিয়া, কেহ পুনরায় বহির্গত হইয়াছে, কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রতীতি হইতেছে না। ইহাতে, আমার অন্তঃকরণে, অতিশয় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আর আমার এখানে থাকিতে সাহস হইতেছে না; আমি চলিলাম। এই বলিয়া, শৃগাল পলায়ন করিল।

টাক ও পরচুলা

এক ব্যক্তির মস্তকের সমুদয় চুল উঠিয়া গিয়াছিল। সকলকার কাছে, সেরূপ মাথা দেখাইতে বড় লজ্জা হইত; এজন্য, সে সর্বদা পরচুলা পরিয়া থাকিত। এক দিন সে, তিন চারি জন বন্ধুর সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া, বেড়াইতে গিয়াছিল। ঘোড়া বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ ব্যক্তির পরচুলা, বাতাসে উড়িয়া গেল; সুতরাং, তাহার টাক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সহচরেরা, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না। সে ব্যক্তিও, তাহাদের সঙ্গে, হাস্য করিতে লাগিল, এবং কহিল, যখন আমার আপনার চুল মাথায় রহিল না, তখন পরের চুল আটকাইয়া রাখিতে পারিব, এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়।

সিংহ ও তিন বৃষ

তিন বৃষের পরস্পর অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। তাহারা নিয়ত, এক মাঠে, এক সঙ্গে, চরিয়া বেড়াইত। এক সিংহ সর্বদাই এই ইচ্ছা করিত, এই তিন বৃষের প্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করিব। কিন্তু, উহারা এমন বলবান যে, তিনজন একত্রে থাকিলে, সিংহ, আক্রমণ করিয়া, কিছু করিতে পারে না। এজন্য, সে মনে মনে বিবেচনা করিল, যাহাতে ইহারা পৃথক পৃথক চরে, এমন কোনও উপায় করি। পরে, কৌশল করিয়া, সে উহাদের মধ্যে এমন বিরোধ ঘটাইয়া দিল যে, তিনের আর পরস্পর মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত রহিল না। তখন তাহারা, পরস্পর দূরে, পৃথক পৃথক স্থানে, চরিতে আরম্ভ করিল। সিংহও এই সুযোগ পাইয়া, একে একে, তিনের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত আহার করিল।

বন্ধুদিগের পরস্পর বিরোধ শত্রুর আনন্দের নিমিত্ত।

ঘোটকের ছায়া

এক ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিল। সে, ঐ ঘোড়া ভাড়া দিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। গ্রীষ্মকালে, একদিন, কোনও ব্যক্তি, চলিয়া যাইতে যাইতে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, ঐ ঘোড়া ভাড়া করিল। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি ঘোড়া হইতে নামিয়া, খানিক বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত, ঘোড়ার ছায়ায় বসিল। তাহাকে ঘোড়ার ছায়ায় বসিতে দেখিয়া, যাহার ঘোড়া, সে কহিল, ভাল, তুমি ঘোড়ার ছায়ায় বসিবে কেন? ঘোড়া তোমার নয়; এ আমার ঘোড়া, আমি উহার ছায়ায় বসিব, তোমায় কখনও বসিতে দিব না। তখন সে ব্যক্তি কহিল, আমি, সমস্ত দিনের জন্যে, ঘোড়া ভাড়া করিয়াছি; কেন তুমি আমায় উহার ছায়ায় বসিতে দিবে না? অপর ব্যক্তি কহিল, তোমাকে ঘোড়াই ভাড়া দিয়াছি, ঘোড়ার ছায়া ত ভাড়া দি নাই। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে, ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, মারামারি করিতে লাগিল। এই সুযোগে, ঘোড়া বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, আর উহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

সিংহ, শৃগাল ও গর্দভ

এক গর্দভ ও এক শৃগাল, উভয়ে মিলিয়া, শিকার করিতে যাইতেছিল। কিয়ৎ দূর গিয়া, তাহারা দেখিতে পাইল, কিঞ্চিৎ অন্তরে এক সিংহ বসিয়া আছে। শৃগাল, এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর সিংহের নিকটবর্তী হইল, এবং, আস্তে আস্তে, কহিতে লাগিল মহারাজ! যদি আপনি, কৃপা করিয়া, আমার প্রাণদান দেন, তাহা হইলে, আমি গর্দভকে আপনকার হস্তগত করিয়া দি। সিংহ সম্মত হইল। শৃগাল কৌশল করিয়া, গর্দভকে সিংহের হস্তগত করিয়া দিল। সিংহ, গর্দভকে হস্তগত করিয়া লইয়া, শৃগালের প্রাণবধ করিয়া, সে দিনের আহার সম্পন্ন করিল, গর্দভকে, পরদিনের আহারের জন্যে, রাখিয়া দিল।

পরের মন্দ করিতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।

লবণবাহী বলদ

এক ব্যক্তি লবণের ব্যবসা করিত। কোনও স্থানে সস্তা লবণ বিক্রীত হইতেছে শুনিয়া, সে তথায় উপস্থিত হইল, এবং কিছু লবণ কিনিয়া বলদের

পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া, লইয়া চলিল। পূর্ব পূর্ব বারে, সে যত বোঝাই করিত, এ বারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝাই করিয়াছিল ; এজন্য, বলদ অতিশয় কাতর হইয়াছিল।

পথের ধারে এক নালা ছিল। ঐ নালায় অনেক জল থাকিত। নালার উপর এক সাঁক ছিল। সেই সাঁকর উপর দিয়া, সকলে যাতায়াত করিত। বলদ, ইচ্ছা করিয়া, সেই সাঁকর উপর হইতে, নালায় পড়িয়া গেল। নালায় পড়িয়া যাওয়াতে, অধিকাংশ লবণ, জল লাগিয়া, গলিয়া গেল। বলদের ভারের অনেক লাঘব হইল ; তখন সে, অকাতরে, চলিয়া যাইতে লাগিল।

ঐ ব্যক্তি, আর এক দিবস, সেই বলদ লইয়া, লবণ কিনিতে গিয়াছিল। সে দিবসও ঐ বলদের পৃষ্ঠে অধিক ভার চাপাইল ; বলদও পুনরায়, ছল করিয়া, ঐ নালায় পড়িয়া গেল। এই রূপে, দুই দিন, অতিশয় ক্ষতি হইলে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি বুঝিতে পারিল, বলদ কেবল দুষ্টতা করিয়া আমার ক্ষতি করিতেছে ; অতএব, ইহাকে দুষ্টতার প্রতিফল দিতে হইল। এই স্থির করিয়া, সে ব্যক্তি ঐ বলদ লইয়া, তূলা কিনিতে গেল ; এবং, তূলা কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। বলদ, পূর্ববৎ, ভার কমাইবার অভিপ্রায়ে, নালায় পড়িয়া গেল।

ব্যবসায়ী ব্যক্তি, পূর্ব পূর্ব বারে, লবণ গলিয়া যাইবার ভয়ে, যত শীঘ্র পারে, বলদকে উঠাইত ; এবারে, অনেক বিলম্ব করিয়া উঠাইল। অনেক বিলম্ব হওয়াতে, তূলা ভিজিয়া অতিশয় ভারি হইল। সে, সমুদয় ভিজা তূলা বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। সুতরাং, সে দিবস, নালায় পড়িবার পূর্বে, বলদকে যত ভার বহিতে হইয়াছিল, নালায় পড়িয়া, তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক ভার বহিতে হইল।

সকল সময় এক ফিকির খাটে না।

অশ্ব ও গর্দভ

এক ব্যক্তির একটি অশ্ব ও একটি গর্দভ ছিল। সে, কোনও স্থানে যাইবার সময়, সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী গর্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিত, অশ্ব বহু মূল্যের বস্তু

বলিয়া, তাহার উপর কোনও ভার চাপাইত না। এক দিবস, সমুদয় ভার বহিয়া যাইতে যাইতে, গর্দভের পীড়া উপস্থিত হইল। পীড়ার যাতনা ও ভারের আধিক্য বশতঃ, গর্দভ, অতিশয় কাতর হইয়া, অশ্বকে কহিল, দেখ, ভাই! আমি এত ভার বহিতে পারিতেছি না ; যদি তুমি, দয়া করিয়া, কিয়ৎ অংশ লও, তাহা হইলে, আমার অনেক পরিত্রাণ হয়, নতুবা আমি মারা পড়ি। অশ্ব কহিল, তুমি ভার বহিতে পার না পার, আমার কি ; আমায় তুমি বিরক্ত করিও না ; আমি কখনও, তোমার ভারের অংশ লইব না।

গর্দভ আর কিছুই বলিল না ; কিন্তু খানিক দূরে গিয়া, যেমন মুখ থুবড়িয়া পড়িল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল। তখন ঐ ব্যক্তি সেই সমুদয় ভার অশ্বের পৃষ্ঠে চাপাইল, এবং, ঐ ভারের সঙ্গে, মরা গর্দভটিও চাপাইয়া দিল। তখন অশ্ব, সমুদয় ভার ও মরা গর্দভ, উভয়ই বহিতে হইল দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমার যেমন দুষ্ট স্বভাব, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম। তখন যদি এই ভারের অংশ লইতাম, তাহা হইলে, এখন আমায় সমুদায় ভার ও মরা গর্দভ বহিতে হইত না।

হরিণ

এক হরিণ খালে জলপান করিতে গিয়াছিল। জলপান করিবার সময়ে, জলে তাহার শরীরের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, হরিণ কহিল, আমার শৃঙ্গ যেমন দৃঢ়, তেমনই সুন্দর ; কিন্তু আমার পা দেখিতে অতি কদর্য ও অকর্মণ্য। হরিণ এই রূপে, আপন অবয়বের দোষ ও গুণের বিবেচনা করিতেছে, এমন সময়ে, ব্যাধেরা আসিয়া তাড়া করিল। সে, প্রাণভয়ে, এত বেগে পলায়িতে লাগিল যে, ব্যাধেরা অনেক পশ্চাতে পড়িল। কিন্তু, জঙ্গলে প্রবেশ করিবা মাত্র, তাহার শৃঙ্গ লতায় এমন জড়াইয়া গেল যে, আর সে পলায়ন করিতে পারিল না। তখন ব্যাধেরা আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। হরিণ, এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল যে, আমি, যে অবয়বকে কদর্য ও অকর্মণ্য স্থির করিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, উহা আমায় শত্রুহস্ত হইতে বাঁচাইয়াছিল ; কিন্তু যে অবয়বকে দৃঢ় ও সুন্দর বোধ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহাই আমার প্রাণনাশের হেতু হইল।

সিংহ, ভল্লুক ও শৃগাল

কোনও স্থানে, মৃত হরিণশিশু পতিত দেখিয়া, এক সিংহ ও এক ভালুক উভয়েই কহিতে লাগিল, এ হরিণশিশু আমার। ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই অতিশয় ক্লান্ত ও নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িল; উভয়েরই আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। এই সুযোগ পাইয়া, এক শৃগাল মৃত হরিণ শিশু মুখে করিয়া, নির্বিঘ্নে চলিয়া গেল। তখন তাহারা উভয়ে, আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, এবং নিতান্ত নির্জীব হইয়া, এক ধূর্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম।

জ্যোতির্ব্বেত্তা

এক জ্যোতির্বেত্তা, প্রতিদিন, রাত্রিতে নক্ষত্রদর্শন করিতেন। এক দিন তিনি, আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া নিবিষ্ট মনে নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে, পথে চলিয়া যাইতেছিলেন; সম্মুখে এক কূপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া, তাহাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি, কূপে পতিত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে, এই বলিয়া লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, ভাই রে! কে কোথায় আছ, সত্বর আসিয়া, কূপ হইতে উঠাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। এক ব্যক্তি, নিকট দিয়া, চলিয়া যাইতেছিলেন; তিনি, তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া, কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিয়া, সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য! তুমি যে পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে, তাহা জানিতে পার না; কিন্তু আকাশের কোথায় কি আছে, তাহা জানিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছিলে।

সিংহচর্মাবৃত গর্দভ

এক গর্দভ, সিংহের চর্মে সর্ব শরীর আবৃত করিয়া, মনে ভাবিল, অতঃপর আমায় সকলেই সিংহ মনে করিবেক, কেহই গর্দভ বলিয়া বুঝিতে পারিবেক না। অতএব, আজ অবধি, আমি এই বনে, সিংহের ন্যায়, আধিপত্য করিব। এই স্থির

করিয়া, কোনও জন্তুকে সম্মুখে দেখিলেই, সে চীৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করিয়া ভয় দেখায়। নির্বোধ জন্তুরা, তাহাকে সিংহ মনে করিয়া, ভয়ে পলাইয়া যায়। এক দিবস, এক শৃগালকে ঐ রূপে ভয় দেখাইলে সে কহিল, আরে গর্দভ! আমার কাছে তোর চালাকি খাটিবেক না। আমি যদি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে, সিংহ ভাবিয়া, ভয় পাইতাম।

বাঘ ও ছাগল

এক বাঘ, পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে, দেখিতে পাইল, একটি ছাগল, ঐ পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে, চরিতেছে। ঐ স্থানে উঠিয়া, ছাগলের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় রক্ত ও মাংস খাওয়া বাঘের পক্ষে সহজ নহে; এজন্য সে, কৌশল করিয়া নীচে নামাইবার নিমিত্ত, কহিল, ভাই ছাগল! তুমি ওরূপ উচ্চ স্থানে বেড়াইতেছ কেন? যদি দৈবাৎ পড়িয়া যাও, মরিয়া যাইবে। বিশেষতঃ নীচের ঘাস যত মিষ্ট ও যত কোমল উপরের ঘাস তত মিষ্ট ও তত কোমল নয়। অতএব, নামিয়া আইস। ছাগল কহিল, ভাই বাঘ! তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি, আপন আহারের নিমিত্তে, আমায় নীচে যাইতে বলিতেছ, আমার আহারের নিমিত্ত নহে।

অশ্ব ও গর্দভ

এক গর্দভ, ভারী বোঝাই লইয়া, অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে, এক যুদ্ধের অশ্ব, অতি বেগে, খট্ খট্ করিয়া, সেইখান দিয়া চলিয়া যায়। অশ্ব, গর্দভের নিকটবর্তী হইয়া, কহিল, অরে গাধা! পথ ছাড়িয়া দে; নতুবা, এক পদাঘাতে, তোর প্রাণসংহার করিব। গর্দভ, ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি, পথ ছাড়িয়া দিল; এবং, আপনার দুর্ভাগ্য ও অশ্বের সৌভাগ্য ভাবিয়া, মনে মনে অতিশয় দুঃখ করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে, ঐ অশ্ব যুদ্ধে গেল। তথায় এমন বিষম আঘাত লাগিল যে, সে একেবারে, অকর্মণ্য হইয়া গেল; সুতরাং, আর যুদ্ধে যাইবার উপযুক্ত রহিল না। ইহা দেখিয়া, অশ্বস্বামী উহাকে কৃষিকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিল।

একদিন, বেলা দুই প্রহরের রৌদ্রে, অশ্ব লাঙ্গল বহিতেছে, এমন সময়ে, সেই গর্দভ ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, এবং, অশ্বের ক্লেশ দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি অতি মূঢ়, এজন্য তখন, ইহার সৌভাগ্য দেখিয়া, দুঃখ ও ঈর্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার দুর্দশা দেখিয়া, চক্ষে জল আইসে। আর, এও অতি মূঢ়, সৌভাগ্যের সময়, গর্বিত হইয়া, অকারণে আমায় অপমান করিয়াছিল। তখন জানিত না যে, সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। এখন, আমার অপেক্ষাও, ইহার দুরবস্থা অধিক।

সিংহ ও নেকড়েবাঘ

এক দিন, এক নেকড়ে বাঘ, খোঁয়াড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়া, যাইতেছিল। পথিমধ্যে, এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সিংহ, বলপূর্বক, ঐ মেষশাবক কাড়িয়া লইল। নেকড়ে, কিয়ৎক্ষণ, স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে কহিল, এ অতি অবিচার; তুমি, অন্যায় করিয়া, আমার বস্তু কাড়িয়া লইলে। সিংহ, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিল, তুমি যেরূপ কথা কহিতেছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি এই মেষশাবক অন্যায় করিয়া আন নাই; মেষপালক তোমায় উপহার দিয়াছিল।

বালকগণ ও ভেকসমূহ

কতকগুলি বালক, এক পুষ্করিণীর ধারে, খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে, তাহারা দেখিতে পাইল, জলে কতকগুলি ভেক ভাসিয়া রহিয়াছে। তাহারা, ভেকদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ডেলা লাগিয়া কয়েকটি ভেক মরিয়া গেল। তখন একটি ভেক বালকদিগকে কহিল, অহে বালকগণ! তোমরা এ নিষ্ঠুর খেলা ছাড়িয়া দাও। ডেলা ছোড়া তোমাদের পক্ষে খেলা বটে; কিন্তু, আমাদের পক্ষে প্রাণনাশক হইতেছে।

গর্দভ, কুক্কুট ও সিংহ

এক গর্দভ ও এক কুক্কুট, উভয়ে এক স্থানে বাস করিত। একদিন, ঐ স্থানের নিকট দিয়া, এক সিংহ যাইতেছিল। সিংহ, গর্দভকে পুষ্টকায় দেখিয়া,

তাহার প্রাণসংহার করিয়া, মাংসভক্ষণের মানস করিল। গর্দভ সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত হইল।

এরূপ প্রবাদ আছে, সিংহ, কুক্কুটের শব্দ শুনিলে, অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ, সে স্থান হইতে চলিয়া যায়। দৈবযোগে, ঐ সময়ে, কুক্কুট শব্দ করাতে, সিংহ, তৎক্ষণাৎ, তথা হইতে চলিয়া গেল। কি কারণে, সিংহ সহসা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, গর্দভ ভাবিল, সিংহ, আমার ভয়ে, পলায়ন করিতেছে। এই স্থির করিয়া, গর্দভ, আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সিংহের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিংহ ফিরিয়া, এক চপেটাঘাতে, গর্দভের প্রাণসংহার করিল।

নির্বোধেরা, আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া, মারা পড়ে।

হরিণ ও দ্রাক্ষালতা

ব্যাধগণে তাড়াতাড়ি করাতে, এক হরিণ, প্রাণভয়ে পলাইয়া, দ্রাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, এবং, ব্যাধেরা আর আমার সন্ধান পাইবেক না, এই স্থির করিয়া, স্বচ্ছন্দ মনে, দ্রাক্ষালতা খাইতে আরম্ভ করিল। ব্যাধগণ, হরিণের বিষয়ে নিরাশ হইয়া, ঐ দ্রাক্ষাবনের ধার দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা, লতা-ভক্ষণের শব্দ শুনিয়া, বনের দিকে মুখ ফিরাইল, এবং ঐ স্থানে হরিণ আছে, এই অনুমান করিয়া, শরনিক্ষেপ করিল। সেই শরের আঘাতে, হরিণের মৃত্যু হইল। হরিণ, এই কয়টি কথা বলিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, যাহারা, বিপদের সময়, আমায় আশ্রয় দিয়াছিল, আমি যে তাহাদের অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইলাম।

পিপীলিকা ও পারাবত

এক পিপীলিকা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। সে হঠাৎ জলে পড়িয়া গিয়া, ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এক পারাবত বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ছিল। সে, পিপীলিকার এই বিপদে দেখিয়া গাছের একটি পাতা ভাঙ্গিয়া, জলে ফেলিয়া দিল। ঐ পাতা, পিপীলিকার সম্মুখে পড়াতে, সে

তাহার উপর উঠিয়া বসিল, এবং পাতা কিনারায়, লাগিবা মাত্র, তীরে উঠিল।

এই রূপে, পারাবতের সাহায্যে, প্রাণদান পাইয়া, পিপীলিকা মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছে, এমন সময়ে, হঠাৎ দেখিতে পাইল, এক ব্যাধ জালে চাপা দিয়া, পায়রাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে ; কিন্তু, পায়রা কিছুই জানিতে পারে নাই ; সুতরাং, সে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে। পিপীলিকা, প্রাণদাতার এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর গিয়া, ব্যাধের পায়ে এমন কামড়াইল যে, সে, জ্বালায় অস্থির হইয়া, জাল ফেলিয়া দিল, এবং, মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এই অবকাশে, পায়রাও, আপনার বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তথা হইতে উড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ সিংহ

এক সিংহ, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম হইয়াছিল। সে, একদিন, ভূমিতে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছে, এমন সময়, এক বনবরাহ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত ঐ বরাহের বিরোধ ছিল ; কিন্তু সিংহ অতিশয় বলবান বলিয়া, সে কিছুই করিতে পারিত না। এক্ষণে, সিংহের এই অবস্থা দেখিয়া, সে বারংবার দন্তাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। সিংহের নড়িবার ক্ষমতা ছিল না ; সুতরাং বরাহের দন্তাঘাত সহ্য করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, এক বৃষ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত এই বৃষেরও বিরোধ ছিল। এক্ষণে সে সিংহকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া, শৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করিয়া, চলিয়া গেল। সিংহ এ অপমানও সহ্য করিয়া রহিল।

দেখাদেখি, এক গর্দভ ভাবিল, সিংহের যখন বল ও বিক্রম ছিল, তখন আমাদের সকলের উপরেই অত্যাচার করিয়াছে। এখন, সময় পাইয়া, সকলেই সেই অত্যাচারের পরিশোধ করিতেছে। বরাহ ও বৃষ, সিংহের অপমান করিয়া চলিয়া গেল ; সিংহ কিছুই করিতে পারিল না। আমিও সময় পাইয়াছি, ছাড়ি কেন ? এই বলিয়া, সিংহের নিকটে গিয়া, সে তাহার মুখে পদাঘাত করিল। তখন সিংহ, আক্ষেপ করিয়া, কহিল, হায় ! সময়গুণে, আমার কি দুর্দশা ঘটিল। যে সকল পশু, আমায় দেখিলে, ভয়ে কাঁপিত, তাহারা, অনায়াসে,

আমায় অপমান করিতেছে। যাহা হউক, বরাহ ও বৃষ বলবান জন্তু ; তাহারা যে অপমান করিয়াছিল, তাহা আমার, কথঞ্চিৎ, সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু সকল পশুর অধম গর্দভ যে আমায় পদাঘাত করিল, ইহা অপেক্ষা, আমার শত বার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল।

কাক ও শৃগাল

এক কাক, কোনও স্থান হইতে, এক খণ্ড মাংস আনিয়া, বৃক্ষের শাখায় বসিল। সে ঐ মাংস খাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে, এক শৃগাল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কাকের মুখে মাংসখণ্ড দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল, কোনও উপায়ে, কাকের মুখ হইতে, ঐ মাংস লইয়া, আহার করিতে হইবেক। অনন্তর, সে কাককে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই কাক! আমি তোমার মত সর্বাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই। কেমন পাখা! কেমন চক্ষু! কেমন গ্রীবা! কেমন বক্ষঃস্থল! কেমন নখর, দেখ! ভাই! তোমার সকলই সুন্দর ; দুঃখের বিষয় এই, তুমি বোবা।

কাক, শৃগালের মুখে এইরূপে প্রশংসা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল, এবং মনে করিল, শৃগাল ভাবিয়াছে, আমি বোবা। এই সময়ে, যদি আমি শব্দ করি, তাহা হইলে শৃগাল, একেবারে, মোহিত হইবেক। এই বলিয়া, মুখবিস্তার করিয়া, কাক যেমন শব্দ করিতে গেল, অমনি তাহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড ভূমিতে পতিত হইল। শৃগাল, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া, ঐ মাংসখণ্ড উঠাইয়া লইল। এবং, মনের সুখে, খাইতে খাইতে, তথা হইতে চলিয়া গেল। কাক, হতবুদ্ধি হইয়া, বসিয়া রহিল।

আপন ইষ্টসিদ্ধ করা অভিপ্রেত না হইলে, কেহ খোসামোদ করে না। আর যাহারা খোসামোদের বশীভূত হয়, তাহাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

মেষপালক ও নেকড়েবাঘ

এক মেষপালক, একটি মেষ কাটিয়া, পাক করিয়া, আত্মীয়দিগের সহিত, আহার ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে ; এমন সময়ে, এক নেকড়ে বাঘ, নিকট

দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। সে, মেষপালককে, মেষের মাংসভক্ষণে আমোদ করিতে দেখিয়া, কহিল, ভাই হে! যদি আমায় ঐ মেষের মাংস খাইতে দেখিতে, তাহা হইলে, তুমি কতই হাঙ্গামা করিতে।

মানুষের স্বভাব এই, অন্যকে যে কর্ম করিতে দেখিলে, গালাগালি দিয়া থাকে, আপনারা সেই কর্ম করিয়া দোষ বোধ করে না।

সিংহ ও কৃষক

একদা এক সিংহ কোনও কৃষকের গোয়ালবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। কৃষক, ঐ সিংহকে ধরিবার নিমিত্ত, গোয়ালবাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ প্রথমতঃ পলাইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, আর সহজে পলাইবার উপায় নাই। তখন সে ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া, গোয়ালের গরুর প্রাণসংহার করতে আরম্ভ করিল। কৃষক, সিংহকে ধরা অসাধ্য ভাবিয়া, এবং গোয়ালের গরু নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল; এবং সিংহ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল।

সিংহের গর্জন ও গোলযোগ শুনিয়া কৃষকের স্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, স্বামীকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি, তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছ। আমি তোমার মত পাগল কখনও দেখি নাই। যে জন্তুকে দূরে দেখিলে লোক ভয়ে পলায়ন করে, তুমি সেই দুরন্ত জন্তুকে ধরিবার বাসনা করিয়াছিলে!

শিকারি ও কাঠুরিয়া

এক ব্যক্তি জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিল। ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া, সে সম্মুখে এক কাঠুরিয়াকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ওহে, সিংহ কোন্ স্থানে বলিতে পার? কাঠুরিয়া বলিল, হাঁ বলিতে পারি; তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি একেবারে তোমাকে সিংহ দেখাইয়া দিতেছি। এই কথা শুনিয়া, শিকারি ব্যক্তি, ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, এবং তার মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, না ভাই,

আমার সিংহের প্রয়োজন নাই ; আমি কেবল সিংহের স্থান অন্বেষণ করিতেছি। কাঠুরিয়া, তাহাকে কাপুরুষ স্থির করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আপন কর্ম করিতে লাগিল।

জলমগ্ন বালক

এক বালক পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ অধিক জলে পড়িয়া, তাহার মরিবার উপক্রম হইল। দৈবযোগে সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন। বালক, তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাতর বাক্যে বলিল, ওগো মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমায় তুলুন, নতুবা আমি ডুবিয়া মরি। তিনি অগ্রে তাহাকে জল হইতে না উঠাইয়া, ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বালক বলিল, আগে আমায় উঠাইয়া, পরে ভৎর্সনা করিলে ভাল হয়। আপনার ভৎর্সনা করিতে করিতে আমার প্রাণ ত্যাগ হয়।

বালক মৎস্যজীবী

এক নদীতে জেলেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছিল। এক বানর নিকটবর্তী বৃক্ষে বসিয়া, তাহাদের মাছধরা দেখিতেছিল। কোনও প্রয়োজনবশতঃ, জেলেরা সেইখানে জাল রাখিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া, বানরের, জেলেদের মত মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল। তখন সে, গাছ হইতে নামিয়া আসিল, এবং জাল লইয়া যেমন নাড়িতে লাগিল, অমনি তাহার হাত পা জালে জড়াইয়া গেল ; আর সে জাল ছাড়াইয়া পলাইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা রহিল না। জেলেরা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এবং দুষ্ট বানর আমাদের জাল ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এই মনে করিয়া, অবিলম্বে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল ; এবং সকলে মিলিয়া, যষ্টিপ্রহার দ্বারা তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিল। বানর মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমার যেমন কর্ম তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম ; আমি মাছ ধরিবার কিছুই জানি না ; কেন জালে হাত দিলাম।

শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল

একদা, এক শৃগাল, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতিমধুর। সুপক্ক ফলসকল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত, শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল। কিন্তু ফলসকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল ; সুতরাং, ঐ ফল পাওয়া, শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া, ফল পাড়িবার নিমিত্ত, শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল ; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিল না। অবশেষে, ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে, নিতান্ত নিরাশ হইয়া, এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।

অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক

এক কৃষকের এক টাটু ঘোড়া ছিল। সে, একদিন আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘোড়া বাজারে বেচিতে যাইতেছে। সে সময়ে ঐ পথ দিয়া কতকগুলি বালক হাস্য ও কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কৃষক ও তাহার পুত্রের উল্লেখ করিয়া, আপনার সহচরদিগকে বলিল, তোমরা ইহাদের মত নির্বোধ কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে ; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ায় সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ, বালকের উপহাসবাক্য শুনিয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিল আপনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথের ধারে কয়েকজন বৃদ্ধ, কোন বিষয়ে, বাদানুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, কৃষকের পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িয়া আর কৃষককে ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া, বলিলেন, দেখ, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা যথার্থ কি না। এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই ; ঐ দেখ, বেটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে। এই বলিয়া, তিনি কৃষকের পুত্রকে ধমকাইয়া বলিলেন, আরে পাপিষ্ঠ, বৃদ্ধ পিতা চলিয়া যাইতেছেন, আর তুই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিস ; তোর কিছুই বিবেচনা নাই ?

কৃষকের পুত্র অতিশয় লজ্জিত হইল, এবং আপনি ঘোড়া হইতে পিতাকে চড়াইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূরে গেলে পর কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত

হইল। তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল ; আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইল।

এইরূপে খানিক দূরে গেলে পর এক ব্যক্তি কৃষককে বলিল, অহে ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ ঘোড়াটি কার? কৃষক বলিল, ও আমার ঘোড়া। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, তোমার আচরণ দেখিয়া তোমার বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার হইলে, তুমি উহার উপর এত নির্দয় হইতে না। কোন বিবেচনায় এমন ছোট ঘোড়ার উপর দুইজনে চড়িয়া বসিয়াছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।

এই ভর্ৎসনা শুনিয়া, তাহারা পিতা পুত্রে ঘোড়া হইতে নামিল, দড়ি দিয়া ঘোড়ার পা বাঁধিল, এবং পায়ের ভিতরে বাঁশ দিয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বাজারের নিকট একটি খাল ছিল। তাহারা ঐ খালের পুলের উপর উঠিলে, বাজারের লোকে এই তামাসা দেখিতে উপস্থিত হইল। মানুষে জীয়ন্ত ঘোড়া কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, সকল লোকে এত হাসি তামাসা করিতে ও হাততালি দিতে লাগিল যে, ঘোড়া ভয় পাইয়া, জোর করিয়া, পায়ের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং দড়ি ছিঁড়িবামাত্র, খালের জলে পড়িয়া, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষক লোকের ঠাট্টা তামাসায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও লজ্জিত হইল, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, আমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না ; লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।

বিধবা ও কুক্কুটী

কোনও গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা বাস করিত। সে কয়েকটি কুক্কুট-কুক্কুটী পুষিয়াছিল। কুক্কুটীরা প্রত্যহ যে ডিম পাড়িত, সে ঐ ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় করিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন করিত। সকল কুক্কুটী অপেক্ষা একটি কুক্কুটীকে ঐ দরিদ্র রমণী

ভালবাসিত, কারণ ঐ কুক্কুটী প্রত্যহ প্রভাতে একটি করিয়া ডিম পাড়িত। বিধবা এই জন্য উহাকে অন্যান্য কুক্কুটী অপেক্ষা প্রত্যহ অধিক ধান খাইতে দিত। একদিন বিধবা ভাবিল, যদি ঐ সামান্য ধান খাইয়া কুক্কুটী প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম পাড়ে, তাহা হইলে যদি সে প্রত্যহ উহার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা হইলে কুক্কুটী নিশ্চিতই প্রত্যহ দুইটি করিয়া ডিম পাড়িবে, আর তাহা হইলে, সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে! ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেই দিন হইতে সেই প্রিয় কুক্কুটীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। প্রথমে দুই তিন দিন কুক্কুটী পূর্ববৎ ডিম পাড়িল। কিন্তু তাহার পর অধিক আহারের ফলে ক্রমে যতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, ততই দুই এক দিন অন্তর ডিম পাড়িতে লাগিল। শেষে কুক্কুটী এত অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়িল যে, একেবারে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন বিধবা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হায়! আমি বুদ্ধির দোষে লোভ করিতে গিয়া সব হারাইলাম।

অতি লোভ অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

চালক ও চক্র

এক গোযানচালক গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলস্টেশনে যাইতেছিল। শকটের বলদ দুইটি অতি কষ্টে ঐ বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাদের যতই পরিশ্রম বা কষ্ট হউক, তাহারা নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু শকটের চক্রগুলি অতি ভীষণ ক্যাঁচ কোঁচ রব করিতেছিল। চালক বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে সেই কর্কশ চীৎকার সহ্য করিতেছিল। শব্দ যাহাতে না হয়, সেইজন্য সে চক্রগুলি তৈলসিক্ত করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও চক্রগুলির ভীষণ চীৎকার বন্ধ হইল না। তখন চালক বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলল, ওরে দুর্বৃত্তগণ! যাহারা এত বড় গাঁইটের ভার টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা কোনও কষ্ট না জানাইয়া নীরবে

পথ অতিবাহিত করিতেছে, তোরা কি জন্যে ক্যাঁচ কোঁচ রব করিয়া কান ঝালাপালা করিতেছিস ?

যাহারা যত অধিক চীৎকার করে, তাহারা তত অল্প আঘাত পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভল্লুক ও শৃগাল

কোনও বনে এক ভল্লুক ও এক শৃগাল বাস করিত। উহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন উভয়ে বনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে এক নদীতটস্থ শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হইল। উহার পূর্বদিন নিকটস্থ পল্লীবাসীরা ঐ শ্মশানে তাহাদের এক মৃত আত্মীয়কে দাহ করিতে আসিয়াছিল। দাহকালে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হওয়ায়, তাহারা অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ ফেলিয়া গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। শৃগাল শ্মশানক্ষেত্রে সেই অর্ধদগ্ধ মৃত মনুষ্যদেহ দেখিয়া, মহানন্দে ভল্লুককে বলিল, এস বন্ধু ! আমরা উভয়ে এই হৃষ্টপুষ্ট নরদেহ ভক্ষণ করি। আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাই আজ ভোজনের এমন সুন্দর আয়োজন দেখিতেছি। এই বলিয়া শৃগাল হৃষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল।

লোভবশতঃ শৃগালের জিহ্বায় লালা নিঃসরণ হইতেছে দেখিয়া ভল্লুক হাসিয়া বলিল, দেখ বন্ধু ! আমি কত মহৎ ! তুমি মৃত মনুষ্যের দেহ টানিয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইয়াছ, অথচ আমি কখনও মরা মানুষ স্পর্শ করি না।

ধূর্ত শৃগাল কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল, ভাই হে ! তোমার কথা সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি জীবিত মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেই হত্যা না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার সাধুতার প্রশংসা করিতাম।

মানুষের মৃত্যুর পর মানুষের দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপেক্ষা মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে প্রাণ রক্ষা করা অধিকতর প্রশংসনীয়।

পিপীলিকা ও তৃণকীট

এক পিপীলিকা, শরৎ কালে শস্যের সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। শীতকালে একদিন সে কিছু শস্য শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, বাহির করিতে লাগিল। এক

তৃণকীট ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সে, পিপীলিকাকে বলিল, দেখ ভাই! আহার না পাইয়া আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। যদি তুমি দয়া করিয়া, তোমার সঞ্চিত শস্যের কিয়ৎ অংশ আমাকে দাও, তাহা হইলে আমার প্রাণ রক্ষা হয়। পিপীলিকা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সমস্ত শরৎকাল কি করিয়াছিলে? সে বলিল, আমি আলস্যে কাল হরণ করি নাই; সমস্ত শরৎকাল অবিশ্রামে গান করিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া, পিপীলিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন তুমি সমস্ত শরৎকাল গান করিয়া কাটাইয়াছ, সমস্ত শীতকাল নৃত্য করিয়া কাটাও।

শরৎকালের সঞ্চয়, শীতকালের সংস্থান হয়।

শৃগাল ও কণ্টকবৃক্ষ

এক শৃগাল, বন্যশূকরের নিকট তাড়া খাইয়া, এক বেড়া ডিঙ্গাইয়া, পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বেড়া ডিঙ্গাইতে গিয়া, সে যখন পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন সে বেড়ায় সংলগ্ন এক কাঁটাগাছের ডাল ধরিয়াছিল। উহাতে তাহার হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল হস্তে রক্তপাতও হইল, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। কেবল যে কাঁটা ফুটিল তাহা নহে, কাঁটা গাছের হাল্কা ডাল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে ভূতলে পড়িয়া গেল।

তখন শৃগাল যন্ত্রণায় ও ব্যথায় অধীর হইয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কণ্টকবৃক্ষকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, রে দুর্বৃত্ত! তোকে অবলম্বন করিতে গিয়াই আজ আমার এ দশা ঘটিল। তোর মরণই মঙ্গল।

কণ্টকবৃক্ষ এই কথা শুনিয়া বলিল, ভাই হে! এ বড় মজার কথা। আমি তোমাকে ত আমার সাহায্য লইতে আহ্বান করি নাই, তুমি আমায় অবলম্বন করিলে কেন? শৃগাল অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, বাঃ! তুই ক্ষুদ্র, অতি নীচ। এই বেড়া কত মহৎ! উহাকে অবলম্বন করিয়া আমি ত কষ্ট পাই নাই, সে ত আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

কণ্টকবৃক্ষ বলিল, বেড়া মহৎ, সন্দেহ নাই, কেন না সে আমাকেও আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু তুমি আমা হইতেও নীচ, কেন না তুমি আমাকে অবলম্বন ও

আশ্রয় মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছ। আমি স্বয়ং যখন অন্যকে জড়াইয়া থাকি, তখন আমাকে জড়াইয়া তুমি কি তোমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেও নাই ?

যে অন্যের উপর নির্ভর করে, সে অপরকে সাহায্য করিতে পারে না।

পায়রা ও চিল

এক চিলের সহিত, কতকগুলি পায়রার অতিশয় বিরোধ ছিল। চিল পায়রাদের অতি প্রবল শত্রু। তাহার ভয়ে উহারা সর্বক্ষণ শঙ্কিত থাকিত। উহারা নিজ নিজ নীড়ে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিত ; কদাচ নীড় হইতে বহির্গত হইত না ; সুতরাং চিল, কোনও ক্রমে, উহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিত না।

একদিন চিল, মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, পায়রাদের নিকট গিয়া বলিল, দেখ, তোমরা বড় নির্বোধ, নতুবা তোমাদিগকে সদা শঙ্কিত থাকিয়া, কাল যাপন করিতে হইবে কেন ? যদি তোমরা আমার পরামর্শ শুন, তাহা হইলে তোমাদের আর কোনও ভয় ও ভাবনা থাকে না। তোমরা সকলে একমত হইয়া আমাকে তোমাদের রাজা কর ; তাহা হইলে তোমরা আমার প্রজা হইবে ; আমি যত্নপূর্বক তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব ; কেহ আর তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না।

নির্বোধ পারাবতেরা ধূর্ত চিলের কপট বাক্য বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে আপনাদের রাজা করিল। চিল, রাজা হইয়া, প্রত্যহ এক এক পারাবতের প্রাণ সংহার করিয়া, ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের যেমন বুদ্ধি, তেমনি ঘটিয়াছে।

যাহার পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া, বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, অবশেষে তাহাদের বিষম দুর্দশা ঘটে !

শৃগাল ও ছাগল

এক শৃগাল, হঠাৎ এক গভীর গর্তে পড়িয়া গিয়াছিল। সে, গর্ত হইতে উঠিবার নিমিত্ত, নানাবিধ চেষ্টা করিল ; কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য হইতে

পারিল না। সেই সময়ে, এক ছাগল ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সে পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিল, জলপানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া, শৃগালকে জিজ্ঞাসিল, এই গর্তের জল সুস্বাদু কিনা, এবং ইহাতে অধিক জল আছে কি না? ধূর্ত শৃগাল, প্রকৃত অবস্থার কথা গোপন করিয়া ছলপূর্বক বলিল, ভাই! ও কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছ জলের স্বাদের কথা কি বলিব, যত পান করিতেছি, আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতেছে না; আর এত অধিক জল আছে যে সংবৎসর পান করিলেও ফুরাইবে না। অতএব, আর কেন বিলম্ব করিতেছ, সত্বর নামিয়া আসিয়া, পিপাসার শান্তি কর।

এই কথা শুনিবামাত্র, ছাগল, আর কোনও বিবেচনা না করিয়া লম্ফ দিয়া গর্তে পতিত হইল। শৃগাল, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া, লম্ফ দিয়া অনায়াসে উপরে উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে ছাগলকে বলিল, অরে নির্বোধ! তোর দাড়ির পরিমাণ যেরূপ, যদি সেই পরিমাণে তোর বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, গর্তে পড়িতিস না।

সিংহ ও শৃগাল

সিংহ পশুরাজ; বনের সকল পশুই সিংহকে ভয় করে। সিংহ যেমন বলবান, তেমনই উহার ভয়ংকর গর্জন। সে গর্জন শুনিয়া অনেক পশু ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এক শৃগাল এমন এক বনে বাস করিত, সে বনে সিংহ ছিল না। দৈবাৎ একদিন সে আহারের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্বস্থ এক বনে উপস্থিত হইল। ঐ বনে পশুরাজ সিংহ বাস করিত। শৃগাল বনে বিচরণ করিতে করিতে সিংহের গর্জন শুনিবামাত্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে পলাইল। তাহার পর যখন সে সিংহের সাক্ষাৎ পাইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও কেশরগুচ্ছ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইহার পর আর একদিন সেই বনে আহার অন্বেষণে আসিয়া শৃগাল আবার সিংহের দর্শন পাইল। তখনও যে তাহার ভয় হইল না এমন নহে, তবে এবার সে ভয়ে অজ্ঞান হইল না। সে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিল, সিংহ দেখিতে প্রকাণ্ড

দেহ হইলেও তাহারই মত পশু ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তখন তাহার ভয় অনেকটা দূর হইল, সে সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করিল না।

তৃতীয়বার শৃগাল যখন সিংহ দেখিল, তখন সে সামান্য পরিমাণে ভীত হইল বটে, কিন্তু সিংহকে ভয়ের ভাব দেখাইল না, সাহসে ভর করিয়া সিংহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। শেষে এমন দিন আসিল যখন শৃগাল সিংহের নিকটে গিয়া নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল কি হে বন্ধু কেমন আছ ?

দূর হইতে ভয়কে বড় দেখায়, নিকটে আসিলে পরিচয়ে অশ্রদ্ধা জন্মে।

ঈগল ও শৃগালী

এক ঈগল ও এক শৃগালী, উভয়ের অতিশয় সদ্ভাব ছিল। ঈগল এক উচ্চ বৃক্ষের শাখায় নীড় নির্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে থাকিত ; আর শৃগালী, সেই বৃক্ষের মূলদেশে এক গর্তে অবস্থিতি করিত।

একদিন, শৃগালী আহারের চেষ্টায় বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ঈগল অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া, নীড় হইতে নির্গত হইল ; এবং আমি যেরূপ উন্নত স্থানে থাকি, শৃগালী আমার কিছুই করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া, আহারের নিমিত্ত তাহার একটি শাবক লইয়া, নিজ নীড়ে প্রবিষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ পরেই শৃগালী আবাসে আসিয়া জানিতে পারিল, ঈগল তাহার একটি শাবক লইয়া গিয়াছে। তখন সে মিত্রদ্রোহী বলিয়া, ঈগলের যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল ; এবং অনেক বিনয় করিয়া, আপন শাবকটিকে ফিরাইয়া দিতে বলিল। ঈগল শাবক ফিরাইয়া দিতে কোনও মতে সম্মত হইল না।

ঈগলের এইরূপ অসৎ আচরণ দেখিয়া, শৃগালী অত্যন্ত কুপিত হইল, এবং অবিলম্বে শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠের আহরণ করিয়া, বৃক্ষের চতুর্দিকে সাজাইয়া আগুন লাগাইয়া দিল। ক্রমে ক্রমে ধূম ও অগ্নিশিক্ষা বৃক্ষের অনেক দূর পর্যন্ত উঠিল। তখন ঈগল আপনার ও আপন শাবকগণের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অতিশয় ভীত ও অস্থির হইল, এবং তৎক্ষণাৎ শৃগালীর শাবকটি ফিরাইয়া দিয়া, বিনয়বাক্যে বারংবার এই বলিতে লাগিল, আমি না বুঝিয়া অসৎ কর্ম করিয়াছি। তুমি ক্ষমা ও দয়া করিয়া অগ্নি নির্বাণ করিয়া দাও। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর কখনও এরূপ অসৎ

কর্ম করিব না। ঈগলের বিনয়বাক্য ও প্রার্থনা শুনিয়া, শৃগালীর অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অবিলম্বে অগ্নি নির্বাণ করিয়া দিল।

কুক্কুট ও মুক্তাফল

এক কুক্কুট, স্বীয় শাবকদিগের নিমিত্ত খামারে আহারের অন্বেষণ করিতেছিল। সেই স্থানে একটি মুক্তা পড়িয়াছিল। কুক্কুট, ঐ মুক্তা দেখিয়া, উহাকে বলিতে লাগিল, যাহারা তোমায় আদর করে, তাহাদের নিকট তুমি অতি সুশ্রী ও মহামূল্য বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তোমাকে সেরূপ মনে করি না। তুমি আমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। পৃথিবীতে যত রকমের মুক্তা আছে, সে সব অপেক্ষা যব, ধান্য বা কলাই পাইলে, আমি অধিক সন্তুষ্ট হইব।

নির্বোধেরা, অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে মহামূল্য জ্ঞান করিয়া উহার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়ায়।

বোধোদয়

[১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চাধিকশততম সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সংকলিত হইল ; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক, সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি ; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে, অগত্যা, যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে, সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে, বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

২০শে চৈত্র। সংবৎ ১৯০৭।

একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী রূপসা গ্রামে যে রীডিং ক্লাব অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী আছে, উহার কার্য্যদর্শী শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া, পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তার মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন। ইহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহারা এরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শন না করিলে, ঐ সকল স্থল পূর্ব্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত, আবশ্যক বোধে, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ অংশে পরিবর্ত্তিত, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

২২শে পৌষ। সংবৎ ১৯৩৯।

ষণ্ণবতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের তাম্রপ্রকরণে নির্দ্দিষ্ট ছিল, "তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিতল হয়।" শ্রীমন্তসওদাগরপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা, বর্তমান সালের ২৫ শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকাতে প্রদর্শিত করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিষ্ট স্থলে, "এক ভাগ তামা" এই নির্দ্দেশটি ভুল। "এক ভাগ তামা" ইহার পরিবর্তে, "চারি ভাগ তামা" এরূপ নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। তদনুসারে, ঐ স্থল সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রঙ্গপ্রকরণে, "তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়," এতন্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল, তামা ও রাঙের অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ন্যূনতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এই ন্যূনতারও পরিহার করা গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ভুল ও এই ন্যূনতার প্রদর্শন করাতে, আমি অতিশয় উপকৃত ও অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

২৫শে ভাদ্র ১২৯৩ সাল।

পদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ ত্রিবিধ, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, উহারা চেতন পদার্থ ; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেই খানে থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে ; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ ; যেমন তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।

ঈশ্বর

ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না ; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান ; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু ; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।

চেতন পদার্থ

সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ, মুখ দ্বারা আহারের গ্রহণ, এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণ করিয়া, প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই উহারা বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ ঘটে।

প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা, তাহারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না ; মুখ আছে, খাইতে পারে না ; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না ; হস্ত আছে, কোন কর্ম করিতে পারে না ; কর্ণ আছে, কিছু শুনিতে পায় না ; চরণ আছে, চলিতে পারে না। ইহার কারণ

এই, পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল জন্তুদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কোনও ব্যক্তির চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশ ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না; উহা অচেতন পদার্থই থাকে; দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে; কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলে থাকে; আর কতগুলি স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য সর্বপ্রধান। আর সমুদয় জন্তু মনুষ্য অপেক্ষায় নিকৃষ্ট। তাহারা, কোনও ক্রমে, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু বলে; যেমন গো, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেষ, মহিষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পশুর চারি পা, এ জন্য পশুদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে। কতকগুলি পশুর পায়ে খুর আছে; যেমন গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, ছাগল, গর্দভ প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর খুর অখণ্ডিত, অর্থাৎ জোড়া; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত; যেমন গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর পায়ে খুর নাই, নখর আছে; যেমন বিড়াল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর লোম অনেক কাজে লাগে। মেষের লোমে কম্বল, বনাত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিব্বৎ-দেশীয় ছাগলের লোমে শাল হয়।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর দুই পাশে দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে; উহা দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশবোধ হয় না। পক্ষীর দুটি পা আছে; তাহা দ্বারা চলিতে পারে, এবং বৃক্ষের শাখায় বসিতে পারে। কোনও কোনও পক্ষী অতিশয় ক্ষুদ্র; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। পক্ষীরা, খড়, কুটা, তৃণ

প্রভৃতি আহরণ করিয়া, অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে। কাক, কোকিল, পারাবত প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর আকার কিছু বৃহৎ। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভাল বাসে; ইহারা জলচর পক্ষী। সকল পক্ষী আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে। কিছু দিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে, ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান কহে।

মৎস্য একপ্রকার জন্তু। ইহারা জলে থাকে। মৎস্যের শরীর ছালে আচ্ছাদিত। ঐ ছালের উপর মসৃণ, চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে। বুয়াল, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে আঁইস নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসে। মৎস্যেরা অতি বেগে সাঁতার দিতে পারে, এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া, কীট ও অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে।

আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ কহে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।

সর্প প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বুকে ভর দিয়া চলে। সর্পের শরীরের চর্ম অতি মসৃণ ও চিক্কণ। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিকটিকি প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; উহারা তাহা দ্বারা চলে। ভেকজাতি অতি নিরীহ। কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত, উহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমন নিষ্ঠুর যে, ভেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যষ্টিপ্রহার করে।

পতঙ্গজাতি একপ্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে ফড়িঙ, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। কোনও কোনও পতঙ্গজাতি, সময়ে সময়ে, অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাবিধ। উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীটজাতি।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেকবিধ জন্তু আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে, জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে।

সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণিসমূহে পরিবৃত। অবশ্যই কোনও উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সমস্ত প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি, অনেক স্থলে, তাহার নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

জগতে কত জীব আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

অধিকাংশ জন্তু লতা, পাতা, ফল, মূল, ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু, আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া, মাংস খায়। উহাদিগকে শ্বাপদ অর্থাৎ শিকারি জন্তু বলে।

অশ্ব, গো, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু লোকালয়ে থাকে, এবং মানুষে যাহা দেয়, তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্য পশু বলে। গ্রাম্য পশুরা অতি শান্তস্বভাব, মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে।

কোন জন্তু কোন শ্রেণীতে নিবিষ্ট, কাহার কি নাম, বিশেষ রূপে জানা অতি আবশ্যক। কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে; যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নামে ডাকা কর্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি ফড়িঙকে পশু বলে; কিন্তু ফড়িঙ পশু নয়, পতঙ্গ। যে সকল জন্তুর চারি পা, তাহাদিকে চতুষ্পদ বলে। পক্ষী চতুষ্পদ নহে, কারণ উহার দুটি বই পা নাই; এজন্য, উহাকে, চতুষ্পদ না বলিয়া, দ্বিপদ বলা উচিত।

ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে, কোন জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত, নহি; এজন্য, কতকগুলিকে পূজা ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব, আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদমর্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। কিন্তু, উহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক; এই নিমিত্ত, মনুষ্যেরা উহাকে ঐ উপাধি দিয়াছে; নচেৎ, সিংহ, অন্য অন্য পশু অপেক্ষা, কোনও মতে উৎকৃষ্ট নহে।

মানবজাতি

মানবজাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে, সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে; এজন্য, সর্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর ন্যায়, চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের দুই হাত, দুই পা। দুই হাত দিয়া, ইচ্ছামত সকল কর্ম করিতে পারে। দুই পা দিয়া, ইচ্ছামত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ, দুই হস্ত দ্বারা, আহারসামগ্রীর আহরণ করে, গৃহসামগ্রী ও পরিধানবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, গৃহনির্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে, এজন্য মানুষকে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ব্যক্তি লোকালয় ছাড়িয়া, অরণ্যে বাস করে; কিন্তু তাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই, গ্রামে ও নগরে, পরস্পরের নিকট, বাটী নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে; যেমন কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া, বাস করে। ইহার তাৎপর্য এই, তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবেক, ও পরস্পর দেখা শুনা ও কথাবার্তায় সুখে কালযাপন হইবেক। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া একজাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে।

লোক মাত্রেরই জন্মভূমিঘটিত এক এক উপাধি থাকে; ঐ উপাধি দ্বারা, তাহাদিগকে অন্যদেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস; এ নিমিত্ত, আমাদিগকে বাঙ্গালি বলে। এইরূপ, উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল; ইংলণ্ডের নিবাসীদিগকে ইঙ্গরেজ।

জন্তু সকল, দিনের বেলায় আপন আপন কর্ম করে, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়।

নিদ্রা যাইবার সময়, তাহারা শয়ন করে ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। শশক প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু, চক্ষু না মুদিয়া, নিদ্রা যাইতে পারে।

আমরা, নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্য্যকারক নহে। জন্তু সকল যখন নিদ্রা যায়, তখন উহাদিগকে নিদ্রিত বলে; যখন, নিদ্রা না যাইয়া, জাগিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে জাগরিত বলে।

মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। ছাগ, গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু সকল মাঠের কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেরা, কোনও জন্তু মারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ, জিয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না, খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। তাহারা প্রায় সকল বস্তুই, অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভাল পাক করা হইলে ভক্ষ্য বস্তু সুস্বাদ ও শরীরের পুষ্টিকর হয়।

জন্তুগণ যখন, সচ্ছন্দ শরীরে, আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়। আর যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না, সর্বদা শুইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। মনুষ্যের পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পীড়া হইলে চিকিৎসকেরা, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতির যে ব্যবস্থা করেন সকলেরই ঐ ব্যবস্থা অনুসারে, চলা উচিত ও আবশ্যক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, ত্বরায় রোগ-মুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায়, এবং অনেকে মরিয়া যায়।

কোনও কোনও জন্তু অধিক কাল বাঁচে, কোনও কোনও জন্তু অল্প কাল বাঁচে। হস্তী প্রায় এক শত বৎসর বাঁচে। ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বাঁচে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোনও কোনও কীট একঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় মশা, সূর্য্যের আলোকে অল্পকাল মাত্র খেলা করিয়া, ভূতলে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মনুষ্যজাতি, প্রায় সমুদয় জন্তু অপেক্ষা, অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই। অনেকে প্রায় ষাট বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। যাহারা সত্তর, আশি, নব্বই, অথবা এক শত বৎসর বাঁচে, তাঁহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু অনেকেই শৈশব কালে মরিয়া যায়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে, তাহারাও, তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবেক না। কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবেক।

জন্তু সকল মরিলে, তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর, পূর্বের মত, দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ জন্মে; এজন্য, লোকে অবিলম্বে তাহা দগ্ধ করে। কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশব কালে অতি অজ্ঞ থাকে; ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয় শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড়, ইহার আকার কেমন, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন হাত ডান, কোন হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে, ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্ন পূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর, যাহারা, বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।

ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, আমরা কোনও বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আঘ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আস্বাদন; ত্বক দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পর্শ বলে।

চক্ষু

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিষ্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলে, কোন বস্তুর কেমন আকার, কোন বস্তু সাদা, কোন বস্তু কাল, কিছুই জানিতে পারিতাম না। যেখানে আলোক থাকে, সেখানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলোক নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। রাত্রিকালে, চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারা, অতি অল্প আলোক হয়; এ নিমিত্ত, বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায়, সূর্যের আলোক থাকে; এজন্য, অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে, বিলক্ষণ আলোক হয়; তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে; এজন্য, চক্ষুর উপর দুই খানি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার, অথবা কিছু পড়িবার, আশঙ্কা হইলে, আমরা পাতা দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি। চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতেও চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পক্ষ্ম। পক্ষ্ম আছে বলিয়া, চক্ষুতে ধূলা, কুটা কীট প্রভৃতি পড়িতে পায় না, এবং সূর্য্যের উত্তাপ অধিক লাগে না।

যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। সে কোথাও যাইতে পারে না। যাইতে হইলে, এক জন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; নতুবা সে পড়িয়া মরে। অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই তাহাকে কাণা বলে। কাণা এক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। কাণাকে, অন্ধের মত, ক্লেশ পাইতে হয় না।

অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। উহার পশ্চাতে, পর পর, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আর তিনটি অংশ আছে। তৎপরে আর একটি অংশ আছে; উহা কোমল পাতলা পদার্থ। স্নায়ু দ্বারা, মস্তিষ্কের সহিত, এই কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া, ঐ সকল স্বচ্ছ অংশ ভেদ করিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কোমল পাতলা পদার্থের উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়; এবং স্নায়ু দ্বারা, মস্তিষ্কের সহিত ঐ কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে বলিয়া দর্শনজ্ঞান জন্মে।

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয় ; এ নিমিত্ত, কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। কর্ণ না থাকিলে, আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে, পটহের মত, যে অতি পাতলা এক খণ্ড চর্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও কোনও লোক এমন দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের শ্রবণ-শক্তি নাই ; তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কালা বলে ; কেহ কিছু কহিলে, অথবা কোনও শব্দ করিলে, কালারা শুনিতে পায় না।

নাসিকা

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। নাসিকা দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে, কি ভাল, কি মন্দ কোনও গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইত না। নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে গন্ধের আঘ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ ও সৌরভ বলে। যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে। চন্দন ও গোলাপের গন্ধ সুগন্ধ। কোনও বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

জিহ্বা

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায় ; এজন্য জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে, আমরা কোনও বস্তুর আস্বাদ বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বার অগ্রভাগে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সম্বন্ধ আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা তাহার স্বাদগ্রহ হয়।

বস্তুর আস্বাদ নানাবিধ। গুড়ের আস্বাদ মিষ্ট। তেঁতুল অম্ল বোধ হয়। নিম ও চিরতা তিক্ত লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে ; যাহা মন্দ লাগে, তাহাকে বিস্বাদ বলে। কোনও বস্তুর কিছুই আস্বাদ নাই ; মুখে দিলে না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না ; যেমন গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।

ত্বক

ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে ; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু, সকল অঙ্গ অপেক্ষা, হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে, তাহা দ্বারা অতি উত্তম স্পর্শজ্ঞান হয়। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন, হস্ত ও অন্য অন্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া, প্রায় সকল বস্তু জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ স্বরূপ। ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আমাদের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মে। অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাল, মন্দ, হিত, অহিত, এই সমস্ত বিবেচনা করিবার শক্তি হয়। অতএব, ইন্দ্রিয় মানুষের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক।

মানুষের ন্যায়, পশু, পক্ষী, ও অন্য অন্য জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু, তাহাদের কোনও কোনও ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের অপেক্ষা, অধিক প্রবল। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক। কোনও কোনও কুকুরজাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। এরূপ হইবার তাৎপর্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে, অন্ধকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, পলায়িত পশুর গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, তাহার অন্বেষণ করিয়া লয়। ঘ্রাণশক্তি এত অধিক না হইলে, তাহারা সহজে শিকার করিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, আঘ্রাণ দ্বারা শিকার না করিয়া দৃষ্টি দ্বারা শিকার করে। ইহাদের দর্শনশক্তি অতিশয় প্রবল। যে পশুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, উহা অধিক দূরবর্তী হইলেও ইহারা দেখিতে পায়। যেখানে অল্প অন্ধকার, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক ভাল দেখিতে পায়। কিন্তু যেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছু মাত্র আলোক নাই, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ, যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ শক্তি আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

বাক্যকথন—ভাষা

মনুষ্যেরা, মুখ দ্বারা শব্দের উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে, এবং উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তি দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাকশক্তি বলে।

পশু, পক্ষী, ও অন্য অন্য জন্তুদিগের বাকশক্তি নাই। তাহাদের মনে, কখনও কখনও কোনও কোনও ভাবের উদয় হয় বটে; কিন্তু উহারা, মনুষ্যের মত কথা কহিয়া, তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে। মেষ, মহিষ, গো, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, পশু, পক্ষী, ভেক প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার শব্দ করে। ঐ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সকল অব্যক্ত শব্দ বুঝিতে পারা যায় না; এজন্য, ঐ সকল শব্দকে ভাষা বলে না; শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে শিখাইলে; উহারা মনুষ্যের মত, স্পষ্ট শব্দের উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাকশক্তির অভাবে, পশু, পক্ষী, ও আর আর জন্তুদিগকে, মনুষ্য অপেক্ষা অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জন্ম, কত বয়স, কি নাম, কাহার কি অবস্থা ইত্যাদি কোনও বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না; সুতরাং তাহারা পরস্পর শিক্ষা দিতে অক্ষম, এবং আপনাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত, কোনও উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ, মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই, চিরকাল, এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবেক; এবং মনুষ্যেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিতে পারিবেক।

আমাদের বাকশক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে। মনে যে বিষয়ের চিন্তা করি, জিহ্বা দ্বারা তাহার উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়, কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোনও কোনও লোক এমন হতভাগ্য যে, কথা কহিতে পারে না; উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা বলে।

সকল ব্যক্তিই অতি শৈশব কালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে

শিখা সজাতীয় লোকের নিকটে হয় ; এ নিমিত্ত, প্রথম শিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।

সকলেরই স্পষ্টরূপে কথা বলিতে চেষ্টা করা উচিত ; তাহা হইলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর, যখন যাহা বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না ; সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক কি বৃদ্ধ, কি ধনবান কি দরিদ্র, কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেরই ভাষা পৃথক পৃথক। না শিখিলে, এক দেশের লোক অন্যদেশীয় লোকের ভাষা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙ্গালা বলে। কাশী অঞ্চলের লোক যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস্য দেশের লোকের ভাষা পারসী। আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে উর্দু বলে। উর্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন, উহা সর্ব প্রকারেই হিন্দী। ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইঙ্গরেজদিগের ভাষা ইঙ্গরেজী।

ইঙ্গরেজেরা এখানে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহ পূর্বক ইঙ্গরেজী শিখে। কিন্তু অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে।

পূর্ব কালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

কাল

প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন আমরা শয্যা হইতে উঠি, সূর্যের উদয় হয়, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সময়কে সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবাভাগ বলে; আর সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন আপন কর্ম করে। রাত্রিকালে সকলে আরাম করে ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ন, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এই দুয়ে এক দিবস হয়; অর্থাৎ, এক প্রভাত অবধি আর এক প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাটি ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা; তিন হোরাতে অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে, এক প্রহর; আট প্রহরে এক দিবস; পনর দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল পক্ষ বলে। আর, যখন চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। দুই পক্ষে, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে, এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু। সমুদয়ে ছয় ঋতু; সেই ছয় ঋতু এই; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু; আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই দুই মাস বর্ষা ঋতু; ভাদ্র ও আশ্বিন, এই দুই মাস শরৎ ঋতু; কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু; পৌষ ও মাঘ, এই দুই মাস শীত ঋতু; ফাল্গুন ও চৈত্র, এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে, অর্থাৎ বার মাসে, এক বৎসর হয়।

সচরাচর সকলে বলে, ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস আটাশ দিনে, কোনও মাস ঊনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোন মাস একত্রিশ দিনে, কোন মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্য বশতঃ, বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিনে হইলে, তিনশত ষাটি দিনে বৎসর হইত। পূর্বকালের লোকেরা তিন শত ষাটি দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অদ্যাপি সামান্য লোকে

তিন শত ষাটি দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে, বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে, নূতন বৎসরের আরম্ভ হয়। চিরকালই, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, অবলম্বন করিয়া, বৎসরের গণনা আরব্ধ হইয়া থাকে। এই রূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়, তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত, সংবৎ, শকাব্দঃ, সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন ; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর, শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দঃ। বিক্রমাদিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে, ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমাদের দেশে, বিষয় কর্মে, সকল শাক অপেক্ষা, সাল অধিক প্রচলিত। এই শাকের দ্বাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ত্রয়োদশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ, ইঙ্গরেজ, ফরাসী, জর্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা, যীশুখ্রীষ্টের জন্ম অবধি, এক শাকের গণনা করেন ; উহাকে খ্রীষ্টীয় শাক বলে। খ্রীষ্টীয় শাকের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

গণন—অঙ্ক

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক। সচরাচর, সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা— এক, দুই, তিন চারি, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে, অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি, এক, দুই

ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া, উহাদের স্থলে এক এক অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য নিষ্পন্ন হয়।

অঙ্ক সমুদয়ে দশটি মাত্র। উহাদের আকার ও নাম এই—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	শূন্য

যেমন, বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা, সকল বিষয় লিখিতে পারা যায়; সেইরূপ, কেবল এই কয়টি অক্ষরের পরস্পর যোগে, কি ছোট, কি বড়, সকল সংখ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম ০ অঙ্ককে শূন্য বলে, অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। অন্য নয়টি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু, ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে, দশ হয়; ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে, ২০ কুড়ি হয়; ৩ এই অঙ্কের পর, ৩০ ত্রিশ; ৪ এই অঙ্কের পর, ৪০ চল্লিশ; ৫ এই অঙ্কের পর, ৫০ পঞ্চাশ ইত্যাদি। যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায়, অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায়, তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে সহস্র বুঝায়।

১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক বলে। আর, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।

অঙ্ক দ্বারা যখন কেবল সংখ্যার বোধ হয়, তখন উহাদিগকে সংখ্যাবাচক বলে। সংখ্যাবাচক শব্দের নাম ও আকার নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

১ এক	৯ নয়	১৭ সতের
২ দুই	১০ দশ	১৮ আঠার
৩ তিন	১১ এগার	১৯ উনিশ
৪ চার	১২ বার	২০ কুড়ি
৫ পাঁচ	১৩ তের	২১ একুশ
৬ ছয়	১৪ চৌদ্দ	২২ বাইশ
৭ সাত	১৫ পনর	২৩ তেইশ
৮ আট	১৬ ষোল	২৪ চব্বিশ

পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা

প্রথম	নবম	সপ্তদশ	পঞ্চবিংশ
১ম	৯ম	১৭শ	২৫শ
দ্বিতীয়	দশম	অষ্টাদশ	ষড়্‌বিংশ
২য়	১০ম	১৮শ	২৬শ
তৃতীয়	একাদশ	ঊনবিংশ	সপ্তবিংশ
৩য়	১১শ	১৯শ	২৭শ
চতুর্থ	দ্বাদশ	বিংশ	অষ্টাবিংশ
৪র্থ	১২শ	২০শ	২৮শ
পঞ্চম	ত্রয়োদশ	একবিংশ	ঊনত্রিংশ
৫ম	১৩শ	২১শ	২৯শ
ষষ্ঠ	চতুর্দশ	দ্বাবিংশ	ত্রিংশ
৬ষ্ঠ	১৪শ	২২শ	৩০শ
সপ্তম	পঞ্চদশ	ত্রয়োবিংশ	একত্রিংশ
৭ম	১৫শ	২৩শ	৩১শ
অষ্টম	ষোড়শ	চতুর্বিংশ	দ্বাত্রিংশ
৮ম	১৬শ	২৪শ	৩২শ

ইত্যাদি।

মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে, ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্কের পর পহিলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক। যথা,

পহিলা	চৌঠা	সাতই	দশই
১লা	৪ঠা	৭ই	১০ই
দোসরা	পাঁচই	আটই	এগারই
২রা	৫ই	৮ই	১১ই
তেসরা	ছয়ই	নয়ই	বারই
৩রা	৬ই	৯ই	১২

তেরই	আঠারই	তেইশে	আটাশে
১৩ই	১৮ই	২৩শে	২৮শে
চোদ্দই	ঊনিশে	চব্বিশে	ঊনত্রিশে
১৪ই	১৯শে	২৪শে	২৯শে
পনরই	বিশে	পঁচিশে	ত্রিশে
১৫ই	২০শে	২৫শে	৩০শে
ষোলই	একুশে	ছাব্বিশে	একত্রিশে
১৬ই	২১শে	২৬শে	৩১শে
সতরই	বাইশে	সাতাশে	বত্রিশে
১৭ই	২২শে	২৭শে	৩২শে

বর্ণ

নানা বর্ণের বস্তু দেখিলে নয়নের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সর্বদা একবর্ণের বস্তু দেখিলে সেরূপ হয় না, বরং বিরক্তই জন্মে। এ জন্য, জগতের যাবতীয় পদার্থ, এক বর্ণের না হইয়া, নানা বর্ণের হইয়াছে। সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম, ও অধিক ক্ষণ দেখিতে পারা যায়; এজন্য জগতে, অন্য অন্য বর্ণের বস্তু অপেক্ষা, হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থেই নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূল বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায়, তত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল উৎপন্ন বর্ণকে মিশ্র বর্ণ বলে। মিশ্র বর্ণের মধ্যে, হরিত, পাটল, ধূমল এই তিনটি প্রধান। নীল ও পীত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, হরিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। পীত ও লোহিত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করলে, পাটল বর্ণ হয়। নীল ও লোহিত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, ধূমল বর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন, কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে। সে সকলও তিন মূল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

শুক্ল ও কৃষ্ণ, সচরাচর, বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্ল ও

কৃষ্ণ বর্ণ নহে। অমুক বস্তু শুক্ল, অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে, সেই সেই বস্তুতে সর্ব বর্ণের অসদ্ভাব, অর্থাৎ কোনও বর্ণ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইবেক। কার্পাস সূত্রে নির্ম্মিত ধৌত বস্ত্র শুক্লের উত্তম উদাহরণস্থল ; রাত্রিকালীন প্রগাঢ় অন্ধকার কৃষ্ণের উত্তম দৃষ্টান্ত।

রামধনু ও ময়ূরপুচ্ছে এক কালে নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও, গগনমণ্ডলে ধনুকের মত, নানা বর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে রামধনু বলে। বৃষ্টিকালীন জলবিন্দুসমূহে সূর্যের কিরণ পড়িয়া, ঐরূপ নানা বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। রামধনুতে, তিন মূল বর্ণ ও চারি মিশ্র বর্ণ, সমুদয়ে সাত বর্ণ থাকে। ধনুকের উপরি ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, বায়লেট, এই সকল বর্ণ শোভা পায়। সূর্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হইয়া থাকে।

বস্তুর আকার ও পরিমাণ

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও বস্তু বড়, কোনও কোনও বস্তু ছোট। ঘটী অপেক্ষা কলসী বড় ; বিড়াল অপেক্ষা গরু বড় ; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ, বলে। পুস্তকের উপরি ভাগ হইতে নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম দৈর্ঘ্য ; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বিস্তার ; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর, তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নহে ; এ নিমিত্ত, হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে। যথা, ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্যভাগ। আটটি যব সারি সারি রাখিলে, উহাদের মধ্যভাগের যে পরিমাণ, তাহাকে অঙ্গুল

বলে। এইরূপ ২৪ অঙ্গুলে, অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে, এক হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু; ২000 ধনুতে, অর্থাৎ ৮000 হাতে, ১ ক্রোশ হয়; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেই রূপে মাপা যায়। আমরা দেওয়াল, খুটি, কপাট, গাছ, ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপা যায়, গভীরতাও সেই রূপে মাপা যাইতে পারে। কোনও কোনেও কূপের গভীরতা ১০, ১২ হাত; কোনও কোনও পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত।

কোনও কোনও বস্তু, কোনও কোনও বস্তু অপেক্ষা, অধিক ভারী। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা, বৃহৎ পুস্তক অধিক ভারী। সমান আকারের এক খণ্ড পুস্তক অপেক্ষা, এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই—

১ টাকার যত ভার, তাহা ১ তোলা;
৫ তোলায় ১ ছটাক;
৪ ছটাকে ১ পোয়া;
৪ পোয়ায় ১ সের;
৪0 সেরে ১ মণ।

ধাতু

আমরা সর্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলংকার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।

অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা, ধাতুর ভার অধিক। অধিকাংশ ধাতু কঠিন, ঘা মারিলে সহসা ভাঙ্গে না। ধাতু আগুনে গলান যায়। প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া, অতি পাতলা সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও ধাতু এমন ভারসহ যে, সরু তারে ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকরে পাওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু থাকে। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়;

আর যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন উহাকে বিমিশ্র বলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।

স্বর্ণ

গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও ব্যত্যয় হয় না; এজন্য স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু বলে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী। সর্ষপ প্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; এবং ঐ পরিমাণের স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৫মণ ৩৪সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর, মলিন হয় না; এজন্য লোকে উহাতে অলংকার গড়ায়। স্বর্ণের মূল্য প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক। এ দেশে স্বর্ণে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোহর বলে। ইংলণ্ডে সচরাচর যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম সভরিন্; ইহাকেই এদেশের লোকে গিনি বলিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত নরম; এজন্য চরাচর উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, উহার সহিত অল্প তামা ও রূপা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এইরূপ তামা ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে; কিন্তু কালিফর্ণিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও য়ুরাল পর্বতেই অধিক।

রৌপ্য

রৌপ্য, জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারী। রৌপ্য শুক্ল ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যেরূপ পাতলা পাত ও সরু তার হয়, ইহাতেও প্রায় সেইরূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৪ মণ ১১ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রৌপ্যের আকর আছে ; কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি নির্মিত হয়। রূপাতে নানাবিধ অলংকার গড়ায়, এবং ঘটী বাটী প্রভৃতিও নির্মিত হইয়া থাকে।

পারদ

পারদ, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মত কঠিন নহে ; জলের ন্যায় তরল ; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী ; সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে ; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। তখন অন্য অন্য ধাতুর ন্যায়, ইহাতেও সরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে ; এবং ঘা মারিলে ইহা সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না।

স্পর্শ করিলে, পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত তরল দ্রব্য অপেক্ষা শীতল বোধ হয় ; কিন্তু অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজেই উষ্ণ হইয়া উঠে। পারদকে অনায়াসেই অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, সিংহল, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, বাভেরিয়া, পেরু মেক্সিকো, এই সকল দেশে পারদের আকর আছে।

সীস

সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা নরম ; জল অপেক্ষা এগারগুণ ভারী। সীসের ভার, রৌপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা অল্প উত্তাপে গলে ; অত্যন্ত অধিক উত্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। জল বা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে, সীসের অধিক ভাবপরিবর্ত হয় না, উপরের উজ্জ্বলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড আয়র্লণ্ড, জর্মনি, ফ্রান্স ও আমেরিকা, এই সকল দেশে অপর্যাপ্ত সীস পাওয়া যায়। হিমালয় পর্বতে ও তিব্বৎ দেশেও সীসের আকর আছে।

সীস কাগজের উপর টানিলে, ধূসর বর্ণ রেখা পড়ে। সীসেতে পেন্সিল প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ সীসেতে গোলা ও গুলি নির্মিত হইয়া থাকে। কিছু শক্ত ও উত্তম রূপে গোলাকার করিবার নিমিত্ত, ইহাতে হরিতাল মিশ্রিত করে। রসাঞ্জন মিশ্রিত করিলে, সীসেতে ছাপিবার অক্ষর নির্মিত হইয়া থাকে।

তাম্র

এই ধাতু, জল অপেক্ষা, আট গুণ ভারী। ইহা লালবর্ণ, উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার তেমন হয় না। তাম্র সকল ধাতু অপেক্ষা, অতি গম্ভীরশব্দজনক; লৌহ অপেক্ষা, অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৩ মণ ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া যায় না

তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। তামার পাত করিয়া জাহাজের তলা মুড়িয়া দেয়; তাহাতে জাহাজ শীঘ্র চলে ও শংখ শম্বুক প্রভৃতি জাহাজের তলভেদ করিতে পারে না। অনেকে তামাতে পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিতল হয়। পিতল দেখিতে অতি সুন্দর; অনেক প্রয়োজনে লাগে। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিতলে তত শীঘ্র ধরে না। পিতলে থালা, ঘটী, বাটী, কলসী, ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত হয়।

সুইডন, সাক্সনি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু, মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আগ্রা, আজমীঢ় প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

লৌহ

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক কার্যোপযোগী। এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের যন্ত্র সকল নির্মিত হয়। ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, খন্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক, ছুঁচ, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি, ইত্যাদি যে সকল বস্তু সর্বদা প্রয়োজনে লাগে, সে সমুদয় লৌহে নির্মিত হইয়া থাকে।

লৌহ, জল অপেক্ষা, সাত আট গুণ ভারী। ইহা, রঙ্গ ভিন্ন, আর সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু। লোহাতে মানুষের চুলের সমান সরু তার হইতে পারে। ইহা সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক ভারসহ; এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৬ মণ ১৭ সের ভারী বস্তু ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া যায় না।

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক পাওয়া যায়, এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, রুশিয়া, এই কয় দেশে অধিক।

রঙ্গ

রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙ, শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল; জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী; পূর্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু; রূপা অপেক্ষা নরম; সীস অপেক্ষা কঠিন।

ইংলণ্ড, জর্মনি, চিলি, মেক্সিকো, বঙ্কদ্বীপ, এই কয় স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক রঙ্গ জন্মে।

এই ধাতুতে বাক্স, পেটারা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্মিত হয়। দুই ভাগ রাঙ ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়।

ক্রয়—বিক্রয়—মুদ্রা

যাহাদের যে বস্তু অধিক থাকে, তাহারা সে বস্তু আপনাদের আবশ্যক মত রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ বেচিয়া ফেলে। আর, যাহাদের যে বস্তুর অপ্রতুল থাকে, তাহারা সেই বস্তু অন্য লোকের নিকট হইতে কিনিয়া লয়। লোকে মুদ্রা দিয়া আবশ্যক বস্তু কিনিয়া থাকে। যদি মুদ্রা চলিত না হইত, তাহা হইলে, নিজের কোনও বস্তুর সহিত বিনিময় করিয়া, অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু লইতে হইত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত।

কোনও বস্তু কিনিতে হইলে, যত মুদ্রা দিতে হয়, উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য বলে। বস্তুর মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না; কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। যখন যে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ ও অক্রেয় বলে। আর, যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ ও সস্তা বলে।

মুদ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, এই ত্রিবিধ ধাতুতে মুদ্রা নির্মিত হয়। এই সকল ধাতু দুষ্প্রাপ্য ; এ নিমিত্ত, ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। দেশের রাজা ভিন্ন আর কোনও ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই। রাজাও স্বহস্তে মুদ্রা প্রস্তুত করেন না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লোক নিযুক্ত করা থাকে। রাজা স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন ; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ঐ স্থানকে টাকশাল বলে। কলিকাতা রাজধানীতে একটি টাকশাল আছে।

টাকশালের লোকেরা হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তথায় নানাবিধ কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে, তাহা ঐ কলে প্রস্তুত হয়। ঐ মুখ ও ঐ অক্ষর হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, তত পরিষ্কৃত হইত না। কোন রাজার অধিকারে, কোন বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে এই সমুদয় লিখিত থাকে। আর, ঐ মুখও রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্ম্মিত ; দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা রৌপ্যনির্ম্মিত। আর ঐরূপ সিকি, আধুলি, টাকা স্বর্ণনির্ম্মিতও আছে। স্বর্ণনির্ম্মিত টাকাকে সুবর্ণ ও মোহর বলে।

৪ পয়সায়	১ আনা ;
৮ পয়সায়	১ দুআনি ;
৪ আনায়	১ সিকি ;
৮ আনায়	১ আধুলি ;
১৬ আনায়	১ টাকা।

☞ সিকি, পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা ; ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বে এক মোহরের মূল্য ১৬ টাকা অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল ; কিন্তু এক্ষণে উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। যদি রৌপ্য স্বর্ণের মুদ্রা এত দুষ্প্রাপ্য না হইত, সকলে অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা

হইলে মুদ্রার এত গৌরব হইত না। দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই উহার এত মূল্য ও এত গৌরব হইয়াছে।

হীরক

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজীল রাজ্যে, রুষিয়ার অন্তর্বর্তী য়ুরাল পর্ব্বতে, এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্য্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে, আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত, জলের ন্যায় নির্ম্মল। ঐরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক হয়। কিন্তু, বর্ণহীন নির্ম্মল হীরা সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য। আকার, বর্ণ, নির্ম্মলতা অনুসারে, মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পোর্ত্তুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে; তাহার মূল্য ৫৬৪৪৮০০০ পাঁচ কোটি, চৌষট্টি লক্ষ, আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনূর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য ৩৫০০০০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে, এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার কোনও গুণ নাই; কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না এরূপ প্রস্তরের এক খণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, এরূপ অর্থব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কারপ্রদর্শন ও মূঢ়তাপ্রকাশ মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দেপ্রেও নামক এক ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত, অনেক

যত্ন, পরিশ্রম, ও অনুসন্ধানের পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্বে, কেহ কখনও হীরা গলাইতে পারে নাই; কিন্তু তিনি, বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

হীরকের ন্যায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিধ মহামূল্য প্রস্তর আছে। শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্ম্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, এ নিমিত্ত, উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সার্সি বন্ধ করিলে, পূর্ব্বের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সার্সি কাচে নির্ম্মিত; সূর্য্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে না।

বালুকা ও একপ্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া যায়, এবং শীতল হইলে কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কার থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা, প্রভৃতি রঙ করে; রঙ করিলে, অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সার্সি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন, ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পর জোর দিলেই, দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া, লওয়া যায়; তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথমে কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে, ফিনিশিয়া দেশীয় কতকগুলি বণিক জলপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে, ঝড় তুফানে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা, তীরে উঠিয়া, বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্রের তীরে কেলী নামে এক প্রকার চারা গাছ ছিল; উহার কাষ্ঠে তাঁহারা আগুন জ্বালিয়াছিলেন। বালি ও কেলির ক্ষার মিশ্রিত হইয়া অগ্নির উত্তাপে গলিয়া, কাচ হইয়াছিল। উহা দেখিয়া, ঐ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।

যে রূপে, যে দেশে, কাচের প্রথম উৎপত্তি হউক, উহা বহু কাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিসর দেশেও, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কাচের ব্যবহার ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জল—নদী—সমুদ্র

জল অতি তরল বস্তু, স্রোত বহিয়া যায়, এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র।

সমুদ্রের জল এত লোণা ও এমন বিস্বাদ যে, কেহ পান করিতে পারে না। সমুদ্রের জল সকল স্থানে সমান লোণা নহে; কোনও স্থানে অল্প লোণা, কোনও স্থানে অধিক। সমুদ্রের উপরিভাগের জল বৃষ্টি ও নদীর জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়; এজন্য, ভিতরের জল যত লোণা, উপরের জল তত নয়। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।

অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় উহাতে কোনও বর্ণ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

সমুদ্র কত গভীর, এ পর্য্যন্ত, তাহার নির্ণয় হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর, সেখানেও আড়াই ক্রোশের বড় অধিক হইবেক না। অনেকে সমুদ্রের জল মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ

৩১২০ হাত, কেহ ৪৮০০ হাত, কেহ ১৮৪০০ হাত, দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোনও রজ্জুই তলস্পর্শ করিতে পারে নাই ; সুতরাং, সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। লাপ্লাসনামক ফরাসিদেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রে যত জল আছে, যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া যায় ; আর, যদি তাহার চতুর্থ ভাগ ন্যূন হয়, তাহা হইলে, সমুদয় নদী, খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথানিয়মে প্রতিদিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জুয়ার ও ভাটা বলে। অথাৎ সমুদ্রের জল যে সহসা স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে জুয়ার বলে ; আর, ঐ জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে, তাহাকে ভাটা বলে। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রের উপর দিয়া, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজ ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিংবা চড়ায় লাগে, তাহা হইলে বড় বিপদ ; জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, কতক দূর গেলে, আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না। তাহার কারণ এই, জাহাজে কম্পাস নামে একটি যন্ত্র থাকে ; ঐ যন্ত্রে একটি সূচী আছে ; জাহাজ যে মুখে যাউক না কেন, সেই সূচী সর্বদা উত্তর মুখে থাকে ; তাহা দেখিয়া নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, উহাকে পূর্ব দিক বলে ; যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। পূর্ব দিকে ডানি হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর, ও পশ্চাতে দক্ষিণ, দিক হয়। এই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করিয়া, লোকে, কি স্থলপথে, কি জলপথে, পৃথিবীর সকল স্থানে যাতায়াত করে।

নদীর জলও অন্য অন্য স্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিস্বাদ ও লবণময় নহে। যাবতীয় নদীর উৎপত্তি স্থান প্রস্রবণ। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদী আছে, সকলেরই এক এক প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্বদা বৃষ্টি হয় ; এজন্য, ঐ সময়ে, সকল নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সমস্ত প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রে জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল, সর্বদা, কুজ্ঝটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়। মেঘ সকল, যথাকালে, জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা, পুনরায়, নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।

সমুদ্র ও নদীতে নানা প্রকার মৎস্য ও জলজন্তু আছে।

উদ্ভিদ

যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহাদিগকেই উদ্ভিদ বলে; যেমন তৃণ, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি। উদ্ভিদ সকল যখন বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে জীবিত বলা যায়; আর, যখন শুকাইয়া যায় আর বাড়ে না, তখন উহাদিগকে মৃত বলে। উদ্ভিদের জীবন আছে বটে কিন্তু, জন্তুগণের ন্যায়, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না। উহারা, যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; এ নিমিত্ত, উহাদিগকে স্থাবর বলে।

উদ্ভিদ সকল, মূল দ্বারা, ভূমি হইতে রসের আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রস মূল হইতে স্কন্ধদেশে উঠে; তৎপরে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাখা, প্রশাখা, ও পত্রে প্রবেশ করে। এই রূপে, ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয়; তাহাতেই উহারা জীবিত থাকে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ যদি সূর্য্যের উত্তাপ না পায়, তাহা হইলে বাড়িতে পারে না। শীত কালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয়; এজন্য, পত্র সকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, পুনর্বার রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণের অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত। অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত বলিয়া, উদ্ভিদে আঘাত লাগে না, এবং পুষ্টি বিষয়েও আনুকূল্য হয়। যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে শুকাইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে রোপিলে তাহা নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এরূপ আছে যে,

উহাদের শাখা, অথবা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে রোপিয়া দিলে, নূতন উদ্ভিদ জন্মে।

উদ্ভিদ, মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি। ফল, মূল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি আমাদের আহার ; কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করি ; তূলা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া লই ; এবং তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকি।

জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদের আয়তন এবং আকারের বিলক্ষণ তারতম্য আছে। আফ্রিকাদেশস্থ বাওবাব বৃক্ষের কাণ্ড এরূপ স্থূল যে, তাহার বল্কল খুলিয়া লইয়া তাঁবু প্রস্তুত করিলে তন্মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে শয়ন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে দেবদারু জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ, তিন শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত পর্যন্ত তাহার কোনও শাখা প্রশাখা থাকে না ; অতএব তাহার গুঁড়িই ত্রিতল অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশেও শাল, বট প্রভৃতি নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। বটবৃক্ষ তাদৃশ উচ্চ না হইলেও আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ ছিল ; তিন চারি সহস্র লোক তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারিত।

এক দিকে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ আছে, অপর দিকে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে, তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ। কোনও কোনও কোঁড়ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয় ; উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।

আম, কাঁটাল, জাম, আতা, পিয়ারা, বাদাম, দাড়িম ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদ ফল বৃক্ষে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে। যেখানে বহু পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাকে পুষ্পোদ্যান কহে।

কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বল্কল এরূপ স্থূল, কোমল ও রন্ধ্রশূন্য যে তদ্দ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নির্মিত হয়। আমেরিকার পেরু

প্রদেশস্থ সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক্ সিদ্ধ করিলে যে ক্বাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। ইদানীং দার্জ্জিলিঙ্ অঞ্চলে সিঙ্কোনার চাষ হইতেছে। পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট্ রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিসির ছাল হইতে যে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হয়, তাহাতে লিনেন্, কেম্ব্রিক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বয়ন হইয়া থাকে।

অসুখের সময়, রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন। কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।

অনেকে প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে চা খাইয়া থাকেন। ঐ চা এক প্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ জলে রাখিয়া দিলে, প্রস্তুত হয়। চীন, জাপান আসাম, দার্জিলিঙ্ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে, ঐ গুল্মের চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নীলের চাষ হয়। উহার গাছ জলে পচাইলে, এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ বাহির হয়; ঐ পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই, নীলবড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোনও কোনও বৃক্ষের নির্য্যাস বা আঠা অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজ হইতে পেন্সিল বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয়, তাহা বট-গাছের ন্যায় একপ্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র। ধুনা, টার্পিন তৈল, খদির, হিঙ্গ, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্য্যাস হইতে উৎপন্ন। পোস্ত গাছের ফল চিরিয়া দিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা হইতে অহিফেন বা আফিম প্রস্তুত হয়।

সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার মজ্জা হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরিশ্রম—অধিকার

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না, ভিক্ষা করিলে,

পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কর্ম্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্ম্মাণ ও কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন হইত না, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না, সকল লোক দুঃখে কালযাপন করিত ; পৃথিবী এক্ষণে, অপেক্ষাকৃত যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেরূপ কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও ধনবান্ হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈত্রিক বিষয় পাইয়া ধনবান্ হয়, যথার্থ বটে ; কিন্তু তাহারা পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনলাভ অল্প লোকের ঘটে ; সুতরাং সেই কয়জন ভিন্ন, সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হয়।

লোকে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। অর্থ না হইলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না করে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া যাইবে ; সমস্ত বস্ত্র, ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবে এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেষ হইবে। তাহা হইলে সকল লোককে, নানা কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যতদিন কর্ম্মক্ষম না হয়, পিতা মাতা তাহাদের প্রতিপালন করেন। অতএব, যখন পিতা মাতা বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রীদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ; না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে ; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে। স্বয়ং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পরাগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্ব্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে ; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, এবং বড় হইয়া ধনোপার্জ্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং

যে যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না; এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্ব্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত; আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয়; তাহার কত অপমান; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয়; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না; অতএব, প্রাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে; তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইতে পারে। বায়ু, সূর্য্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল, এ সমস্ত, এরূপ আর আর বস্তুতে সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে; বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

দুরূহ শব্দের অর্থ

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা—অনেক দখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

অশ্লীল—কুৎসিত, ঘৃণাকর, লজ্জাজনক।

কপিশ—মেটিয়া।

কলাই—কোনও ধাতু গলাইয়া অন্য কোনও ধাতুনির্ম্মিত পাত্র প্রভৃতিতে মাখাইয়া দেওয়া। সাধারণতঃ রঙ্গ ও দস্তা গলাইয়া কলাই করা হইয়া থাকে।

ধূমল—বেগুনিয়া।

ধূসর—পাঁশুটিয়া।

নীলাকান্ত—নীলবর্ণের মণি।

পটহ—ঢাক।

পাটল—পাটকিলে।

পদ্মরাগ—লোহিতবর্ণের মণি।

পিঙ্গল—পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, ঝরণা, পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে যে জল নিম্নে পতিত হয়।

মরকত—হরিতবর্ণের মণি।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে, স্পর্শ করিলে কোন মতে উচ্চনীচ বোধ হয় না।

মস্তিস্ক—মস্তকের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু থাকে; ইদানীন্তন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিস্ককে মন ও বুদ্ধির স্থান বলেন।

মেরু—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয়। এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান; এজন্য তথায় দ্রব দ্রব্য জমিয়া যায়।

লোহিত—লাল।

ভায়লেট—ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

বিনিময়—বদল।

বিনিয়োগ, কোনও বিষয়ে নিয়োজিতকরণ।

সাল ও হিজিরা—হিজিরার ৯৬৩ অব্দে সম্রাট্ আকবর ঐ সালকে ইলাহী নামে প্রবর্ত্তিত করেন। হিজিরার বৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত, ইলাহীর বৎসর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত। চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৫৪ দিন, ২১ দণ্ড, ৩৫ পলে, আর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩২ পলে হয়। ইলাহী প্রবর্ত্তনের সময় হইতে চান্দ্রমাসের

অনুযায়ী গণনা অনুসারে ৩৫৫ বৎসর, আর সৌরমাসের অনুসারে ৩৪৫ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং, এক্ষণে হিজিরার অব্দ ১৩৩১ ; ইলাহীর অব্দ ১৩১৯। সাল ইলাহীর নামান্তর মাত্র।

স্নায়ু—সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল পদার্থের যোগ আছে। এইজন্য কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

হরিত—সবুজ।

হোরা—ইংরেজী এক ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড কাল।

নীতিবোধ

[১৮৫১ সনে প্রকাশিত ১ম সংস্করণ হইতে]

'নীতিবোধ' পুস্তকটি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ও তাঁহারই নামে প্রচারিত। তাঁহার লিখিত "বিজ্ঞাপন" হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ঐ পুস্তকের প্রথম সাতটি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত। এই সাক্ষ্য মানিয়া লইয়া আমরা 'নীতিবোধে'র ঐ সাতটি প্রস্তাব 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করিলাম। এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" পুস্তকের রচনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মারাল্ ক্লাস্ বুক্ নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সঙ্কলিত হইল; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে।"

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষ্যটিও নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা।"

পশুগণের প্রতি ব্যবহার

এই ভূমণ্ডলে এবংবিধ বহু ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে যে, তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদিগের প্রাণবধ করে। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করা কদাচ উচিত নহে, কারণ অকারণে কোন প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম। যদি কখন আমরা কোন দুর্ব্বল প্রাণীকে যাতনা দিতে অথবা তাহার প্রাণহিংসা করিতে উদ্যত হই, তৎকালে আমাদিগের এই বিবেচনা করা আবশ্যক, কোন প্রবল প্রাণী আমাদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে আমরা কি মনে করি।

যদি আমরা আমোদ বা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে অশ্ব অথবা অন্য কোন জন্তু পুষি, তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবেক। অশ্ব অত্যন্ত বার্দ্ধক্য, সাতিশয় ক্লান্তি অথবা অত্যল্প আহারপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বল হইয়া দ্রুত গমনে অক্ষম হইলে, তাহাকে কশাঘাত করা অতি নির্দ্দয় ও নির্লজ্জের কর্ম।

পরিবারের প্রতি ব্যবহার

আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয় ও অনুকূল হওয়া উচিত। দেখ, যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরুপায় ছিলাম, পিতা মাতা আমাদিগকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্ত কত যত্ন, পরিশ্রম ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিলে, আমরা কোন্ কালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতাম। অতএব কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁহাদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করা, সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করা আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে পুত্রের কর্ম্ম করা হয় না।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে উৎপন্ন ও এক পিতা মাতার স্নেহ

ও যত্নে প্রতিপালিত। তাহাদের জন্মাবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র উপবেশন ; এই নিমিত্ত সকলে আশা করে, তাহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হইবেক। তাহারা এরূপ হইলে, লোকে তাহাদিগকে সুশীল ও সদাশয় বোধ করে ; সুতরাং তাহারা সকলের অনুরাগভাজন হয়। কিন্তু এরূপ না হইয়া, যদি তাহারা পরস্পর বিরোধ ও কলহ করে, লোকে তাহাদের এবংবিধ অনৈসর্গিক ব্যবহার দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করে। ভ্রাতৃবর্গের ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রণয় থাকিলে তাহারা সাধ্যানুসারে পরস্পরের আনুকূল্য ও উপকার করিতে পারে ; এই নিমিত্ত শৈশবাবধি সৌভ্রাত্ররূপ মহামূল্য রত্নের উপার্জ্জনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার

এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিকৃষ্টের কর্ত্তব্য, আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তিদিগের সমাদর ও মর্য্যাদা করে। কিন্তু কাহারও নিকট নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত। মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে ; লোকে তাদৃশ পুরুষকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করে।

প্রধানেরও কর্ত্তব্য, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যাহার যেমন পদ, তাহার তদনুযায়িনী মর্য্যাদা করা আবশ্যক। নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্য্যাদা করিতে হয়, নিকৃষ্টের প্রতি সেইরূপ করা প্রধানেরও অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি কোন প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তি নিকৃষ্টকে হেয় জ্ঞান করেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তিনি তাদৃশ প্রধান পদের নিতান্ত অযোগ্য। আর নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অকারণে প্রধান-পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের দ্বেষ করে অথবা কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহাতেও ইহাই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়, সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসূয়াপরবশ।

যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক, অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে, তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য, স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান করে। প্রভুরও কর্ত্তব্য ভৃত্যের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন। ভৃত্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে, সে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সুচারু রূপে প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তিনি কার্কশ্য প্রয়োগ অথবা প্রভুত্ব প্রদর্শন করিলে, সেরূপ হইবার বিষয় নহে। প্রভুর সৌজন্য দেখিলে, ভৃত্যেরা প্রভুভক্ত ও প্রভুকার্য্য-সম্পাদনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকে।

পরিশ্রম

আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌকর্য্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে কিন্তু মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু কোন মতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। শ্রমসাধ্য কৃষি ব্যতিরেকে শস্য জন্মে না। ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্দ্বারা গৃহসামগ্রী নির্ম্মাণ, বিনা শ্রম সম্পন্ন হয় না। পরিশ্রম না করিলে শণ, ঊর্ণা ও কার্পাস হইতে বস্ত্র হয় না। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা অর্থলাভ হয়। অর্থ জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায়। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছানুরূপ অশন, বসন, ও প্রয়োজনোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার আলস্য ত্যাগ ও পরিশ্রম অবলম্বন করা উচিত ; তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের উপায়ান্তর নাই।

যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে তাহারা অসভ্য। আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী লোক ও কাফ্রিজাতি অদ্যাপি এই অবস্থায় আছে। তাহারা অতি কষ্টে কালযাপন করে, উত্তমরূপ ভক্ষ্য ও পরিধেয় পায় না এবং অসময়ের নিমিত্ত কোন সংস্থান করিয়া রাখে না, এজন্য সর্ব্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু যেখানকার লোকেরা পরিশ্রম করে, তত্রত্য লোকের অবস্থা অনেক অংশে

উত্তম। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা তাহারা যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে, তাহা অসভ্য জাতির স্বপ্নের অগোচর। ফলতঃ, যে জাতি যেমন পরিশ্রম করে তাহাদের অবস্থা তদনুসারে উত্তম হয় ; পৃথিবীর মধ্যে জর্মন, সুইস্, ফরাসি, ওলন্দাজ ও ইঙ্গরেজ এই কয়েক জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী ; এই নিমিত্ত ইহাদিগের অবস্থাও সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অপ্রতুল। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখনও কষ্ট পায় না, প্রত্যুত স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে। ফলতঃ যে যেমন পরিশ্রম করে, তাহার তদ্রূপ সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য ; শ্রম ব্যতিরেকে সে সকল বস্তু লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখলাভ হয় না ; কিন্তু সাতিশয় পরিশ্রম করাও অবিধেয় ; যেহেতু তদ্দারা শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় ও রোগ জন্মে। প্রতিদিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন

মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও প্রাধান্য প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেন। অশন, বসন, অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কদাচ উচিত নহে। আবশ্যক সমুদয় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য ; সুতরাং পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে সকল বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পরিশ্রম ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহ ও সাংসারিক সুখসম্ভোগের স্থির উপায় আর কিছুই নাই।

অতএব শৈশবাবধি এরূপ অভ্যাস করা অতি আবশ্যক যে, কোন বিষয়ে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা না করিতে হয়। বালকদিগের স্বয়ং বস্ত্রপরিধান, স্বয়ং মুখপ্রক্ষালন ও স্বহস্তে ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত ; জননী অথবা দাস-

দাসীগণ নিয়ত ঐ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবেক এমন আশা করিয়া থাকা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। বাল-কালে পরম যত্নে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানোপার্জ্জন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার কোন ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যের উপর অধিক নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে সর্ব্ব লোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়। ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আর সকলেই পরিশ্রম করিবেক, কেবল আমি সকলের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও, অলস হইয়া বসিয়া থাকিব; এবং অল্প পরিশ্রমে যাহা লাভ করিতে পারা যায় এমন বিষয়ের নিমিত্তেও অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিব।

আমরা আপন কর্ম্ম স্বহস্তে করিলে যত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবেক, অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে; হয় ত সম্পন্নই হইবেক না। অতএব আমরা স্বয়ং যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি, অন্যের উপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ইচ্ছা করিয়া আপদে পড়িতে যাওয়া অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম। কিন্তু আপদে পড়িলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা উচিত। আমরা যত ইচ্ছা সাবধান হই না কেন, জন্মাবচ্ছিন্নে যে কখন কোন আপদে পড়িব না এমন আশা করিতে পারা যায় না। আমাদের পরিধান বস্ত্রে ও বাসগৃহে আগুন লাগিতে পারে, এবং ঘটনাক্রমে আমাদের জলমগ্ন হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। এই সকল অবস্থা ঘটিলে আমাদের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিতে পারে; আর তেমন তেমন হইলে প্রাণনাশেরও আটক নাই। কিন্তু বিপদে পড়িলে যদি আমরা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির চিত্তে আত্মরক্ষার উপায়চিন্তনে তৎপর হই, তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

বিপদে পড়িলে কতকগুলি লোক ভয়ে এমন অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায় যে, তাহারা আত্মরক্ষার কিছু মাত্র উপায় করিতে পারে না। এইরূপ হইলে

বিপদের নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিপৎকালে কাতর না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সেই সময়ে স্থির ও সতর্ক থাকা উচিত; তাহা হইলে উপস্থিত অমঙ্গল অতিক্রম করিবার যদি কোন উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কহে। এই গুণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রশংসনীয়।

যদি কখন কাহারও কাপড়ে আগুন ধরে, তাহা হইলে অন্যের সাহায্যার্থে দৌড়িয়া বেড়ান উচিত নহে। দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা দৌড়িয়া যাইলে বস্ত্র অতি শীঘ্র দগ্ধ হয় ও ত্বরায় দেহ দাহ করে। ঐ সময়ে ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া উচিত; এরূপ করিলে তত শীঘ্র দাহ হইতে পারে না। যদি ঐ সময়ে এক খান সতরঞ্জ অথবা গালিচা গায়ে জড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।

দাহ্যমান গৃহ হইতে পলাইবার সময় যদি ঐ গৃহ ধূমপূর্ণ থাকে, সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে; তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। এমন স্থলে হামাগুড়ি দিয়া যাওয়া অতি উত্তম কল্প; যেহেতু তৎকালে মেজিয়ার উপর নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি দৈবাৎ জলে মগ্ন হয় আর সন্তরণ না জানে, তাহার ভাসিয়া উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। তখন কেবল স্থির হইয়া ও নাড়ী সকল বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকা আবশ্যক। শরীর জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং যদি অতি ব্যাকুল হইয়া হস্ত পদাদি নিক্ষেপ না করে, তবে শরীর অবশ্যই জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে ও সেই খানেই থাকিবে, কখনই মগ্ন হইবে না।

বিনয়

যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে, সে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হয়। আমাদিগের আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি। আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিণীত হওয়া

কর্ত্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে বিনয় সদ্‌গুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদ্‌গুণও আত্মশ্লাঘাসহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল বিদ্যা, গুণ, অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে, আমাদিগকে আরও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু আমাদের ঐ সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। লোক নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও অধিক ঘৃণা করে।

অনেকে এরূপ রোগ আছে যে, আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মহৎ রোগের প্রতীকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্ত্তব্য। আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে ; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরই বিশেষ বিশেষ মত আছে, এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে। অতএব সকলেরই মত ভ্রান্তিমূলক কেবল আমারই প্রামাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট

সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট, কর্শিকা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ সেনাসম্পর্কীয় অতি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকতে ক্রমে ক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে স্বদেশের সম্রাট্ করিল। কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, সুতরাং ফ্রান্সের সম্রাট পদ প্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে সংকলপ করিলেন, সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিবেন ; তদনুসারে ইউরোপে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত

করেন এবং একে একে অনেক রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেই সেই রাজার রাজ্য আপন বশে আনেন।

ইউরোপের রাজারা এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। অতঃপর নেপোলিয়ন্ পরাজিত হইতে লাগিলেন। যত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইলেন। পরিশেষে বিপক্ষেরা তাঁহাকে দ্বীপান্তরে লইয়া গিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। যিনি অতি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে স্বদেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ইউরোপ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও দুরাকাঙ্ক্ষা দোষে শেষদশায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যদি তিনি সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন অকণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

চরিতাবলী

বিজ্ঞাপন

সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগুলি মহানুভাবের বৃত্তান্ত সংকলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখা পড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সংকলিত হইয়াছে। সমগ্র বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে, এরূপ অনেক বিষয়, মধ্যে, নিবেশিত হইত যে, সে সমুদয় এতদ্দেশীয় অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্যা করিয়া বালকদিগের বোধগম্য করিয়া দেওয়া, শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইত না।

বালকদিগের নিমিত্ত পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করা উচিত, নিতান্ত, অনবকাশ ও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ, সেরূপ করিতে পারি নাই ; সুতরাং, এই পুস্তকে, অনেক অংশে, অনেক দোষ ও অনেক ন্যূনতা লক্ষিত হইবেক। বারান্তরে মুদ্রিত করণকালে, সেই সকল দোষের ও ন্যূনতার পরিহারে, সাধ্যানুসারে, যত্ন করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা শ্রাবণ। সংবৎ ১৯১৩।

ডুবাল

ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী আর্ত্তনি গ্রামে, ডুবালের জন্ম হয়। ডুবালের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতেন। ডুবালের দশ বৎসর বয়স, এমন সময়ে, তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইল। ডুবাল অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, তিনি, এক কৃষকের গৃহে রাখালি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, কৃষক, সামান্য দোষে তাঁহাকে দূর করিয়া দিল।

ডুবাল, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, লোরেনে চলিলেন। পথে তাঁহার বসন্ত রোগ হইল। এক কৃষক তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেল, এবং চিকিৎসা করাইয়া, পথ্য দিয়া, তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল। কৃষক, দয়া করিয়া, আপন বাটীতে লইয়া না গেলে, হয়ত, এই রোগেই, ডুবালের মৃত্যু হইত।

কিছু দিন পরে, ডুবাল, এক মেষব্যবসায়ীর আলয়ে, রাখাল নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে, এক দিন, তিনি, কোনও বালকের হস্তে, এক খানি পুস্তক দেখিলেন। ঐ পুস্তকে নানাবিধ পশু পক্ষীর ছবি ছিল। এ পর্য্যন্ত, ডুবালের লেখা পড়ার আরম্ভ হয় নাই ; সুতরাং, তিনি ঐ পুস্তক পড়িতে পারিলেন না ; কিন্তু, ইহা বুঝিতে পারিলেন, পুস্তকে যে সকল পশু পক্ষীর ছবি আছে, উহাদের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

ঐ সমস্ত পশু পক্ষীর কথা কিরূপ লেখা আছে, জানিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা জন্মিল। তিনি সেই বালককে কহিলেন, ভাই ! এই পুস্তকে, পশু পক্ষীর কথা কিরূপ লেখা আছে, আমায় পড়িয়া শুনাও। সে শুনাইল না ; ডুবাল বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সেই দুষ্ট বালক কিছুতেই সম্মত হইল না।

ডুবাল অতিশয় দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, লেখা পড়া শিখব। তিনি, লেখা পড়া শিখিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে ; কিন্তু শিখিবার কোনও সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। যে সকল সমবয়স্ক বালক লেখা পড়া জানিতে, তাহাদের নিকটে গিয়া, অনেক বিনয় করিয়া, বারংবার প্রার্থনা করিলেন। তাহারা, কোনও মতে, তাঁহাকে শিখাইতে

সম্মত হইল না। অবশেষে, শিখিবার অন্য কোনও সুযোগ দেখিতে না পাইয়া, তিনি স্থির করিলেন, রাখালি করিয়া কিছু পাইব, তাহা আর কোনও বিষয়ে ব্যয় করিব না; যে সকল বালক লেখা পড়া জানে, তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাদের নিকট শিক্ষা করিব।

এই রূপে, ভুবাল লেখা পড়া শিক্ষিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু আর আর দুষ্ট বালকেরা বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। এজন্য, তিনি সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যেখানে কোনও গোলমাল নাই, এমন স্থান কোথায় পাই; এমন স্থান না পাইলে, লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হইবেক না।

এক দিন, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে, পালিমন নামে এক তপস্বী থাকিতেন। ভুবাল দেখিলেন, ঐ আশ্রম অতি নির্জ্জন স্থান, কোনও গোলমাল নাই। এজন্য, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যদি তপস্বী মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় আশ্রয়ে থাকিতে দেন, তাহা হইলে, এখানে থাকিয়া, ভাল করিয়া, লেখা পড়া শিখিব। পরে, তিনি, তাঁহার নিকট, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। তপস্বী সম্মত হইলেন। ঐ সময়ে, আশ্রমে একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। পালিমন ভুবালকে নিযুক্ত করিলেন। ভুবাল, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইয়া, মনের সুখে, আশ্রমের কর্ম্ম করিতে, ও লেখা পড়া শিখিতে, লাগিলেন।

কিছু দিন পরেই, পালিমনের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, ঐ কর্ম্মে, অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং, ভুবালের সে কর্ম্ম গেল; এবং, আশ্রমে থাকিয়া, নির্বিঘ্নে লেখা পড়া করিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাও গেল। ভুবাল, যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন। পালিমন অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি, ভুবালের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এক অনুরোধপত্র লিখিয়া, তাঁহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ আশ্রমে কয়েকজন তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহাদের কতিপয় ধেনু ছিল। তাঁহারা, পালিমনের অনুরোধে, ভুবালকে সেই কয় ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন।

এই তপস্বীরা বড় ভাল লেখা পড়া জানিতেন না। কিন্তু, তাঁহাদের কতক-গুলি পুস্তক ছিল। ভুবাল প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ সকল পুস্তক

পড়িতে, অনুমতি দিলেন। ডুবাল, এই অনুমতি পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং ইচ্ছামত, সেই সকল পুস্তক লইয়া, পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত, তাঁহার অধিক শিক্ষা হয় নাই ; এজন্য, আপনি সমুদায় বুঝিতে পারিতেন না। যে সকল স্থান কঠিন বোধ হইত, কেহ আশ্রম দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহার নিকট জানিয়া লইতেন।

ডুবাল, আশ্রমের কর্ম্ম করিয়া, যে অল্প বেতন পাইতেন, খাওয়া পরার ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহার অধিকাংশই বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন ; এবং, যাহা বাঁচাইতে পারিতেন, তাহাতে আবশ্যক মত পুস্তক কিনিতেন। এক্ষণে তিনি অধিক পড়িতে পারিতেন ; সুতরাং, তাঁহার অধিক পুস্তকলাভের অভিলাষ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু, যে আয় ছিল, তাহাতে অধিক পুস্তক কিনিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি, আয়বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, ফাঁদ পাতিয়া, বনের জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন। এ সকল জন্তু, অথবা উহাদের চর্ম্ম, বাজারে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিতেন, এবং তাহাতে যাহা পাইতেন, যাহা জমাইয়া, মনের মত পুস্তক কিনিতেন।

বন্য জন্তু ধরিতে গিয়া, ডুবাল, কখনও কখনও, বিষম সংকটে পড়িতেন, তথাপি ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি, এক দিন, বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক গাছের ডালে, একটি বন্য বিড়াল দেখিতে পাইলেন। বিড়ালের গায়ের লোমগুলি অতি চিক্কণ দেখিয়া, তিনি বিবেচনা করিলেন, এই বিড়ালের চর্ম্ম বেচিলে, কিছু অধিক পাওয়া যাইবেক ; অতএব, ইহাকে ধরিতে হইল। এই বলিয়া, গাছে চড়িয়া ডুবাল বিড়ালকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিড়াল, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, খানিক এ ডাল ও ডাল করিয়া বেড়াইল ; কিন্তু নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া, অবশেষে, গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে, নামিয়া পড়িলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল ; তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। বিড়াল এক বৃক্ষের কোটরে প্রবেশ করিল। ডুবাল, পীড়াপীড়ি করাতে, বিড়াল, কোটর হইতে বহির্গত হইয়া, লম্ফ দিয়া, তাঁহার হাতের উপর পড়িল, আঁচড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল, এবং নখর দ্বারা, ঘাড়ের কতক চামড়া উঠাইয়া লইল। ডুবাল তথাপি উহাকে ছাড়িলেন না। অবশেষে, উহার পা ধরিয়া এক গাছে বারংবার আছাড় মারিয়া, তিনি উহার

প্রাণসংহার করলেন। ঐ বিড়ালের চর্ম্ম বেচিয়া, যাহা, পাইবেন, তাহাতে পুস্তক কিনিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া, প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, তিনি উহাকে গৃহে আনিলেন; উহার নখরপ্রহারে, সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিলেন না।

এক দিন ডুবাল, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি সোনার সীল পাইলেন। ঐ সীলের অনেক মূল্য। ডুবাল, ইচ্ছা করিলে, ঐ সীল আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। তিনি অতি দুঃখী ছিলেন বটে; কিন্তু, লাভের জন্য, অধর্ম্ম বা অন্যায় কর্ম্ম করিবেন, সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা অপকর্ম্ম বলিয়া জানিতেন; এজন্য, ঐ সীল আপনি লইব বলিয়া, এক বারও মনে করিলেন না; অবিলম্বে আশ্রমে আসিয়া, প্রচার করিয়া দিলেন, আমি এইরূপ এইটি সোনার সীল পাইয়াছি; যাঁহার হারাইয়াছে তিনি আমার নিকটে আসিয়া, লইয়া যাইবেন। যে ব্যক্তির সীল হারাইয়াছিল, কয়েক দিন পরে, তিনি উপস্থিত হইলে ডুবাল তাঁহাকে সেই সীল দিলেন।

ঐ ব্যক্তি, সীল পাইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, ডুবালের পরিচয় লইলেন, তাঁহার অবস্থা, লেখাপড়া শিখিবার যত্ন, ও কত দূর শিক্ষা হইয়াছে, এই সমস্ত অবগত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং তাঁহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, যাইবার সময়, বলিয়া গেলেন, আমি অমুক স্থানে থাকি; তুমি তথায় গিয়া, মধ্যে মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ডুবাল, যখন যখন, সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে এক একটি টাকা দিতেন। ঐ টাকা ডুবাল অন্য কোনও বিষয়ে খরচ করিতেন না, উহা দ্বারা কেবল পুস্তক কিনিতেন; আর, ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে, মধ্যে মধ্যে পুস্তক দিতেন। এই সুযোগে, তাঁহার বিস্তর পুস্তক সংগ্রহ, ও পুস্তক পাঠ, করা হইল।

যখন ডুবাল তপস্বীদিগের গরু চরাইতে যাইতেন, সে সময়েও, পড়ায় ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি, বনে গরু ছাড়িয়া দিয়া, পড়িতে বসিতেন। পড়িবার সময় চারি দিকে, পুস্তক ও ভূচিত্র সকল খোলা থাকিত। তিনি পড়ায় এমন মন নিবিষ্ট করিতেন যে, নিকটে লোক দাঁড়াইলে, অথবা, নিকট দিয়া লোক চলিয়া গেলে, টের পাইতেন না।

এক দিবস, ঐ প্রদেশের রাজার পুত্রেরা মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা,

পথহারা হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক দুঃখী রাখাল, গরু ছাড়িয়া দিয়া, ভূচিত্র ও পুস্তকে বেষ্টিত হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে, পাঠ করিতেছে। দেখিয়া, চমকৃত হইয়া, রাজকুমারেরা ডুবালের নিকটে গেলেন; এবং, তাঁহার পরিচয় লইয়া, কত দূর শিক্ষা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিলেন। রাখাল হইয়া, কি রূপে, এমন লেখা পড়া শিখিল, ইহা জানিবার নিমিত্ত, তাঁহারা সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া, সবিশেষ সমুদয় অবগত হইয়া, যেমন বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তেমনই আহ্লাদিত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার, আপনার পরিচয় দিয়া, ডুবালকে কহিলেন, অহে রাখাল! আর তোমার গরু চরাইয়া কাজ নাই; আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোনও কোনও পুস্তকে পড়িয়াছিলেন, যাহারা রাজসংসারে চাকরি করে, তাহারা প্রায় দুশ্চরিত্র হয়; এ জন্য কহিলেন, আমি আপনকার সঙ্গে যাইব না; আমার রাজসংসারে চাকরি করিবার বাঞ্ছা নাই; যত দিন বাঁচিব, এই বনে গরু চরাইব, সে আমার ভাল; আমি এ অবস্থায় বেশ সুখে আছি। কিন্তু, আমার, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার, বড় ইচ্ছা আছে; যদি আপনি, অনুগ্রহ করিয়া, তাহার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে, আমি আপনকার সঙ্গে যাই।

রাজকুমার, ডুবালের এই উত্তর শুনিয়া, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ডুবালকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ডুবাল, ইতঃপূর্ব্বেই আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন; এক্ষণে, উত্তম উত্তম অধ্যাপকের নিকট রীতিমত উপদেশ পাইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, বিলক্ষণ বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন। রাজা, ডুবালকে সুশীল, ও নানা বিদ্যায় নিপুণ দেখিয়া, নিজ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও পুরাবৃত্তের অধ্যাপক, এই দুই পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি, এমন উত্তম রূপে, পুরাবৃত্তের শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, দেশে বিদেশে, তাঁহার নাম খ্যাত হইল।

এই রূপে, ডুবাল দুই প্রধান পদে নিযুক্ত, ও রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে, বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করিলেন। কিন্তু, রাখাল অবস্থায়, তাঁহার যেরূপ স্বভাব ও চরিত্র ছিল, তাহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। রাজসংসারে থাকিলে, ও রাজার প্রিয়পাত্র হইলে, মনুষ্যের যে সব দোষ জন্মিয়া

থাকে ; ডুবালের তাহার কোনও দোষ জন্মে নাই। হীন অবস্থায় থাকিয়া, ভাল অবস্থা হইলে, অনেকের অহংকার হয় ; কিন্তু, ডুবালের তাহা হয় নাই। তিনি, দুঃখের অবস্থায়, যেমন নম্র, যেমন নিরহংকার ছিলেন ; সম্পদের অবস্থাতেও, তেমনই নম্র, তেমনই নিরহংকার ছিলেন। এই সমস্ত গুণ থাকতে, সকলেই ডুবালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ডুবালের মৃত্যু হইলে, সকলেই যার পর নাই, দুঃখিত হইয়াছিলেন।

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে, লেখা পড়া হয় না, তাহাদের মন দিয়া, ডুবালের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক। দেখ, ডুবাল অতি দুঃখীর সন্তান, অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন ; পেটের ভাতের জন্যে, কত জায়গায় রাখালি করেন ; তথাপি কেমন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং, কেমন সম্মান, কেমন সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া, শেষ দশায় কেমন সুখে, কেমন স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার লেখা পড়ায় অনুরাগ না জন্মিত, এমন যত্ন ও শ্রম করিয়া, না শিখিতেন ; তাহা হইলে, রাখালি করিয়াই, যাবজ্জীবন, দুঃখে কালযাপন করিতে হইত, সন্দেহ নাই।

উইলিয়ম রস্কো

উইলিয়ম রস্কো দুঃখীর সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা, কৃষিকর্ম্ম করিয়া, কষ্টে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। পুত্রকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান, তাঁহার এমন সংস্থান ছিল না। সুতরাং রস্কো, বাল্যকালে, অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন।

রস্কোর পিতার আলুর চাষ ছিল। একাকী চাষের সমুদয় কর্ম্ম করিতে পারেন না ; এজন্য, তিনি রস্কোকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়াইয়া, চাষের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত, রস্কো ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি পিতার সঙ্গে চাষের কাজ করিতেন, এবং, আলু প্রস্তুত হইলে, আলুর বাজরা মাথায় করিয়া, বাজারে গিয়া, বিক্রয় করিয়া আসিতেন।

রস্কো অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন, অন্য অন্য বালকদিগের মত, দুষ্ট ও চঞ্চলস্বভাব ছিলেন না। তিনি লেখা পড়ায় এমন যত্নবান ছিলেন যে, চাষের

কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, অন্য কোনও দিকে মন না দিয়া কেবল লেখা পড়া করিতেন। তিনি, কখনও, খেলা বা গল্প করিয়া, সময় নষ্ট করেন নাই। অসঙ্গতি বশতঃ, তাঁহার পিতা পুস্তক কিনিয়া দিতে পারিতেন না ; সুতরাং, দৈবযোগে যখন যে পুস্তক জুটিত, রস্কো তাহাই পাঠ করিতেন। এই রূপে, অবসর কালে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া, লেখা পড়ায় তাঁহার একপ্রকার অধিকার জন্মিল। উপদেশ দিবার লোক ও ইচ্ছামত পড়িবার পুস্তক জুটিলে, তিনি, এই সময় মধ্যে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বদা ইচ্ছামত পুস্তক পড়িতে পাইব, এই অভিপ্রায়ে, রস্কো পুস্তকবিক্রয়ের কর্ম্ম করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। তদনুসারে, তাঁহার পিতা, কাজ শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে, আপাততঃ, এই পুস্তকবিক্রেতার দোকানে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন তথায় থাকিয়া, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় তাঁহাকে ভাল লাগিল না। তিনি ত্বরায় তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। অবশেষে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে, ওকালতি কর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত, এক উকীলের নিকট রাখিয়া দিলেন।

এই সময়ে, সৌভাগ্য ক্রমে, হোল্‌ডন নামক এক ব্যক্তির সহিত, রস্কোর অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মিল। হোল্‌ডন সুশীল ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন ; এবং, অল্প বয়সেই নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়া ছিলেন। রস্কো ও হোল্‌ডন, উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ; উভয়েই, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে, সাতিশয় অনুরক্ত ও সবিশেষ যত্নবান। অবসর কালে, উভয়ে, একত্র হইয়া, লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ পর্য্যন্ত, রস্কো, জাতিভাষা ইঙ্গরেজী ভিন্ন, আর কোনও ভাষা জানিতেন না। হোল্‌ডন পরামর্শ দিয়া, অন্য অন্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করাইয়া দিলেন, এবং আপনি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সুযোগ পাইয়া, রস্কো গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, ইটালীয় এই চারি ভাষায় জ্ঞানাপন্ন হইলেন। এইরূপে, তিনি ক্রমে ক্রমে, নানা ভাষায়, ও নানা বিদ্যায়, নিপুণ হইয়া উঠিলেন। একুশ বৎসর বয়সে, তিনি ওকালতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া, কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, বিবাহ করিলেন।

রস্কো, ক্রমে ক্রমে, দুইটি উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ লিখিলেন ; ইহাতে, তাঁহার নাম,

এক কালে, দেশে বিদেশে, বিখ্যাত হইল। এই দুই গ্রন্থের রচনা বিষয়ের তিনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থ এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারিবেক। ইহা ভিন্ন, তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে, রস্কো, দেশের মধ্যে, এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইলেন; সর্ব্বত্র মান্য হইলেন; এবং, কি বিদ্বান, কি সম্ভ্রান্ত লোক, সকলের নিকট, সমান আদরণীয় হইলেন। রস্কো অতিশয় ধর্ম্মশীল লোক ছিলেন, কখনও অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করেন নাই।

দেখ! যিনি পিতার অসঙ্গতি বশতঃ বাল্যকালে, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পান নাই; যাঁহাকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়িয়া স্বহস্তে চাষের সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল; যিনি বাজরা মাথায় করিয়া, বাজারে, গিয়া, আলু বেচিয়া আসিতেন; সেই ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্নের ও পরিশ্রমের গুণে, নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন; দেশের মধ্যে, এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য, ও সর্ব্বত্র সাতিশয় মান্য হইয়াছিলেন; এবং গ্রন্থরচনা করিয়া, সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

হীন

য়ুরোপের অন্তর্বর্ত্তী সাক্সনি প্রদেশে, শেমনিজ নামে এক নগর আছে। ঐ নগরে হীনের জন্ম হয়। হীনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; তন্তুবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, অতি কষ্টে, বহু পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন। পুত্রকে লেখা পড়া শিখান, তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না। শেমনিজ নগরের নিকটে, একটি সামান্য বিদ্যালয় ছিল, হীনের পিতা তাঁহাকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হীন, কিছু দিন তথায় থাকিয়া, সেখানে যতদূর হতে পারে, লেখা পড়া শিখিলেন।

অনন্তর, লাটিন পড়িতে তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইল। ঐ শিক্ষকের পুত্র লাটিন জানিতেন। তিনি হীনকে কহিলেন, যদি তুমি আমার কিছু কিছু দিতে পার, তোমায় লাটিন শিখাই। হীনের পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি পুত্রের লেখা পড়ার নিমিত্ত, মাসে মাসে কিছু কিছু দিতে পারেন। সুতরাং,

হীনের লাটিন শিখার সুবিধা হইল না। তিনি যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন।

এই সময়ে, এক দিন, হীনের পিতা, কোনও প্রয়োজনে, তাঁহাকে এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। লাটিন শিখিবার সুযোগ হইল না বলিয়া, হীন সর্ব্বদাই, দুঃখিত মনে, ও ম্লান বদনে থাকিতেন। ঐ আত্মীয় ব্যক্তি হীনকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি, হীনের মুখ ম্লান দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিলেন, এবং তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিয়া, কহিলেন, তুমি লাটিন পড়িতে আরম্ভ কর ; মাসে মাসে, শিক্ষককে যাহা দিতে হইবেক, তাহা আমি দিব। এই কথা শুনিয়া, হীনের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই রূপে, ঐ আত্মীয় ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, হীন দুই বৎসর লাটিন শিখিলেন। পরে, তাঁহার শিক্ষক কহিলেন, আমি যত দূর জানিতাম, তোমায় শিখাইয়াছি ; আমার আর অধিক বিদ্যা নাই ; আমি তোমায় অতঃপর শিখাইতে পারিব না। সুতরাং, আপাততঃ, হীনের লাটিন পাঠ স্থগিত রহিল।

এই সময়ে হীনের পিতা, তাঁহাকে কোনও বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু, হীনের নিতান্ত মানস, ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখেন। তাঁহার পিতার যেরূপ দুঃখের অবস্থা, তাহাতে তিনি পুত্রের লেখা পড়ার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। ভাগ্যক্রমে, তাঁহাদের আর এক আত্মীয় ছিলেন। লেখা পড়ায় হীনের কেমন শিখিতে পারেন, ও কত দূর শিখিয়াছেন ; হীনের শিক্ষকের নিকট, এই সমুদয় অবগত হইয়া, ঐ আত্মীয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং সেই নগরে, যে প্রধান বিদ্যালয় ছিল, হীনকে তথায় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন ; কহিলেন, হীনের লেখা পড়া শিখিবার সমুদয় ব্যয় আমি দিব।

হীন, এই রূপে, প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতিশয় অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদের আত্মীয়, সমুদয় ব্যয় দিবার অঙ্গীকার করিয়াও, কৃপণ স্বভাব বশতঃ, দিবার সময়ে, বিস্তর গোলযোগ করিতেন। হীন পড়িবার পুস্তক পাইতেন না, সহাধ্যায়ীদিগের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া লইয়া স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন, এবং, ঐ লিখিত পুস্তক দেখিয়া, পাঠ করিতেন। এই রূপে, অতি কষ্টে, ঐ স্থানে থাকিয়া, তিনি কিছু দিন লেখা পড়া করিলেন। পরিশেষে, ঐ নগরের এক সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তখন, হীনের কিছু কিছু

আয় হইতে লাগিল। এই আয় দ্বারা, তাঁহার লেখা পড়ার ব্যয়ের বিস্তর আনুকূল্য হইয়াছিল।

এই রূপে, এই বিদ্যালয়ে কিছু দিন থাকিয়া, হীন দেখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, মনের মত লেখা পড়া শিখা হইবেক না। অতএব, তিনি স্থির করিলেন, লিপ্সিক নগরে গিয়া, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন। আর, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ও স্বীকার করিলেন, আমিও কিছু কিছু আনুকূল্য করিব। তিনি, এই প্রতিশ্রুত আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া, দুইটি মাত্র টাকা সম্বল লইয়া, লিপ্সিক নগরে গমন করিলেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, তাঁহাদের আত্মীয়, স্বীকার করিয়াও, যথাসময়ে না পাঠাইয়া, অনেক বিলম্বে, ও বিস্তর বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া, খরচ দিতেন, এবং, খরচের সঙ্গে, হীন অলস ও অমনোযোগী বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইতেন। তাহাতে হীনের আহার প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় কষ্ট, ও মনে অতিশয় অসুখ হইত। তিনি যে বাটীতে বাসা করিয়াছিলেন, ঐ বাটীর এক দাসী, দয়া করিয়া, তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিত। এই দাসীর আনুকূল্য না পাইলে, তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। বোধ হয়, পুস্তকের অভাবে পাঠবন্ধ হইত, এবং, অনেক দিন, অনাহারেও থাকিতে হইত।

এইরূপ ক্লেশে থাকিয়াও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখা পড়ায় আলস্য ও ঔদাস্য করেন নাই। এত দুঃখেও যে তাঁহার উৎসাহভঙ্গ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছি, যথার্থ বটে; কিন্তু, লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলে, আমার সে কষ্ট দূর হইবেক না; লাভের মধ্যে, জন্মের মত, মূর্খ হইব; মূর্খ হইলে, চির কাল, দুঃখ পাইব; চির কাল, সকল লোকে, মূর্খ বলিয়া, অবজ্ঞা করিবেক; অতএব, যত কষ্ট হউক না কেন, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব। তিনি যত কষ্ট পাইতেন, লেখা পড়ায় তত অধিক যত্ন করিতেন। ক্রমাগত ছয় মাস কাল, সপ্তাহে দুই রাত্রি মাত্র, নিদ্রা যাইতেন; আর পাঁচ দিন, সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন।

ক্রমে ক্রমে, তাঁহার কষ্ট এত অধিক হইয়া উঠিল যে, আর সহ্য হয় না। এই সময়ে, কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে, শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, হীনের দুঃখ দেখিয়া, দয়া করিয়া, তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম দিতে চাহিলেন। ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিলে, হীনের এক কালে সকল কষ্ট দূর হইত। কিন্তু, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির বাটী, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, অনেক দূর। তাঁহার বাটীতে কর্ম্ম করিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতে হয়; তাহা হইলে, তাঁহার পড়া শুনার সকল সুবিধা যায়। এজন্য, তিনি ঐ কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যত কষ্ট পাই না কেন, লিপ্সিক ছাড়িয়া, স্থানান্তরে যাইব না।

কিছু দিন পরে, ঐ অধ্যাপক, লিপ্সিক নগরেই, ঐরূপ আর একটি কর্ম্মের যোগাড় করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া পড়া শুনা চলিবেক, অথচ কষ্ট দূর হইবেক, এই বিবেচনায়, তিনি ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। ঐ কর্ম্ম স্বীকার করাতে, আপাততঃ, তাঁহার অনেক কষ্ট দূর হইল। কিন্তু, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়াতে, এবং স্বয়ং অহোরাত্র অধ্যয়ন করাতে, তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল। এই কারণে, তাঁহার এমন উৎকট পীড়া জন্মিল যে, ঐ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইল। ঐ কর্ম্ম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাঁহার হস্তে হইয়াছিল, রোগের সময়, সমুদয় নিঃশেষ হইয়া গেল। যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার এক কপর্দ্দকও সম্বল ছিল না। সুতরাং, তিনি, পুনর্ব্বার, পূর্ব্বের মত, কষ্টে পড়িলেন, এবং ঋণগ্রস্তও হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে, তিনি, লাটিন ভাষায়, শ্লোকরচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোক দেখিয়া, ড্রেসডেনের রাজমন্ত্রীরা প্রশংসা করাতে, তাঁহার আত্মীয়েরা এই বলিয়া তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে গেলে, রাজমন্ত্রীরা সহায়তা করিয়া, তোমার যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবেন। তদনুসারে, তিনি, ঋণ করিয়া পথখরচ লইয়া ড্রেসডেনে গমন করিলেন। কিন্তু, যে আশায়, ঋণগ্রস্ত হইলেন, এবং কষ্ট করিয়া, ড্রেসডেনে গেলেন, তাহা সফল হইল না। রাজমন্ত্রীরা প্রথমতঃ, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু তদীয়, আশ্বাসবাক্য, পরিশেষে, কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

অবশেষে, তিনি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তত্রত্য কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুস্তকালয়ে, লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম করিয়া, যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার আহারের ক্লেশও ঘুচিত না। কিন্তু, তিনি পরিশ্রমে

কাতর ছিলেন না, পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতি অন্য অন্য কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল কর্ম্ম করিয়া, তাঁহার কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। ঐ লাভ দ্বারা, তিনি পূর্ব্ব ঋণের পরিশোধ করিলেন। পুস্তকালয়ে দুই বৎসর কর্ম্ম করিলে পর তাঁহার বেতন দ্বিগুণ হইল। কিন্তু, ঐ প্রদেশে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ ঘটাতে, নানা উপদ্রব উপস্থিত হইল। এজন্য, তাঁহাকে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তথা হইতে পলায়ন করিতে হইল।

যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ড্রেসডেনে যে সকল উপদ্রব ঘটিয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইলে ঐ সকল উপদ্রবের নিবারণ হইল। তখন তিনি ড্রেসডেনে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে, গটিঞ্জনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঐ সময়ে, রঙ্কিন নামে এক অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, প্রথমতঃ, তাঁহাকে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি, অস্বীকার করিয়া, লিখিয়া পাঠান, হীন নামে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি এই কর্ম্মের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র; আমার মতে, ঐ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। রঙ্কিনের সহিত হীনের আলাপ ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কথা লিখিয়া পাঠান।

রঙ্কিন এইরূপ লিখিয়া পাঠাইবা মাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা হীনকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি, এত দিন, নানা কষ্টভোগ ও উৎকট পরিশ্রম করিয়া, যে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহা সার্থক হইল। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই সৎস্বভাব ছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা ও যাবতীয় নগরবাসী লোকেরা তাঁহাকে স্ব স্ব পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, যথেষ্ট স্নেহ ও ভক্তি করিতেন। তিনি, পঞ্চাশ বৎসর, সাতিশয় সম্মান পূর্ব্বক, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কর্ম্ম করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন।

দেখ! হীন অতি দুঃখীর সন্তান। তাঁহার পিতা, তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে জীবিকাসম্পাদন করিতেন। কিন্তু হীন, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া, বিনা চেষ্টায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। যদি তিনি, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, লেখা পড়া না শিখিতেন,

তাহা হইলে, কেহ তাহার নামও জানিত না। কিন্তু তিনি যে, যার পর নাই ক্লেশে থাকিয়াও, বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কেবল সেই বিদ্যোপার্জ্জনের বলে, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যত দিন, পৃথিবীতে লেখা পড়ার চর্চা থাকিবেক তত দিন, তাঁহার নাম দেদীপ্যমান থাকিবেক।

জিরম ষ্টোন

এই ব্যক্তি স্কটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সের সময়, ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ষ্টোনের পিতা কিছু মাত্র সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জননী, অতি কষ্টে, আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন। তিনি পুত্রকে, গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে, সামান্যরূপ কিছু লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন।

যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কিছু কিছু না আনিতে পারিলে, কোনও মতেই চলে না; সুতরাং, ষ্টোনকে, উপার্জ্জনের চেষ্টায় অল্প বয়সেই, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভ্রমণ করিয়া, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, সুতা, ফিতা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতে লাগিলেন, তাহা দ্বারা, জননীর কিছু আনুকূল্য হইতে লাগিল।

ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে, ষ্টোনের অতিশয় বাসনা ছিল। জননী, কোনও রূপেই, ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারেন না, কেবল এই কারণে, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, তাহার সঙ্গে লেখা পড়ার কোনও সম্পর্ক নাই। এই নিমিত্তে, ঐ ব্যবসায়ের উপযোগী যে সকল জিনিস পত্র কিনিয়াছিলেন, সমুদয় বিক্রয় করিলেন, এবং বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন, তাহাতে কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তক কিনিলেন। পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যবসায় দ্বারা, যেমন কিছু কিছু লাভ হয়, তাহাও হইবেক, এবং, সর্ব্বদা নানাবিধ পুস্তক নিকটে থাকিলে, ইচ্ছামত পড়াও চলিবেক।

তৎকালে, স্কটলণ্ডের স্থানে স্থানে, যে মেলা হইত, তথায় জিনিস পত্র লইয়া গেলে, অনায়াসে বিক্রয় হইত। এই নিমিত্ত, স্টোন, দোকান না খুলিয়া, কিংবা

গ্রামে গ্রামে না বেড়াইয়া, কেবল মেলার সময়, পুস্তকবিক্রয় করিতে যাইতেন, অবশিষ্ট সময়ে, ক্রমাগত, ইচ্ছামত পুস্তকপাঠ করিতেন।

এই রূপে, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, ষ্টোনের লেখা পড়া শিখিবার বিলক্ষণ সুযোগ হইয়া উঠিল। তিনি, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনেই, হিব্রু ও গ্রীক, এই দুই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই, তিনি এই দুই ভাষা শিখিয়াছিলেন। পরে, লাটিন শিখিতে, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইল। তদনুসারে; তিনি লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, এত দূর শিখিলেন যে, লোকে, দেখিয়া শুনিয়া, চমৎকৃত হইলেন।

ডাক্তার টলিডেল্ফ নামক এক ব্যক্তি, স্কট্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এই ব্যক্তি বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি, ষ্টোনের লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সমুদয় খরচ পত্র দিতে লাগিলেন।

এই রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ষ্টোন, অল্প কালের মধ্যেই, নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন। তিনি ছাত্র ছিলেন, ইহাতে অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব জ্ঞান করিতেন; আর, তাঁহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যায়ীরা আপনাদিগের শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন।

ষ্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রায় তিন বৎসর, অধ্যয়ন করিলেন। এই সময়ে, এক লাটিন বিদ্যালয়ে, সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের অনুরোধে, ষ্টোন ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তিনি প্রধান শিক্ষকের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অতি অল্প বয়সেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে, তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। তদীয় অকালমৃত্যুতে, সমস্ত লোক, যৎপরোনাস্তি, দুঃখিত হইয়াছিলেন।

হণ্টর

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী লেনার্ক প্রদেশে, হণ্টরের জন্ম হয়। তাঁহারা ভাই ভগিনীতে দশটি ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। বৃদ্ধ বয়সের সর্ব্বশেষ পুত্র বলিয়া, তিনি পিতার অত্যন্ত আদরের ছেলে ছিলেন। তাঁহার পিতা, আদর দিয়া, তাঁহাকে একবারে নষ্ট করিয়াছিলেন। হণ্টর, যা খুসী হইত, তাই করিতেন; কোনও বিষয়ে, কাহারও উপদেশ অথবা বারণ শুনিতেন না। কোনও প্রকারের শাসনে থাকা, তাঁহার পক্ষে, বিলক্ষণ ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বদা আপন ইচ্ছা অনুসারে চলিয়া, এমন বিষম দোষ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি, কোনও বিষয়ে, অধিক ক্ষণ মনোযোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তথাকার নিয়ম অনুসারে চলিয়া, মনযোগ পূর্ব্বক, লেখা পড়া শিখা তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তদীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, অনেক কষ্টে, তাঁহাকে অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। সে সময়ে, সকলেই লাটিন শিখিত; তদনুসারে, তাঁহাকেও লাটিন শিখাইবার জন্যে, বিস্তর চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি, কোনও মতে, শিখিলেন না। অনেক বয়স পর্য্যন্ত, তিনি, কেবল খেলা, তামাসা, ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইলেন, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখা, অথবা বিষয়কর্ম্মের চেষ্টা দেখা, কিছুই করিলেন না।

হণ্টরের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তাহাদের দেশের প্রথা এই, জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হয়; তদনুসারে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমস্ত পিতৃধনের অধিকারী হইলেন। হণ্টর বাপের আদরের ছেলে ছিলেন বটে; কিন্তু, তিনি, মৃত্যুকালে, তাহার জন্যে, কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। সুতরাং, কোনও বিষয়কর্ম্ম না করিলে, তাঁহার চলা ভার। দুর্ভাগ্য ক্রমে, তিনি ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন নাই; সুতরাং, যে সকল বিষয়কর্ম্মে লেখা পড়া জানার আবশ্যকতা আছে, তাঁহার সেরূপ বিষয়কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার এক ভগিনীপতি কাঠরার কর্ম্ম করিতেন; তাঁহার নিকট নিযুক্ত হইয়া, তিনি মেজ ও কেদারা গড়া শিখিতে লাগিলেন। নানা প্রকারে দায়গ্রস্ত হওয়াতে, তাঁহার ভগিনীপতির ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল; সুতরাং, হণ্টরের কর্ম্ম গেল। তিনি নিজে ঐরূপ কর্ম্ম চালান, তাঁহার এমন সুবিধা ছিল না; সুতরাং, অতঃপর কি করবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

এই সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বেই, তাঁহার এক অগ্রজ, লণ্ডন রাজধানীতে, চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইনি শারীরস্থানবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। শরীরের কোন স্থানে কিরূপ আছে, শব কাটিয়া, ছাত্রদিগকে সে সমস্ত দেখাইয়া দিতে হইত। উপদেষ্টা স্বয়ং সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন না; এজন্য, তাঁহার সহকারী থাকিত। হণ্টর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, আপন অগ্রজের নিকট, পত্র দ্বারা, এই প্রার্থনা করিয়া পাইলেন, আপনি আমাকে সহকারী নিযুক্ত করুন; যদি না করেন, আমি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইব। তাঁহার ভ্রাতা সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে লণ্ডন যাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন।

হণ্টর, অগ্রজের পত্র পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং, অবিলম্বে লণ্ডনে গিয়া, কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দিনেই, তিনি আপন কর্ম্মে এমন নৈপুণ্য দেখাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কালক্রমে, তুমি, এ বিষয়ে, অদ্বিতীয় হইতে পারিবে; তখন তোমার চাকরীর আর কোনও ভাবনা থাকিবেক না। হণ্টর কিছু দিনের পরেই, শারীরস্থানবিদ্যার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই, ঐ বিদ্যায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, লণ্ডনে উপস্থিত হইবার পর, এক বৎসর না যাইতেই, উক্ত বিদ্যায় শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, চিকিৎসা ব্যুৎপন্ন হইয়া, চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা ভিন্ন, তাঁহাকে শিষ্যদিগকে শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি অনেক কর্ম্ম করিতে হইত। এই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া, অবসর পাইলেই, তিনি বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। তৎকালে, যে সকল ব্যক্তি শারীরস্থানবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা, অস্ত্রচিকিৎসা ও শারীরস্থানবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, আর কাহারও দ্বারা, সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই সমস্ত বিদ্যার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত, তিনি বিস্তর যত্ন, বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন; সুতরাং, দিবাভাগে, অবসর পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অবসরলাভের নিমিত্ত, তিনি নিদ্রার সময়ের সংকোচ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে সমুদয়ে চারি ঘণ্টা, দিবসে, আহারের পর, এক ঘণ্টা এই মাত্র নিদ্রা

যাইতেন।

দেখ! হণ্টর কেমন আশ্চর্য্য লোক। বাল্যকালে, পিতা মাতার আদরের ছেলে ছিলেন; অত্যন্ত আদর পাইয়া, এক বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখা পড়া শিখেন নাই। লেখা পড়া জানিতেন না, এজন্য, উদরের অন্নের নিমিত্ত, অবশেষে, তিনি ছুতরের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম্ম, রহিত না হইয়া গিয়া, উত্তরোত্তর উত্তম রূপ চলিত, তাহা হইলে, তিনি ঐ ব্যবসায়ে পরিপক্ক হইয়াই, জন্ম কাটাইতেন। তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম্ম রহিত হইয়া যাওয়াতে, তিনি, নিঃসন্দেহ, অনুপায় ভাবিয়া, আপনাকে হতভাগ্য স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম্ম রহিত হওয়া তাঁহার ও জগতের সৌভাগ্যের হেতু হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্ম রহিত হইল, আর কোনও উপায় নাই; এই ভাবিয়া, হণ্টর আপন ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে, তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর বয়সে, লেখা পড়ার আরম্ভ করিয়া, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

সিমসন

ইংলণ্ড দেশে, লীষ্টরশায়র নামে এক প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতী মার্কেটবসওয়ার্থ নামক গ্রামে সিমসনের জন্ম হয়। সিমসনের পিতা তন্তুবায়-ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি, প্রথমতঃ, সিমসনকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তিনি বিদ্যার গৌরব করিতেন না, এবং বিদ্যোপার্জ্জন, মনুষ্যের পক্ষে, আবশ্যক বলিয়া, তাঁহার বোধ ছিল না। এজন্য, পুত্রের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হইবা মাত্র, তিনি তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, এবং তন্তুবায়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অধিক লেখা পড়া শিখায়, কোনও লাভ নাই, এই বিবেচনা করিয়া, সিমসনের পিতা তাঁহার লেখা পড়া রহিত করিলেন। কিন্তু সিমসন, কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, বিদ্যার আস্বাদ পাইয়াছিলেন; সুতরাং, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে, তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি, পিতার ইচ্ছা অনুসারে, বিদ্যালয় ছাড়িয়া, তন্তুবায়ের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব। তিনি,

কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসিতেন ; কোনও নূতন পুস্তক, কোনও রূপে হস্তগত হইলে, ব্যগ্র চিত্তে তাহা পাঠ করিতেন। ফলতঃ, তিনি লেখা পড়ায় এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, কেবল অবসরকালে পাঠ করিয়া, তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কখনও কখনও, কর্ম্মের সময় কর্ম্ম না করিয়া, তিনি পুস্তকপাঠে প্রবৃত্ত হইতেন।

পুত্রের লেখা পড়ায় অনুরাগ দেখিলে, পিতা কত সন্তুষ্ট হন, কত ভালবাসেন, কত উৎসাহ দেন। কিন্তু সিমসনের পিতা অতি আশ্চর্য্য লোক ছিলেন। তিনি, লেখা পড়ায় পুত্রের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া, অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে সিমসন লেখা পড়া ছাড়েন, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি লেখা পড়া শিখাকে অলসের কর্ম্ম বিবেচনা করিতেন ; সুতরাং লেখা পড়ায় অধিক যত্ন করাতে তাঁহার মতে, সিমসন অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছিলেন ; এই নিমিত্ত, তিনি সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। সিমসন, ভর্ৎসনায় ক্ষান্ত না হওয়াতে, অবশেষে, তাঁহার পিতা, সাতিশয় কুপিত হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি ভাল চাও, বই খুলিতে পাইবে না, সারা দিন তাঁতের কর্ম্ম করিতে হইবেক।

যে উদ্দেশে, সিমসনের পিতা এই অন্যায় আজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। সিমসন লেখা পড়ায় যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি, এক বারে, লেখা পড়া ছাড়িয়া দিতে পারিবেন কেন। তিনি, কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসিতেন ; তাঁহার পিতাও, পড়িতে দেখিলে, অতিশয় ক্রোধ করিতেন ও গালাগালি দিতেন। ফলতঃ, এই উপলক্ষে, পিতা পুত্রে বিলক্ষণ বিরোধ ঘটিয়া উঠিল। অবশেষে, তাঁহার পিতা, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, কহিলেন, তুমি আমার কথা শুন না ; আমি যা বারণ করি, তাই কর ; তোমায় স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি তুমি পড়ায় ক্ষান্ত না হও, আমি তোমায় বাটীতে থাকিতে দিব না।

সিমসন, বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি লেখা পড়া ছাড়িবেন না ; সুতরাং, পিতার আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, এবং, নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে গিয়া, এক গৃহস্থের বাটীতে বাসা করিলেন।

এই স্থানে তিনি, তাঁতের কর্ম্ম করিয়া, আপন অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেন,

এবং কাহারাও নিকট পুস্তক চাহিয়া পাইলে, তাহা পাঠ করিতেন। কিছু দিন এই রূপ হইল।

এক দিন, সেই গৃহস্থের বাটীতে, এক গণক উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তির সহিত আলাপ হওয়াতে, সিমসন তাঁহার নিকট অংকবিদ্যা ও গণনা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনেই, তিনি গণনাতে এমন নিপুণ হইয়া উঠিলেন যে, সেই প্রদেশের সকল লোক, তাঁহার নিকট, ভাল মন্দ গণাইতে আরম্ভ করিল। এই নূতন ব্যবসায় দ্বারা, তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। তখন তিনি, তন্তুবায়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এই সময়েই তিনি বিবাহ করিলেন।

এই রূপে, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, সিমসনের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দূর হইল বটে ; কিন্তু বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল। গণক হওয়াতে পণ্ডিতসমাজে যাইবার পথ রুদ্ধ হইল। পণ্ডিতেরা গণকদিগকে প্রতারক বলিয়া জানিতেন, সুতরাং অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সিমসন, অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত, বিলক্ষণ ক্লেশ পাইয়াছিলেন ; এজন্য, অগত্যা, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এক্ষণে, তিনি মনস্থ করিলেন, কিছু কিছু লাভ হয়, এমন কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলেই এ জঘন্য ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবেন। অবশেষে, এরূপ এক কাণ্ড উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে একে বারে গণকের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে ও স্থানত্যাগ করিতে হইল।

এক দিন, একটি স্ত্রীলোক, সিমসনের নিকট, কোনও বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল। ঐ গণনাতে চণ্ড নামাইবার আবশ্যতা ছিল। সিমসন, এই অভিপ্রায়ে, এক ব্যক্তিকে, বিকট বেশ ধারণা করাইয়া, নিকটবর্ত্তী খড়ের গাদার পাশে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, চণ্ডকে আহবান করিলেই, ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক। গণনার আরম্ভ হইল। সিমসন, আর আর অনুষ্ঠান করিয়া, চণ্ডকে আহবান করিবা মাত্র, ঐ ব্যক্তি, বিকট বেশে, উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তির আকার প্রকার দেখিতে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, সেই স্ত্রীলোক, অবলোকন মাত্র, ভয়ে অভিভূত ও অচেতন হইল। ঐ উপলক্ষে, তাহার উৎকট রোগ জন্মিল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সমস্ত লোক, সিমসনের উপর, এত কুপিত হইল যে, তাঁহাকে, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, পলাইতে হইল।

এই রূপে, ঐ প্রদেশ হইতে পলায়ন করিয়া, সিমসন তথা হইতে পনর ক্রোশ দূর ডার্বি নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও চণ্ড নামাইবেন না। কিছু কিছু উপার্জ্জন না হইলে, সংসার চলে না; এজন্য, পুনরায়, তন্তুবায়বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি দিনের বেলায়, তাঁতের কর্ম্ম করিতেন, রাত্রিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। এই রূপে, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাভ হইতে লাগিল, তিনি তদ্দ্বারা কষ্টে, আপনার ও পরিবারের ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এই সময়ে, তিনি নিরতিশয় পরিশ্রম, ও যার পর নাই ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিনি, অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত, যত পরিশ্রম করিতেন, বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই পরিশ্রম দ্বারা, অল্প দিনের মধ্যে, তিনি অঙ্কশাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন; এবং অঙ্কশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, এমন ক্ষমতা নাই; এজন্য, ডার্বি নগরে পরিবার রাখিয়া, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর।

সিমসন, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া, এক অতি সামান্য বাসা ভাড়া করিলেন, এবং দিননির্ব্বাহের জন্য, দিনে তাঁতের কর্ম্ম করিতে ও রাত্রিতে বালকদিগকে অঙ্কবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। অঙ্কবিদ্যা অতি দুরূহ বিদ্যা। কিন্তু, শিক্ষাদান বিষয়ে, সিমসনের এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগকে, অতি সহজে, ও সুন্দর রূপে, বুঝাইয়া দিতেন। এজন্য, অল্প দিনেই সকলে তাঁহাকে জানিতে পারিলেন, এবং অনেকে তাঁহার আত্মীয় হইলেন। ফলতঃ, অনধিক কালের মধ্যেই, শিক্ষকতাকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার এরূপ লাভ হইতে লাগিল যে, তথায় পরিবার পর্য্যন্ত আনিতে পারিলেন। এই সময়েই, তিনি স্বরচিত অঙ্কবিদ্যার গ্রন্থও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন।

এই গ্রন্থের প্রচার অবধি, তাঁহার সৌভাগ্যের দশা উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে, তিনি উলউইচের বিদ্যালয়ে, গণিতবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর, উত্তরোত্তর, তাঁহার খ্যাতির ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু খ্যাতিলাভ ও সম্পত্তিলাভ করিয়াও, তিনি পরিশ্রমে বিমুখ হয়েন নাই;

করিতে হইবেক। সে দিবস, সে কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া উঠিল না। এজন্য, তাঁহার পিতৃব্য, তাঁহাকে অলস ও অমনযোগী স্থির করিয়া, প্রথমতঃ, অতিশয় তিরস্কার করিলেন; পরিশেষে, ক্রোধে অন্ধ ও নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। হটনের মনে যার পর নাই ঘৃণা জন্মিল, ও বিলক্ষণ অপমানবোধ হইল। তখন, তিনি তথা হইতে প্রস্থান করা স্থির করিলেন, এবং এক দিন, সুযোগ পাইয়া, আপনার কাপড়গুলি ও পিতৃব্যের বাক্স হইতে একটি টাকা পথ-খরচ লইয়া, পলায়ন করিলেন।

এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, হটন যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে, অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। তিনি, কোনও আশ্রয় না পাইয়া, প্রথম রাত্রি, এক মাঠে শয়ন করিয়া, কাটাইলেন, এবং প্রভাত হইলে, পুনরায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কোন দিকে যান, কি জন্যেই বা যান, যাইয়াই বা কি করিবেন তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না।

তিনি কহিয়াছেন, এই রূপে, সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে লিচ্‌ফিল্‌ডের নিকট উপস্থিত হইলাম; নিকটে এক খামার দেখিয়া, মনে করিলাম, আজ, উহার মধ্যে থাকিয়া, রাত্রি কাটাইব। কিন্তু, খামারের দ্বার রুদ্ধ করা ছিল; সুতরাং, উহার ভিতরে যাইতে পারিলাম না। তখন পুটলি খুলিয়া, কাপড় পরিলাম, এবং, অবশিষ্ট কাপড় প্রভৃতি যাহা ছিল, সমুদয় বাঁধিয়া, বেড়ার আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া, নগর দেখিতে গেলাম। দুই ঘন্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া, কাপড় ছাড়িলাম। কিছু দূরে আর একটি খামার ছিল; হয় ত, ঐখানে থাকিবার জায়গা পাইব, এই মনে করিয়া, সেখানে গিয়া দেখিলাম, সেখানেও থাকিবার উপায় নাই; সুতরাং ফিরিয়া আসিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার কাপড়ের পুটলি নাই; তখন হতবুদ্ধি হইয়া, বিস্তর খেদ ও রোদন করিলাম। আমার খেদ ও রোদন শুনিয়া, কতকগুলি লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা, দেখিয়া শুনিয়া, একে একে, সকলে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী, সেই স্থানে বসিয়া রোদন, করিতে লাগিলাম। কোনও ব্যক্তি কখনও এমন বিপদে পড়ে না। বিদেশে আসিয়া, সর্ব্বস্ব হারাইয়া, রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে, একাকী মাঠে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলাম। এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই; কাহারও সহিত আলাপ নাই; লাভের

কোনও প্রত্যাশা নাই ; সত্বর, লাভের কোনও সুবিধা হইবেক, তাহারও সম্ভাবনা নাই ; কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই ; কোথায় যাইব, কি করিব, কাহাকে বলিব, তাহার কোনও ঠিকানা নাই। অনেক ক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে, নিদ্রাকর্ষণ হইল ; তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, রাত্রিযাপন করিলাম।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, হটন, পুনরায় প্রস্থান করিয়া, বরমিংহম নগরে উপস্থিত হইলেন। এই দিন, কোনও আহারসামগ্রী জুটিয়া উঠিল না ; কেবল, পথের ধারে যে সকল ক্ষেত ছিল, তাহা হইতে কিছু ফল মূল লইয়া, তিনি সে দিনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলেন। পরিশেষে, নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, তিনি এই স্থির করিলেন, পুনরায় পিতার শরণাপন্ন হই, তিনি যা করেন। পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে, পুনরায়, তাঁহার সে নির্দ্দয় পিতৃব্যের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে, অগত্যা, তথায় গিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। পিতৃব্যও, ক্ষমা করিয়া, তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম করিতে দিলেন।

পিতৃব্যের আবাসে আসিয়া থাকিতে থাকিতে, তাঁহার, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে, অতিশয় ইচ্ছা হইল। তিনি, অবসর কালে, মন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিলেন, এবং যত্নের ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনেই, বিলক্ষণ শিখিতে পারিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি শ্লোক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মোজাবোনা কর্ম্মে পরিশ্রম বিস্তর, কিন্তু লাভ তাদৃশ নাই ; ইহা দেখিয়া, তিনি পিতৃব্যের আলয় হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আপন এক ভগিনীর বাটীতে গিয়া রহিলেন। এই ভগিনী অতিশয় সুশীলা ছিলেন। তিনি ভ্রাতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, এবং যাহাতে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকেন, ও উত্তর কালে যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন।

হটন, পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। নটিংহম নগরের সাত ক্রোশ দূরে, সৌথওএল নামে এক নগর আছে ; তথায় তিনি পুস্তকের দোকান খুলিলেন। ইতঃপূর্ব্বে, তিনি বইবাঁধা কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন ; সপ্তাহের মধ্যে কেবল শনিবার, সৌথওএলে গিয়া, বই বেচিয়া আসিতেন, আর কয়েক দিন বই বাঁধিতেন। তিনি শনিবার প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন, পুস্তকের মোট মাথায় করিয়া, সৌথওএলে গিয়া, বেলা দশ ঘণ্টার সময়, দোকান খুলিতেন,

এবং, সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া, রাত্রিতে নটিংহমে ফিরিয়া আসিতেন।

এই রূপে, হটন, কিছু দিন, অতি কষ্টে, কাটাইলেন ; পরে, অনেকগুলি পুরাণ পুস্তক সস্তা পাইয়া, সমুদয় কিনিয়া লইলেন, এবং সৌথওএলের দোকান ছাড়িয়া দিয়া, বরমিংহম নগরে আসিয়া, এক দোকান খুলিলেন। এই স্থানে, কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া, খরচ বাদে, প্রায় দুই শত টাকা লাভ হইল। এই রূপে কিছু সংস্থান হওয়াতে, তিনি, ক্রমে ক্রমে, কর্ম্মের বাহুল্য করিলেন। ন্যায়পথে চলিয়া, ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, চারি পাঁচ বৎসরে, তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বিবাহ করিলেন।

ইতপূর্ব্বে, তিনি, নানা কর্ম্মে সাতিশয় ব্যস্ত থাকিয়াও গ্রন্থরচনায় প্রবত্ত হইলেন, এবং, ক্রমে ক্রমে, নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, পণ্ডিত সমাজে গণ্য ও আদরণীয় হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে হটন, অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াও, কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, বিদ্যালাভ, খ্যাতিলাভ, ও সম্পত্তিলাভ করিয়া, নিরানব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

দেখ! এই ব্যক্তি কেমন অদ্ভুত মনুষ্য ; বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন ; তথাপি, কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, কেমন বিদ্যালাভ, কেমন খ্যাতিলাভ কেমন সম্পত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যত্ন করিলে, ও পরিশ্রম করিলে সম্ভবমত, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই লব্ধ হইতে পারে।

ওগিলবি

ওগিলবি, বাল্যকালে, অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ঋণগ্রস্ত ছিলেন, ঋণের পরিশোধ করিতে না পারাতে, উত্তমর্ণ, বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া, তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং, নিজে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, ওগিলবির চলা ভার। কিন্তু তিনি তাদৃশ লেখা পড়া জানিতেন না ; উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে নর্ত্তকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য জন্মিল। কিছু টাকা হস্তে হইবা মাত্র, তিনি সর্ব্বাগ্রে পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন।

কিছু দিন পরে, কোনও কারণ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহাকে নর্ত্তকের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইল। সুতরাং, তিনি পুনরায় দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, কিছু খরচ করিয়া তিনি পুনরায়, ডবলিন নগরে, একটি সামান্য নাট্যশালা স্থাপিত করিলেন। এই নাট্যশালা দ্বারা, তাঁহার কিছু কিছু লাভের উপক্রম হইল। কিন্তু সেই সময়ে, রাজবিদ্রোহ উপলক্ষে, যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। নাট্যশালার সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠিত হইল, এবং তাঁহার নিজের প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল।

এইরূপে, যৎপরোনাস্তি দুঃখে পড়িয়া ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ওগিলবি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় তিনি, কেম্বিব্রজ বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনও ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ সাহায্য পাইয়া, লাটিন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক। ইহার পূর্ব্বে, তাঁহার ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখা হয় নাই। তিনি, এত বয়সে শিখিতে আরম্ভ করিয়াও, অল্প দিনেই, লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বর্জ্জিল নামক সুপ্রসিদ্ধ লাটিনকবির রচিত কাব্যের, ইঙ্গরেজী, ভাষায়, পদ্যে অনুবাদ করিলেন। এই গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়া, সর্ব্বত্র আদর পূর্ব্বক পরিগৃহীত হইল। গ্রন্থকর্ত্তা কিছু টাকা পাইলেন। এই অর্থলাভ হওয়াতে, তাঁহার অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি হইল।

গ্রীক ভাষায়, হোমর নামক মহাকবির রচিত ঈলিয়ড ও অডিসি নামক, দুই অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য আছে। ইঙ্গরেজী ভাষায়, পদ্যে ঐ দুই কাব্যের অনুবাদ করিবার নিমিত্ত, ওগিলবির অতিশয় ইচ্ছা হইল এ পর্য্যন্ত, তিনি গ্রীক ভাষার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এই সময়ে, তাঁহার চুয়ান্ন বৎসর বয়স হইয়াছিল; তথাপি তিনি গ্রীক পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যেই, গ্রীক ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া, এই দুই মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই দুই গ্রন্থও, পণ্ডিতসমাজে, আদর পূর্ব্বক পরিগৃহীত হইল।

ইতোমধ্যে, ওগিলবি, পুনরায় ডবলিন নগরে গিয়া, এক নূতন নাট্যশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছিল। বস্তুতঃ, এই সময়ে, ওগিলবি বিলক্ষণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে ছিলেন; অর্থের অভাব জন্য কোনও ক্লেশ পান নাই। অবশেষে, ডবলিন নগরে ভূমি প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি ছিল,

সমুদয় বিক্রয় করিয়া, তিনি পুনরায় লণ্ডনে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার বাস করিবার অব্যবহিত পরেই, লণ্ডনে বিষম অগ্নিদাহ হইল; তাহাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি পুনর্ব্বার, পূর্ব্বের ন্যায়, বিষম দুঃখে পড়িলেন।

এই রূপে, তিনি পুনরায় দুঃখে পড়িলেন বটে; কিন্তু, তাহাতে হতবুদ্ধি বা ভাগ্নোৎসাহ হইলেন না; বরং, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে, গ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ত্বরায় গুছাইয়া উঠিলেন; কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, পুনরায় বসতিবাটী নির্ম্মিত করাইলেন, এবং একটি ছাপাখানাও স্থাপিত করিলেন। ছাপাখানা দ্বারা, তিনি পুনরায় সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে ওগিলবির মৃত্যু হয়।

দেখ! ওগিলবি কেমন লোক। তিনি, কত বার, কত দুঃখে ও কত বিপদে পড়িলেন; কিন্তু, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, প্রতি বারেই, গুছাইয়া উঠিলেন; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সে, লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইলেন; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, চুয়ান্ন বৎসর বয়সে, গ্রীক পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতেও ব্যুৎপন্ন হইলেন; অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল, কিন্তু, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, পুনরায় গৃহাদিনির্ম্মাণ ও সংস্থান করিয়া, শেষদশা, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, অতিবাহিত করিলেন। ফলতঃ, কেবল উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি, বৃদ্ধ বয়সে, বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং, সুখে স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তিনি উৎসাহহীন ও পরিশ্রমকতার হইতেন, তাহা হইলে, অধিক বয়সে লেখা পড়াও হইত না; এবং দুঃখেরও সীমা থাকিত না।

অতএব উৎসাহ ও পরিশ্রম বিদ্যা ও সম্পত্তির মূল, তাহার সন্দেহ নাই।

লীডন

স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণ অংশে, ডেন্‌হলম নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে লীডনের জন্ম হয়। লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। তাঁহার পিতা, জন খাটিয়া প্রতিদিন যাহা পাইতেন, তাহাতেই, অতি কষ্টে, সংসার-যাত্রানির্ব্বাহ করিতেন।

লীডনের জন্মের এক বৎসর পরে, তাঁহার পিতা, সপরিবারে, শ্বশুরালয়ে গিয়া, বাস করেন। তথায় তিনি ষোল বৎসর থাকেন। এই ষোল বৎসরের কিছু কাল, তিনি মেষরক্ষকে কর্ম্ম করেন, আর কিছু কাল, শ্বশুরের ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর অন্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিজে ক্ষেত্রের কোনও কর্ম্ম করিতে পারিতেন না।

এই স্থানে লীডন, তাঁহার মাতামহীর নিকটে, লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু শিখিয়াই, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার নিরতিশয় যত্ন হইল। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি অনেক শিখিয়া ফেলিলেন। কোনও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, উত্তম রূপে লেখা পড়া শিখা হয় না। কিন্তু, পিতা মাতার অসঙ্গতি প্রযুক্ত, কিছু কাল, তাঁহার সে সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। পরে, দশ বৎসর বয়সের সময়, তিনি এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিছু দিন পরেই, ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মৃত্যু হইল। সুতরাং, লীডনের লেখা পড়া শিখিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা গেল। কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। শিখিবার সুযোগ গেল বলিয়া, তিনি এক বারে লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলেন না; অন্যের সাহায্য না পাইয়াও, স্বয়ং যার পর নাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ডেন্‌হলম গ্রামে, ডংকন নামে এক পাদরি ছিলেন। তিনি, কিছু দিন, লীডনকে লাটিন শিখাইলেন; আর, লীডন, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, বিনা সাহায্যে, গ্রীক শিখিলেন।

স্কট্‌লণ্ডের কৃষিজীবীরা যে বালককে বুদ্ধিমান ও লেখা পড়ায় যত্নবান দেখে, তাহাকে পাদরি করিবার নিমিত্ত যত্ন পায়। তাহার কারণ এই যে, অন্য অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা, পাদরি কর্ম্ম অনায়াসে হইতে পারে। লীডনের পিতা, তাঁহার লেখা পড়ায় যত্ন ও শিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাদরি করিবেন। তদনুসারে, তিনি, ঐ কর্ম্মের উপযোগী লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এডিন্‌বরার কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।

এ পর্য্যন্ত, লীডন ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই;

এক্ষণে, কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, মনের সাধে, লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। তিনি কিছু কাল কালেজে থাকিয়া, অদ্ভুত পরিশ্রম সহকারে, লাটিন, গ্রীক, ফরাসি, জর্ম্মন, স্পানিশ, ইটালীয়, প্রাচীন আইস্‌লণ্ডিক, হিব্রু, আরবী, পারসী, এই দশ ভাষা, এবং ধর্ম্মনীতি ও গণিতবিদ্যা, উত্তমরূপে শিখিলেন ; এবং পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি আর কয়েক বিদ্যাও একপ্রকার শিখিয়া ফেলিলেন। যাহারা, উত্তর কালে পাদরি হইবার অভিপ্রায়ে, বিদ্যাভ্যাস করে, অধ্যাপকেরা, তাহাদের কাছে কিছু না লইয়া, শিক্ষা দিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত, লীডন এত শিখিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে, পাঁচ ছয় বৎসর কালেজে থাকিয়া, লীডন বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে, অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন, বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যে সকল পুস্তক পড়িতেন, তাহার অধিকাংশই, অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া আনিতেন। যে সকল পুস্তক চাহিয়া, পাওয়া যাইত না, তাহা কিনিতে হইত ; কিন্তু, কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। যাহা কিছু তাঁহার হস্তে আসিত, আহার প্রভৃতির ক্লেশ সহ্য করিয়াও, তিনি, তাহার অধিকাংশ দ্বারা, পুস্তক কিনিতেন। লীডনের কষ্ট দেখিয়া, কালেজের এক অধ্যাপক, অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে এক পড়ান কর্ম্ম জুটাইয়া দেন। তাহাতে লীডনের বিস্তর আনুকূল্য হইয়াছিল। বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, যে সময় থাকিত, সে সময়ে তিনি, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, স্বয়ং লেখা পড়া করিতেন।

লীডন, অসাধারণ যত্নে, ও অসাধারণ পরিশ্রমে, যে অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা, তিনি জনসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের ও বিদ্যালাভের কথা যে শুনিত সেই চমৎকৃত হইত ও প্রশংসা করিত। ক্রমে ক্রমে, সেই প্রদেশের অনেক বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত, তাঁহার আলাপ হইল। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, সে বিষয়ে, সবিশেষ যত্নবান হইলেন।

কিছু দিন পরে, তিনি পাদরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু সে কর্ম্ম, তাঁহার মনোনীত না হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই, ছাড়িয়া দিলেন ; মনে মনে স্থির করিলেন, কাব্যরচনা করিব, এবং, তাহা বিক্রয় করিয়া, যাহা লাভ হইবেক,

তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করিব। কিন্তু, এই ব্যবসায় দ্বারা যে লাভের সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে চলা ভার। এজন্য, তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে কোনও লাভকর বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা, ভারতবর্ষীয় কার্য্যপরিদর্শক সমাজের নিকট, লীডনের বিদ্যা, বুদ্ধি, ও স্বভাবের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে, কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইবার নিমিত্ত, অনুরোধ করিলেন।

এই সময়ে, ভারতবর্ষে, ডাক্তারি ভিন্ন অন্য কর্ম্মের সুবিধা ছিল না। কিন্তু, চিকিৎসাবিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া, উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পাইলে, কেহ ডাক্তারি কর্ম্ম পাইতে পারিত না। ইতঃপূর্ব্বে, লীডন চিকিৎসাবিদ্যারও কিছু কিছু অনুশীলন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, রীতিমত উক্ত বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলেন; এবং, অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, ঐ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র পাইবা মাত্র, ডাক্তারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আসিলেন।

লীডন, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেখানকার জল বায়ু তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি, অবিলম্বে নানা রোগে আক্রান্ত হইলেন; এজন্য, মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে, কিছু দিন মালাকা উপদ্বীপে থাকিতে হইল। এই স্থানে থাকিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল, লার্ড মিণ্টো, তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে, তাঁহাকে, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে, অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি চব্বিশ পরগণার জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই পদে অধিক বেতন ছিল। অধিক টাকা পাইলে, অনেকে বাবুগিরি করিয়া থাকেন। কিন্তু লীডন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বাবুগিরিতে এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না; ন্যায্য ব্যয় করিয়া, বেতনের যাহা যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই, এতদ্দেশীয় ভাষার ও বিদ্যার অনুশীলনে, এবং এতদ্দেশীয় পুস্তকের সংগ্রহ বিষয়ে, ব্যয় করিতেন। তিনি, এতদ্দেশীয় ভাষার ও বিদ্যার অনুশীলনে, যৎপরোনাস্তি যত্নবান হইয়াছিলেন;

এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না করিয়া, ঐ বিষয়েই সতত নিবিষ্ট থাকিতেন। এই সময়ে, তিনি এক আত্মীয়কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, যদি আমি, সর উইলিয়ম জোন্স অপেক্ষা, শতগুণ অধিক না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে, কেহ যেন, আমার জন্যে, অশ্রুপাত না করে।

কিছু দিন পরেই, গবর্ণর জেনেরল, সৈন্য লইয়া, জাবাদ্বীপে যুদ্ধ করিতে গেলেন। লীডন ঐ দ্বীপের ভাষা, বিদ্যা, রীতি, নীতি অবগত হইবার অভিপ্রায়ে, ঐ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। সেখানকার জল ও বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। কতিপয় দিবসের পরেই, তাঁহার কম্পজ্বর হইল। তিনি শয্যাগত হইলেন, এবং তিন দিনের জ্বরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার ছত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল।

লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। পিতা মাতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কিন্তু তিনি কত ভাষা ও কত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অনুধাবন করিয়া দেখ, কেবল অসাধারণ যত্ন ও অসাধারণ পরিশ্রমের গুণেই, লীডন এই সমস্ত ভাষা ও এই সমস্ত বিদ্যা শিখিতে পারিয়াছিলেন।

জেঙ্কিন্স

কাফরিজাতি অতি নির্বোধ, কিছুই লেখা পড়া জানে না। অনেকে মনে করেন এই জাতির বুদ্ধি এত অল্প যে, এতজ্জাতীয় কেহ কখনও লেখা পড়া শিখিতে পারিবেক না। কিন্তু, এক্ষণে যে বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে, এই ভ্রম দূর হইতে পারিবেক।

ইঙ্গরেজেরা, এক কাফরিরাজের রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। য়ুরোপীয় লোকেরা লেখা পড়া জানেন বলিয়া, কাফরিজাতি অপেক্ষা সকল অংশে উৎকৃষ্ট; ইহা দেখিয়া, কাফরিরাজ, আপন পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্র হইলেন, এবং, স্কটলণ্ডনিবাসী স্বানষ্টন নামক এক জাহাজী কাপ্তেনের নিকট, প্রস্তাব করিলেন, যদি আপনি আমার পুত্রকে, স্বদেশে লইয়া গিয়া, সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দেন, তাহা হইলে, আমি আপনকার সবিশেষ পুরস্কার করিব। স্বানষ্টন কাফরিরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তিনি, কাফরিরাজের পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উচিত মত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন, এমন সময়ে, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। কাফরিরাজের পুত্র বিষম বিপদে পড়িলেন। যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইল; এখন তাঁহাকে খাওয়ায় পরায়, অথবা লেখা পড়া শিখায়, এমন আর কেহ নাই; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।

এক পান্থনিবাসে স্বানষ্টনের মৃত্যু হয়। কাফরিরাজের পুত্র সেই স্থানেই কিছু দিন থাকিলেন। সেই পান্থনিবাসের কর্ত্রী, এক বিবি, তাঁহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় দেখিয়া, দয়া করিয়া, সেই কয় দিনের আহার দিয়াছিলেন।

তদনন্তর, স্বানষ্টনের নিকট কুটুম্ব এক কৃষক, সেই পান্থনিবাসে আসিয়া, কাফরিরাজের পুত্রকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। এই স্থানে তিনি কিছু দিন, রাখালের কর্ম্ম করিলেন।

রাজা নিজ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে। স্বানষ্টন তাঁহার নাম জেঙ্কিন্স রাখিয়াছিলেন। তদনুসারে, কাফরিরাজের পুত্র জেঙ্কিন্স নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। জেঙ্কিন্স দৃঢ়কায় হইলে, লেডলা নামক এক ব্যক্তি, তাঁহার উপর সদয় হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া রাখিলেন। এই স্থানে, তিনি সকল কর্ম্মই করিতে লাগিলেন; কখনও রাখালের কর্ম্ম করিতেন, কখনও সইসের কর্ম্ম করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বিশেষ কর্ম্ম এই নির্দিষ্ট ছিল, সর্বপ্রকার সংবাদ লইয়া, হাইউইক নামক স্থানে যাইতে হইত।

এই সময়েই, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, জেঙ্কিন্সের প্রথম অনুরাগ জন্মে। তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল, পিতা তাঁহাকে, বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, বিদেশে আসিয়া, তিনি যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার আশা, এক বারেই, উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তথাপি, তিনি মনোমধ্যে স্থির করিয়াছিলেন, যদি কখনও সুযোগ পাই, যত দূর পারি পিতার মানস পূর্ণ করিব। এক্ষণে, লেডলার পুত্রদিগকে লেখা পড়া করিতে দেখিয়া, তাঁহারও লেখা পড়া শিখিতে অতিশয় ইচ্ছা হইল। তিনি, সুযোগ ক্রমে, ঐ বালকদিগের নিকটে, উপদেশ লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, দিনের বেলায়, তাঁহার কিছু মাত্র অবসর থাকিত না; এ নিমিত্ত, নিয়মিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, যখন শয়ন

করিতে যাইতেন, সেই সময়ে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিতেন, এবং লিখিতে শিখিতেন।

এই রূপে, বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাঁহার অনুরাগপ্রকাশ হইলে, লেডলা তাঁহাকে এক বৈকালিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। জেঙ্কিন্স, সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া, বিকালে ঐ বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেন। তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, এমন লেখা পড়া শিখিলেন যে, সকল লোক, দেখিয়া শুনিয়া, চমৎকৃত হইলেন। এই সময়ে এক সমবয়স্ক, বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই বালক বন্ধু, তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার বিষয়ে, বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে, জেঙ্কিন্স মনক্রিফ নামক এক ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইলেন। এই ব্যক্তি অতি দয়ালু ও অতি সৎস্বভাব ছিলেন। ইনি, পরিচয়দিবস অবধি, জেঙ্কিন্সকে যথেষ্ট স্নেহ, এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। এই রূপে, পূর্ব্বোক্ত বালক বন্ধুর ও এই দয়ালু ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, এবং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া, তিনি একপ্রকার কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে, কোনও নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়ে, এক শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। যাঁহাদের উপর শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ভার ছিল, তাঁহারা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষার দিননিরূপণ পূর্ব্বক, ঘোষণা করিয়া দিলেন। নিরূপিত দিনে, জেঙ্কিন্সও, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায়, পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। যত জন পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, পরীক্ষকদিগের বিবেচনায়, তিনি সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি, কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম স্থির করিয়া, প্রফুল্ল মনে, গৃহে গমন করিলেন।

জেঙ্কিন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম দিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা, কাফরিকে শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্কিন্স মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তথাপি কর্ম্ম পাইলেন না; ইহা দেখিয়া, সে স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং, জেঙ্কিন্সের মনস্তাপ-নিবারণের নিমিত্ত, সেই বিদ্যালয়ের নিকটেই, আর এক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

জেংকিন্স, এই বিদ্যালয়ে, এমন সুন্দর শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই, পূর্ব্বতন বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্র, তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে আসিল।

এই রূপে শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও, তিনি স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত হইলেন না। কিঞ্চিৎ দূরে অন্য এক বিদ্যালয় ছিল; তথাকার অধ্যাপক বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। জেংকিন্স যাহা শিক্ষা করিতেন, প্রতি শনিবার, অবাধে, সেই বিদ্যালয়ে গিয়া, তথাকার অধ্যাপকের নিকট, পরীক্ষা দিয়া আসিতেন। দুই তিন বৎসর কর্ম্ম করিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ সংস্থান করিলেন।

এই পর্য্যন্ত, জেংকিন্স যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে পণ্ডিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার আরও অধিক শিক্ষার বাসনা হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কিছু দিনের জন্যে, প্রতিনিধি দিয়া, ছুটী লইব, এবং, কোনও প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া, লেখা পড়া শিখিব।

অনন্তর তিনি, বিদ্যালয়ের অধক্ষ্যবর্গের নিকটে, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। অধ্যক্ষেরা তাঁহার অতিশয় আদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহারা, সন্তুষ্ট চিত্তে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরে, তাঁহার প্রধান সহায়, পরম দয়ালু, মনক্রিফ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি, এডিনবরা নগরে গমন করিলেন, এবং, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, শীত কয় মাস তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক, নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন।

বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববৎ যথানিয়মে, যথোপযুক্ত মনোযোগ সহকারে, বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

জেংকিন্স, স্বভাবতঃ, অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, অতি নম্র ও নিরহংকার, এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। কি রাখাল, কি কৃষক, কি শিক্ষক, যখন যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেই কর্ম্মই, যথোচিত যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক, সম্পন্ন করিয়াছেন, কখনও কিঞ্চিন্মাত্র আলস্য বা ঔদাস্য করেন নাই। এজন্য, তিনি সকল লোকেরই বিলক্ষণ আদরণীয় ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জেংকিন্স অতি আশ্চর্য্য লোক। দেখ!

লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, পিতা তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়া দেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ভার লইয়াছিলেন, সহসা সেই ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে, তিনি, এক বারে, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন ; কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না ; কাহারও কথা বুঝিতে পারিতেন না ; অন্ন বস্ত্র দেয়, এমন কেহ ছিল না ; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না। যাঁহারা, দয়া করিয়া, অন্ন বস্ত্র দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাটীতে রাখালের কর্ম্ম, কৃষকের কর্ম্ম, সইসের কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ, রাজপুত্র হইয়া, কেহ কখনও এমন দুরবস্থায় পড়ে না। কিন্তু, ইচ্ছা ও যত্ন ছিল বলিয়া, তিনি কেমন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন।

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে লেখা পড়া হয় না ; অথবা, যাহারা, দুঃখে পড়িয়া, লেখা পড়া ছাড়িয়া দেয় ; তাহাদের পক্ষে, মন দিয়া, জেংকিন্সের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক।

উইলিয়ম গিফোর্ড

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডিবনশায়র প্রদেশে, অশবর্টন নামে এক নগর আছে। তথায় গিফোর্ডের জন্ম হয়। গিফোর্ডের পিতা সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন লোক ছিলেন ; কিন্তু, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতা দ্বারা, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়স না হইতেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে, গিফোর্ডের তের বৎসর মাত্র বয়স। তিনি অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। তাঁহার পিতা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রতিপালনের কোনও উপায় ছিল না ; এবং এমন কোনও আত্মীরও ছিলেন না যে, তাঁহার প্রতিপালনের ভার লয়েন।

কারলাইল নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদের আত্মীয় ছিলেন। তিনি গিফোর্ডকে কহিলেন, আমি তোমার জননীকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিলাম, তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া যান নাই। তিনি, এই ছল করিয়া, অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সমুদয় লইলেন, এবং গিফোর্ডকে আপন বাটীতে লইয়া রাখিলেন। গিফোর্ড, ইতঃপূর্ব্বে, কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন ; এক্ষণে, কারলাইল, তাঁহাকে অধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু, আর খরচ যোগাইতে পারা

যায় না বলিয়া তিন চারি মাসের মধ্যেই, তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন।

কারলাইল, এই রূপে গিফোর্ডকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া, কৃষি-কর্ম্মে নিযুক্ত করা স্থির করিলেন। কিন্তু, পূর্ব্বে তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আঘাত লাগিয়াছিল, লাঙ্গলচালন প্রভৃতি উৎকট পরিশ্রমের কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই নিমিত্ত, কারলাইল কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করার পরামর্শ পরিত্যাগ করিলেন। পরে, তিনি তাঁহাকে এক ব্যক্তির নিকটে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যক্তি অতি দূর দেশান্তরে বাণিজ্য করিতেন। ইনি গিফোর্ডকে নিযুক্ত করিলে, ইঁহার বাণিজ্য স্থানে গিয়া, তাঁহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু, ঐ ব্যক্তি, গিফোর্ডকে নিতান্ত বালক দেখিয়া, কারলাইলের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

তৎপরে, কারলাইল তাঁহাকে ব্রিক্‌সহম বন্দরের এক জাহাজে, নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গিফোর্ড কহিয়াছেন, আমি, জাহাজে নিযুক্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছিলাম; কিন্তু, আমি যে লেখা পড়া করিতে পাইতাম না, সেই ক্লেশ সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক বোধ হইয়াছিল। কারলাইল, গিফোর্ডকে জাহাজে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এক বারও তাঁহার সংবাদ লইতেন না।

ব্রিক্‌সহমের জেলের মেয়েরা, সপ্তাহে দুই বার, অশবর্টনে মৎস্যবিক্রয় করিতে যাইত। তাহারা, গিফোর্ডের ক্লেশ দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া, অশবর্টনে সকলের কাছে গল্প করিত। ঐ সকল গল্প শুনিয়া, গিফোর্ডের অন্য অন্য আত্মীয়েরা কারলাইলের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন কারলাইল, তাঁহাকে আনিয়া, পুনরায়, এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিলেন।

গিফোর্ড লেখা পড়ায় বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন; এক্ষণে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, নিরতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি কহিয়াছেন, আমি, অল্প দিনের মধ্যেই, এত শিখিয়া ফেলিলাম যে, বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলাম, এবং, আবশ্যক মতে, মধ্যে মধ্যে, শিক্ষকের সহকারিতা করিতে লাগিলাম। যখন যখন সহকারিতা করিতাম, শিক্ষক মহাশয় আমাকে কিছু কিছু দিতেন। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, রীতিমত ইঁহার সহকারী নিযুক্ত হইব; এবং, অবকাশকালে অন্য অন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব।

এই দ্বিবিধ কর্ম্ম করিয়া, যাহা পাইব, তাহা দ্বারা, অনায়াসে, খাওয়া, পরা, ও লেখা পড়ার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আর, আমার প্রথম শিক্ষক বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি যে অধিক দিন বাঁচিবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল না। আমি মনে মনে আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় পদে নিযুক্ত হইতে পারিব। এই সময়ে, আমার বয়স পনর বৎসর মাত্র।

আমি কারলাইলকে এই সকল কথা জানাইলাম। কারলাইল শুনিয়া, অতিশয় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, তুমি যথেষ্ট শিখিয়াছ ; যত শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা, তোমার শিক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। আমার যাহা কর্ত্তব্য, করিয়াছি ; এক্ষনে, তোমায় এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। তথায় থাকিয়া, মনোযোগ দিয়া, কাজ শিখিলে, উত্তর কালে, অনায়াসে, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আমি শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। এরূপ জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে আমার কোনও মতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু, তৎকালে, সাহস করিয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতে পারিলাম না। অনন্তর, ছয় বৎসরের নিমিত্ত, এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই জঘন্য ব্যবসায়ের উপর আমার অতিশয় ঘৃণা ছিল ; সুতরাং, শিখিবার নিমিত্ত, যত্ন ও প্রবৃত্তি হইত না ; এবং, ভাল করিয়া, শিখিতেও পারিতাম না। প্রথম শিক্ষকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব, এই যে আশা করিয়াছিলাম, এখনও আমার সে আশা যায় নাই। এজন্য, কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, লেখা পড়া করিতাম ; কিন্তু, দুর্ভাগ্য ক্রমে, প্রায় অবসর পাইতাম না। আমায়, অবসর কালে, পড়িতে দেখিলে, প্রভু অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, এবং, যাহাতে অবসর না পাই, এরূপ চেষ্টা করিতেন। কি অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ করেন, আমি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। অবশেষে, অনুসন্ধান করিয়া, জানিতে পারিলাম, আমি, যে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায়, লেখা পড়ায় যত্ন করিতেছিলাম, তিনি, আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

এই সময়ে, এক স্ত্রীলোক, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় একখানি বীজগণিত পুস্তক দিয়াছিলেন। এই বীজগণিত ভিন্ন, আমার নিকটে, আর কোন পুস্তক ছিল না ; প্রথমে উপক্রমণিকা না পড়িলে, ঐ পুস্তক পড়িতে পারা যায় না।

কিন্তু আমার নিকটে বীজগণিতের উপক্রমণিকা ছিল না ; আর, ঐ পুস্তক কিনিতে পারি, এমন সঙ্গতিও ছিল না। আমার প্রভু আপন পুত্রকে একখানি উপক্রমণিকা কিনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি সাবধানে গোপন করিয়া রাখিতেন, আমায়, কোনও ক্রমে, ঐ পুস্তক দেখিতে দিতেন না। তিনি যে স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন, আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম ; সন্ধান পাইয়া, কয়েক দিন, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, পুস্তকখানি পড়িয়া লইলাম।

ঐ পুস্তক পড়িয়া, বীজগণিতপাঠে অধিকারী হইলাম, এবং যত্ন পূর্ব্বক, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম ; কিন্তু অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অংক কসিবার নিমিত্ত, কালি, কলম, ও কাগজ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু, ঐ সময়ে, আমার এক পয়সারও সঙ্গতি ছিল না ; এবং, এমন কোনও আত্মীয় ছিলেন না যে, কিছু দিয়া সাহায্য করেন ; সুতরাং, ঐ সমুদয়ের সংযোগ ঘটিয়া উঠিত না। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া, এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। চর্ম্মখণ্ডকে মসৃণ করিয়া কাগজ করিয়া লইতাম, এবং ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম। এই রূপে, মসৃণ চর্ম্মখণ্ডের উপর, অংক কসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু, ইহা অতিশয় গোপনে সম্পন্ন করিতে হইত ; কারণ, আমার প্রভু জানিতে পারিলে, নিঃসন্দেহে, বন্ধ করিয়া দিতেন ও তিরস্কার করিতেন।

এ পর্য্যন্ত, গিফোর্ড যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। অতঃপর তদীয় ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি শ্লোকরচনা করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারও শ্লোকরচনা করিতে ইচ্ছা হয়, এবং, অবিলম্বে, কতকগুলি শ্লোকের রচনা করেন। তিনি আপন সহচরদিগকে স্বরচিত শ্লোকগুলি শুনাইতেন। শুনিয়া, সকলে প্রশংসা করিতেন। কেহ কেহ কিছু পুরস্কার দিতেন। এক দিন, বিকাল বেলায়, তিনি চারি আনা পান। মধ্যে মধ্যে, তিনি, এই রূপে কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন। যাঁহার এক পয়সা পাইবারও উপায় ছিল না ; মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রাপ্তি, তাঁহার পক্ষে, ঐশ্বর্য্যলাভ বলিয়া জ্ঞান হইত। এ পর্য্যন্ত, কালি, কলম, কাগজ, ও পুস্তকের অভাবে, তাঁহার লেখা পড়ার অতিশয় ব্যাঘাত হইত ; এক্ষণে, আবশ্যক মত, কিছু কিছু কিনিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে, শ্লোকরচনা ও শ্লোকপাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ, প্রভুর ভয়ে অতি গোপনে, সম্পন্ন করিতে হইত।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, এই বিষয়, অধিক দিন গোপনে রহিল না ; ক্রমে তাঁহার প্রভুর কর্ণগোচর হইল। আমার কাজের ক্ষতি করিয়া, এই সকল করিয়া বেড়ায়, এই মনে করিয়া, তিনি তাঁহার রচিত শ্লোক সকল, এবং কাগজ, কলম, কালি, পুস্তক, সমস্ত কাড়িয়া লইলেন, এবং, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, এক বারে তাঁহার লেখা পড়া রহিত করিয়া দিলেন।

এই সময়েই, তাঁহার প্রথম শিক্ষকের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্থলে অন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। এ পর্য্যন্ত, তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইবার যে আশা করিয়াছিলেন, সে আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই দুই ঘটনা দ্বারা, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। তিনি, মনের দুঃখে, কাহারও নিকটে যাইতেন না, কর্ম্মের সময় কর্ম্ম মাত্র করিতেন, অবশিষ্ট সময়ে একাকী বিরস বদনে বসিয়া থাকিতেন। ফলতঃ, এই সময়ে তাঁহার মনোদুঃখের আর সীমা ছিল না।

গিফোর্ডের মনোদুঃখের বিষয়, কর্ণপরম্পরায়, কুক্স্লি নামক এক ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল। তিনি, গিফোর্ডের মনোদুঃখের কথা শুনিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। গিফোর্ডের মুখে, তদীয় অবস্থাসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, গিফোর্ডের দুঃখ দূর করিব, এবং উহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইব। তদনুসারে তিনি, স্বীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন।

যে নিয়মে গিফোর্ড পূর্ব্বোক্ত পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত হন, তদনুসারে তাঁহাকে, আরও কিছু দিন, তথায় থাকিতে হইত। কুক্স্লি, তাহাকে ষাটি টাকা দিয়া গিফোর্ডকে ছাড়াইয়া আনিলেন, অধ্যয়নের নিমিত্ত, এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, গিফোর্ডের বয়স কুড়ি বৎসর। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে গিফোর্ডের অতিশয় যত্ন ছিল। কেবল সুযোগ ঘটে নাই বলিয়া, এ পর্য্যন্ত তিনি উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এক্ষণে, দয়াশীল কুক্স্লি ও তদীয় আত্মীয়বর্গের অনুগ্রহে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, লেখা পড়া বিষয়ে, তিনি এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অনুগ্রাহকবর্গ, দেখিয়া শুনিয়া,

নিরতিশয় প্রীত হইলেন।

এই রূপে, আন্তরিক যত্ন সহকারে, দুই বৎসর দুই মাস অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হইলেন। কুক্‌স্লি তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, গিফোর্ড, অনায়াসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র পাইতে পারিবেন; এজন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যত দিন গিফোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পান, তত দিন, সমুদয় ব্যয় দিয়া, তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইবেন। কুক্‌স্লির নিতান্ত অভিলাষ, গিফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র পান; কারণ তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্বান বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।

গিফোর্ড, বিশিষ্টরূপ বিদ্যালাভের নিমিত্ত, যেমন ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে, তেমনই সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। তিনি, কুক্‌স্লির অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই গিফোর্ডের প্রশংসাপত্র পাইবার পূর্বেই কুক্‌স্লির মৃত্যু হইল। কিছু দিন পরে, গিফোর্ড প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। কুক্‌স্লি এই সময়ে জীবিত থাকিলে, তাঁহার আহলাদের ও সুখের সীমা থাকিত না।

কুক্‌স্লি গিফোর্ডের প্রতি যেরূপ দয়া ও স্নেহ করিতেন, এবং, তাঁহার ভাল করিবার নিমিত্ত, যেরূপ যত্নবান ছিলেন, অন্য ব্যক্তির সেরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, কুক্‌স্লির মৃত্যু, গিফোর্ডের পক্ষে, বজ্রাঘাতের তুল্য হইল। কিন্তু কুক্‌স্লির মৃত্যু হওয়াতে, গিফোর্ড নিতান্ত নিঃসহায় হইলেন না। গ্রাসবিনর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহায় হইলেন। গিফোর্ডের ভাল করিবার বিষয়ে, ইঁহার, কুক্‌স্লি অপেক্ষা, অধিক ক্ষমতা ছিল। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহায়তাতে, গিফোর্ডের ভাল হইতে লাগিল। তিনি, ক্রমে ক্রমে, পণ্ডিতসমাজে গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইলেন, এবং, বিদ্যার বলে, ও পরিশ্রমের গুণে, বিলক্ষণ ধনোপার্জ্জন করিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে, বিদ্যা, খ্যাতি, সুখ, সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, গিফোর্ড, একাত্তর বৎসর বয়সে, তনুত্যাগ করেন। তিনি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিস্মৃত হন নাই যে, কেবল কুক্‌স্লির দয়া ও স্নেহই তাঁহার বিদ্যা, সুখ, সম্পত্তি, সমুদয়ের

মূল। এই নিমিত্ত, মৃত্যুকালে, তিনি আপন সমস্ত সম্পত্তি সেই পরম দয়ালু মহাত্মার পুত্রকে দান করিয়া যান। কৃতজ্ঞতার ঈদৃশ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

অতি অল্প বয়সে, গিফোর্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। সহায়, সম্পত্তি, কিছুই ছিল না। তিনি বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, কত কষ্ট পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল অবধি, ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কারলাইল সে বিষয়ে অনুকূল না হইয়া, বরং পূর্ব্বাপর প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে, তিনি তাঁহাকে পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। তথায় তাঁহার দুরবস্থার সীমা ছিল না। বাস্তবিক, তিনি, কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, যৎপরোনাস্তি ক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, তাঁহার পূর্ব্বাপর সমান অনুরাগ ছিল। ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার যে আন্তরিক যত্ন ছিল, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে, তাঁহার সে যত্নের অণুমাত্র ন্যূনতা হয় না। এই আন্তরিক যত্নের গুণেই, তিনি বিদ্যালাভ, খ্যাতিলাভ; ও সম্পত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা যথার্থ বটে, কুক্‌স্লি তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন, এবং সেই আনুকূল্য না পাইলে তিনি কখনও এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না; কিন্তু, তাঁহার আন্তরিক যত্নই কুক্‌স্লির আনুকূল্যের মূল। লেখাপড়া বিষয়ে তাদৃশ আন্তরিক যত্ন না দেখিলে, কুক্‌স্লি কখনই তাঁহার প্রতি সেরূপ দয়াপ্রকাশ ও স্নেহপ্রদর্শন করিতেন না। অতএব, দেখ, আন্তরিক যত্ন থাকিলে বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই লব্ধ হইতে পারে; অবস্থার বৈগুণ্য কদাচ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

উইঙ্কিলমন

প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী ষ্টেণ্ডল নগরে, উইঙ্কিলমনের জন্ম হয়। ইনি অতি দুঃখীর সন্তান। ইঁহার পিতা, চর্ম্মপাদুকার গঠন ও বিক্রয় দ্বারা, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। উইঙ্কিলমনকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় অভিলাষ ও যত্ন ছিল। এজন্য কষ্টস্বীকার করিয়াও, তিনি তাঁহাকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু, অল্প দিনের

মধ্যেই, উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে হাঁস্পাতালে গিয়া থাকিতে হইল। সুতরাং, পুত্রের লেখা পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে পারা দূরে থাকুক, সংসার চলাই ভার হইয়া উঠিল।

অতঃপর, উইংকলমন কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে পিতার চলা ভার। বিদ্যাভ্যাসে বিসর্জ্জন দিয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখা, তাঁহার পক্ষে, নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার একান্ত অভিলাষ, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন। সুতরাং, তিনি কোনও মতে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি সুশীল, পরিশ্রমী, ও লেখা পড়ায় অতিশয় যত্নবান ছিলেন ; এজন্য, তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এই সময়ে, তাঁহারা, দয়া করিয়া, কিছু কিছু আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। আর, তিনি নিজেও, অল্পপাঠী বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন।

এই রূপে, যে আয় হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা পিতার ও নিজের সমুদয় ব্যয়ের নির্বাহ হইয়া উঠা কঠিন। সুতরাং, আর কিছু আয় না হইলে চলে না। কিন্তু, তিনি আর কোনও আয়ের সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাত্রিতে, পথে পথে গান করিয়া, ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল, এবং, দিনের বেলায় বিদ্যালয়ে থাকিয়া নির্বিঘ্নে পড়া শুনাও চলিতে লাগিল। এইরূপে, অধ্যাপদিগের আনুকূল্য পাইয়া, স্বয়ং কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া, আপনার ও পিতার ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বিদ্যালয়ের বালকের পক্ষে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না।

দেখ, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, উইংকলমনের কেমন যত্ন ছিল। কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তথাপি লেখা পড়া ছাড়েন নাই। প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, পরিশেষে, তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

উইলিয়ম পষ্টেলস

ফ্রান্সের অন্তঃপাতী নর্ম্মাণ্ডি প্রদেশে, ডলোরি নামে এক গ্রাম আছে। পষ্টেলস সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একে অতি দুঃখীর সন্তান, তাহাতে আবার, নিতান্ত শৈশব অবস্থায়, পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং ইহার প্রতিপালনের, অথবা লেখাপড়া শিখিবার, কোনও উপায় ছিল না। যাহা হউক, সুযোগ মতে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, ইনি লেখা পড়ায় এমন অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিছুই থাকিত না; তিনি, আহারের সময়, আহার করিতে ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু, দুঃখীর সন্তান বলিয়া, ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা হয় না। পারিস নগরে গেলে, লেখাপড়ার সুবিধা হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, তিনি পারিস যাত্রা করিলেন।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, পথে দস্যুদলে আক্রমণ করিল; সঙ্গে যহা কিছু ছিল, সমুদয় কাড়িয়া লইল; এবং অতিশয় প্রহার করিল। শরীরে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহাকে, এক হাঁস্পাতালে গিয়া, কিছু কাল থাকিতে হইল। তিনি, তথায় দুই বৎসর থাকিয়া, সুস্থ হইলেন, এবং সুস্থ হইয়া, পুনরায় পারিস যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু, কি খাইয়া, কি পরিয়া, পারিস যাইবেন, তাহার কোনও সংস্থান ছিল না। সেই সময়ে, ক্ষেত্রের শস্য পাকিয়া উঠিয়াছিল। শস্য কাটিবার নিমিত্ত, অনেকের ঠিকা লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা দেখিয়া, তিনি ঐ ঠিকা কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; এবং কয়েক দিন কর্ম্ম করিয়া, পাথেয়ের সংস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রের সংগ্রহ পূর্ব্বক, পারিস যাত্রা করিলেন। পারিসে উপস্থিত হইয়া, তিনি লেখা পড়া শিখিবার ভাল সুযোগ করিতে পারিলেন না; পরিশেষে, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পরিচারক নিযুক্ত হইলেন। এখানে থাকিলে, লেখা পড়ার অনেক সুবিধা হইবেক, এই ভাবিয়া তিনি ঐ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত উৎসুক ছিলেন যে ঐ নীচ কর্ম্ম পাইয়াও, সৌভাগ্যজ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে অবসর পাওয়া দুর্ঘট; অত্যল্প মাত্র যে অবসর পাইতেন, তাহাতেই তিনি কিছু কিছু শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার এমনই গুণ যে, এই ব্যক্তি, ক্রমে

ক্রমে, এক জন অতি প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যার বিষয় ফ্রান্সের অধিপতি প্রথম ফ্রান্সিসের গোচর হইলে, তিনি তাঁহাকে আরবী, পারসী প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহের ভার দিয়া, লিবাণ্ট প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পষ্টেলস সে বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা ও নৈপুণ্যপ্রদর্শন করাতে, প্রধান রাজমন্ত্রী তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি, লিবাণ্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ঐ রাজমন্ত্রীর অনুগ্রহে, এক অতি প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন।

এড্রিয়ন

হলণ্ডের অন্তঃপাতী উইট্রিক্ট নগরে এড্রিয়নের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; নৌকানির্ম্মাণের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, পুত্রকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কিন্তু, লেখা পড়ার ব্যয়নির্বাহ করেন, এমন সংস্থান ছিল না। লুবেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কতকগুলি বালককে বিনা ব্যয়ে, শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল; সুযোগ করিয়া, তিনি এড্রিয়নকে তথায় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই স্থলে অধ্যয়নকালে, এড্রিয়নের রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িবার সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু, লেখা পড়ায় অতিশয় অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি আলস্যে কালহরণ করিতেন না। গিরজার দ্বারে, ও পথের ধারে, সমস্ত রাত্রি, আলো জ্বলিত। তিনি, পুস্তক লইয়া, তথায় গিয়া, সেই আলোকে পাঠ করিতেন। এড্রিয়ন, এইরূপ কষ্টে থাকিয়াও, কেবল আন্তরিক যত্নের গুণে, অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন, এবং, পাদরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। উত্তরোত্তর, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলিয়া, সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, স্পেনের রাজকুমারের শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং, সেই রাজকুমার সম্রাট হইলে পর, তাঁহার সহায়তায়, পরিশেষে পোপের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কি অনির্বচনীয় গুণ! দেখ, যে ব্যক্তি অতি দুঃখীর সন্তান; যাঁহার, রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া, পড়িবার সঙ্গতি ছিল না; সেই ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্ন ছিল বলিয়া, কেমন আসাধারণ

বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অসাধারণ বিদ্যার বলে, কেমন উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

প্রিডো

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী করনওয়াল প্রদেশে, পডষ্টো নামে এক নগর আছে। ঐ নগরে প্রিডোর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, ইঁহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কোনও বিদ্যালয়ে রাখিয়া, সামান্যরূপ কিছু শিখানও, তাঁহার পক্ষে, দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু প্রিডোর লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন ছিল। বাটীতে থাকিয়া, লেখা পড়া শিখিবার কোনও সুযোগ না হওয়াতে, তিনি অক্সফোর্ড নগরে গমন করিলেন; তথায়, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অবশেষে, এক বিদ্যালয়ে পাচকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

ঈদৃশ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় এই যে, ঐ কর্ম্মের বেতন দ্বারা, বাসাখরচ চলিয়া যাইবেক। তিনি, এই রূপে, বাসাখরচের সংস্থান করিলেন, এবং কর্ম্ম করিয়া, যখন অবসর পাইতেন, সেই সময়ে, কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে, এই রূপে, অধ্যয়ন করিয়া, সুযোগমতে, অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই, তিনি এক গ্রন্থ লিখিলেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে, তাঁহার উপর রাজমন্ত্রীদিগের অনুগ্রহদৃষ্টি হইল। তাঁহাদের সহায়তায়, পরিশেষে, তিনি ওয়ারসেষ্টরের বিশপের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

ডাক্তার এডাম

স্কট্‌লণ্ডের অধঃপাতী মোরে নামক প্রদেশে, রেফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে এডামের জন্ম হয়। এই ব্যক্তি অতি দুঃখীর সন্তান। কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল। যৎকালে, তিনি এডিনবরায় অধ্যয়ন করিতে যান, তখন তাঁহার অতিশয় দুঃখের দশা। তিনি,

অল্প ভাড়ায়, একটি ছোট ঘর লইয়া, তাহাতেই অতি কষ্টে থাকিতেন ; নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত, আহারেরও অতিশয় ক্লেশ পাইতেন ; প্রায়ই, কাঁচা ময়দা গুলিয়া খাইয়া, প্রাণধারণ করিতেন ; তৈলের অভাবে, রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে পাইতেন না ; সন্ধ্যার পর, সহাধ্যায়ীদিগের আলয়ে গিয়া, পাঠ করিতেন। স্কট্লণ্ডে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ; রাত্রিতে, পাথরিয়া কয়লায় অগ্নি জ্বালিয়া, সেই অগ্নির উত্তাপে শীতনিবারণ করিতে হয়। কিন্তু, এডামের কয়লা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। অসহ্য শীতবোধ হইলে, তিনি, কিয়ৎক্ষণ, বেগে দৌড়িয়া বেড়াইতেন ; তাহাতে, শরীর গরম হইয়া, আপাততঃ, শীতনিবারণ হইত। এত কষ্ট পাইয়াও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখা পড়ায় যত্নের ত্রুটি করেন নাই ; এবং, সেই যত্নের গুণে নানা বিদ্যায় পারদর্শী ও পরিশেষে এডিনবরার প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

লমনসফ

রুশিয়ার অন্তঃপাতী আর্কেঞ্জল প্রদেশে, কোলমগর নামে এক নগর আছে। এই নগরে লমনসফের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন ; সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতেন। লমনসফ, কয়েক বার, পিতার সঙ্গে, শ্বেত ও উত্তর সাগরে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলেন। তিনি, উত্তর-কালে পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, লেখা পড়া বিষয়ে, তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। লেখা পড়া বিষয়ে, তাদৃশ অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

শীতকালে মৎস্য ধরিতে যাইতে হইত না। লমনসফ, সেই সময়ে, নিশ্চিন্ত হইয়া, আন্তরিক যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। এক পাদরি, অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, পাটীগণিত, গীতাবলী, এই তিন খানি পুস্তক ছিল। তিনি অজস্র পাঠ করিয়া, ঐ তিনখানি পুস্তক আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

উক্ত তিন পুস্তকের পাঠ দ্বারা, বিদ্যার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়া, লেখা পড়া বিষয়ে, তাঁহার অতিশয় যত্ন ও ইচ্ছা হইল। তখন তিনি মস্কো নগরে গমন

করিলেন ; এবং, তথাকার এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই এত শিক্ষা করিলেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার উপর অনেকের অনুগ্রহ হইল। সেই অনুগ্রহের বলে, নানা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বহুবিধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমতঃ, তিনি, এক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন ; পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দেখ ! লমনসফ ও তাঁহার পিতা, উভয়ের কত অন্তর। লমনসফের পিতা, মৎস্য ধরিয়া ও মৎস্য বিক্রয় করিয়া, জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু, লমনসফ নানা বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অধ্যাপক, ও রাজমন্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন ও আন্তরিক অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি এরূপ হইতে পারিয়াছিলেন ; নতুবা, তাঁহাকেও, নিঃসন্দেহ, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, জীবন কাটাইতে হইত।

মেডক্স

এই ব্যক্তি লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা অতি দুঃখীর সন্তান ; অল্প বয়সেই, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে, এই অভিপ্রায়ে এক রুটিওয়ালার দোকানে নিযুক্ত করিয়া দেন যে, তথায় থাকিয়া কর্ম্ম শিখিয়া, উত্তরকালে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন ছিল। পুস্তক পাইলে, তিনি, সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া পড়িতে বসিতেন। সুতরাং, তাঁহাকে রাখিয়া রুটিওয়ালার তাদৃশ উপকারবোধ হইত না। তাঁহাকে পড়িতে দেখিলে, সে অতিশয় বিরক্ত হইত।

ফলতঃ, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া উঠিল। অবাধে মনের সাধে পড়িতে পাইতেন না, এজন্য, মেডক্স মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইতেন ; আর, তিনি, কর্ম্মের সময় কর্ম্ম না করিয়া, পড়িতে বসিতেন ; এজন্য, রুটিওয়ালা তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইত। পরিশেষে, রুটিওয়ালা তাঁহাকে দোকান হইতে তাড়াইয়া দিল। মেডক্সের আত্মীয়েরা, লেখা পড়া বিষয়ে, তাঁহার অসাধারণ যত্ন দেখিয়া, তাঁহাকে স্কটলণ্ডে পাঠাইলেন ; এবং, এই অভিপ্রায়ে

অবর্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন যে, যাহাতে, উত্তরকালে, পাদরির কর্ম্ম করিতে পারেন, তদুপযুক্ত বিদ্যাভ্যাস করিবেন।

তথায় তিনি, কিছু দিন, উত্তম রূপে, অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়া, ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন; এবং লণ্ডনের বিশপ গিবনসের সহায়তায়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন। এইরূপে, অভিলাষানুরূপ বিদ্যালাভ করিয়া, মেডক্স পাদরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। উত্তরোত্তর, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে, তিনি বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

দেখ! লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কত গুন! যে ব্যক্তি রুটিওয়ালার দোকানে থাকিয়া, কর্ম্ম শিখিয়া, উত্তরকালে, ঐ ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিবেন বলিয়া, স্থির হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি, আন্তরিক যত্ন সহকারে, উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া, পরিশেষে বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

লঙ্গোমণ্টেনস

এই ব্যক্তি, ডেনমার্কের অন্তঃপাতী লঙ্গসবর্গ গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা, প্রতিদিন জন খাটিয়া, সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন; সুতরাং, পুত্রদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার ক্ষমতা ছিল না। লঙ্গোমণ্টেনসের আট বৎসর বয়সের সময়, পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং, তিনি নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

লঙ্গোমণ্টেনসের আর কয়টি সহোদর ছিল। তাহারা লেখা পড়া শিখিতে পায় নাই। এক্ষণে, তাঁহাকে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া করিতে দেখিয়া, তাহাদের অতিশয় ঈর্য্যা জন্মিল। আমরা লেখা পড়া শিখিতে পাইলাম না, ও কেন শিখিবেক, এই হিংসাতে, তাহারা তাঁহার উপর এত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল যে, তিনি বিরক্ত হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, ফিনলণ্ড প্রদেশের অন্তঃপাতী উইবর্গ নগরে গমন করিলেন।

কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত,

তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি, এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লেখা পড়ার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোনও সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। অন্ততঃ, খাওয়া, পরা, ও পুস্তকক্রয়ের সংস্থান না হইলে, লেখা পড়া চলিতে পারে না। অনেক চেষ্টা দেখিয়াও, তিনি এ সমুদয়ের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; অবশেষে, অনেক ভাবিয়া, এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি, দিবাভাগে, তথায় থাকিয়া, অধ্যয়ণ করিতেন ; রাত্রিতে, অন্য স্থানে কর্ম্ম করিয়া, কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন ; তাহাতেই কষ্টে আহারাদি সম্পন্ন হইত।

ক্রমাগত এগার বৎসর, এইরূপ কষ্ট পাইয়া, উইবর্গে থাকিয়া, তিনি, আন্তরিক যত্ন সহকারে, বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, এবং, ডেনমার্কের রাজধানী কোপনহেগন নগরে, যে বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল, তথায় গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তিনি, মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ঐ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তিনি নানা বিষয়ে, গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন।

দেখ! যে ব্যক্তির পিতা, প্রতিদিন জন খাটিয়া, কষ্টে সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন, সেই ব্যক্তি, যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াও, আন্তরিক যত্নের গুণে, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

রেমস

ফ্রান্সের অন্তর্বর্ত্তী পিকার্ডি প্রদেশে, রেমসের জন্ম হয়। রেমসের পিতা যার পর নাই দুঃখী ছিলেন। রেমস, বাল্যকালে, মেষচারণকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিনেই, রাখালি কর্ম্মে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল, এবং, বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত, একান্ত অভিলাষ হইল। এখানে থাকিলে, রাখালিও ঘুচিবেক না, এবং লেখা পড়াও শিখিতে পাইব না ; এই ভাবিয়া, তিনি পিতার আলয় হইতে পলায়ন করিয়া, পারিস রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র।

পারিসে উপস্থিত হইয়া, রেমস, প্রথমতঃ কিছু দিন, বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তিনি, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন

যে, অন্য কোনও সুযোগ করিতে না পারিয়া, অবশেষে, নেবারের বিদ্যালয়ে, পরিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন ; দিবসে যে অবসর পাইতেন তাহাতে, এবং রাত্রিতে, সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ শিক্ষা করিলেন। এ পর্য্যন্ত, তিনি শিক্ষা বিষয়ে প্রায় কাহারও সাহায্য পান নাই।

পরিশেষে, তিন বৎসর ছয় মাস, রীতিমত, উপদেশ পাইয়া, এবং, স্বয়ং প্রাণপণে যত্ন ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, তিনি এক জন অদ্বিতীয় বিদ্বান হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ, তিনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন, এবং, ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে, নূতন মত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, লেখা পড়া বিষয়ে আন্তরিক ইচ্ছা, ও আন্তরিক যত্ন না থাকিলে, তিনি কখনই এরূপ হইতে পারিতেন না।

———

জীবনচরিত

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

জীবনচরিতপাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ, কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র্যনিবন্ধন অশেষ ক্লেষ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই, তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, আনুষঙ্গিক তত্তদ্দেশের তত্তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়। যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থ লাভ সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষা কার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ইঙ্গরেজি ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে, এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ, তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস্, লিনিয়স, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।

ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গলা ভাষায় অসঙ্গতি আছে ; ঐ অসঙ্গতি পূরণার্থে কোন কোন স্থানে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ও স্থল বিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য পর্য্যালোচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে ; পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থে

পুস্তকের শেষে তাহাদিগের অর্থ ও ব্যুৎপত্তিক্রম প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সংকলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে আমি অপরিতৃপ্ত রহিলাম।

বাঙ্গলায় ইঙ্গরেজির অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম ; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনা প্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত ; এই নিমিত্ত, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান্ হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থ প্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার আশয়ে অনেক স্থানে অবিকল অনুবাদ করি নাই ; তথাপি এই অনুবাদে ঐ সকল দোষের ভূয়সী সম্ভাবনা আছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে এই অনুবাদ বিদ্যার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না।

পরিশেষে, অবশ্যকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অন্যথা ভাবে অধর্ম্ম জানিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালংকার শ্রীযুত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ বন্ধু এ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২৭এ ভাদ্র। শকাব্দঃ ১৭৭১।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল জীবনচরিত প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয় আমার এমন আশা ছিল না, ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছয় মাসের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয়। সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয় কিন্তু গ্রাহকবর্গের আগ্রহ নিবৃত্তি হয় নাই। সুতরাং অবিলম্বে পুনর্মুদ্রিত করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নানা হেতুবশতঃ আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিতকরণ স্থগিত রাখিয়াছিলাম।

বাঙ্গলা ভাষায় ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিলে প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় না এবং ভাষার রীতির ভূরি ভূরি ব্যতিক্রম ঘটে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলাম এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালংকারও আমার অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ ও অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল এবং স্থানে স্থানে ভাষার রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

প্রথম বারের মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হইলে যখন জীবনচরিত পুনর্মুদ্রিত করিবার কল্পনা হয়, আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিলেও ইহা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দোষ সমুদায় হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট। সুতরাং সংকল্প করিয়াছিলাম, আর কখন ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিব না এবং এই পুস্তকও পুনর্মুদ্রিত করিব না। এবং সেই নিমিত্ত বাঙ্গলায় এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সংকলন করিবার বাসনা ও উদ্যোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত দুই বৎসর কাল বিষয়ান্তরে একান্ত ব্যাপৃত হইয়া এমত অবকাশশূন্য হইয়াছি যে, সে বাসনা সম্পন্ন করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় সম্পন্ন করিতে পারিব এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু যাবৎ নূতন জীবনচরিত পুস্তক প্রস্তুত না হইতেছে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলে নিতান্ত অকিঞ্চৎকর হইবেক না, এই বিবেচনায় পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক স্থির হওয়াতে, দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কোন কোন অংশ এক বারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছি, এবং মূলগ্রন্থ বিশদ করিবার আশয়ে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ টীকাও লিখিয়া দিয়াছি ; ফলতঃ সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। তথাপি আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, জীবনচরিত প্রথম বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল দ্বিতীয় বারে তদপেক্ষায় অনেক অংশে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২০এ চৈত্র। শকাব্দাঃ ১৭৭৩।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

নিকলাস কোপর্নিকস

পূর্ব কালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল ; কিন্তু খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে, জোতির্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই। পূর্বকালীন পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত ; চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্র-মণ্ডল তাহার চতুর্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে ; তাহাদের দূরত্ব ও বেগের বিভিন্নতা প্রযুক্ত, দিবসে ও রজনীতে নভোমণ্ডলের বিচিত্র আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত বহু কাল পর্যন্ত প্রবল ও প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয় শাকপ্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্বে, এনাক্সিমেণ্ডর, পিথাগোরস প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণের মনে অনতিপরিস্ফুটরূপে এই উদয় হইয়াছিল যে, সূর্য অচল পদার্থ ; পৃথিবী একটি গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ যথানিয়মে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাঁহারা সাহস পূর্বক আপনাদের এই বিশুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালপ্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিসংবাদিতা প্রযুক্ত, সর্বসাধারণ লোকে যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।

চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিদেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে (১) তত্রত্য যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা অরিস্টটল, টলেমি ও অপরাপর প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের অনুমোদিত প্রণালী অপেক্ষা বিশুদ্ধ ছিল না। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন ছিল, সূর্য ও গ্রহমণ্ডল ভূমণ্ডের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। যাহা হউক; পরিশেষে, এনাক্সিমেণ্ডর ও পিথাগোরসের বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল।

---

(১) পূর্বকালে ইয়ুরোপের মধ্যে গ্রীকদেশে ও রোমরাজ্যে বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল। পরে রোমরাজ্যের উচ্ছেদ হইলে, ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনের লোপ হইয়া যায়। অনন্তর, এই সময়ে ইটালিদেশে পুনর্বার বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়।

যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস। তিনি ১৪১৭ খৃঃ অব্দে, ফেব্রুয়ারির ঊনবিংশ দিবসে, বিষ্টুলানদীর তীরবর্তী থরননগরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে প্রুসিয়ার রাজার অধিকারের অন্তর্গত। জর্মনির অন্তঃপাতী ওয়েষ্টফেলিয়াপ্রদেশ কোপর্নিকসের পিতার জন্মভূমি। তিনি থরননগরে চিকিৎসকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তৎপরে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে, কোপর্নিকসের জন্ম হয়।

কোপর্নিকস বাল্যকালে ক্রাকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু গণিত, পরিপ্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম এই কয়েক বিদ্যায় স্বভাবতঃ অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। শৈশবকালেই জ্যোতিষবিষয়ে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তিলাভার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, তিনি ইটালির অন্তর্বর্তী বলগন্না নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। সকলে অনুমান করেন, তাঁহার অধ্যাপক ডোমিনিক মেরিয়া পৃথিবীর মেরুদণ্ডপরিবর্তবিষয়ে যে আবিষ্ক্রিয়া করেন, তদ্দ্বারাই তৎকালপ্রচলিত জ্যোতির্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। অনন্তর, বলগন্না হইতে রোমনগরী প্রস্থান করিয়া, তিনি তথায় কিয়ৎ দিবস সুচারু রূপে গণিতশাস্ত্রের শিক্ষকতাকার্য সম্পাদন করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, কোপর্নিকস স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতুল অর্মিলণ্ডের বিশপ অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি তাঁহাকে ফ্রায়নবর্গের প্রধান দেবালয়ের যাজকপদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে থরননগরের লোকেরাও তাহাকে আপনাদের এক দেবালয়ে দ্বিতীয় ধর্মাধ্যক্ষের পদে নিরূপিত করেন। এক্ষণে তিনি এই সঙ্কল্প করিলেন, দেবালয়সংক্রান্ত কর্ম, বিনা বেতনে দরিদ্র লোকের চিকিৎসা, অভিলষিত বিদ্যার অনুশীলন এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া জীবনক্ষেপণ করিব। প্রধান দেবালয়ের অদূরবর্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর ফ্রায়নবর্গের যাজকদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত বাসস্থান নিয়োজিত ছিল, তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহনক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। কোপর্নিকস তাহার অন্যতম স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

অনুমান হয়, ১৫০৭ খৃঃ অব্দে, পিথাগোরাসের মত অভ্রান্ত বলিয়া

কোপর্নিকসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু তৎকালীন লোকের যেরূপ সংস্কার ছিল, উক্ত মত তাহার নিতান্ত বিপরীত। এ নিমিত্ত, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই মতের অবলম্বন অথবা প্রচার বিষয়ে সাবধান হইতে হইবেক। তৎকালে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই। তদ্ভিন্ন, গণিতবিদ্যাসংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল, তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অকর্মণ্য! কোপর্নিকস পর্যবেক্ষণ-সাধননিমিত্ত যে দুইটি যন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দেবদারুকাষ্ঠে অতি সামান্য রূপে নির্মিত ও পরিমাণচিহ্নস্থলে সীমারেখায় অংকিত। এই মাত্র উপকরণ সম্পন্ন হইয়া, স্বাবলম্বিত মত প্রমাণসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সে সমস্ত গবেষণা আবশ্যক, কয়েক বৎসর তিনি তৎসম্পাদনবিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে, ১৫৩০ খৃঃ অব্দে, তিনি এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে এই নূতন প্রণালী বিশিষ্ট রূপে ব্যাখাত হইল।

অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতরজ্ঞানালোকসম্পন্ন বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি পূর্বাবধি কোপর্নিকসের মত অবগত ছিলেন; এক্ষণে, তাঁহার সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদশন পূর্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন। এতদ্ভিন্ন সমুদায় লোক ও ধর্মোপদেশগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মিবার বিষয় কি। পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিলেন; সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ, তাঁহারা কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, তত্ত্বনির্ণয়ছিলেন, তত্ত্বনির্ণয়নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল, নির্মল-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা। এই মত পূর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা প্রমাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, বহুকালাবধি প্রচলিত

হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহার সহিতও অবিরুদ্ধ, বিশেষতঃ তৎকালীন ইয়ুরোপীয় লোকেরা বোধ করিতেন, বায়বলেরও স্থানে স্থানে উহার পোষকতা আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, কোপর্নিকস সেই অনেক বৎসরের আয়াস-সম্পাদিত গ্রন্থ সহসা প্রচার করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে, রেটিকস নামে তাঁহার এক বান্ধব, সংক্ষেপে তদীয় গ্রন্থের মর্ম-সঙ্কলন পূর্বক, সাহস করিয়া, ১৫৪০ খৃঃ অব্দে এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন ; কিন্তু তাহাতে স্বীয় নাম নির্দেশ করিলেন না। ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, ঐ ব্যক্তিই পর বৎসর আপন নাম সমেত উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলেন। উভয় বারেই এই মত কোপর্নিকসের বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেই সময়ে ইরাস্মস রেনহোলড নামক এক পণ্ডিত এক খানি পুস্তক প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি, এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া, তৎপ্রবর্তককে দ্বিতীয় টলেমি বলিয়া নির্দেশ করেন। সর্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে, কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রান্তিপ্রবর্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া নির্দেশ করিলেই, তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়।

তখন কোপর্নিকস, আত্মীয়বর্গের প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া, আপন গ্রন্থ প্রচার করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, নরম্বর্গবাসী কতিপয় পণ্ডিতের অধ্যক্ষতায়, তন্নগরস্থ, যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; জীবিত থাকিয়া আপন গ্রন্থ প্রচারিত দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবামাত্র, তাঁহার বন্ধু রেটিকস একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। ঐ পুস্তক, তদীয় তনুত্যাগের কয়েক দণ্ডমাত্র পূর্বে, তাহা পহুঁছিল। সুতরাং তিনি, গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি, ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে, মে মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই রূপে, কোপার্নিকসের মত ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইল। কিন্তু গ্রন্থকর্তার মৃত্যু হইয়াছিল এই বলিয়াই হউক, কিংবা তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ সচরাচর সকলের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে সুতরাং তদ্দ্বারা সাধারণ লোকের বুদ্ধিব্যতিক্রম বা মতপরিবর্ত্তের সম্ভাবনা নাই এই বোধ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও

অনির্ণীত হেতু বশতই হউক, কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোক তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই।

গালিলিয় (১)

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, কোপর্নিকসের পরলোকযাত্রার চল্লিশ বৎসর পরে, ইয়ুরোপের অতিপ্রধান জোতির্বিদ টাইকো ব্রেহি, ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর, জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক, অনন্তর যে ইটালিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাহার যথোচিত পোষকতা করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবন্ধ হইতেছে।

ইটালির অন্তঃপাতী পিসা-নগরে, ১৫৬৪ খৃীঃ অব্দে, গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানি দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না। তিনি গালিলিয়কে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পাঠদ্দশাতেই, অরিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল; সুতরাং তদবধি তিনি তম্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে ১৫৮৯ খৃীঃ অব্দে, তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি, সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়ম সকল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সমবেত বহুসংখ্যক দর্শকসমক্ষে, তিনি তত্রব্য প্রধান দেবালয়ের উপরি ভাগে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে (২)। ইহাতে অরিস্টটলের মতাবলম্বীরা

---

(১) ইহার প্রকৃত নাম গালিলিয় গালিল, কিন্তু ইনি গালিলিয় বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(২) অজ্ঞ লোকেরা বোধ করিয়া থাকে, বস্তুর গুরুত্ব অর্থাৎ ভার আছে বলিয়া উহা ভূতলে পতিত হয়। আর যাহার গুরুত্ব যত অধিক তাহা তত শীঘ্র পতিত হয়। পূর্ব কালে অরিস্টটল প্রভৃতি অতি প্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত প্রাতপন্ন করিয়া গিয়াছিলেন; এবং আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদিগেরও এই মত। কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃতির নিয়মানুগত গত নহে।

তাহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে, দুই বৎসর পরে তাহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

এই রূপ পিসানগর হইতে অপসারিত হইয়া, গালিলিয় বিষয়কর্মশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি সুচারু রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইয়ুরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্বত্র লাটিন-ভাষাতেই উপদেশ দিতেন ; গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালিয় ভাষায় আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকালপ্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

জেন্সন নামক এক জন ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অবলোকন করিলে দূরবর্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় ঐ রূপ যন্ত্রের উদ্ভাবনবিষয়ে প্রস্তুতপ্রায় হইয়াছিলেন ; এক্ষণে, ১৬০৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শুনিবামাত্র, উহা কি কি উপাদানে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া, তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্মাণ করিলেন। এই রূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থ বিদ্যাসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক।

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া,

---

পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে, বস্তুর ভারের গৌরব ও লাঘব অগ্র পশ্চাৎ পতিত হইবার নিয়ামক নহে। তবে যে গুরু বস্তু শীঘ্র ও লঘু বস্তু বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, সে সকল বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নির্বাত স্থানে গুরু লঘু বস্তু, যুগপৎ পরিত্যক্ত হইলে, যুগপৎ ভূতলে পতিত হয়।

দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর ; সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয় ; ছায়াপথ সূক্ষ্মতারকাস্তবকমাত্র ; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিকচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত ; শুক্রগ্রহের, চন্দ্রের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধি আছে ; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোনও পদার্থ আছে। ঐ পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বোধ হয়, গালিলিয় বহুকালাবধি মনে করিতেন, নভস্তলস্থিত বস্তু সকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু কোনও কালে যে এই গূঢ় তত্ত্বের মর্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে, এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোনও রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খৃঃ অব্দে, যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, পিসাপ্রত্যাগমন পূর্বক, সমধিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন ; সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয় সকল ঐ নগরে প্রথম প্রচারিত হইল। কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গ্যালিলিয়কে তৎসমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন ; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি, তদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে ধর্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে রোমনগরীয় ধর্মসভার (১) সম্মুখে উপস্থিত হইতে

---

(১) ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদের পরীক্ষা ও দণ্ডবিধানার্থক সভা। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায় আছে, উহার নাম রোমান কাথলিক। ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী যে সকল দেশ এই সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী, তন্মধ্যে কোনও কোনও দেশে খৃষ্টীয় শাকের দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মাধিকরণ স্থাপিত হয়। ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বায়বলের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন অথবা প্রচার করিবেক এই ধর্মাধিকরণে তাহাদের পরীক্ষা দণ্ডবিধান হইবেক। তাহা হইলেই বায়বলবিদ্বেষী নাস্তিকদের উচ্ছেদ হইয়া যাইবেক।

হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা-শৃংখলে বন্ধ করিলেন, আর আমি এরূপ সংঘাতক মত কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারাবন্ধ করিয়াছিলেন; আর, টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

গালিলিয় ধর্মসভার অগ্রে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কয়েক বৎসর পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। পরিশেষে, তিনি কোপার্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্ট রূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া, তিন জনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপার্নিকসের মত রক্ষা করিতেছে; দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি ও আরিস্টটলের; তৃতীয় ব্যক্তি উভয়পক্ষপ্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এ রূপে বলাবল বিবেচনা করিতেছে যে, উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অনির্ণয়াত্মক বোধ হয়। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কোপার্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তির প্রবলতাবিষয়ে ভ্রান্তি হইবার বিষয় নাই।

তৎকালে গালিলিয়ের বয়ঃক্রম ছষট্টি বৎসর, তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, রোমনগরে গমন করিলেন। তিনি ধর্মাধ্যক্ষদিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন। কিন্তু, উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আরিস্টটলের মতাবলম্বীরা এক কালে চারি দিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে পিসার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সর্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদায় কার্ডিনল (১) মঙ্ক (২) ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলিয়ের গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার

---

(১) রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষকে পোপ কহে। পোপের নীচের পদের লোকদের পদবী কার্ডিনল। কার্ডিনলেরা পোপের মন্ত্রীস্বরূপ। পোপের মৃত্যু হইলে, কার্ডিনলেরা আপনাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ঐ সর্বপ্রধান পদে অধিরূঢ় করেন।

(২) খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্মকর্মে একান্ত

ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা, অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, রোমনগরে ধর্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিপোষক বন্ধু দ্বিতীয় কস্মো পরলোক যাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন; সুতরাং, এই সমস্ত অসম্ভাবিত বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোমনগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর, বিচারকর্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, তোমাকে আমাদের সম্মুখে হাঁটু পাড়িয়া ও বায়বল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদায় অস্বর্গ্য, অশ্রদ্ধেয় ধর্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয়, সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম করিলাম, এই ভাবিয়া মনোমধ্যে ঘৃণারোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে। বিচারকর্তারা, গালিলিয়ের নাস্তিক্যবুদ্ধির পুনঃসঞ্চার দেখিয়া, এই উৎকট দণ্ড বিধান করিলেন, তোমাকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হইবেক এবং তিন বৎসর প্রতিসপ্তাহে অনুতাপসূচক সপ্তস্তুতি পাঠ করিতে হইবেক। তাঁহার গ্রন্থ এক বারেই প্রতিষিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল।

এইরূপে গালিলিয়ের প্রতি কারাগারাধিবাসের আদেশ হইলে, কোনও কোনও বিচারকর্তারা বিবেচনা করিলেন, তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে কোনও

রত হয়, তাহাদিগের মঙ্ক কহে। মঙ্কেরা সচরাচর মঠে থাকেন। কতকগুলি মঙ্ক ভারতবর্ষীয় পূর্বকালীন ঋষিদিগের ন্যায় অরণ্য প্রভৃতি বিজন প্রদেশে আশ্রম নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন; আর কতকগুলি মঙ্ক এরূপ আছেন যে, তাঁহাদের নির্ধারিত বাসস্থান নাই; তাঁহারা সন্ন্যাসীদের মত যাবজ্জীবন পদব্রজে পর্যটন করেন।

ক্রমেই এরূপ কঠিন দণ্ড সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহারা, অনুকম্পাতদর্শনপূর্বক, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া, ফ্লোরেন্সসন্নিহিত কোনও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। এই রূপে কারানিরুদ্ধ হইয়া, তিনি পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা কালহরণ করিতে লাগিলেন।

গ্যালিলিয় তৎকালে নেত্ররোগে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন; একটি চক্ষু একে বারে নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্মণ্য হয়; তথাপি, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন। শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ও সর্বাঙ্গ ব্যাপিনী বেদনাতে অত্যন্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মন তৎকাল পর্যন্ত অনলস ও কর্মণ্য ছিল। তিনি ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে, স্বয়ং লিখিয়াছেন, আমি অন্ধ দশাতে এক বার বিশ্বরচনাসংক্রান্ত এক বিষয় অনুধ্যান করি, আর বার আর বিষয়; আর যত যত্ন করি, কোনও রূপেই অস্থির চিত্তকে স্থির করিতে পারি না; এই সার্বক্ষণিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমার এক বারে নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়াছে।

এই অবস্থাতে, ক্রমশঃ ক্ষয়কারী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া, গ্যালিলিয়, অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্সনগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইল। কিয়ৎ কাল পরে, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত বিবেচনা করিয়া, তত্রত্য লোকেরা, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে, উক্ত স্থানে এক পরমশোভন কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।

সর আইজাক নিউটন

যে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। এই মহাপুরুষ, লিংকলনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্টর্স-ওয়ার্থনামক গ্রামে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ২৫শে ডিসেম্বর, শরীর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকাসম্পাদন করিতেন। বোধ হয়, নিউটন কোপর্নিকসের ও গালিলিয়ের উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি, প্রথমতঃ, মাতৃসন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে,

গ্রন্থামনগরের লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশল প্রকাশ দ্বারা, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত ; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে অনবরতনির্গতজল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে পরিচালিত হইত ; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি স্বকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাহাকে কৃষিকর্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, তিনি ওরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোনও ক্রমে সমর্থ নহেন। সর্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময় তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক, তখনও তিনি নিশ্চিন্ত মনে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কৃষিলব্ধদ্রব্য-জাতবিক্রয়ার্থে গ্রন্থামের আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি স্বসমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্যনির্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যা-ভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া, পুনর্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত, তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী ত্রিনীতিনামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ সণ্ডর্সনরচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লরপ্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞাপন, ওয়ালিসলিখিত অস্থিতপাটীগণিত এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন ; সাতিশয়পরিশ্রমসহকারে ডেকার্টরচিত রেখাগণিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন ; আর, তৎকালে নক্ষত্রবিদ্যার কিছু কিছু চর্চা থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন।

এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তরকালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন, কেম্ব্রিজ অধ্যয়নকালে, আলোকপদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি অন্ধকারবৃতগৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক, বহুকোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এ প্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণকৌশল পূর্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্ধারিত করিলেন—আলোকপদার্থ কিরণাত্মক ; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে ; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে ; এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থানত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসম্ভাবপ্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না ; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানপ্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না, তথাপি তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অন্যধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ

বস্তুমাত্রের পতননিয়ামকসাধারণ কারণবিষয়িণী পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি এই বিষয় পুনর্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণ বশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভূতশক্তিসহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এই রূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬০ খৃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া, ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডাক্তার বারো গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ে যে সকল অভিনব মহৎ নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ কিছু কাল ঐ সমস্ত লইয়াই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করিলেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে, আপনার নূতন মত এমন স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে, রএল সোসাইটী (১) নামক রাজকীয় সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে, অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয়নির্বাহার্থে প্রতিসপ্তাহে রীতিমত এক এক শিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না; আর, পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন হইত, তাহা তাহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনেই পর্যবসিত হইত। তাহার

---

(১) ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লস, পদার্থবিদ্যার উন্নতিনিমিত্ত, সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরে এই সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজের লোকদিগকে ফেলো বলে। যাঁহারা অসাধারণ বিদ্যাসম্পন্ন, তাঁহারাই এই সমাজের ফেলো হইতে পারেন। সমুদায়ে সমাজের ফেলো একুশ জন; তন্মধ্যে এক জন সভাপতি, এক জন সহকারী সভাপতি, এক জন ধনাধ্যক্ষ, দুইজন সম্পাদক। এই রাজকীয় সমাজ দ্বারা পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত নানা অশেষবিধ মহোপকার জন্মিয়াছে।

ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে, আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্যদুঃখবিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাব জন্য ক্ষুণ্ণমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে, তিনি প্রিন্সিপিয়া নামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে গণিতশাস্ত্রানুসারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া, পার্লিমেণ্ট (১) নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ মর্যাদার পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকারও ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল, নিউটনের অসাধারণ গুণ তাহাদের গোচর হওয়াতে, তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাঁকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনিই সর্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ কার্য সম্পাদন করিয়া সর্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর, নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তদ্বিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন কোনও রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলেই তাঁহার প্রাধান্য

(১) ইংলণ্ডে রাজকার্য কেবল রাজার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয় না। রাজা এই সমাজের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: প্রথম শ্রেণীতে দেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামান্য লোকেরা। এক এক প্রদেশের সামান্য লোকেরা আপনাদের এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এই সমাজে এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত থাকেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং সামান্য লোকদিগের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা রাজকীয় আদেশানুসারে সময়ে সময়ে এই সমাজে সমাগত হইয়া রাজকার্য চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে নিয়ম নির্ধারিত করেন, রাজার অনুমোদিত হইলে, সমুদায় রাজ্যমধ্যে সেই নিয়ম প্রচলিত হয়।

প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাঁকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোনও ব্যক্তি কখনও নিউটনের কীর্তিবিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বরী এন, নিউটনের মান বর্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট (২) উপাধি প্রদান করেন।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সমুচিত সমাদর করিতেন; কথোপকথন-কালে কখনও আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেম; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তি তাঁহার সহবাসবাসনা করিত। লোকেরা সর্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইত, তথাপি তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্যে বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত তাঁহার সময়াল্পতা-নিবন্ধন কোনও ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলে হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি কহিতেন, যাঁহারা জীবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের দান দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মামাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আহারনিয়ম, সার্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাগত করিতে পারে নাই। তিনি নীতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে

---

(২) বহু কাল পূর্বে, ইয়ুরোপে যে সকল ব্যক্তি কোনও সৈন্যসংক্রান্ত পদে অধিরূঢ় হইত, তাহাদিগকে নাইট বলিত। যাহারা প্রধানবংশজাত ও ঐশ্বর্যশালী লোকের সন্তান, তাহারাই নাইট হইত। এই নিমিত্ত উহা এক্ষণ সম্ভ্রম ও মর্যাদাসূচক উপাধি হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা অসাধারণ গুণসম্পন্ন অথবা ক্ষমতাপন্ন, তাঁহারাই অধুনা রাজপ্রসাদে এই মর্যাদার উপাধি পাইয়া থাকেন। এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আনুষঙ্গিক সব এই উপাধিও প্রাপ্ত হয়েন। এই উপাধি নাইটদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা সর আইজাক নিউটন, সর উইলিয়ম হর্শেল, সর উইলিয়ম জোন্স ইত্যাদি।

সজীবতা, তীক্ষ্নতা, ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈনিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ-সহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০শে মার্চ, চতুরশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে, মহোপকার ও মহার্থ লাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয়জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাব গ্রহণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এই বিষয় কোনও ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর, তাঁহার সমুদয় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশলোকোত্তরবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সংকলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সর উইলিয়ম হর্শেল

কোপার্নিকসের সময়াবধি টাইকো ব্রেহি, কেপ্লর, হিগিন্স, নিউটন, হেলি, ডিলাইল, লেলণ্ড ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদবর্গের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছিল। পরে, যে চিরস্মরণীয় মহানুভাবের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বিদ্যার এক কালে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়, এক্ষণে

তদীয় জীবনবৃত্ত লিখিত হইতেছে।

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই নভেম্বর, হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর ; তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা তূর্যাজীবব্যসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। সুতরাং, তাঁহারাও চারি সহোদরে, উত্তর কালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত, তাহাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যানুশীলনবিষয়ে হর্শেলের সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, তদীয় পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায়, নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, উক্ত দুরূহ বিদ্যাত্রিতয়ে একপ্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত, ত্বরায় তাঁহার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মিল। তিনি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সৈনিকদলসংক্রান্ত বাদ্যকরসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ১৭৫৭, অথবা ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, ঐ সৈনিক দল সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন ; তিনি কতিপয়মাসান্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন ; কিন্তু হর্শেল, ইংলণ্ডে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, পিতার সম্মতি লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশপরিত্যাগ পূর্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন সময়ে ও কি প্রকারে উক্ত সৈতিকদলসংক্রান্ত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন, তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে যে, প্রথমতঃ কিয়ৎ কাল দুঃসহক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিতে ও ঈঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ জ্ঞান না থাকাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে অরল অব ডার্লিংটনের অনুগ্রহোদয় হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকরসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্যে নিযুক্ত করিলেন। পরে ; এই কর্ম সমাধান করিয়া, তিনি ইয়র্কসায়ারে তূর্যাচার্যের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তিনি অবসরকালে প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে এবং দেবালয়সম্পর্কীয় তূর্যাজীবসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন।

হর্শেল, এবংবিধ অনিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া, অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও, আর আর চিন্তা এক বারে পরিত্যাগ করেন নাই। বিষয়কর্মে অবসর পাইলে, তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয়সহকারে, ইঙ্গরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে, তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, যে, উহা নিজে ব্যবসায়িকী বিদ্যার আলোচনাবিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক ; এবং উত্তরকালেও, এই উদ্দেশে, ডাক্তার রবার্ট স্মিথরচিত তূর্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তূর্যবিদ্যাবিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, উহা, তাঁহার মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কিন্তু, এই পুস্তকের অনুশীলন অনতিবিলম্বে তাঁহার বর্তমান-ব্যবসায় পরিত্যাগের এবং অত্যুন্নতব্যবসায়ান্তরাবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, গণিতবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে, ডাক্তার স্মিথের গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবে না ; অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে, এই নূতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন ; এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া উঠিলেন যে, অবসর পাইলে, অন্যান্য যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন, সে সমুদায় এই অনুরোধে একবারে পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্বে, হর্শেল বেটনামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার প্রযত্নে ও আনুকূল্যে, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে, হালিফাক্সের দেবালয়ে তূর্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসর, সামান্যরূপ তূর্যকর্মের অনুরোধে, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত, বাথনগরে গমন করিলেন। তথায় অসাধারণ নৈপুণ্যপ্রকাশ দ্বারা শুশ্রূষুদিগকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দেবালয়ে তূর্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি তিনি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

হর্শেল এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে তূর্যপ্রয়োগ ও শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাপ্রদানাদির উত্তমরূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অতএব, অর্থোপার্জন যদি তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, তিনি অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা

বিলক্ষণ সঙ্গীত করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এই রূপে কর্মের বাহুল্য হইলেও, বিদ্যানুশীলনবিষয়ে তাঁহার যে গাঢ়তর অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইল না। প্রত্যহ, কর্মবিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দশ হোরা, পরিশ্রম করিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন ; কিন্তু তৎপরে, এক মুহূর্তও বিশ্রাম না করিয়া, পুনর্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

এই রূপে তিনি ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে সমর্থ জ্ঞান করিলেন। পদার্থবিদ্যার নানা শাখার মধ্যে, জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ জন্মে। ঐ সময়ে, জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে, তিনি অবকাশকালে উক্তবিদ্যাবিষয়ক গবেষণাতে মনোনিবেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, তিনি কোনও প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে একটি দ্বিপাদপ্রমিত দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রয় করিবার বাসনায়, তিনি অবিলম্বে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগর হইতে তদপেক্ষায় অনেক বড় একটা আনাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি যত অনুমান করিয়া ছিলেন ও তাঁহার যত দিবার সঙ্গতি ছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষার অনেক অধিক হওয়াতে ক্রয় করিতে পারিলে না ; সুতরাং যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইলেন ; ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দূরবীক্ষণের তুল্যবলদূরবীক্ষণান্তরনির্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও, তিনি পরিশেষে চরিতার্থতা লাভ করিলেন। প্রযত্নবৈফল্য দ্বারা, তাঁহার উৎসাহভঙ্গ না ঘটিয়া, উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক, এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বহস্তনির্মিত প্রাতিফলিক পাঞ্চপাদিক দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চরগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণনির্মাণ ও জ্যোতিষসংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়াবিষয়ে যে এতাবতী সাধীয়সী

সিদ্ধিপরম্পরা ঘটিয়াছে, এই তার সূত্রপাত হইল। অতঃপর হর্শেল, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া সমধিক-সময়লাভবাসনায়, অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও, স্বীয় ব্যবসায়িক কর্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সংকোচ করিয়া আনিলেন, এবং সর্ব প্রথম যাদৃশ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, অবকাশকালে ব্যাপারান্তরবিরহিত হইয়া, তদপেক্ষায় অধিকশক্তিকযন্ত্রনির্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এই রূপে, রুচির কালের মধ্যে, সপ্ত, দশ ও বিংশতি পাদ আধিশ্রয়ণিকব্যবধিবিশিষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুরনির্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাপ্তপাদিক দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যূন দুইশতখান গঠন ও একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুরনির্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহূর্তের নিমিত্তে বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন, তন্মাত্র আহার হইত। তিনি এই আশংকা করিতেন, কর্ম আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষণমাত্র ভঙ্গ দিলে, সম্যক্ সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। মুকুরনির্মাণবিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্তী না হইয়া তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদনা করিতেন।

হর্শেল, ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ, যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন, বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা তদ্দ্বারা লোকসমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমাগত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডলের পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে উল্লিখিত দিবসের সায়ংসময়ে, সেই স্বহস্তনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সাপ্তপাদিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তৎসন্নিহিত সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতু প্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে সংশয়ান হইয়া, তিনি সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্বক পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় হোরার পর পুনর্বার পর্যবেক্ষণ করাতে উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা স্পষ্ট অনুভব

করিয়া, তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিস্ট হইলেন। পর দিন, এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ দূর হইল। প্রথমতঃ, তাঁহার অন্তকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে পূর্ব পূর্ব বারে যাহা দেখিয়াছি, ইহা সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্যবেক্ষণ করাতে, তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর, তিনি এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্বিদ ডাক্তার মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্যবেক্ষণ করাতে, এই ভ্রান্তি নিরাকৃত হইল ; তখন স্পষ্ট বোধ হইল, উহা এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব নূতন গ্রহ, ধূমকেতু নহে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত, এই নূতন গ্রহও তদন্তর্বর্তী (১)। তৎকালে তৃতীয়

(১) সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা ; আর সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অধুনাতম ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা পূর্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে সূর্য সকলের কেন্দ্র, গ্রহগণ তাহার চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে ; সূর্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে ; যাহারা সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। পৃথিবী ও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথানিয়মে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে ; এই নিমিত্ত উহাও গ্রহমধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা কোনও গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, উহা এক উপগ্রহ, পৃথিবী-গ্রহের পারিপার্শ্বিকমাত্র। এক সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌরজগৎ হয়। সূর্য সকলের কেন্দ্র, আর বুধ, শুক্র, পৃথিবী মঙ্গল, বেষ্টা পল্লস, জনো, অসট্রিয়া, হীবি, আইরিস, ফ্লোরা, ডায়েনা, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর, য়ুরনস ও নেপচুন প্রভৃতি গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শ্বিক, বৃহস্পতির চারি, শনৈশ্চরের আট, য়ুরেনসের ছয়, নেপচুনের এ পর্যন্ত একটিমাত্র বিজ্ঞাত হইয়াছে। অনুমান হয়, এই সৌরজগতে বহুসহস্র ধূমকেতু আছে। গ্রহ উপগ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে, তেজোময় সূর্যের আলোকপাত দ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান হয়। জ্যোতির্বিদেরা ইহা প্রায় একপ্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য, নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্রভূত। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।

জর্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। হর্শেল তাঁহার মর্যাদা নিমিত্ত তদীয়নামানুসারে স্বাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জিয়ম্ সাইডস অর্থাৎ জর্জনক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইয়ুরোপের প্রদেশান্তরীয় জ্যোতির্বিদেরা ইহার য়ুরেনস এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন; আর আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই গ্রহকে হর্শেলও বলিয়া থাকেন। অনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে স্বাবিষ্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

জর্জিয়ম্ সাইডসের আবিষ্ক্রিয়াবার্তা প্রচার হইলে, হর্শেলের নাম একেবারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন যে, তিনি বাথনগরীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, বিদ্যানুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন। হর্শেল তদনুসারে ঐ কর্ম পারত্যাগ করিয়া, উইণ্ডসরসন্নিহিত স্লো নামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে রত হইলেন। বাস্তবিকও, ক্রমাগত দূরবীক্ষণ নির্মাণ ও নভোমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ দ্বারাই, তিনি জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইল, তিনি তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া ও অতর্কিতচর বহুতর নিপুণ প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব পূর্ব অপেক্ষায় অধিকায়ত ও অধিকশক্তিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নির্মাণবিষয়ে কতিপয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করেন। তিনি স্লো নামক স্থানে, ইংলণ্ডেশ্বর নিমিত্ত চত্বারিংশৎপাদদীর্ঘ যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের শেষে, তিনি এই অতিবৃহৎ নল নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে, ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ২৭শে আগষ্ট, উহা এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে, কিন্তু প্রগাঢ়তর বুদ্ধি কৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ নলের সঞ্চালনাদি নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত, সন্নিবেশদিবসেই সেই দূরবীক্ষণ দ্বারা উদ্ভাবিত হইল। কিয়দ্দিনানন্তর ঐ নল দ্বারা শনৈশ্চরের সপ্তম পারিপার্শ্বিকও আবিষ্কৃত হইল। এক্ষণে ঐ নল

স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক দূরবীক্ষণ তথায় স্থাপিত হইয়াছে ; উহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব যন্ত্রের অর্ধেকের অধিক নহে।

ইহা নির্দিষ্ট আছে, এই প্রধান জ্যোতির্বিদ স্বাভিলষিত বিদ্যার আলোচনা-বিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, অনেক বৎসর পর্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্য কালে তখনও শয্যারূঢ় থাকিতেন না ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতে নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদয় পর্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্তী নক্ষত্রসমূহের ভাব অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায়সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতির্জ্ঞবর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজেও রাজসন্নিধানে যথেষ্ট মর্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। হর্শেল প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় তূর্যসম্প্রদায়নিযুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন ; কিন্তু বহু-মঙ্গলহেতুভূত জ্যোতির্বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গরীয়সী আয়াস-পরম্পরা স্বীকার করাতে, পরিশেষে এই রূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল, মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই ; অনন্তর, ১৮২২ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে, ত্রশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে, লোকযাত্রা সংবরণ করিলেন। তিনি, যথেষ্ট বয়স ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া, এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া, তনুত্যাগ করিয়াছেন ঐ পরিবার তদীয় অপ্রমিত ধনসম্পত্তির ন্যায় তদীয় অদ্ভুত ধীরসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

গ্রোশ্যস (১)

গ্রোশ্যস, ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেল্‌ফট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকালেই অসাধারণবিদ্যোপার্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত

(১) ইঁহার প্রকৃত নাম হূগো গ্রূট। গ্রূট্ শব্দ লাটিন ভাষায় সাধিত হইলে গ্রোশ্যস হয়। ইনি গ্রূট্ অপেক্ষা গ্রোশ্যস নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হইয়াছিলেন ; অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, লাটিন ভাষায় কাব্যরচনা করেন। চতুর্দশ বৎসরের সময়, পণ্ডিতসমাজে গণিত, ব্যবহারসংহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে পারিতেন ; ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের রাজদূত বার্নবেণ্টের সমভিব্যাহারে প্যারিস রাজধানী গমন করেন, তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও সুশীলতাদ্বারা ফ্রান্সের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং সর্বত্র অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হয়েন। হলণ্ড প্রত্যাগমণের পর, তিনি ব্যবহারজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, এবং সতর বৎসর বয়সে, ধর্মাধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন যে, তদ্দ্বারা অতি প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, এবং অল্পকালমধ্যে প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

বীরনগরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্সবর্গনাম্নী এক তনয়া ছিল। গ্রোশ্যস, ১৬০৮ খৃঃ, অব্দে, ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই রমণী রমণীর গুণগ্রাম দ্বারা গ্রোশ্যসের যোগ্যা ছিলেন, এবং গ্রোশ্যসের সহধর্মিণী হওয়াতেই তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাবে ও যৎপরোনাস্তি প্রণয়ে কালযাপন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক, নিগৃহীত স্বামীর ক্লেশশান্তিবিষয়ে, ঐ পতিপ্রাণা কামিনীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।

গ্রোশ্যাস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ ধর্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্যমাত্রেই ধর্মসংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। গ্রোশ্যস, আর্মিনিয় সাম্প্রদায়িক (১) ও সর্বতন্ত্রপক্ষীয় (২) ছিলেন। তিনি

---

(১) খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আর্মিনিয়স্ নামে এক ব্যক্তি এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। প্রবর্তকের নামানুসারে ইহার নাম আর্মিনিয় সম্প্রদায় হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী লোকদিগের অত্যন্ত বিরোধ ছিল।

(২) যেখানে রাজা নাই সর্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহ হয় তাহাকে সর্বতন্ত্র বলে। সর্ব—সর্বসাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

স্বীয়ব্যবসায়িককার্যোপলক্ষে ত্বরায় এমন বিবাদানুবাদে পতিত হইলেন যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিল। তাঁহার তুল্যমতাবলম্বী পূর্বসহায় বর্নিবেণ্ট অভিদ্রোহাভিযোগে ধর্মাধিকরণে নীত হইলে, তিনি স্বীয় লেখনী ও আধিপত্য দ্বারা তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দে, বর্নিবেণ্টের প্রাণদণ্ড হইল, এবং গোশ্যস দক্ষিণ হলণ্ডের অন্তঃপাতী লোবিষ্টিনের দুর্গমধ্যে যাবজ্জীবন কারানিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্বস্ব হৃত হইল।

বিচারারম্ভের পূর্বে, গ্রোশ্যস কোনও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহধর্মিণী, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুকা হইয়াও, কোনও ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে পান নাই; কিন্তু তাঁহার দণ্ডবিধানের পর, কারাবাসসহচরী হইবার প্রার্থনায় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক আবেদন করিয়া, তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। গ্রোশ্যস, তাঁহার এইরূপ অনির্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া, এক স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার সন্নিধানাবস্থানকে কারাবাসক্লেশরূপ অন্ধতমসে সূর্যকরোদয়স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হলণ্ডের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদননির্বাহার্থে আনুকূল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সমুচিতগর্বপ্রদর্শন পূর্বক উত্তর দিলেন, আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্বারাই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিব, অন্যের আনুকূল্য আবশ্যক নাই। তিনি স্ত্রীজাতিসুলভ বৃথাশোকপরবশ না হইয়া, সাধ্যানুসারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও এক বিলক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গুণবতীভার্যাসহায় ও প্রশস্তপুস্তকমণ্ডলীপরিবৃত ব্যক্তির সাংসারিক সংকটে বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি। তথাপি, গ্রোশ্যস, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে নিগৃহীত হইয়াও, নিজ পত্নীর সন্নিধান ও অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহার পত্নী তদীয় উদ্ধারসাধনে একান্ত অধ্যবসায়িনী ছিলেন। যাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, বোধ হয়, পতিপ্রাণা কামিনীর বুদ্ধিকৌশলে ও উদ্যোগে

কি পর্যন্ত কার্যসাধন হইতে পারে তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, এই অভিলষিতসমাধানের উপায়চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই; এবং যদ্দ্বারা এতদ্বিষয়ের আনুকূল্য হইবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না।

গ্রোশ্যস সন্নিহিতনগরবর্তী বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পাঠার্থ পুস্তকানয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠসমাপ্তির পর, সেই সকল পুস্তক করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত। ঐ সমভিব্যাহারে তাঁহার মলিন বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকালয়ে যাইত। প্রথমতঃ রক্ষকেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঐ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত; কিন্তু কোনও বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে, ক্রমে শিথিলপ্রযত্ন হয়। গ্রোশ্যসের পত্নী, রক্ষিগণের উত্তরোত্তর অযত্নপ্রাদুর্ভাব দেখিয়া, পতিকে সেই করণ্ডকমধ্যগত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার উপায় কল্পনা করিলেন। বায়ুপ্রবেশার্থে তিনি তাহাতে কতিপয় ছিদ্র প্রস্তুত করিলেন; এবং গ্রোশ্যস এইরূপ সংক্ষিপ্ত স্থানে রুদ্ধ হইয়া কত ক্ষণ পর্যন্ত থাকিতে পারেন, ইহাও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি এক দিবস, দুর্গাধ্যক্ষের অসন্নিধানরূপ সুযোগ দেখিয়া, তাঁহার সহধর্মিণীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিলেন, আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়ন দ্বারা শরীরপাত করিতেছেন; এজন্য, আমি সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি।

এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার সম্মতিলাভ হইলে, নিরূপিত সময়ে গ্রোশ্যস করণ্ডকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল। ঐ করণ্ডক সমধিকভারাক্রান্ত দেখিয়া, তাহাদের অন্যতর পরিহাস পূর্বক কহিল ভাই! ইহার ভিতরে অবশ্যই এক আর্মিনিয় আছে। গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন, হাঁ ইহার মধ্যে অনেক আর্মিনিয় পুস্তক আছে বটে। যাহা হউক, সৈনিক পুরুষ, করণ্ডকের অসম্ভবভারদর্শনে সন্দিহান হইয়া, উচিতবোধে অধ্যক্ষপত্নীর গোচর করিল। কিন্তু তিনি কহিলেন, ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক পুস্তক আছে, তাহাতেই এত ভারী হইয়াছে; গ্রোশ্যসের শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে, তাঁহার পত্নী ঐ সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি লইয়াছেন।

এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল, সে ঐ করণ্ডকের সঙ্গে সঙ্গে

গমন করিল। করণ্ডক এক বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে, গ্রোশ্যস অব্যাহত শরীরে তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন, রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও কর্ণিকধারণ পূর্বক, আপণের মধ্য দিয়া গমন করিয়া, নৌকারোহণ করিলেন এবং ব্রাবণ্টে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে শকটযানে এণ্টওয়েপর্ প্রস্থান করিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। গ্রোশ্যসের সহধর্মিণীর যত দিন এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, গ্রোশ্যস সম্পূর্ণ রূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছেন, তাবৎ তিনি সকলের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী অত্যন্ত রোগাভিভূত হইয়া শয্যাগত আছেন।

কিয়ৎ দিন পরে এই বিষয় প্রকাশ হইলে, তিনি পূর্বাপর সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন দুর্গাধ্যক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে, তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলা পামর প্রস্তাব করিয়াছিল, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা কর্তব্য। কিন্তু অনেকেরই অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে, তাহা অগ্রাহ্য হইল। ফলতঃ সকলেই তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সহিষ্ণুতা ও পতিপরায়ণতা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রোশ্যস ফ্রান্সে গিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে, তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। পারিস রাজধানিতে বাস করা বহুব্যয়সাধ্য ; এজন্য গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। অবশেষে, ফ্রান্সের অধিপতি তাঁহার বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তিনি অবিশ্রান্ত গ্রন্থরচনা করিতে লাগিলেন ; তাঁহার যশঃশশধর, সমুদায় ইয়ুরোপমধ্যে বিদ্যোতমান হইতে লাগিল।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনল রিশিলিয়ু গ্রোশ্যসকে অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া ফ্রান্সের হিতচিন্তাবিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রোশ্যস, প্রাকৃত জনের ন্যায়, তাঁহার সমুদায় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে অধীনতা-নিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। গ্রোশ্যস, এই রূপে নিতান্ত হতাদর হইয়া, স্বদেশপ্রত্যাগমনার্থে অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদনুসারে, ১৬২৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহার সহধর্মিণী, বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্যাকর্তব্যস্থিরীকরনার্থ, হলণ্ড প্রস্থান করিলেন।

গ্রোশ্যস প্রত্যাগমনবিষয়ে প্রাড্-বিবাকদিগের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না ; কিন্তু তৎকালে দণ্ডনীতিবিষয়ে যে নিয়ম পরিবর্ত হইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সহধর্মিণীর উপদেশানুসারে, সাহস পূর্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল, তখন তিনি কোনও প্রকারেই অপরাধস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে চাহেন নাই ; বিশেষতঃ এমন দৃঢ় রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত অপদস্থ ও অবমানিত হয় ; এজন্য তাহারা তৎকাল পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে খড়্গহস্ত হইয়াছিল। কতকগুলি লোকে তাঁহার আনুকূল্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু প্রাড্বিবাকেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি গ্রোশ্যসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্মভূমি বলিয়া যে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিল।

তিনি হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, হম্বর্গ নগরে গিয়া, দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থানকালে, সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিষ্টিনার অধিকারে বিষয়কর্ম স্বীকারে সম্মত হওয়াতে, রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভায় দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি দশ বৎসর অবস্থিত ও কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিলেন। উক্তকাল পরেই, নানাকারণবশত দৌত্যপদ দুরূহ ও কষ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়া কর্মপরিত্যাগপ্রার্থনায় আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। তিনি সুইডেনে প্রত্যাগমনকালে হলণ্ডে হইলেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা পূর্বে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে বিশিষ্টরূপ সমাদর করিল।

তিনি সুইডেনে উপস্থিত হইয়া, ক্রিষ্টিনাকে সমস্ত কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া, লুবেকপ্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত দুর্যোগ হওয়াতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে, নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া তিনি এক অনাবৃত শকটে আরোহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতাদোষেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। রষ্টক পর্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। তিনি ঐ স্থানেই, ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে, আগষ্টের অষ্টাবিংশ দিবসে, ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, প্রিয়তমা পত্নী এবং ছয় পুত্রের

মধ্যে চারিটি রাখিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গ্রোশ্যস নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সকলে স্বীকার করেন, তদীয় গ্রন্থপরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শব্দবিদ্যাসংক্রান্ত, সুতরাং গ্রীক ও লাটিন ভাষার জ্ঞানসাপেক্ষ। এক্ষণে ঐ দুই ভাষার পূর্ববৎ অনুশীলন নাই, এজন্য তৎসমুদায় অধুনা একপ্রকার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। আর, ঐ কারণবশতই, তাঁহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি লাটিন ভাষায় নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে সন্ধিবিগ্রহ-বিধিনামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অধুনাতন কালে তাহাতেই তাঁহার কীর্তি পৃথবীমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইয়ুরোপীয় অধুনাতন বিধানশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইয়াছে।

লিনিয়স (১)

সুইডেন রাজ্যের অন্তর্গত স্মিলণ্ড প্রদেশে রাসল্ট নামে এক গ্রাম আছে। চার্লস লিনিয়স, ১৭০৭ খৃঃ অব্দে, তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দীন গ্রামপুরোহিত ছিলেন। লিনিয়স, অত্যন্ত দরিদ্র ও অগ্রণ্য হইয়াও আলোক-সামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্যসমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছেন। অতি শৈশবকালেই প্রকৃতির অনুশীলনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; তন্মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনায় তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। বোধ হয়, তিনি বাল্যকালে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে ও প্রকৃতিরূপ প্রকাণ্ড পুস্তকের অধ্যয়নে অধিক রত ছিলেন, পাঠশালার নিরূপিত পুস্তকে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। সুতরাং তাঁহার প্রথম শিক্ষকেরা তদীয় অনাবেশ দর্শনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, তাঁহাদের মুখে পাঠের গতিশ্রবণে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে উপানৎকারের

ইঁহার প্রকৃত নাম লিনি, লিনি শব্দ লাটিনভাষায় সাধিত হইলে, লিনিয়স হয়। ইনি লিনিয়স নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন ; কিন্তু পরিশেষে বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধ ও লিনিয়সের নিরতিশয় বিনয়ের বশবর্তী হইয়া, চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার্থে অনুমতি দিলেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার, না পুস্তক না বস্ত্র, না আহারসামগ্রী, কিছুরই সঙ্গতি ছিল না ; এমন কি, অভীষ্ট উদ্ভিদ-বিদ্যার অনুশীলনসমাধানার্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে পারিবার নিমিত্ত, জীর্ণ চর্মপাদুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত। এরূপ দুরবস্থাতেও তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স কেবল যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে অপ্সালের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে লাপ্লাণ্ডের অতি ভীষণ ভূভাগে পাঠাইবার নিমিত্ত স্থির করিলেন যে, তিনি তত্রত্য নিসর্গোৎপন্ন বস্তু-সমুদায়ের তত্ত্বনির্ধারণ করিয়া আনিবেন। তিনিও, অনুরাগ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক, পাথেয়মাত্রপর্যাপ্ত বেতনে, উক্ত বহুপরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারসমাধানার্থ ঐ প্রান্তরদেশে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর, অপ্সালের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উপদেষ্টব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার এবং উপদেশপ্রণালীর চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।

কিন্তু, উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষা ত্বরায় তাঁহার অভ্যুদয়শা উচ্ছিন্ন করিল। ইহা উদ্ভাবিত হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, কোনও ব্যক্তি অগ্রে উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে, তথায় উপদেশ দিতে অধিকারী হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে, লিনিয়সের বিদ্যালয়সম্পর্কীয় কোনও প্রশংসাপত্রাদি ছিল না। এই বিষয় উপলক্ষে, চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার রোজিনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। বন্ধুবর্গ মধবর্তী হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর, তিনি কতিপয় শিষ্য সহিত অবিলম্বে অপ্সাল হইতে প্রস্থান করিলেন ; এবং ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে ডালিকার্লিয়াপ্রদেশে পর্যটন করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স, ডালিকার্লিয়ার রাজধানী ফহলন নগরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার মোরিয়সের নিকট বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইলেন। উক্ত ডাক্তার দয়াবান ও বিদ্যাবান ছিলেন। তাঁহার বৃক্ষবাটিকাতে কতকগুলি

তরু, লতা ও পুষ্প ছিল, তদ্দর্শনে লিনিয়স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাধিকসৌন্দর্য্যাধার আর একটি রমণীয় পুষ্প ছিল, লিনিয়স কখনও কোনও উদ্যানে বা ক্ষেত্রে তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। ফলতঃ নবীন উদ্ভিদবেত্তা ডাক্তার মোরিয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইলেন; এবং সেই নবীনা কামিনীরও অন্তঃকরণে গাঢ়তর অনুরাগ সঞ্চার হইল। লিনিয়স, অন্তঃকরণের অনুরাগ ও ব্যগ্রতার বশবর্ত্তী হইয়া নবপ্রণয়িনীর জনকসন্নিধানে পাণিগ্রহণের কথা উত্থাপন করিলেন। সুশীল ডাক্তার, এই নবাগত বিদ্বান বাগ্মী যুবা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল স্বভাব দর্শনে, তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু আপন কন্যাকেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং নবানুরাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না; অতএব বিবেচনা করিলেন; অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, এরূপ সহায়সম্পত্তিহীন ও কোনও প্রকার নিয়মিত ব্যবসায় ও বিষয় কর্ম শূন্য অনাথ ব্যক্তিকে জামাতা করিলে কন্যাকে চির দুঃখিনী করা হয়। অনন্তর, তিনি তাঁহাকে বিবাহবিষয়ে আর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্মত করিয়া, চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থ দৃঢ় রূপে পরামর্শ দিলেন, এবং কহিলেন, ইতিমধ্যে আমি কন্যার বিবাহ দিব না; যদি তুমি এই সময়-মধ্যে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি, ক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে তোমাকে কন্যাদান করিব।

ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব হইতে পারে। লিনিয়স, স্বীয় নির্ম্মল জ্ঞানের সহায়তা দ্বারা প্রীতিপ্রসারচঞ্চল চিত্তকে স্থিরীভূত করিয়া, প্রশংসাপত্র লইবার নিমিত্ত, অবিলম্বে লীডন নগর প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পূর্ব্বে, কুমারী মোরিয়স, বহু দিনের সংগৃহীত ব্যয়াবশিষ্ট এক শত মুদ্রা আনয়ন করিয়া, প্রণয়ব্রতের বরণ ও অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহার কোমলকরপল্লবমর্দ্দন ও ব্যগ্র চিত্তে বারংবার মুখচুম্বন করিলেন এবং অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণমধ্যে তাঁহার অকৃত্রিক ঔদার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় লইলেন।

অনেকানেক রসজ্ঞ নায়কেরা, এমন অবস্থায়, মনে মনে কত প্রকার কল্পনা করিতে করিতে, প্রস্থান করেন; এবং মধ্যে মধ্যে নায়িকার উদ্দেশ্যে বিচ্ছেদবেদনা-

নিবেদনদ্বতীস্বরূপ রসবতী গাথা রচনা করিয়া থাকেন ; এবং দুর্বিষহবিরহাতিকাতর হইয়া, অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করেন। কিন্তু লিনিয়স সেরূপ নায়ক ছিলেন না। তিনি ইহাই ভাবিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন, ভাল, এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থরূপ ভালবাসে ও আমার ব্যবসায়ের প্রশংসা করে ; আমিও, তাহার প্রণয়ের যোগ্য পাত্র হইবার নিমিত্ত, বিদ্যা ও খ্যাতি লাভ বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি কবিব না।

অনন্তর, তিনি লীডন নগরে উপস্থিত হইয়া, সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, বোরহেব ও অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইলেন, এবং আমষ্টর্ডাম নগরের অধ্যক্ষের বাটীর চিকিৎসক হইলেন। যে দুই বৎসর এই কর্মে নিযুক্ত থাকেন, ঐ কালে তিনি বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তর, তিনি সমধিকবিদ্যালাভপ্রত্যাশায়, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিলেন। ফলতঃ, তিনি এই সময়ে বিদ্যোপার্জনবিষয়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, শুনিলে অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক, পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত এমন কোনও বিষয় ছিল না যে, তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, আর তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই ; কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনেই সর্বাপেক্ষা অধিক রত ছিলেন, এবং ঐ বিদ্যায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ কারয়া গিয়াছেন, যে, উহার লোপ না হইলে, তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার অপক্ষয় সম্ভাবনা নাই।

লিনিয়স, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, কিছুদিনের জন্যে প্যারিস যাত্রা করিলেন। ঐ বৎসরের শেষে, তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমন পূর্বক ষ্টকহলম নগরে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সকলেই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিশেষে, সৌভাগ্যদয়বশতঃ রাজ্ঞী ইলিয়োনোরার কাসের চিকিৎসায় কৃতকার্য হওয়াতে তদবধি তিনি তন্নগরের অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন, এবং সামুদ্রিকসৈন্যসম্পর্কীয় চিকিৎসকের ও রাজকীয় উদ্ভিদবিদের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে নিয়মিত আয় ব্যবস্থাপিত হইলে, তিনি পরস্পরানুরাগসঞ্চারের পাঁচ বৎসর পরে, সেই প্রিয়তমা কামিনীর পাণিপীড়ন করিলেন।

কিয়ৎ দিবস পরেই, লিনিয়স অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে, তাঁহার পূর্বশত্রু রোজিন উক্ত বিদ্যালয়ে

উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়াতে, উভয়ে সদ্ভাব পূর্বক পরস্পরের পদ বিনিময় করিয়া লইলেন। এইরূপে লিনিয়স, চিরপ্রার্থিত উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইয়া, অতি সম্মানপর্বক ক্রমাগত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর কার্য নির্বাহ করিলেন।

লিনিয়সের উদ্যোগে, কয়েক জন নব্য পণ্ডিত নিসর্গোৎপন্নপদার্থগবেষণার্থ দেশে দেশে প্রেরিত হইলেন। কালম, অসবেক, হর্সল্কিস্ট ও লোফ্লিং এই কয়েক ব্যক্তি প্রাকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে যে নানা আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে লিনিয়সের যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয় ছিল, তাহাই তাহার মূল কারণ। ডট্নিংহলম নগরে সুইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল, তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লিনিয়সের উপর ভারার্পণ করেন। তিনিও, তদনুসারে, তত্রত্য সমুদায় শম্খশম্বুকাদির বিজ্ঞানশাস্ত্রানুযায়ী নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বোধ হয়, ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, তিনি ফিলসফিয়া বোটানিকা অর্থাৎ উদ্ভিদমীমাংসা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে, ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে, স্পিশিস প্লাণ্টেরম অর্থাৎ উদ্ভিদসংবিভাগ নামে গ্রন্থ রচিত, ও প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে তৎকালবিদিত নিখিল তরুগুল্মাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিনিয়সের অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে, মহীয়ান পণ্ডিত নাইট অব্ দি পোলার স্টার, এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই মহতী মর্যাদা ইহার পূর্বে কখনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে, তিনি সম্ভ্রান্তলোকশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতেও তিনি বিদ্যাসম্বন্ধ নানা মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি, ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্যশালী হইয়া, অপ্সালসন্নিহিত হামার্বি নগরে এক অট্টালিকা ও ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া, জীবনের শেষ পঞ্চদশ বৎসর, প্রায় তথায় অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রাকৃত ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এক চিত্রাশালিকা ছিল, তথায় তিনি উক্তবিদ্যাবিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর নানাভাগস্থিত বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ লোক ও অধ্যনীনবর্গের সাহায্যে, তাঁহার ঐ চিত্রশালিকার সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লিনিয়স জীবনের অধিকাংশ, শারীরিক সুস্থ ও পটু থাকাতে, অতিশয়

উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক, পদার্থবিদ্যাবিষয়িনী গবেষণা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে, অপস্মাররোগে আক্রান্ত হইলেন। এজন্য, অধ্যপনা-সংক্রান্ত যে সকল কর্মে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তাঁহাকে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে ও বিদ্যানুশীলনে ক্ষান্ত হইতে হইল। অনন্তর, তিনি ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয় বার, কিয়ৎ দিন পরে আর এক বার, ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। পরিশেষে, ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, জানুয়ারির একাদশাহে তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

লিনিয়স পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতিরিক্ত ভেষজনির্ণয় এবং রোগনির্ণয় বিষয়ে এক এক প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যেরূপ অসাধারণ সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় ইতিবৃত্তমধ্যে অতি অল্প লোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদার্থবিদ্যাবিষয়ে যে নানা প্রণালী ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, কালক্রমে তৎসমুদায়ের অন্যথাভাব হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু, তাঁহা হইতে উক্ত বিদ্যার যে মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। সুইডেনের অধিপতি চতুর্দশ চার্লস, ১৮১৯ খৃঃ অব্দে, লিনিয়সের জন্মভূমিতে তাঁহার এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণের আদেশ করিয়াছেন।

বলণ্টিন জামিরে ডুবাল

ফ্রান্স রাজ্যে সাম্পেন নামে এক প্রদেশ আছে, ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে, ডুবাল ঐ প্রদেশের অন্তর্বর্তী আর্টনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম মাত্র অবলম্বন করিয়া, যথাকথঞ্চিৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেন। ডুবালের দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার পিতা মাতা, আর কতকগুলি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া, পরলোকযাত্রা করেন। তাঁহাদের প্রতিপালনের কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং ডুবাল অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেন। কিন্তু, এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও, মহীয়সী উৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে, সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিকম করিয়া, তিনি অসাধারণ বিদ্যোপার্জনাদি দ্বারা মনুষ্যমণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে, তিনি এক কৃষকের আলয়ে পেরুশাবক সকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু বালস্বভাবসুলভ কতিপয় গর্হিতাচারদোষে দূষিত হওয়াতে, অল্প

দিনের মধ্যেই, তথা হইতে দূরীকৃত হইলেন। পরিশেষে, ঐ কারণ বশতঃ তাঁহাকে জন্মভূমিও পরিত্যাগ করিতে হইল।

ভুবাল ১৭০৯ খৃঃ অব্দের দুঃসহ হেমন্তের উপক্রমে, লোরেন প্রস্থান করিলেন। তিনি পথিমধ্যে বিষম বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে যদি এক কৃষকের আশ্রয় না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কোনও অসম্ভাবনা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে, ঐ ব্যক্তি, তাঁহার তাদৃশদশাদর্শনে দয়াদ্র্চিত্ত হইয়া, তাঁহাকে আপন মেষশালায় লইয়া গেল। যাবৎ তাঁহার পীড়োপশম না হইল, কৃষক তাঁহাকে মেষপুরীষরাশিতে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া রাখিল এবং অতি কদর্য পোড়া রুটি ও জল এই মাত্র পথ্য দিতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসা ও এইরূপ শুশ্রূষাতেও, তিনি সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেন, এবং পরিশেষে কোনও সন্নিবেশবাসী যাজকের আশ্রয় পাইয়া, সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ভুবাল নান্সির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে নিযুক্ত হইয়া তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়েই তিনি ভূয়সী জ্ঞানবুদ্ধি সম্পাদন করেন। ভুবাল শৈশবাবধি অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি, শৈশবকালেই, সর্প, ভেক, প্রভৃতি অনেকবিধ জন্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং প্রতিবেশী ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তুর কিরূপ অবস্থা, ইহারা এরূপে নির্মিত হইল কেন, ইহাদের সৃষ্টির তাৎপর্যই বা কি, এইরূপ বহুবিধ প্রশ্ন দ্বারা সর্বদাই বিরক্ত করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইতেন, তাহা যে সন্তোষজনক হইত না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সামান্যবুদ্ধি লোকেরা সামান্য বস্তুকে সামান্য জ্ঞানই করিয়া থাকে। কিন্তু অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্নেরা কোনও বস্তুকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত, সর্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, প্রাকৃত লোকেরা, মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম ধার্য সকল দেখিয়া, উম্মাদ জ্ঞান করে।

এক দিবস, ভুবাল কোনও পল্লীগ্রামস্থ বালকের হস্তে ঈসপরচিত গল্পের পুস্তক অবলোকন করিলেন। ঐ পুস্তক পশু, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূর্তিতে অলংকৃত ছিল। এ পর্যন্ত, ভুবালের বর্ণপরিচয় হয় নাই, সুতরাং পুস্তকে কি লিখিত ছিল তাহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যে সকল জন্তু দেখিলেন, উহাদের নাম জানিতে, ও তদ্বিষয়ে

ঈসপ কি লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, আপন সমক্ষে সেই পুস্তক পাঠ করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সহচরকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বালক কোনও ক্রমেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল না। ফলতঃ, তাঁহাকে সর্বদাই এই রূপে কৌতূহলাক্রান্ত ও পরিশেষে একান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতে হইত।

এই রূপে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি এতাদৃশ ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়াও, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত কণ্টসাধ্য হউক না কেন, যে রূপে পারি, লেখা পড়া শিখিব। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি, যে কিছু অর্থ তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল, প্রাণপণে ত্যহা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন ; এবং তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, বয়োধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

ডুবাল, কিছু দিনের মধ্যেই, অদ্ভুত পরিশ্রম দ্বারা আপন অভিপ্রেত এক প্রকার সিদ্ধ করিয়া, ঘটনাক্রমে এক দিবস একখানি পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন। ঐ পঞ্জিকাতে জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। তিনি তদ্দর্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে, এই সমুদায় আকাশমণ্ডলস্থিত পদার্থবিশেষে প্রতিমূর্তি হইবেক, সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, এক দৃষ্টিতে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই সমুদায় দেখিলাম বলিয়া যাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, তাবৎ কোনও মতেই নিবৃত্ত হইলেন না।

কিয়ৎ দিন পরে, তিনি, একদা কোনও মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, তন্মধ্যে এক ভূগোলচিত্র দেখিতে পাইলেন। উহা পূর্বদৃষ্ট যাবতীয় বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয় বোধ হওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইলেন, এবং কিয়ৎ দিবস পর্যন্ত, অবসর পাইলেই, অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীমণ্ডলস্থিত অংশ সকল অবলোকন করিয়া, তিনি প্রথমতঃ ঐ সমস্তকে ফ্রান্স প্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্ধ ক্রোশের চিত্র অনুমান করিয়াছিলেন। পরন্তু, সাম্পেন হইতে লোরেনে আসিতে ঐরূপ অনেক লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, অথচ ভূচিত্রে উভয়ের অন্তর অত্যল্পস্থানব্যাপী লক্ষিত হইতেছে ; এই বিবেচনা করিয়া তিনি সেই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন , যাহা হউক, এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূচিত্র সকল অভিনিবেশপূর্বক

পাঠ করিয়া, তিনি ক্রমে ক্রমে কেবল ঐ সকল চিহ্নেরই স্বরূপ ও তাৎপর্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ধারিত করিলেন এমন নহে, ভূগোল-বিদ্যাসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় সংজ্ঞা ও সংকেতের মর্মগ্রহ করিতে পারিলেন।

ডুবাল, স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান হইয়াছিলেন। রাজসংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে, মনুষ্যমাত্রেরই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও দুষ্ক্রিয়াশক্তির পরতন্ত্র হয়; কিন্তু তিনি তথায় অর্ধ শতাব্দীর অধিক যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি অতি দীর্ঘ জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, চরিত্রের নির্মলতাবিষয়ে লোরেনাবস্থানকালের রাখালভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পূর্বতন হীন অবস্থার দুঃসহক্লেশপ্রপঞ্চমান অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সরলহৃদয়তা, যদৃচ্ছালাভসন্তোষ ও প্রশান্তচিত্ততা, অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত অবিকৃতই ছিল।

সর উইলিয়ম জোন্স

উইলিয়ম জোন্স, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার জননীর উপর বর্তে। এই নারী অসামান্যগুণসম্পন্না ছিলেন। জোন্স অতি শৈশবকালেই অদ্ভুত পরিশ্রম ও প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগে দৃঢ় প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, যদি তিনি কোনও বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্বদাই এই উত্তর দিতেন, পড়িলেই জানিতে পারিবে। জ্ঞানলাভ বিষয়ে আগ্রহাতিশয় ও জননীর তাদৃশ উপদেশ এই উভয় কারণে, পুস্তকপাঠ বিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে, এবং তাহা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম বৎসরের শেষে, তিনি হারো নগরের পাঠশালায় প্রেরিত হয়েন; এবং ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য ছাত্রবর্গের ন্যায়, বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, অধ্যয়নবিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত থাকিতেন, এবং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন। বাস্তবিক, তিনি পাঠশালায় এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন,

যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার এক অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, এই বালক, সালিসবরির প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও, খ্যাতি ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবেক, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে, তিনি, প্রায় সর্বদাই, নিদ্রাপ্রতিরোধের নিমিত্ত, কাফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এইপ্রকার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় নহে ; ইহাতে অনায়াসেই রোগ জন্মিতে পারে। জোন্স অবকাশকালে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইহা নির্দিষ্ট আছে, তিনি, কোকলিখিত ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পাঠ করিয়া তাহাতে এমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, স্বীয় জননীর পরিচিত গৃহাগত ব্যবহারদর্শীদিগকে, উক্ত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত ব্যবহারবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা, সর্বদাই প্রীত ও চমৎকৃত করিতেন।

জোন্স ভাষাশিক্ষাবিষয়ে স্বভাবতঃ অতিশয় নিপুণ ও অনুরাগী ছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির ভাষাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ও নৈপুণ্য থাকে, তাহাদের প্রায় অন্য অন্য বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশ হয় না। কিন্তু জোন্সের বিষয়ে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। তিনি প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ জ্ঞানশাস্ত্রে ও সুকুমার বিদ্যাতে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী ছিলেন। অক্‌সফোর্ড অধ্যয়নকালে, তিনি এসিয়াখণ্ডের ভাষাসমূহ শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন, এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং বেতন দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে তৎপূর্বেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অনাধ্যয়নকাল উপস্থিত হইলে, তিনি অশ্বারোহণ ও আত্মরক্ষা শিক্ষা করিতেন, ইটালীয় স্পানিশ, পর্তুগীস ও ফ্রেঞ্চ ভাষার অত্যুত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন ; এবং ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে নৃত্য, বাদ্য, খড়্গ প্রয়োগ এবং বীণাবাদন শিখিতেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে, জননীকে বিদ্যালয়ের বেতনদানস্বরূপ ভার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই আশয়ে তিনি, পূর্বনির্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, উক্ত অভিলষিত বৃত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সাধনে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, তিনি লার্ড আলথর্পের শিক্ষকতাকার্য স্বীকার করিলেন এবং কিয়ৎ দিবস পরে অভিপ্রেত ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে আপন

ছাত্রের সহিত জর্মনির অন্তর্বর্তী স্পানামক নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; এই সুযোগে তিনি জর্মন ভাষা শিক্ষা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি নাদিরশাহের জীবনবৃত্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদিত করিলেন। এই জীবনবৃত্ত পারসী ভাষায় লিখিত।

কিয়দ্দিনানন্তর, তাঁহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরিবারের সহিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত, অবস্থিতি করিতে হয়। উক্ত অব্দে তাঁহার শিক্ষকতাকর্ম রহিত হওয়াতে, তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে টেম্পলনামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে বিষয়কর্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, তিনি বিদ্যানুশীলন এক বারেই পরিত্যাগ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তৎসমুদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও মনের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, জোন্স বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের কার্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং অবলম্বিত ব্যবসায়ে ত্বরায় বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে বিচারকর্তার পদ বহুকালাবধি তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, তিনি ঐ চিরপ্রার্থিত পদে নিযুক্ত ও তদুপলক্ষে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কোর্টের বহুপরিশ্রমসাধ্য কর্মে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়াও, তিনি পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সাহিত্যবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই লণ্ডন নগরের রয়েল সোসাইটি নামক সভাকে আদর্শ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যোগ দ্বারা এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সমাজ স্থাপন করিলেন। যত দিন জীবিত ছিলেন, তাবৎ কাল পর্যন্ত, তিনি তাহার সভাপতির কার্যনির্বাহ করেন, এবং প্রতিবৎসর সাতিশয়পরিশ্রম-স্বীকার পূর্বক, এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উক্তসমাজের কার্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর, বিচারালয়বন্ধব্যতিরেকে আর তাঁহার অধ্যয়নের অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময়, তিনি যে রূপে দিবসযাপন করিতেন, তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে; প্রাতঃকালে প্রথমতঃ

একখানি পত্র লিখিয়া, কয়েক অধ্যায় বাইবেল অধ্যয়ন করিতেন ; তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র ; মধ্যাহ্নকালে ভারতবর্ষের ভূগোলবিবরণ ; অপরাহ্নে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত ; পরিশেষে দুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া, ও আরিয়ষ্টোর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, দিবাবসান করিতেন।

তিনি এতদ্দেশীয় জল ও বায়ুর দোষে শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষু এমন নিস্তেজ হইয়া গেল যে, মধুখবর্তিকার আলোকে লেখা রহিত করিতে হইল। কিন্তু যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিমাত্র সামর্থ্য থাকিত, কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিত না। পীড়াভিভূত হইয়া শয্যাগত থাকিয়াও, তিনি বিনা সাহায্যে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে, স্বাস্থ্যপ্রতিলাভার্থে যে কিয়ৎ কাল পর্যটন করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়ে তিনি গ্রীস, ইটালি ও ভারতবর্ষীয় দেবতাগণের বিষয়ে এক প্রশস্ত গ্রন্থ রচনা করিলেন। এইরূপ পরিশ্রম বিশ্রামভূমিতে গণনীয় হইত।

কিয়ৎ দিবস পরে, তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, এবং পুনর্বার পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও উৎসাহ সহকারে, বিচারালয়ের কার্যে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। কিছু কাল, তিনি কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দূরে ভাগীরথীতীরসন্নিহিত এক ভবনে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে তাহাকে প্রতিদিন বিচারালয়ে আসিতে হইত। তাহার জীবনবৃত্তলেখক সুশীল প্রজ্ঞাবান লার্ড টিনমৌথ কহেন যে, তিনি প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর এই স্থানে প্রতিগমন করিতেন, এবং এত প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন যে, পদব্রজে আসিয়া অরুণোদয়কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্যারম্ভ হইবার পূর্বে যে সময় থাকিত, তাহা রীতিমত পৃথক পৃথক অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে তিনি, রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ড থাকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

বিচারালয়ের কর্মবন্ধ হইলেও, তিনি কর্মে ব্যাসক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের কর্মবন্ধসময়ে, তিনি কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন ; তথা হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি এই কুটীরে বাস করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি ; এই তিন মাস কর্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমিত্তেও

কর্মশূন্য নহি। অভিমত বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্যের ভূমিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে তাহা ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও, আমি আরবি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা বিচারালয়েরই কার্য করিতেছি। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারি, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবস্থা-দায়কেরা অমূলক ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবেক না।” বাস্তবিক, এইরূপ সার্বক্ষণিক পরিশ্রমে ব্যাসক্ত থাকাতেই, তাহার আনন্দে কালযাপন হইয়াছিল।

যে সকল মোকদ্দমা শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক; সে সমুদায় পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের অপেক্ষা না রাখিয়া অনায়াসে নিষ্পত্তি করিতে পারা যাইবেক, এই অভিপ্রায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু, পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার যে সমাধান হইয়াছে তাহা এই মহানুভাবের পরামর্শ ও প্রাথমিক উদ্যোগ দ্বারাই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শকুন্তলানামক সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনন্তর, ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে, মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদে প্রচারিত হয়। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পরিশেষে এই সুবিখ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তি, বিচারালয়ের কার্যনিষ্পাদন ও বিদ্যানুশীল বিষয়ে অবিশ্রান্ত অসঙ্গত পরিশ্রম করাতে, অকালে কালগ্রাস পতিত হইলেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, কলিকাতাতে তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইল, এবং ঐ রোগেই, উক্ত মাসে সপ্তবিংশ দিবসে, অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

সর উইলিয়াম জোন্সের কতিপয় অতি সামান্য নিয়ম নির্ধারিত ছিল; তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ থাকাতেই, তিনি এই সমস্ত গুরুতর কার্যে নির্বাহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখনও উপেক্ষা করিবেক না। অন্য এক এই যে, অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছে, আমিও অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিব; এবং সেই নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া, অথবা প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত বিষয় হইতে বিরত হওয়া বিচারসিদ্ধ নহে, বরং তাহার সিদ্ধিবিষয়ে স্থিরনিশ্চয়

হইতে হইবেক।

তাঁহার জীবনচরিতলেখক লার্ড টিনমৌথ কহেন, "ইহাও তাঁহার এক নির্ধারিত নিয়ম ছিল, যে সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে পারা যায় তদ্দৃষ্টে, বিবেচনা পূর্বক হস্তার্পিত ব্যাপারের সমাধানবিষয়ে কোনও ক্রমেই ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। এই নিয়ম তিনি কখনও ইচ্ছা পূর্বক লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু তিনি যে এক এক কর্মের নিমিত্ত পৃথক পৃথক সময় নিরূপণ করিতেন এবং অতি সাবধান হইয়া সেই সেই নির্ধারিত সময়ে তত্তৎ কার্যের সমাধান করিতেন, আমার বোধে এই মহাফলদায় নিয়ম দ্বারাই অব্যাঘাতে ও অনাকুলিত চিত্তে এই সমস্ত বিদ্যায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের অকালমৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাজ্ঞানবিষয়ে, বোধ হয়, প্রায় কোনও ব্যক্তিই তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, পদার্থবিদ্যা ও সর্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল; আর, যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া স্বভাষায় সংকলনে অধিক অনুরক্ত না হইতেন এবং বহুবিস্তৃত বিষয়কর্ম নির্বাহ করিয়া, আপন শক্ত্যনুদায়িনী রচনা বিষয়ে প্রযত্নবান হইবার নিমিত্ত উপযুক্তরূপ অবকাশ পাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবিত্ববিষয়েও অসাধারণ খ্যাতিলাভের ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল। তিনি পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত, ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সেণ্ট পালের কাথিড্রলে তাঁহার এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন; এবং বাঙ্গালাতে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার সহধর্মিণী ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে, তদীয় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছয় খণ্ড পুস্তকে যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সর্বপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত, ঐ বিধবা নারী আপন ব্যয়ে তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত করিয়াছেন।

আখ্যান মঞ্জরী
প্রথম ভাগ

প্রত্যুপকার

এক ব্যক্তি, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রেডিঙ্‌ নগরের নিকট দিয়া, গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি বালক, পথের ধারে কর্দমে পতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া, স্পস্ট বোধ হইল, সে অতিশয় যাতনাভোগ করিতেছে। অশ্বকে দন্ডায়মান করিয়া, সে ব্যক্তি কারণ জিজ্ঞাসিলে, বালক বলিল, মহাশয়, পড়িয়া গিয়া, আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; নড়িতে পারি বা চলিয়া যাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই ; এজন্য কাদায় পড়িয়া আছি, উঠিতে পারিতেছি না।

অশ্বারোহী ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল। বালকের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; বালককে কর্দম হইতে উঠাইয়া, অশ্বের উপর আরোহণ করাইলেন ; এবং উহার হস্ত ও অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি রেডিঙ্‌ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচিতা এক বৃদ্ধা নারী ঐ নগরে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, যাবৎ এই বালকটী সুস্থ হইতে না পারে, তোমার আলয়ে থাকিবে, ইহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে, সে সমস্ত আমি দিব ; আর তুমি ইহার জন্য যে পরিশ্রম করিবে, তাহারও সমুচিত পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা সম্মত হইলেন। তখন তিনি এক চিকিৎসক আনাইয়া, তাঁহার উপর বালকের চিকিৎসার ভার দিলেন ; এবং বৃদ্ধার হস্তে কিছু দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই, বালক, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ; তাহার শরীর সবল, এবং হস্ত পদ কর্মক্ষম হইয়া উঠিল। তখন সে আপন আলয়ে প্রতিগমন করিল ; এবং সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকা-

নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি, একদা রেডিঙ্ নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। এক সেতুর উপরিভাগে উপস্থিত হইলে, অশ্ব কোনও কারণে ভয় পাইয়া, অতিশয় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, এবং অশ্বারোহী সহিত, নদীতে লম্ফ প্রদান করিল। সে ব্যক্তি সন্তরণ জানিতেন না ; সুতরাং তাঁহার জলে মগ্ন হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকেই সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

সেই সেতুর অনতিদূরে, এক সূত্রধর কর্ম্ম করিতেছিল। সে, সেতুর উপর জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া, কর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক, তথায় উপস্থিত হইল, জলপতিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র জলে ঝম্পপ্রদান করিল ; এবং অনেক কষ্টে, তাঁহাকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল। এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সেতুর উপরিস্থ ব্যক্তিগণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন ; এবং সূত্রধরের ক্ষমতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে, সে ব্যক্তি প্রাণদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি চিরকালের নিমিত্ত, কেনা হইয়া রহিলাম। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন, সূত্রধর কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছু কাল পূর্ব্বে, আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইয়া, কর্দ্দমে পতিত ছিলাম ; আপনি, সে সময়ে দয়া করিয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার কৃত উপকার, আমার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার পিতা। আমি অতি অধম ; আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি, ও আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছি ; আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, প্রভুত ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, সূত্রধর কর্ম্মস্থানে প্রস্থান করিল ; এবং তিনি, তদীয় সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মাতৃভক্তি

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখা পড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি যে উপার্জন করিতেন, তদ্দারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্‌বৃত্ত হইত না ; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে আমায় লালনপালন করিয়াছেন ; ইঁহার স্নেহ ও যত্নেই, আমি এত বড় হইয়াছি, ও এতদিন পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, ইনি এত দিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আমি থাকিতে, ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বার বৎসর বয়স হইয়াছে। এ বয়সে পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায় উপস্থিত হইল ; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, তাঁহার অনুমতি-ক্রমে কর্ম করিতে আরম্ভ করিল ; তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত,

সমুদয় জননীর নিকটে আনিয়া দিত। এই উপার্জন দ্বারা, তাহাদের উভয়ের, অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্মস্থানে যাইবার পূর্বে, ঐ বালক, গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম সকল করিয়া, জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত; এবং অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইয়া, স্বয়ং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিত; ইতোমধ্যে, জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না; সুতরাং সমস্ত দিন একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া কষ্টে কালযাপন করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম করিতে পারেন না, এবং কেহ নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া, সেই বালক, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিখাইল যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতিকালে, সহজ সহজ পুস্তক পড়িয়া, স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক এরূপ সুবোধ ও এরূপ মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, তদীয় আচরণ দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

পিতৃভক্তি

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লণ্ডনডরি নগরে, বেকনর্ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে জাহাজে নাবিকের কর্ম করিত। তাহার পুত্রও, দ্বাদশ বৎসর বয়সে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতাপুত্রে এক জাহাজেই কর্ম করিত। বেকনর্, আপন পুত্রকে বিলক্ষণ সন্তরণ শিখাইয়াছিল। মৎস যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনরের পুত্রও সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন কর্মে অবসর পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া সমুদ্রে পড়িত; এবং জাহাজের চতুর্দিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত; ক্লান্তিবোধ হইল, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।

এক দিবস, বায়ুবেগ বশতঃ, সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল। বেকনর্ দেখিবামাত্র, লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কন্যার বস্ত্র ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে ঊর্দ্ধে তুলিল। অনন্তর সে কন্যাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া, জাহাজের প্রায় নিকটে আসিয়াছে এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা ভয়ানক হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র, বেকনর্ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জাহাজের উপরিস্থ সমস্ত লোক অতিশয় ব্যাকুল হইল; এবং বন্দুক লইয়া, হাঙ্গরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, জলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না; সকলেই, হায়! কি হইল বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহার একটিও হাঙ্গরের গায় লাগিল না। হাঙ্গর, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মুখব্যাদনপূর্ব্বক, বেকনর্কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহার পুত্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিল। সে, পিতার প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্নধার তরবারি লইয়া, সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল, এবং দ্রুতবেগে হাঙ্গরের দিকে গমন করিয়া, উহার উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙ্গর, কুপিত হইয়া, তাহাকে অক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সন্তরণ কৌশলে, হাঙ্গরের আক্রমণ এড়াইয়া, উহার কলেবরে উপর্য্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল।

এই অবকাশে জাহাজের উপরিস্থ লোকেরা কতিপয় রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। পিতাপুত্রে এক এক রজ্জু অবলম্বন করিলে, তাহারা টানিয়া উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠাইল। এই সময়ে, উহাদের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু, সেই দুর্দ্দান্ত জন্তু, মুখব্যাদান ও ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করিল; এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ন দন্ত দ্বারা, গ্রস্ত অংশ কাটিয়া লইয়া, জলে পতিত হইল; বালকের কলেবরের ঊর্দ্ধতন অর্দ্ধ অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তি মাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া, কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল; অনন্তর সকলেই, শোকে বিচলিত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর্, জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, পুত্রের তাদৃশী দশা

দেখিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলপূর্বক ধরিয়া না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র, যতক্ষণ জীবিত ছিল, অবিচলিত ভাবে পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে, সে প্রাণত্যাগ করিল ; তাহার আকৃতি দেখিয়া সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ বোধ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

ভ্রাতৃস্নেহ

য়ুরোপের অন্তঃপাতী সুইট্জার্ল্যাণ্ড দেশ পর্বতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে ; এজন্য ঐ দেশে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। জ্যেষ্ঠের বয়স নয় বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর, এরূপ দুই সহোদর নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা করিতে করিতে, এক সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিল ; এবং ক্রমে ক্রমে অনেক দূর যাইয়া পথহারা হইল।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে তাহারা অতি শঙ্কিত ও গৃহপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল ; কিন্তু পথের নির্ণয় করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

জ্যেষ্ঠটির বয়স যত অল্প, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল, যত চেষ্টা করি না কেন, আজ রাত্রিতে, এ জঙ্গল হইতে কোনও মতে বাহির হইতে পারিব না ; সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা ; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে ; কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যেখানে নীহার নাই, এমন স্থানের অন্বেষণ করি।

এই স্থির করিয়া সেই বালক নীহারশূন্য স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে চন্দ্রের উদয় হওয়াতে, তদীয় আলোকে, পর্বতের পাদদেশে, এক ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল। বালক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র নীহার নাই। তখন সে, কতকগুলি শুষ্ক পর্ণ জড় করিয়া, তদ্বারা একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল ; পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া বলিল, ভাই, আর কাঁদিও না ; তোমার কোনও ভয় নাই ; আইস, এখানে শয়ন কর।

ইহা বলিয়া, কনিষ্ঠকে সেই পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া, আপনিও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। কনিষ্ঠ, বারংবার বলিতে লাগিল, দাদা, বড় শীত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাইটিকে অতিশয় ভালবাসিত ; এবং তাহার কোনও কষ্ট দেখিলে, নিজে অতিশয় কষ্ট বোধ করিত ; এক্ষণে কি উপায়ে তাহার শীতনিবারণ হয়, অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সে আপন গাত্র হইতে সমুদয় বস্ত্র খুলিয়া, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত নিবারণ না হয়, এই ভাবিয়া, স্বয়ং তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল।

এইরূপে, নিজের ও জ্যেষ্ঠের বস্ত্রে আবৃত হওয়াতে ও জ্যেষ্ঠের গাত্রের উত্তাপ পাওয়াতে কনিষ্ঠের অনেক শীত নিবারণ হইল ; তখন সে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করিল। তদ্দর্শনে, জ্যেষ্ঠের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল ; নিজে অনাবৃত গাত্রে থাকাতে, তাহার যে ভয়ংকর কষ্ট হইতেছিল, ঐ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গণ্য করিল না। যদি তাহারা এইভাবে অধিকক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে, অগ্রে জ্যেষ্ঠের এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠের নিঃসন্দেহ প্রাণবিয়োগ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর, অনেকক্ষণ পর্যন্ত, তাহারা গৃহে প্রতিগত না হওয়াতে, তাহাদের পিতা ও মাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের পিতা অন্বেষণে নির্গত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে সেই গহ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা শয়ন করিয়া আছে। তিনি, তাহাদের বিষয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাহাদিগকে পর্ণশয্যা হইতে উঠাইলেন ; এবং প্রথমতঃ, যথোচিত তিরস্কার করিলেন ; পরে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কষ্টনিবারণের কীদৃশ চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন ; এবং জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

লোভসংবরণ

এক দীন বালক কোনও বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি অতি সামান্য নিকৃষ্ট কর্মের ভার ছিল। সে, একদিন গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে; এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্যসকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না; এজন্য সে নির্ভয়ে, এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি অতি মনোহর, উত্তম স্বর্ণে নির্ম্মিত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত। বালক, ঘড়িটি হস্তে লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল; এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ি থাকিত, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হইত! ক্রমে ক্রমে, তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমি লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ি লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহের মধ্যে নাই; এবং আমি চুরি করিলাম বলিয়া, জানিতে পারিতেছেন না; কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। সর্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর, যদিই আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে, তাহার মুখ ম্লান ও সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে, ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ করা বড় মন্দ; লোকে লোভসংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়। আমি আর কখনও কোনও বস্তুতে লোভ করিব না; এবং লোভের বশীভূত হইয়া, চোর হইব না। চোর হইয়া

ধনবান্‌ অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল ; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত ক্লেশ হইল ; চুরি করিলে না জানি, আমি কতই ক্লেশ পাইব। ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী, ঐ সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক পরিচারিণী দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কিজন্য আমার ঘড়িটি লইলে না? বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না ; কেবল জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, কাতর নয়নে, গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে, ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী সস্নেহ বচনে বলিলেন, বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই ; তুমি কিজন্য এত কাতর হইতেছ? এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি ; কিন্তু শুনিয়া তোমার উপর কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না। তুমি দীনের সন্তান বটে ; কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্মভীরু বালক দেখি নাই। জগদীশ্বর তোমার যে লোভসংবরণ করিবার এরূপ শক্তি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর সর্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত না হও।

এই প্রকারে তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বৎস, তুমি যে এরূপে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, অতঃপর তোমার আর গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি নীচ কর্ম করিতে হইবে না। তুমি বিদ্যাভাস করিলে, আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে ; এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্যালয়ে পাঠাইব, এবং অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহ করিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিলেন।

গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, ঐ দীন

বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে পরদিন অবধি, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, যারপরনাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই, সে বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জ্জন করিল; এবং লোকসমাজে বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

গুরুভক্তি

রুশিয়ার রাজমহিষী দ্বিতীয় কাথারিনের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল। কাহারও শিশুসন্তান দেখিলে, তিনি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। পরিচারকদিগের শিশুসন্তান সকল সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত। তিনি, স্নেহ ও যত্নপূর্বক অনাথ বালক-বালিকাদিগের লালন ও নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন। কর্মচারীদিগের উপর এই আদেশ ছিল, অনাথ বালকবালিকা দেখিলে তাঁহার নিকট আনিয়া দিবে।

একদিন পুলিসের লোকেরা, পথিমধ্যে একটী অতি অল্পবয়স্ক শিশু পতিত দেখিয়া, তাহাকে রাজমহিষীর নিকটে আনিয়া দিল। তিনি সবিশেষ স্নেহ ও যত্ন সহকারে, তাহাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

এই বালক, রাজমহিষীর নিরতিশয় স্নেহপাত্র হইল। সে পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে সে উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। বালকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিল; সুযোগ পাইয়া, আন্তরিক যত্ন ও সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ, যে সকল গুণ থাকিলে বালক লোকের প্রিয় ও স্নেহভাজন হইতে পারে, ঐ সুশীল সুবোধ বালক, সেই সকল গুণে অলংকৃত ছিল। ইহা দেখিয়া, রাজমহিষী নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাহার উপর তদীয় স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ, তিনি তাহাকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন; এবং সেই বালকও তাঁহাকে আপন জননীর ন্যায় জ্ঞান করিত।

একদিন সে বিদ্যালয় হইতে আসিলে, রাজমহিষী তাহাকে আপনার নিকটে আসিতে বলিলেন। সে উপস্থিত হইল। তিনি অন্য অন্য দিন, তাহাকে

যেরূপ হৃষ্ট ও প্রফুল্লবদন দেখিতেন, সেদিন সেরূপ দেখিলেন না। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি ক্রোড়ে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বালক রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাহার নেত্রমার্জ্জন ও মুখচুম্বন করিয়া, সস্নেহবাক্যে বলিলেন, বৎস, কি জন্য রোদন করিতেছ, বল।

তখন বালক বলিল, জননি, আজ আমি বিদ্যালয়ে যতক্ষণ ছিলাম, কেবল রোদন করিয়াছি। সেখানে গিয়া শুনিলাম, আমাদের শিক্ষক মরিয়াছেন; দেখিলাম, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানেরা রোদন করিতেছেন। সকলে বলিতেছে, তাঁহারা বড় দুঃখী, খাওয়া পরা চলে, এমন সঙ্গতি নাই; এবং সাহায্য করে, এমন আত্মীয়ও নাই। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া, আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। মা, তোমায় তাঁহাদের কোনও উপায় করিয়া দিতে হইবে।

বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজমহিষীর অন্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। তিনি অবিলম্বে এক পরিচারককে ডাকাইয়া, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং বালকের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস, অল্প বয়সে তোমার যে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা হইয়াছে, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। যাহাতে তোমার শিক্ষকের পরিবার ক্লেশ না পায়, তাহা আমি অবশ্য করিব; তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রেরিত পরিচারক প্রত্যাগমন করিল; শিক্ষকের মৃত্যু ও তদীয় পরিবারের অনুপায় বিষয়ে, বালক যাহা বলিয়াছিল, সে সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া, রাজমহিষীর নিকট জানাইল। তখন তিনি, সেই বালক দ্বারা, শিক্ষকের পত্নীর নিকট, আপাততঃ তিন শত রুবল্ পাঠালেন; এবং যাহাতে সেই নিরুপায় পরিবারের ভদ্ররূপে ভরণপোষণ চলে, এবং শিশুসন্তানদিগের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়, তাহার অবিচলিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ধর্মভীরুতা

পোর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন্ নগরে, অতি নিঃস্ব এক বিধবা স্ত্রী বাস করিত। সে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে একদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হইল, এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইল। রাজপুরুষেরা বলিল, তোর মত লোকের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তুই এখান হইতে চলিয়া যা

এই বলিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। সে তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল ; রাজ পুরুষরাও প্রত্যহ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সেই স্ত্রীলোক, রাজাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ; এবং সম্মুখে একটী বাক্স ধরিয়া বলিল, মহারাজ, কিছু দিন পূর্বে, ভূমিকম্প হওয়াতে, যে সকল অট্টালিকা পতিত হইয়াছিল, তাহার ভিতরে আমি এই বাক্সটি পাইয়াছি। আমি নিতান্ত দুঃখিনী। আমার ছয়টি সন্তান ; অতি কষ্টে দিনপাত করি। এই বাক্সের মধ্যে যে সকল মহামূল্য বস্তু আছে, সে সমুদয় আত্মসাৎ করিলে, আমার দুরাবস্থার বিমোচন হয় ; আমার পুত্রেরা ধনবান্ বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে। কিন্তু মহারাজ, এ পরস্ব ; পরস্বহরণ নিতান্ত অপকর্ম। অপকর্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া, দুঃখে কালযাপন করা ভাল। আমি এই বাক্স আপনার হস্তে ন্যস্ত করিতেছি, যে ব্যক্তি ইহার যথার্থ অধিকারী, তাহার অনুসন্ধান ও অবধারণ করিয়া তাহাকে দিবেন। আর, আমি পরিশ্রম করিয়া ইহা বহির্গত করিয়াছি, এজন্য আমায় কিছু পুরস্কার দেওয়াইবেন।

রাজার আদেশ অনুসারে সেই স্থানেই বাক্স উদঘাটিত হইল। তিনি উহার মধ্যস্থিত রত্নসমূহের সৌন্দর্য নয়নগোচর করিয়া, চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর, সেই স্ত্রীলোককে বলিলেন, তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু তোমার তুল্য নির্লোভ ও ধর্মভীরু লোক কখনও দেখি নাই। তুমি যে ঈদৃশ মহামূল্য রত্নসমূহ হস্তে পাইয়া ধর্মভয়ে লোভ সংবরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আজ অবধি তোমার দুরবস্থা মোচন হইল। অতঃপর, তোমায় একদিনের জন্যও কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি তোমার ও তোমার সন্তানগণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

এই বলিয়া, রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন ; এবং সেই দুঃখিনী বিধবাকে, অবিলম্বে বিংশতি সহস্র পিয়াস্তর দিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, সেই রত্নসমূহের যথার্থ অধিকারীর সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত অধিকারীর

উদ্দেশ না হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত রত্ন বিক্রীত হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত ধন এই বিধবা ও ইহার পুত্রেরা পাইবে।

অপত্যস্নেহ

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে হুবাইট্‌চেপ্‌ল্‌ নামে এক স্থান আছে। তথায় পরস্পরসংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি গৃহ ছিল। যাহাদের নিজের বাসস্থান নাই, সেইরূপ লোকেরা ভাড়া দিয়া, ঐ সকল গৃহে অবস্থিতি করিত। একদা, ঐ পল্লীতে অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। যেখানে অগ্নি লাগে, তথায় প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে; সুতরাং অগ্নি উত্তরোত্তর, অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এখানেও অগ্নি প্রবল বায়ুর সহায়তায়, অল্পক্ষণমধ্যে বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনেকেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। সমবেত প্রতিবেশীরা, অনেক কষ্টে কতকগুলি লোককে গৃহ হইতে বহির্গত করিল; অবশিষ্ট সমুদয় লোক গৃহমধ্যে রহিল।

একটি দরিদ্রা নারীর কতিপয় শিশুসন্তান ছিল। সে, প্রতিবেশীদিগের সহায়তায়, আপন সন্তানগুলি লইয়া, অগ্নিক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায়, এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম, এই ভাবিয়া, সে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সাহায্যকারী প্রতিবেশীদিগের যথেষ্ট স্তুতি করিল; পরে, একে একে সন্তানগুলির নামগ্রহণপূর্বক, আশ্বাস করিতে গিয়া, জানিতে পারিল, সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি আনীত হয় নাই; সে গৃহমধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, সেই দরিদ্রা উন্মত্তার ন্যায় হইল; এবং সন্তানের স্নেহ ও মায়ায় বশীভূত হইয়া, স্বীয় প্রাণবিনাশের শঙ্কা না করিয়া, অকুতোভয়ে দ্রুতবেগে অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সে একটি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, পূর্বস্থানে আগমন করিল; সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইল; এবং কিরূপে জ্বলন্ত অধিরোহণী দ্বারা আরোহণ করিল, কিরূপে গৃহে প্রবেশপূর্বক দোলা হইতে সন্তানকে লইয়া, পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই সমুদয়ের বর্ণন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, আহ্লাদভরে শিশুসন্তানের মুখচুম্বন করিতে গিয়া, দেখিতে পাইল, সে

তাহার সন্তান নহে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অপর এক স্ত্রীলোক থাকিত; সে আপন সন্তান ফেলিয়া, পলাইয়া আসিয়াছিল, এ তাহার সন্তান।

যখন সে, কনিষ্ঠ সন্তানটি আনিবার নিমিত্ত গমন করে, ধূম ও অগ্নিশিখায় সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং স্বীয় গৃহ ভাবিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল; এক্ষণে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিল। অপত্যস্নেহের এমনই মহিমা, সেই স্ত্রীলোক কোনও মতে স্থির হইতে না পারিয়া, শোকসংবরণ পূর্ব্বক পুনরায় সেই শিশুসন্তানের আনয়নের নিমিত্ত, জ্বলন্ত গৃহের অভিমুখে ধাবমান হইল। সে, গৃহের সম্মুখবর্ত্তিনী হইবামাত্র উহা দগ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সে, একেবারে হতাশ হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, বিচেতন ও ভূতলে পতিত হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

পিতৃভক্তি

আমেরিকার অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক প্রদেশে এক অতি নিঃস্ব পরিবার ছিলেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই, বহুদিন অবধি অকর্ম্মণ্য ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের স্বয়ং কিছু উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা; সে পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ তাঁহাদের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত। দুর্ভাগ্য ক্রমে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, দিনান্তেও তাঁহাদের আহার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ফলতঃ, এই সময়ে শীতে ও অনাহারে, তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

পিতামাতার দুরবস্থা দেখিয়া এবং প্রাণপণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও, তাঁহাদের আহারাদি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, কন্যা অতিশয় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইল; এবং কি উপায়ে তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ হয়, অহোরাত্র কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে কোনও ব্যক্তি বলিল, অমুক ডাক্তার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ আপন সম্মুখের দন্ত দেয়, তাহা হইলে তিনি তিন গিনি

করিয়া, প্রত্যেক দন্তের মূল্য দিবেন ; কিন্তু ডাক্তার স্বয়ং সেই ব্যক্তির মুখ হইতে দন্ত তুলিয়া লইবেন।

এই ঘোষণার কথা শুনিয়া, কন্যা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি নানা চেষ্টা দেখিতেছি, এবং যথেষ্ট কষ্টভোগও করিতেছি, তথাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে, পিতা মাতার আহারের সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে, এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে, কিছু দিনের নিমিত্ত তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে। অতএব আমি অবিলম্বে ডাক্তারের নিকটে গিয়া, সম্মুখের দন্ত দিয়া, গিনি আনি।

মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, কন্যা, ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল ; এবং বলিল, মহাশয়, আপনি যে ঘোষণা করিয়াছেন, তদনুসারে আমি আপনার নিকট দন্ত বিক্রয় করিতে আসিয়াছি ; যে কয়টির প্রয়োজন হয়, তুলিয়া লইয়া, আমায় অঙ্গীকৃত মূল্য দিন।

ডাক্তার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহই তাঁহার ঘোষণা অনুসারে, দন্ত বিক্রয় করিতে আসিবে না। এক্ষণে, এই কন্যাকে দন্তবিক্রয়ে উদ্যত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে, তুমি কি কারণে ঈদৃশ ক্লেশকর বিষয়ে সম্মত হইতেছ ? কাঁচা দাঁত তুলিয়া লইলে কত কষ্ট হয়, তোমার সে বোধ নাই ; বিশেষতঃ, তুমি চিরদিনের জন্য, অতিশয় কদাকার হইয়া যাইবে। তুমি বালিকা ; এরূপে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইবার প্রয়োজন কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে, কন্যা সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত ডাক্তারের গোচর করিল। ডাক্তার অতিশয় দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি তদীয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; অনন্তর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে সস্নেহবচনে বলিলেন, বৎসে, তোমার মত গুণবতী বালিকা ভূমণ্ডলে আর আছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তোমার দন্ত চাহি না। যদি আমি তোমার মত গুণবতী বালিকাকে কষ্ট দি ও কদাকার করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর কেহ নাই। তোমার অসাধারণ গুণের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, আমি তোমায় দশটি গিনি দিতেছি, লইয়া গৃহে

যাও ; এবং নিশ্চিন্ত হইয়া পিতামাতার সেবা কর।

এই বলিয়া, দয়ালু ডাক্তার, সেই কন্যার হস্তে দশটি গিনি দিলেন। কন্যা আহ্লাদে পুলকিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে প্রভূত আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।

ধর্মপরায়ণতা

ফরাসি দেশে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাটীর সন্নিকটে, এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করিত। সে অতিশয় দরিদ্রা ; তাহার কতকগুলি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অতি কষ্টে তাহাদের প্রতিপালন করিত। সচ্চরিত্রা ও ধর্মপরায়ণা বলিয়া, সে স্বীয় প্রতিবেশী উক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির বিলক্ষণ স্নেহপাত্র ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, এক দিন তিনি, সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, দেখ, আমি কোনও কার্যের অনুরোধে, কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি ; ত্বরায় আমার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, এবং আমার পুত্র কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আর যদি তৎপূর্বে, অর্থের অভাব জন্য তোমার দুরবস্থা ঘটে, এই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে। এই বলিয়া, আপন সম্পত্তি বৃদ্ধার হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করিত, তদ্দ্বারা কোনরূপে নিজের ও সন্তানগণের ভরণপোষণের ব্যয়নির্বাহ হইত। সেই সম্পন্ন ব্যক্তির প্রস্থানের কিছুদিন পরেই, সে অতিশয় পীড়িত হইল ; সুতরাং প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যে কিছু কিছু উপার্জন করিত, তাহা রহিত হইল ; এজন্য তাহার ও সন্তানগুলির কষ্টের পরিসীমা রহিল না। পূর্বোক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ অনুমতি ছিল, তদনুসারে সে এরূপ অবস্থায়, তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, কষ্ট দূর করিতে পারিত। কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটিলে, তাঁহার অনুমতি অনুসারে তদীয় সম্পত্তির কিয়দংশ হইতে পারে, তখন তাহার সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই ; এই

ভাবিয়া সে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিল না।

কিয়ৎকাল পরে, সেই স্ত্রীলোক ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির অবধারিত মৃত্যুসংবাদ পাইল ; কিন্তু তিনি নিঃসন্তান মরিয়াছেন অথবা তাঁহার সন্তান আছে, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না ; এজন্য তখনও সে তাঁহার সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিল না। চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সে ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করিল না। সে মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যদিও তাঁহার সন্তান না থাকে, অন্য কোনও উত্তরাধিকারী থাকা অসম্ভব নহে ; যদি উত্তরাধিকারীও না থাকে, তাঁহার কেহ উত্তমর্ণও থাকিত পারে। আমি তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিব, আর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বা উত্তমর্ণেরা বঞ্চিত হইবেন, ইহা কোনও ক্রমে ন্যায়ানুগত নহে।

ক্রমাগত রোগভোগ করিয়া ও আহারের কষ্ট পাইয়া, বৃদ্ধার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল ; তথাপি সে, সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, কিংবা সেই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া নিজ প্রয়োজনে নিয়োজিত করা, উচিত বিবেচনা করিল না। কিন্তু পাছে ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ অধিকারীর হস্তে অর্পিত না করিয়া মরিয়া যায়, এই দুর্ভাবনায় সে অস্থির ও অসুখী হইতে লাগিল এবং এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তি প্রুশিয়া দেশে বিবাহ করিয়াছিলেন ; তথায় তাঁহার পত্নী ও কতিপয় শিশুসন্তান বিদ্যমান আছেন। তখন বৃদ্ধার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে অবিলম্বে তাঁহার পত্নীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইল, আপনার স্বামী, আমার নিকট প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন ; আপনি সত্বর আসিয়া লইয়া যাইবেন। তদনুসারে তিনি বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলে, সে সমস্ত তাঁহার হস্তে অর্পিত করিয়া বলিল, আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল। বোধ হয় আমি অধিক দিন বাঁচিব না ; আর কিছু দিন আমি আপনাদের সংবাদ না পাইলে, আপনারা এই সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতেন।

এই বলিয়া, বৃদ্ধা, যেরূপে ঐ সম্পত্তি তদীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিল। ধনস্বামীর পত্নী, অসম্ভাবিতরূপে প্রভূত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সেই দরিদ্রা বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণে ও ব্যবহার

দর্শনে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলেন। ফলতঃ তিনি তদীয় ঈদৃশ ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মপরায়ণতা দর্শনে সাতিশয় চমকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন ; এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু, ইহাকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করা উচিত ; না করিলে, আমি নিঃসন্দেহ অধর্মগ্রস্ত হইব।

এই স্থির করিয়া তিনি সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, অয়ি ধর্মশীলে, তুমি আমাদের যে মহোপকার করিলে, আমায় কিয়দংশে তাহার পরিশোধ করিতে দাও। এই বলিয়া, তিনি তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। তখন বৃদ্ধা বলিল, অর্থের লোভ থাকিলে, আমি এই সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। আপনার স্বামী আমায় যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন ; আমি যে তাঁহার ন্যস্ত সম্পত্তি তদীয় উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত করিতে পারিলাম, তাহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি ; আমার আর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি আমার উপর তাঁহার ন্যায় স্নেহদৃষ্টি রাখেন, তাহাই আমি প্রভূত পুরস্কার বলিয়া পরিগণিত করিব।

পিতৃবৎসলতা

য়ুরোপের যে সকল ভদ্রসন্তান সৈন্যসংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রথমতঃ কিছুদিন যুদ্ধকার্য্যের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে, তত্রত্য নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয় ; যাহারা অন্যথাচরণ করে, তাহারা বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে একটি বালক নিযুক্ত হইয়াছিল। সে সুবোধ, সাবধান, সচ্চরিত্র ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সম্যক্ অবহিত লক্ষিত হওয়াতে, তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে, যখন সকল বালক আহার করিত, সেই বালকও তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিত। আহারের সময়, অন্য অন্য বালকেরা গল্প ও আমোদ করিত ; কিন্তু সে সেরূপ করিত না। সে, প্রথমে সূপপান করিয়া, রুটি ও জল খাইয়া উদর-

পূর্ত্তি করিত, মাংস প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইত, তাহা সে স্পর্শও করিত না। ইহা দেখিয়া তাহার সহচরেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোনও উত্তর দিত না, বিষণ্ণবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত।

এই বিষয় অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, অহে যুবক, এরূপ আচরণ করিতেছ কেন? তোমায়, আহারবিষয়ে এখানকার নিয়ম অনুসারে চলিতে হইবে; সকলে যেরূপ আহার করে, তোমারও সেইরূপ আহার করা আবশ্যক। এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয়। যে বিষয়ে যে নিয়ম আবদ্ধ আছে, কোনও অংশে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। অতএব সাবধান করিয়া দিতেছি, অতঃপর তুমি রীতিমত আহার করিবে, কদাচ অন্যথাচরণ করিবে না।

অধ্যক্ষ এইরূপে সাবধান করিয়া দিলেও, সেই যুবক পূর্ববৎ, সূপ, রুটি, জল, এইমাত্র আহার করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ শুনিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে আনাইয়া ভৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যান্য সকল বিষয়ে সুবোধ বটে; কিন্তু এ বিষয়ে তোমায় অতিশয় অবাধ্য দেখিতেছি। সেদিন সাবধান করিয়া দিয়াছি, তথাপি তুমি বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ। যদি স্বেচ্ছানুসারে চলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তোমায় বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।

এই প্রকার ভয় প্রদর্শন করায়, বালক অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইল; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন; আমি ইচ্ছাপূর্বক বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন বা আপনার উপদেশ অবহেলা করি নাই। যে কারণে উপাদেয় বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি। আমার পিতা যারপরনাই নিঃস্ব; অতিকষ্টে আমাদের দিনপাত হয়। যখন বাটীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নহে; এক দিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে আমি প্রতিদিন, উত্তম সূপ উত্তম রুটি পেট ভরিয়া খাইতেছি। এখানে আসিবার পূর্বে, আমি কখনও এরূপ উত্তম ও প্রচুর আহার পাই নাই। আমার পিতা মাতা প্রায় প্রতিদিন, একপ্রকার উপবাসী থাকেন। আহার করিতে বসিলেই তাঁহাদিগকে মনে পড়ে; তাঁহাদের আহারের কষ্ট মনে করিয়া, উপাদেয় বস্তুর ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সেই সুবোধ বালকের এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, কেন, তোমার পিতা, বহুকাল রাজকর্ম করিয়াছিলেন; তিনি কি পেন্‌শন্‌ পান নাই? বালক বলিল, না মহাশয়, তিনি পেন্‌সন্‌ পান নাই; পেন্‌শনের প্রত্যাশায়, একবৎসরকাল, রাজধানীতে ছিলেন, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে অর্থাভাবে আর এখানে থাকিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিয়াছেন; তিনি পেন্‌শন্‌ পাইলে, আমাদের এত কষ্ট হইত না।

ইহা শুনিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাহাতে তোমার পিতা পেন্‌শন্‌ পান, তাহার উপায় করিব। আর, যখন তোমার পিতার এরূপ অবস্থা শুনিতেছি, তখন তিনি আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে, তোমায় কিছু দিয়া থাকেন, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং, সেজন্য তোমার বিলক্ষণ কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। আপাততঃ, তুমি তিনটি গিনি লও; ইহা দ্বারা নিজ আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিও; আর যত সত্বর পারি, তোমার পিতার আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্‌ পাঠাইয়া দিতেছি।

এই কথা শুনিয়া, বালক আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল; এবং অধ্যক্ষের দত্ত তিনটি গিনিতে অবিচলিতভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, আপনি আমার পিতার নিকটে সত্বর পেন্‌শনের টাকা পাঠাইবেন, বলিলেন; ঐ টাকা কিরূপে পাঠাইবেন? অধ্যক্ষ বলিলেন, তোমার সে ভাবনা করিতে হইবে না; আমরা অনায়াসে তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইতে পারিব। বালক বলিল, না মহাশয়, আমি সে ভাবনা করিতেছি না; আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আপনি আমার পিতার নিকট টাকা পাঠাইবেন, ঐ সঙ্গে এই তিনটি গিনিও পাঠাইয়া দিবেন। আমি যতদিন এখানে থাকিব, আমার এক পয়সাও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু, এই তিনটি গিনি পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবে।

অধ্যক্ষ, তদীয় সদ্বিবেচনা ও পিতৃবৎসলতার আতিশয্য দর্শনে, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি, রাজার গোচর করিয়া, তাহার পিতার পেন্‌শনের ব্যবস্থা করিলেন; এবং আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্‌ ও সেই তিনটি গিনি,

তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তদবধি সেই নিঃস্ব পরিবারের, দুঃখের অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া, অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থা উপস্থিত হইল।

নিঃস্বার্থ পরোপকার

পারী নগরে, হেনো নামে এক বিধবা নারী থাকিতেন। তিনি নস্যবিক্রয় ব্যবসায় দ্বারা, বহুকাল পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলেন; তিনি বায়াত্তর বৎসর বয়সে, অতিশয় নিঃস্ব ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যে গৃহে তাঁহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাকে ঐ গৃহ ছাড়িয়া দিতে হইল। এক্ষণে তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তাঁহার দুই পুত্র বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন; এই দুঃসময়ে তাঁহারা তাঁহার কিছুমাত্র আনুকূল্য করিলেন না।

মারগারে দেমুলাঁ নামে তাঁহার এক পরিচারিকা ছিল। সে তেইশ বৎসর তাঁহার নিকটে কর্ম করে। এক্ষণে স্বামিনীর দুরবস্থা দেখিয়া, তাহার দয়া উপস্থিত হইল। সে, দয়া করিয়া আনুকূল্য না করিলে, নিঃসন্দেহ অনাহারে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিত।

দেমুলাঁ, প্রথমতঃ এক প্রতিবেশীর নিকটে উপস্থিত হইল; এবং সাতিশয় বিনয়পূর্বক নিতান্ত কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আপন বিপণির এক পার্শ্বে, আমার স্বামিনীকে একটু স্থান দেন। তিনি সম্মত হইলে, সে হেনোকে সেই স্থানে লইয়া গেল। তথায় তিনি পূর্ববৎ নস্যবিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে লাভ হইতে লাগিল, তদ্বারা তাঁহার ব্যয়নির্বাহ হওয়া কঠিন দেখিয়া, দেমুলাঁ তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা দেমুলাঁকে সুশীলা, দয়াশীলা ও সচ্চরিত্রা বলিয়া জানিত, এজন্য অনেকেই তাহাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইত। কিন্তু, এমন দুঃসময়ে আমি ইঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিব না; আমি চলিয়া গেলে, ইঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না; ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, আমি কুত্রাপি যাইব না; এই বলিয়া সে কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

এইরূপে, নিরুপায় হেনো যতদিন জীবিত রহিলেন, দেমূলাঁ সাধ্যানুসারে তাঁহার পরিচর্য্যা ও প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু, সে তাঁহার কতদূর পর্য্যন্ত উপকার করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। দেমূলাঁর নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি অকারণে কুপিত হইয়া, সতত তাহাকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেন; দেমূলাঁ তাহাতেও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইত না। বিশেষতঃ, সে তাঁহার নিকটে যে তেইশ বৎসর কর্ম করিয়াছিল, তন্মধ্যে পনর বৎসরের বেতন পায় নাই। ইহাকেই নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে। ফলতঃ, দেমূলাঁর আচরণ, দয়া, ভদ্রতা ও প্রভুভক্তির অদ্ভূত দৃষ্টান্ত।

পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে। সৎকর্মে লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত, সমাজের অধ্যক্ষেরা, প্রতিবৎসর এক এক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, যে ব্যক্তি সর্বাংশে প্রশংনীয় সৎকর্ম করে, সে ঐ পুরস্কার পায়। দেমূলাঁর আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহারা এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে ঐ বৎসরের পুরস্কারের সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, ইহা স্থির করিয়া, তাহাকেই ঐ পারিতোষিক দিলেন।

আতিথেয়তা

মঙ্গো পার্ক নামে এক ব্যক্তি, দেশপর্য্যটন দ্বারা লোকসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে, আফ্রিকার অন্তঃপাতী বাম্বারা রাজ্যের রাজধানী সিগো নগরে উপস্থিত হইলেন; এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন। মধ্যে এক নদীর ব্যবধান আছে; উহা উত্তীর্ণ হইয়া, রাজবাটী যাইতে হইবে। সে দিবস, পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল যে, অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে, রাজপুরুষেরা রাজার নিকট সংবাদ দিল, মহারাজ, এক হীনবেশ শ্বেতকায় মানুষ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। শ্রবণমাত্র, নৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। তিনি, পার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমি রাজকীয় আদেশ ক্রমে আপনাকে জানাইতেছি, আপনি তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পার হইবেন না। তৎপরে অমাত্য কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, আজ

আপনি ঐ গ্রামে রাত্রিযাপন করুন।

পার্ক শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, সেই গ্রামে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী ও ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি থাকিবার উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, বিদেশীয় লোক বলিয়া, কেহ সাহস করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল না; সুতরাং তিনি বিলক্ষণ বিপদে পড়িলেন। বিশেষতঃ, সেখানে বন্য জন্তুর অতিশয় উপদ্রব; অনাবৃত স্থানে থাকিলে, প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব, কি উপায়ে নিরাপদে রাত্রিযাপন করিবেন, তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে, তিনি অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া এক বৃক্ষের স্কন্ধদেশে অশ্ব বন্ধন করিলেন; পরে, বৃক্ষের উপর বসিয়া রজনীযাপন করিব, তাহা হইলে বন্য জন্তুতে আক্রমণ করিতে পারিবে না, এই স্থির করিয়া, বৃক্ষে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, এক বৃদ্ধা কাফ্রি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, ইনি বিদেশীয় লোক, আশ্রয় না পাইয়া, ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তখন সে, তাঁহাকে তাহার অনুগামী হইতে সংকেত করিল। তদনুসারে, তিনি তাহার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

বৃদ্ধা আপন আবাসে উপস্থিত হইয়া কুটীরের এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিল। তাহার কন্যারা গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিল। সে তাহাদিগকে অগ্রে অতিথিপরিচর্য্যার আয়োজন করিতে বলিল। তাহারা, অবিলম্বে এক বৃহৎ মৎস্য আনিয়া, তাঁহার নিমিত্ত আহার প্রস্তুত করিল; এবং পর্য্যাপ্ত আহার করাইয়া, মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে, শয়ন করাইল। এইরূপে অতিথিপরিচর্য্যা সমাপ্ত হইলে, তাহারা পুনরায় গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল; এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম করিতে লাগিল।

কাফ্রিকন্যারা, বোধ হয়, শ্রমলাঘবের নিমিত্ত কর্ম করিতে করিতে গান করিতে লাগিল। পার্ক, কাফ্রিভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। গান শুনিয়া, কাফ্রিজাতির উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল। দেখিলেন, তিনিই তাহাদের গানের বিষয়। গানের মর্ম এই, ঝড় বহিতেছিল; বৃষ্টি

পড়িতেছিল ; উপায়হীন শ্বেতকায় মানুষ্য, ক্লান্ত হইয়া আমাদের বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছিলেন ; তাঁহার জননী নাই, যে, দুগ্ধ দেন ; স্ত্রী নাই যে, আহার প্রস্তুত করিয়া দেন ; আইস, আমরা শ্বেতকায় মনুষ্যকে আশ্রয় দি ; তাঁহার কেহ নাই, তিনি নিরাশ্রয়।

কাফ্রিনারীদিগের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে, পার্ক, মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। সেই রাত্রি তাহারা আশ্রয় না দিলে, তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিত না ; হয় ত, প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটিত। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন ; গৃহস্বামিনীর নিকটে গিয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহার ও তাহার কন্যাদের নিকটে বিদায় লইয়া, রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা

পারী নগরে, মিজিঅঁ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। কিছুদিন পরে, বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, তাঁহার ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। তিনি অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। লা ব্রন্দ নামে তাঁহার এক তরুণী পরিচারিকা ছিল ; তাঁহার দুঃসময় ঘটাতে, কেবল সেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না, আর সকলে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে, মিজিঅঁর মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান রহিল। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষনের কোন উপায় ছিল না। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, লা ব্রন্দের অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। সে দাসীবৃত্তি করিয়া, ক্রমে ক্রমে পনর শত ফ্রাংক সঞ্চয় করিয়াছিল, সমুদয় তাহাদের ভরণপোষণে নিয়োজিত করিল। ইহা ভিন্ন, তাহার কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে যে দুই শত ফ্রাংক উপস্বত্ব পাইত, তাহাও তাহাদের ব্যয়ে নিয়োজিত হইল। এইরূপে, সে, ঐ অনাথ পরিবারের প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই দয়াশীলা পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, অনেকে অভিলাষ করিতেন। কিন্তু, সে এইমাত্র উত্তর দিত, আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই, কে ইহাদের ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ?

কিছুদিন পরে, মিজিঅঁর পত্নীর উৎকট রোগ জন্মিল। ইতঃপূর্বে লা

ব্লন্দ এই নিরুপায় পরিবারের ভরণপোষণে সর্বস্ব সমর্পিত করিয়াছিল ; তাহার হস্তে আর কিছুই ছিল না। সে, তাঁহাদের নিমিত্ত, অবশেষে বসন, ভূষণ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিল।

যে সকল স্ত্রীলোক, হাসপাতালে গিয়া রোগীদিগের পরিচর্য্যা করে, তাহারা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। লা ব্লন্দ, দিবাভাগে মিজিওঁর পত্নীর শুশ্রূষা করিত ; এবং তাহাদের ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত, রাজধানীতে হাসপাতালে গিয়া, রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে, মিজিওঁর পত্নীর প্রাণত্যাগ হইল। পারী নগরে, অনাথ বালকবালিকাদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, দীনাশ্রয় নামে স্থান আছে। কেহ কেহ লা ব্লন্দকে এই পরামর্শ দিল, অতঃপর তুমি এই দুটি শিশুকে দীনাশ্রমে পাঠাইয়া দাও। সে, এই প্রস্তাব শুনিয়া অতি রোষ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি ইহাদিগকে কখনই ছাড়িতে পারিব না ; ইহাদিগকে আমার বাসস্থানে লইয়া যাইব। আমার যে দুই শত ফ্রাঙ্ক আয় আছে, তদ্দ্বারা আমার নিজের ও ইহাদের ভরণপোষণ অনায়াসে সম্পন্ন হইবে।

সাধুতার পুরস্কার

পারী নগরে এক ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি বহু কষ্টে দিনপাত করিতেন। সুইজেৎ নামে এক তরুণী ভ্রাতৃতনয়া ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কেহই ছিল না। এই ভ্রাতৃকন্যা অতি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ছিল, এবং আপন পিতৃব্যকে অতিশয় ভালবাসিত। নিতান্ত অসঙ্গতিপ্রযুক্ত, পিতৃব্য, ভ্রাতৃতনয়ার ভরণপোষণ করিতে পারিতেন না। সে, এক গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিত ; এবং বেতনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তাহা দিয়া পিতৃব্যের আনুকূল্য করিত।

কিছুদিন পরে, ঐ কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিন নির্দ্ধারিত হইল। সমুদয় আয়োজন হইতেছে, দুই তিন দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে ; এমন সময়ে সহসা তদীয় পিতৃব্যের মৃত্যু হইল। তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়নির্বাহ হয়। তখন সুইজেৎ বরকে বলিল, দেখ, আমার

পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে ; তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কোনও উপায় নাই। আমি বৈবাহিক পরিচ্ছদ কিনিবার নিমিত্ত যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার হস্তে এক কপর্দকও নাই। এক্ষণে তাহা দ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করি ; পরে, পুনরায় সঞ্চয় করিয়া, পরিচ্ছদ কিনিব। আপাততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত, আমাদের বিবাহ স্থগিত থাকুক।

সুইজেৎ যে বাটীতে কর্ম করিত, ঐ বাটীর কর্ত্রী, তাহার প্রস্তাব শুনিয়া, উপহাস করিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন, তোমার পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হয় হউক, সে অনুরোধে উপস্থিত বিবাহ স্থগিত রাখা কোনও মতে উচিত নহে। অতএব আমার পরামর্শ এই, নির্ধারিত দিবসে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাউক। সুইজেৎ, তাঁহার পরামর্শ শুনিল না ; বলিল, যথাবিধানে পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করিয়া, আমি কদাচ বিবাহ করিব না ; যদি করি, তাহা হইলে আমার মত পাপীয়সী আর নাই। আর, যদি এজন্য আমার বিবাহ না হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি।

এই উপলক্ষে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। গৃহস্বামিনী ও বর, উভয়ে নির্ধারিত দিবসে বিবাহ হওয়া আবশ্যক বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ; সুইজেৎ, কোনও মতে সম্মত হইল না। অবশেষে, গৃহস্বামিনী কুপিতা হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন ; এবং ; বরও, আমি আর তোমাকে বিবাহ করিব না বলিয়া, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল। সুইজেৎ, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল ; এবং পিতৃব্যের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে লাগিল।

যথাবিধানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সুইজেৎ, বিরলে বসিয়া পিতৃব্যের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, এমন সময়ে, এক সুশ্রী সুবেশ, যুবা পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইনি বহু দিন অবধি সুইজেৎকে জানিতেন ; তাহার কর্মচ্যুত হওয়ার ও সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কারণ অবগত হইয়া, তাহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ; এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই ; এক্ষণে সুইজেতের পাণিগ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।

সুইজেৎ এই ব্যক্তিকে সুশীল, সচ্চরিত্র ও বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া

জানিত। ইঁহাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, শোকসংবরণ পূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া, সাদর বচনে বলিলেন, সুইজেৎ, শুনিলাম তুমি কর্মচ্যুত হইয়াছ ; এবং বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি তোমার পাণিগ্রহণে প্রস্তুত আছি। সুইজেৎ শুনিয়া সংকুচিত হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি বড় লোক, আমি অতি দীন ; আপনি আমার প্রাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে, আপনি পরিহাস করিতেছেন ; আমার এই শোকের ও দুঃখের সময়, এরূপে পরিহাস করা উচিত নয়।

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক বলিলেন, অয়ি সুশীলে, ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, তোমায় পরিহাস করিতেছি না ; আমি এত নির্বোধ, এত নিষ্ঠুর, এত অধম নহি যে, তোমার মত গুণবতী মহিলার শোকে ও দুঃখে দুঃখিত না হইয়া, পরিহাস করিব ; তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্তও সেরূপ ভাবিও না। তুমি জান, আমার বিবাহ হয় নাই। এক্ষণে আমার বিবাহ করা স্থির হইয়াছে। বিবাহ করিতে হইলে, তোমার মত গুণবতী কামিনী কোথায় পাইব ?

এই সকল কথা শুনিয়া সুইজেৎ বলিল, না মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমি পরিহাস মনে করিতেছি না। আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিলে, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু আপনি সকল লোকের অবজ্ঞাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইবেন ; এজন্য আমার পাণিগ্রহণ করা আপনার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ নহে। তখন তিনি হাস্যমুখে বলিলেন, যদি কেবল এই তোমার আপত্তি হয়, সেজন্য ভাবনা করিতে হইবে না। এখন উঠ, আর এখানে কালহরণ করিবার প্রয়োজন নাই ; আমার জননী তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন।

সুইজেতের পিতৃব্য একটি বিড়ালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ঐ বিড়াল মরিয়া গেলে পর, উহার চর্ম লইয়া তিনি বিড়ালের আকৃতি নির্মিত করাইয়াছিলেন। ঐ আকৃতি তাঁহার শয্যার শিখরদেশে স্থাপিত থাকিত। প্রস্থানকালে সুইজেৎ বলিল, দেখুন, আমি পিতৃব্যকে অতিশয় ভাল বাসিতাম ; তাঁহার স্মরণার্থে এই আকৃতিটি লইয়া যাইব। এই বলিয়া, ঐ আকৃতি উঠাইতে গিয়া, উহার অসম্ভব ভার দর্শনে, সে চমৎকৃত হইল। তখন সেই যুবক, কৌতূহলাক্রান্ত

হইয়া, তাদৃশ ভারের কারণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিড়ালের চর্ম ছিন্ন করিবামাত্র, স্বর্ণমুদ্রার বর্ষণ হইতে লাগিল। সুইজেতের পিতৃব্য অতিশয় কৃপণ ছিলেন ; আহারাদির ক্লেশ সহ্য করিয়াও, সহস্র লুইদোর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার সঞ্চিত বিত্ত তদীয় সুশীলা ভ্রাতৃতনয়ার নিরুপম গুণের পুরস্কার হইল।

পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান

সান্তেতিয়ন্ নামে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, তিনি লুকাইয়া থাকেন। রাজপুরুষেরা সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি প্রকাশভয়ে অধিক দিন একস্থানে থাকিতে পারিতেন না ; কোনও স্থানে দুই তিন দিন থাকিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেন। তাঁহার, প্রতিক্ষণেই রাজপুরুষদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা হইত। যাহার আলয়ে লুকাইয়া থাকেন, পাছে, সে ব্যক্তিই ভয়ে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোন স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না ; কারণ, যাহারা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবে, অথবা তাঁহার লুকাইয়া থাকিবার স্থান জানিতে পারিয়াও রাজপুরুষদিগের গোচর না করিবে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ড অবধারিত ছিল।

পারী নগরে, পেসাক্‌নাম্নী এক অতি সচ্চরিত্রা, দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সান্তেতিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; এবং বলিলেন, আপনি যে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার আলয়ে চলুন ; সেখানে থাকিলে, কেহই আপনার অনুসন্ধান পাইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সান্তেতিয়ন্ বলিলেন, আপনি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই বিপদের সময় দয়া করিয়া, আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত বোধ করিতেছি, বলিতে পারি না। কিন্তু এ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিলে, আপনি নিঃসন্দেহ, বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন ; আপনার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই কারণে, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। যেরূপ দেখিতেছি, আমার প্রাণরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এমন স্থলে, আমি অকারণে আপনার প্রাণদণ্ডের হেতু হইতে পারি না।

সান্তেতিয়নের এই কথা শুনিয়া পেসাক্ বলিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যায় বলিতেছেন। আপনকার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলে, পাছে বিপদে পড়ি, এই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, আমি আপন আবাসে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিব, সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব না, ইহা কখনই হইবে না। আপনি বলিতেছেন, আপনাকে আমার আলয়ে লইয়া গেলে, আমারও প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিপদের সময়ে যদি বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণ-ধারণের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

অবশেষে সান্তেতিয়ন্, পেসাকের যত্ন ও বিনয়ের বশীভূত হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। যাহাতে, তিনি সেখানে লুকাইয়া আছেন বলিয়া কেহ জানিতে না পারে, পেসাক্ অশেষ প্রকারে সেইরূপ কৌশল করিতে লাগিলেন। কিন্তু, অল্পদিনের মধ্যেই, এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। সান্তেতিয়নের প্রাণদণ্ড হইল; পেসাক্, তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই অপরাধে তিনিও অবিলম্বে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

যৎকালে এই দয়াশীলা স্ত্রীলোক ধৃত ও রাজপুরুষদিগের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন, তিনি কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হয়েন নাই। তাঁহার আকারে বা কথোপকথনে, ভয়ের বা দুঃখের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, তিনি স্বচ্ছন্দমনে ও অম্লানবদনে তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও অকুতোভয়তা দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই মোহিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

প্রভুভক্তি

পারী নগরে লা জুইনে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। রাজদণ্ডে প্রাণবধের আদেশ হওয়াতে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন; এবং রেনু নামক স্থানে তাঁহাদের যে বসতিবাটী ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সেই বাটীতে এক পরিচারিকা ব্যতিরিক্ত আর কেহ ছিল না। তিনি, কি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন; আপাততঃ পরিচারিকার নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন না।

কতিপয় দিনের পর, লা জুইনে সংবাদপত্রে দেখিলেন, রাজপুরুষেরা এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যাহারা রাজদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবে, কিংবা

যে সকল পরিচারক অথবা পরিচারিকা তাদৃশ ব্যক্তিদের গোপন করিবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। তখন তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন দেখ, রাজদণ্ডে আমার প্রাণবধের আদেশ হইয়াছে ; সেজন্য আমি পারী হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে লুকাইয়া আছি। আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম, যদি কোনও পরিচারক বা পরিচারিকা রাজদণ্ডগ্রস্ত প্রভুর গোপন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এখানে থাকিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

এই কথা শুনিয়া, পরিচারিকা বলিল, মহাশয়, আমি বহুকাল আপনার আশ্রয়ে আছি, এবং আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। এক্ষণে বিপদের সময় যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন আর কেহই হইতে পারে না। এ অবস্থায় আমি কখনই আপনার আলয় পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইব না। যদি আপনার নিকট থাকিয়া ও আপনার পরিচর্য্যা করিয়া, আমার প্রাণদণ্ড হয়, তাহাতে আমি কাতর নহি, বরং শ্লাঘা জ্ঞান করিব ; আমি মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয়ানক জ্ঞান করি না। যদি আপনার প্রাণরক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও সাহায্য করিতে পারি, জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিচারিকার উক্তি শুনিয়া ও ভক্তি দেখিয়া, লা জুইনে চমৎকৃত হইলেন ; এবং বলিলেন, দেখ, আমার উপর তোমার যে এতদূর পর্যন্ত স্নেহ, ইহা অবগত হইয়া, আমি কত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু অকারণে আমি তোমার প্রাণদণ্ড হইতে দিব না ; কারণ, তুমি এখানে থাকিয়া, আমার প্রাণ রক্ষা বিষয়ে কোনওঅংশে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে তোমারও প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি এখানে লুকাইয়া আছি, যদি তুমি ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না কর, তাহা হইলে, আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

এইরূপে লা জুইনে পরিচারিকাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন ; সে কোনও ক্রমে তাঁহার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে সম্মত হইল না। তিনি অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না ; তিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অতিশয় ভর্ৎসনা করিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না। অবশেষে তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রভু, তোমায় আদেশ করিতেছি,

অবিলম্বে আমার আলয় হইতে চলিয়া যাও। তখন সে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে বলিল, আপনি ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকিতে আমি এমন সময়ে আপনকার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে পারিব না। আমি বহুকাল আপনার পরিচর্য্যা করিয়াছি; এক্ষণে আপনার নিকট থাকিতে দেন।

পরিচারিকার ভাব দর্শনে ও প্রার্থনা শ্রবণে, তিনি নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; এবং অগত্যা তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এ দিকে, তাঁহার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজপুরুষেরা সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন সহকারে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই প্রভুভক্তিপরায়ণা পরিচারিকা, সকল বিষয়ে এরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শিত করিতে লাগিল যে, তিনি কোথায় লুকাইয়া আছেন, তাঁহারা তাহার কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিপক্ষপক্ষ অপদস্থ হওয়াতে, লা জুইনে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

নিঃস্পৃহতা

ইংলণ্ডদেশীয় ডিউক অব মণ্টেগু অতিশয় দয়ালু ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের দুঃখমোচনের নিমিত্ত সর্বদা প্রচ্ছন্নবেশে ভ্রমণ করিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে তিনি ঐ অভিপ্রায়ে এক অনাথমণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন; এবং এক বৃদ্ধা নারীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে অতিশয় দুঃসময় উপস্থিত; এরূপ সময়ে তুমি কিরূপে দিনপাত কর। যদি আবশ্যক থাকে, বল, আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। বৃদ্ধা বলিল, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি স্বচ্ছন্দে আছি, আমার কোনও অপ্রতুল নাই। যদি দীন দেখিয়া, দয়া করিয়া, দিতে ইচ্ছা থাকে, ঐ গৃহে এক অনাথা আছে, তাহাকে সাহায্যদান করুন; অনাহারে তাহার প্রাণ-প্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে।

বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া, ডিউক মহোদয় নির্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং সেই অনাথা উপায়বিহীনা নারীকে কিছু দিয়া, পুনরায় বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি তোমার আর কোনও প্রতিবেশীর অপ্রতুল্য থাকে, বল। তাঁহার, পুনরায় সেই বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইবার উদেশ্য এই যে, তাহাকেও

কিছু দিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, আর কাহারও অপ্রতুল আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবশ্য আপন অবস্থা জানাইবে। কিন্তু, বৃদ্ধা বলিল, হাঁ মহাশয়, আমার আর এক প্রতিবেশী আছে; সে অতিশয় দুঃখী ও অতিশয় সৎস্বভাব। ডিউক বলিলেন, অয়ি বৃদ্ধে, আমি এ পর্যন্ত তোমার মত নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই। যদি তুমি বিরক্ত না হও, আমি তোমার নিজের অবস্থা সবিশেষ জানিবার অভিলাষ করি। তখন বৃদ্ধা বলিল, আমি নিতান্ত দুঃখিনী নহি; আমি কাহারও কিছু ধারি না; তদ্ভিন্ন আমার পনর টাকা সংস্থান আছে।

এই কথা শুনিয়া, ডিউক অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং মনে মনে তাহার নিঃস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তোমার যে সংস্থান আছে, যদি আমি তাহার কিছু বৃদ্ধি করিয়া দি, বোধ করি, তাহাতে তোমার আপত্তি হইতে পারে না। বৃদ্ধা বলিল, আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমার সবিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু, আপনি যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, অনেকের তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক। যদি আমি উহা লই, তাহাদিগকে বঞ্চনা করা হয়; আমার বিবেচনায় এরূপ লওয়া অতি গর্হিত কর্ম।

বৃদ্ধার ঈদৃশী উদারচিত্ততা দেখিয়া, মহানুভব ডিউক মহোদয় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বহিষ্কৃত করিয়া, তদীয় হস্তে প্রদান পূর্বক বলিলেন, তোমায় অবশ্যই লইতে হইবে; যদি না লও, আমি যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইব। বৃদ্ধা, তদীয় দয়ালুতা ও বদান্যতার একশেষ দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিপূর্ণ বচনে বলিল, মহাশয়, অধিক আর কি বলিব, আপনি দেবতা, মানুষ নহেন।

রাজকীয় বদান্যতা

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, দুই দীন বালক সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া জানিতেন না; সামান্য

ধনবান্ মনুষ্য স্থির করিয়া, তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইল ; এবং মহাশয়, আমাদের অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে ; সমস্ত দিন আহার পাই নাই ; দয়া করিয়া, আমাদিগকে কিছু দেন। এই বলিতে বলিতে তাহাদের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পরিশ্রুত হইতে লাগিল ; কণ্ঠরোধ হওয়াতে, তাহারা আর অধিক বলিতে পারিল না।

এই ব্যাপার দর্শনে, জর্জের অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, তাহাদের হস্তে ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইলেন ; এবং আশ্বাসপ্রদান পূর্বক তাহাদের অবস্থার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জানাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমরা অতি দীন। কিছু দিন হইল, আমাদের জননী পীড়িত হইয়াছিলেন ; পথ্য ও ঔষধ না পাইয়া আজ তিন দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; তিনি মৃত পতিত আছেন ; অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। আমাদের পিতা আছেন ; তিনিও অতিশয় পীড়িত হইয়া আমাদের মৃত জননীর পার্শ্বে পড়িয়া আছেন ; অর্থাভাবে তাঁহারও চিকিৎসা হইতেছে না। যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনিও ত্বরায় প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

ঐ দীন পরিবারের দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর শোকার্ত্ত ও দয়ার্দ্র হইলেন ; এবং বলিলেন, তোমরা বাটীতে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইলেন ; তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, সাতিশয় শোকাকুল হইয়া, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন ; তাঁহার সঙ্গে যাহা ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালকদিগের হস্তে দিলেন ; সত্বর স্বীয় প্রাসাদে প্রতিগমন করিয়া, রাজমহিষীকে সবিশেষ সমস্ত অবগত করিলেন ; এবং অবিলম্বে সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত প্রভূত আহারসামগ্রী, শীতবস্ত্র, পরিধেয় বসন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু পাঠাইলেন ; আর তাহাদের পীড়িত পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত, একজন উত্তম ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপে রাজকীয় সাহায্য পাইয়া, সে ব্যক্তি ত্বরায় সুস্থ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর সেই নিরাশ্রয় পরিবারের উপর এত সদয় হইয়াছিলেন যে, তাহাদের

উপস্থিত বিপদের নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না ; তাহাদের অনায়াসে ভরণপোষণ নির্বাহের এবং সেই দুই বালকের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার বিশিষ্টরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মাতৃবৎসলতা

রোম্ নগরে কোনও সৎকুলপ্রসূতা নারী উৎকট অপরাধ করাতে, বিচারকর্তারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন ; এবং কারাধ্যক্ষকে এই আদেশ দেন, অমুক দিনে, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে লইয়া গিয়া, এই স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড করিবে। সহসা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কার্য্যের সমাধা না করিয়া, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিলেন, সর্বসাধারণের সমক্ষে বধস্থানে লইয়া গিয়া, এরূপ সদ্বংশসম্ভূতা নারীর প্রাণদণ্ড করিলে, ইঁহার আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, আহার বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে অনাহারে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি, ঐ স্ত্রীলোককে, অনাহারে রাখিয়া দিলেন।

অবরোধের পরদিন তাঁহার কন্যা, কারাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া, জননীকে দেখিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহার সঙ্গে কোনও আহার সামগ্রী নাই দেখিয়া, তাহাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। কন্যা তদবধি প্রত্যহ মাতৃসমীপে যাতায়াত করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, কারাধাক্ষ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এ কন্যা অদ্যাপি ইহার জননীকে দেখিতে আইসে, ইহার কারণ কি। তিনি অনাহারে কখনই এত দিন বাঁচিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলেই বা এ প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে আসিবে কেন। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া, কারাধ্যক্ষ, সেই স্ত্রীলোক কোনও রূপে কিছু আহার পান কি না, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু তাঁহার আহার পাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। তখন, বোধ হয়, এই কন্যা স্বীয় জননীর নিমিত্ত কোনও প্রকার আহার লইয়া যায়, এইরূপ সন্দিহান হইয়া, তিনি স্থির করিয়া রাখিলেন, অদ্য যে সময়ে সে আপন জননীর নিকটে

যাইবে, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, সমুদয় অবগত হইবেন।

নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কন্যা, যথানিয়মে কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, জননীর সন্নিধানে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরে কারাধ্যক্ষ, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, কন্যা, জননীকে স্তন্যপান করাইতেছে। তিনি তদীয় মাতৃস্নেহের এতাদৃশী ঐকান্তিকতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন; এবং কারারুদ্ধা কামিনী কিরূপে অনাহারে এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব ঘটনার সবিশেষ বিবরণ বিচারকর্ত্তাদের গোচর করিলে, তাঁহারা কন্যার মাতৃভক্তি ও বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এবং নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, কারাবরুদ্ধা কামিনীর অপরাধ মার্জনা করিলেন। ঐ কামিনী কেবল কারামুক্ত হইলেন, এরূপ নহে; কন্যার মাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ যাবজ্জীবন তাঁহাদের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে, মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। বিচারকর্ত্তারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। যে স্থানে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সর্বসাধারণের প্রতি মাতৃভক্তির উপদেশস্বরূপ তথায় তাঁহার এক অপূর্ব মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া দিলেন।

বর্বরজাতির সৌজন্য

একদা আমেরিকার এক আদিমনিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল; এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া, এক সন্নিহিত য়ুরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, মহাশয়, কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। য়ুরোপীয় ব্যক্তি শুনিয়া, সাতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা; আমি তোর জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে বলিল, মহাশয়, তৃষ্ণায় আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে; আহার করিতে কিছু না দেন, অন্ততঃ জল দিয়া আমায় প্রাণদান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, য়ুরোপীয় মহাপুরুষ বলিলেন, অরে

পাপিষ্ঠ, তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব না। তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে ঐ য়ুরোপীয় ব্যক্তি বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিস্তর ভ্রমণ পূর্বক, পরিশেষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ পথে গেলে অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না; বয়স্যগণের নামনির্দেশ পূর্বক, উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে করিলেন। কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। অতঃপর তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল। অধিকন্তু, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায়, তিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া, লোকালয়ের উদ্দেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমেরিকার এক আদিমনিবাসীর পর্ণশালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সত্বরগমনে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন; এবং পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়া, কুটীর স্বামীকে বলিলেন, তুমি আমায় আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও।

তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া, সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে; আপনি কোনও ক্রমে এ রাত্রিতে নির্বিঘ্নে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন না; কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব; আজ আমার কুটীরে অবস্থিতি করুন; আমার যা কিছু সংস্থান আছে, আপনার পরিচর্যায় নিয়োজিত হইবে। য়ুরোপীয়, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, সে রাত্রি তদীয় কুটীরে অবস্থিতি করিলেন। কুটীরস্বামী, তাঁহার আহারের ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিল। রজনী প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি, ঐ য়ুরোপীয়ের সঙ্গে কিয়ৎ দূর গমন করিল; এবং যে পথে গেলে তিনি অক্লেশে ও নিরাপদে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন, তাহা দেখাইয়া দিল।

পরস্পর বিদায় লইবার সময়ে উপস্থিত হইলে আমেরিকার অসভ্য, য়ুরোপীয় সভ্যের সম্মুখবর্তী হইয়া, অবিচলিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখনিরীক্ষণ করিল;

অনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে য়ুরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইতঃপূর্বে আর কখনও আমায় দেখিয়াছেন কি না ? তিনি তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন ; দেখিলেন, কিছু দিন পূর্বে যে ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, তাঁহার আলয়ে গিয়া জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিয়াছিল ; কিন্তু, তিনি সে প্রার্থনার পরিপূরণ না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অবমাননা পূর্বক, তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই, অসময়ে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া, অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং কি বলিয়া পূর্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি ; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া, আপনকার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ; তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায়, অবমাননা পূর্বক তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।

ভ্রাতৃবিরোধ

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল। তিনি সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে কৃষিকর্ম করিয়া, স্বচ্ছন্দে সাংসারযাত্রানির্বাহ পূর্বক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হয়েন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। পাছে উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, বিনিয়োগপত্র দ্বারা উভয়কে স্বীয় বিষয়ের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। তাঁহার একটি উদ্যান ছিল ; অনবধানতা বশতঃ তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোনও উল্লেখ করিয়া যান নাই।

তাহারা দুই সহোদরে পিতৃকৃত বিনিয়োগপত্র অনুসারে, প্রত্যেক পৈতৃক বিষয়ের যে অংশ পাইয়াছিল, সুশীল, সুবোধ ও পরিশ্রমশালী হইলে, তাহা দ্বারা

সুখস্বচ্ছন্দে ও সম্মান সহকারে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু, তাহাদের সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। বিনিয়োগপত্রে পরিত্যক্ত, অবিভক্ত উদ্যান লইয়া, তাহাদের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল ; ঐ উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভকরতা, উভয় ধর্মই বিলক্ষণ ছিল ; এজন্য, উভয়েরই একাকী সম্পূর্ণ উদ্যানের অধিকারী হইবার সম্পূর্ণ লোভ জন্মিল। সেই লোভের সংবরণে অসমর্থ হওয়াতে, উভয়েরই অন্তঃকরণে ঐ উপলক্ষে পরস্পরের উপর বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল। বিষয়লোভ, মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। ভ্রাতৃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ তাহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উভয়কে বিবাদে উদ্যত দেখিয়া প্রতিবেশিগণ মধ্যস্থ হইয়া, তাহাদের বিরোধভঞ্জনে যথোচিত চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ অধীন হইয়াছিল যে, উভয়েই বলিল, সর্বস্বান্ত হইব তাহাও স্বীকার, তথাপি উদ্যানের অংশ দিব না। তাহাদের তাদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, মধ্যস্থগণ ক্ষান্ত হইলেন। উভয়ের পরমাত্মীয় ও যথার্থ হিতৈষী অতি মাননীয় এক ব্যক্তি, উভয়কে একত্র করিয়া অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কেন অকারণে বিরোধ করিতেছ, বল ; যেমন উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সমাংশভাগী হইয়াছ, বিবাদাস্পদীভূত উদ্যানেও সেইরূপ সমাংশভাগী হও। আমার কথা শুন, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও। রাজদ্বারে আবেদন করিলে, বিচারকর্তারা সমাংশব্যবস্থাই করিবেন, একজনকে একেবারে বঞ্চিত করিয়া অপর জনকে কখনই সমস্ত উদ্যান দিবার আদেশ করিবেন না ; লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের অনর্থক অর্থব্যয় হইবে, এইমাত্র ; আর হয় ত, এই বিবাদ উপলক্ষে উভয়েরই সর্বস্বান্ত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হও, আমি মধ্যবর্তী থাকিয়া সামঞ্জস্য করিয়া, উদ্যানের বিভাগ করিয়া দিতেছি।

এই হিতোপদেশ শ্রবণগোচর করিয়া জ্যেষ্ঠ বলিল, আপনি আমাদের পরমাত্মীয় ও অতি মাননীয় ব্যক্তি ; আপনকার উপদেশবাক্যের অনুসরণ ও আদেশবাক্যের প্রতিপালন করা, আমাদের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু, অংশ করিয়া লইতে গেলে, এমন সুন্দর উদ্যান, একেবারে হতশ্রী হইয়া যাইবে। অতএব, আপনি আমার ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দেন, সে ন্যায্য মূল্য লইয়া আমায়

সমুদয় উদ্যান ছাড়িয়া দিউক। কনিষ্ঠও শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, অবিকল ঐ প্রস্তাব করিল। আত্মীয় ব্যক্তি বিস্তর বুঝাইলেন ও অনেক প্রকার কৌশল করিলেন; কিন্তু কাহাকেও উদ্যানের অংশগ্রহণে অথবা মূল্য গ্রহণ পূর্বক উদ্যানের অংশপরিত্যাগে, সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক চলিয়া গেলেন।

অনন্তর উভয়েই কর্তব্যনিরূপণ নিমিত্ত উকীলদের নিকটে গমন করিল; এবং অভিলাষানুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়া নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এক স্থানে জ্যেষ্ঠের জয় অপর স্থানে কনিষ্ঠের জয়, এইরূপে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া মোকদ্দমা চলিল। অবশেষে, সর্বশেষ বিচারালয়ে সমাংশের ব্যবস্থা অবধারিত হইল। তখন উভয়কেই অগত্যা ঐ ব্যবস্থা শিরোধার্য করিয়া লইতে হইল।

মোকদ্দমার ন্যায্য ব্যয় তাদৃশ অধিক নহে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয় এত অধিক যে, দীর্ঘকাল তাহাতে লিপ্ত থাকিলে প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদের হস্তে যে টাকা ছিল, কিছু দিনের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল; সুতরাং টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, উভয়কেই ভূসম্পত্তির কিয়ৎ অংশ বিক্রয় করিতে ও কিয়ৎ অংশ বন্ধক রাখিতে হইল। যে উদ্যানের নিমিত্ত এত আগ্রহ ও এত আক্রোশ, তাহাও দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হইয়া, শ্রীভ্রষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল। যখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল, সে সময়ে উভয়ে এত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল যে, সর্বস্ব বিক্রয় করিলেও ঋণের পরিশোধ হইয়া উঠে না। তাহারা, অহংকারে মত্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশিগণের ও আত্মীয়বর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বিবাদে সর্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগের যারপরনাই দুর্দশায় কালযাপন করিতে হইল।

ন্যায়পরায়ণতা

ইংলণ্ডদেশে লেনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে লেনার্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার জননীর এরূপ পরিশ্রমশক্তি ছিল না যে, তিনি আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থের উপার্জন করেন।

লেনার্ড প্রতিজ্ঞা করিল, অন্য কাহারও গলগ্রহ হইব না ; এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারাও জীবিকানির্বাহের চেণ্টা করিব না ; যেরূপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা আপনার ও জননীর ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

এইরূপ সংকল্প করিয়া, লেনার্ড মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি একপ্রকার লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি ; যদি আমি সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই বা আমি জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জনে সমর্থ হইব না ? এই স্থির করিয়া, জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সে এক সন্নিহিত নগরে উপস্থিত হইল। ঐ নগরে তাহার পিতার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম বেন্‌সন্‌। তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এবং বাণিজ্য করিতেন ; লেনার্ড তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অবস্থা জানাইল ; এবং নিতান্ত কাতর ও বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিল, আপনি কৃপা করিয়া আমায় আপনার আশ্রয়ে রাখুন ; এবং আমাদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও কর্মের ভার দিউন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কার্য সম্পাদন করিব ; প্রাণান্তেও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না।

দৈবযোগে ঐ সময়ে বেন্‌সনের একটি সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা অপেক্ষা, বন্ধু পুত্র লেনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি আহ্লাদ পূর্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লেনার্ড, স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ ; কর্মে নিযুক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, এবং সৎপথে থাকিয়া যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, সুন্দররূপে কার্য নির্বাহ করিতে লাগিল। যদি দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কার্য করিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোনও কর্ম প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিত, সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করিত এবং যথাশক্তি সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান্‌ হইত।

লেনার্ডের সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্‌সন্‌ তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন ; এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে সে বিষয়কর্মে নিপুণ এবং স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

বেন্‌সনের স্ত্রী, পুত্র আদি পরিবার ছিল না। তিনি একটি স্ত্রীলোকের হস্তে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন ; স্বয়ং কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান ছিল না ; সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই অপহরণ করিত। এক্ষণে লেনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ দেখিয়া, সে বিবেচনা করিল, এ বালক এখানে থাকিলে আমার লাভের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে ; এবং হয় ত, অবশেষে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। অতএব কৌশল করিয়া ইহাকে এখান হইতে বহিস্কৃত করা আবশ্যক ; তাহা না হইলে আমার পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই স্ত্রীলোক অবসর বুঝিয়া, একদিন বেন্‌সনের নিকট কৌশল করিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, আপনি অতি সদাশয়, সকলকেই সজ্জন ভাবেন। আপনি এই বালকের উপর অধিক বিশ্বাস করিবেন না। আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চরিত্র মনে করেন, ও সেরূপ নহে। অগ্রে সাবধান না হইলে, অবশেষে উহার দ্বারা আপনকার অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে, উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা, কোনও ক্রমে বিবেচনাসিদ্ধ নহে। আমি বহুকাল আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রতিপালিত হইতেছি। আপনকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সতর্ক না করিলে, আমার অধর্ম হইবে। সেজন্য আমি অনেক বিবেচনা করিয়া, আপনাকে এ বিষয় জানাইলাম।

এই স্ত্রীলোকের উপর বেন্‌সনের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লেনার্ড যে অতিশয় সুশীল ও সচ্চরিত্র, সে বিষয়েও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না। এজন্য তিনি, সেই স্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না করিয়া বিবেচনা করিলেন, এ বালক যে অধর্মপথে পদার্পণ করিবে, কোনও ক্রমে আমার এরূপ প্রতীতি হয় না। কিন্তু অত্যন্ত অধার্মিকেরাও সহজে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পূর্ণ ধার্মিকের ভাণ করিয়া থাকে। অতএব, এই স্ত্রীলোকের কথায় একেবারে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। আমি কৌশল করিয়া এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বেন্‌সন্‌ একদিন লেনার্ডকে বলিলেন,

আমার এই এই বস্তুর অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে ; যে মূল্যে হয়, সত্বর কিনিয়া আন। এই বলিয়া, যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা তাহার হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে পাঠাইয়া দিলেন। লেনার্ড ঐ সকল জিনিস কিনিয়া, অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিল ; এবং ক্রীত বস্তুসকল প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া, মূল্যাবশিষ্ট টাকা তাঁহার হস্তে দিল। লেনার্ড এ বিষয়ে এক কপর্দকও আত্মসাৎ করে নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং ঐ স্ত্রীলোক যে কেবল বিদ্বেষ বশতঃ তাহার গ্লানি করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

একদিন বেন্‌সন্‌ অনবধানতা বশতঃ কার্যালয়ে কতকগুলি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লেনার্ড তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোহর পড়িয়া আছে। সেই সময়ে ঐ স্ত্রীলোকও সে স্থানে উপস্থিত হইল। সে লোভে আক্রান্ত হইয়া, অথবা লেনার্ডকে অপদস্থ করিবার অভিসন্ধি করিয়া, তাহার নিকট প্রস্তাব করিল, আইস, আমরা উভয়ে এই মোহরগুলি ভাগ করিয়া লই। লেনার্ড শ্রবণমাত্র তাদৃশ ঘৃণিত প্রস্তাবে আন্তরিক অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি, এ মোহর প্রভুর হস্তে দিব ; ইহা তাঁহার সম্পত্তি ; পরস্বহরণ অতি গর্হিত কর্ম। বিশেষতঃ, তিনি আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন ; এমন স্থলে, এ মোহর আত্মসাৎ করিলে, আমায় বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে ; অতএব আমি কোনও ক্রমে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

এই বলিয়া মোহর লইয়া লেনার্ড, বেন্‌সনের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অমুক স্থানে এই মোহরগুলি পড়িয়াছিল, এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। বেন্‌সন্‌ লেনার্ডের ঈদৃশ অবিচলিত ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ পুরস্কার দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরূপ স্নেহ জন্মিল যে, পরিশেষে তিনি তাহাকে পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়া, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

আখ্যান মঞ্জরী
দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক ইতি।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯৪৫

দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লণ্ডদেশীয় ডাক্তার অলিবর্ গোল্ড্স্মিথ অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত, এবং সেই দুঃখের নিবারণে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনাপরিপূরণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বারা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, দয়া ও দানশীলতা দ্বারাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, আমার স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন; আপনি অনুগ্রহ পূর্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আমরা যার পর নাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়াশীল গোল্ড্স্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অনাহার তাঁহার পীড়ার একমাত্র কারণ; অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন; রীতিমত আহার পাইলেই, সত্বর, সুস্থ ও সবল হইতে পারেন; ঔষধসেবন নিষ্প্রয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি; বাটীতে গিয়া, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলের বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যকমত বিবেচনা পূর্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূর্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

রোগী ও তাঁহার সহধর্মিণী, ঔষধের বাক্স খুলিয়া, তন্মধ্যে অদ্ভুত ঔষধ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, কিয়ৎক্ষণ, পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে গোল্ড্স্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যথার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্তী মারসীলস্ প্রদেশে, গয়ট্ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যুৎকট পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না; অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া, ও অতি সামান্যরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট্ অতি নরাধম; প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছে; কিন্তু এমনই কৃপণস্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া, না পরিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি, তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, যার পর নাই কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পথে দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত; বালকেরা, ঐ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ডেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুব্ধ, দুঃখিত বা চলচিত্ত হইতেন না; তাহাদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সহাস্য বদনে, চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট্ জীবদ্দশায় সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদ্দৃষ্টে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন; এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য হীনাবস্থা লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া, উপার্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে, সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে পরিশ্রম ও আহার প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সাতিশয় ক্লেশস্বীকার করিয়া, প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পূর্বোক্ত জল কষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহাদের উপর এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য

নির্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গয়ট্ সর্বাংশে অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য সচরাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্লেশের লেশমাত্র থাকে না।

মাতৃভক্তির পুরস্কার

য়ুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পবয়স্ক ভৃত্যেরা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে, তাঁহারা ঘণ্টা বাজান ; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভৃত্যেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়।

এক দিন, প্রুশিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন ; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিয়া, তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক, বেতন পাইয়া, জননীর ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি, টাকা পাইয়া পুত্রকে লিখিয়াছেন, বৎস, তুমি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত ; আশীর্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পড়িয়া, ফেডরিক অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; মাতৃভক্ত বালকের প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমন পূর্বক, একটি টাকার থলি বহিষ্কৃত করিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকার থলিটি বালকের বগলিতে রাখিয়া, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল ; তাহা শুনিয়া, সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, তোমার বিলক্ষণ নিদ্রা হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত বগলিতে

পতিত হইলে তন্মধ্যে টাকার থলি দেখিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিষণ্ণ বদনে কাতর নয়নে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল ; ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে একটিও কথা বলিতে পারিল না।

তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও রোদন করিতেছ, বল। তখন বালক, জানু পাতিয়া, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহারাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমার বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, নিঃসন্দেহ আমার সর্বনাশের চেষ্টায় আছে ; সেই আমার নিদ্রিত অবস্থায়, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিয়াছে ; অবশেষে, আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমায় ধরাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে, তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রথমতঃ যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা অনেক অধিক আহ্লাদিত হইলেন ; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিষণ্ণ ও কাতর হইতেছে কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহ্বল বালককে অভয়প্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও ; এবং তাঁহাকে, আমার নমস্কার জানাও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবধি আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সেদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ মণ্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি, কার্যবশতঃ, মার্সীল্স্ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, জলপথে পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে, তিনি, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই নৌকার দাঁড়ি ও মাঝি অতি অল্পবয়স্ক; তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, আমরা দুই সহোদর, সেকরার কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি; যে উপার্জন করি তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়; আয়ের বৃদ্ধি করিবার মানসে আমরা, অবসরকালে নাবিকের কর্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া, মণ্টেস্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমাদের অর্থলোভ অতি প্রবল; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্লেশকর নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণ বশতঃ, আমাদিগকে এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদিগকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না। আমাদের পিতা বিদ্যমান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বার্বরিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্বস্বহরণ পূর্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দাসব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দয় নহেন; আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন যে, কোনও কালে, আমি ঐ টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা, আমায় আর দেখিতে পাইবে সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল ; তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে তিনি দাসত্বমুক্ত হইতে পারেন, আমরা, সেই টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাঁহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই ; কিন্তু তদর্থে, যথোচিত চেষ্টা না করিয়াও, ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মণ্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন, দেখ, প্রথমতঃ, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমরা এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম ; তোমরা যথার্থ সুসন্তান ; অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া, বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। এক দিন তাহারা দুই সহোদরে দোকানে কর্ম, করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নয়ন-গোচর করিয়া, তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল ; এবং আহ্লাদে গদগদ হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিল ; তাহাদের পিতা মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা পাঠাইয়াছিল ; তাহাতেই তিনি দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন ; তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন ; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে ? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্বক, এই টাকার সংগ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন ; আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, টাকা পাঠাই নাই ; বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন ; তাহা আমি অবধারিত জানি। টাকাও অনেক ; এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। ফলতঃ, তিন জনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি ; এ আর কাহারও কর্ম নহে। কিছু দিন পূর্বে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল ; প্রস্থানকালে আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে। মণ্টেস্কুর দয়াতেই, আহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রানদণ্ডের উপক্রম দেখিয়া, প্রচ্ছন্ন বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন ; যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, গৃহস্বামী কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ ? ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি ; আপনকার শরণাগত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন ; তাহার পরিচয়গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না ; এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি, আশ্রয়দানের পর বিষম শত্রু ও যার পর নাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। তদনুসারে, গৃহস্বামী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন ; তোমার কোনও আশঙ্কা নাই ; তুমি আমার আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্বামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, একদিন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমনের পুত্র ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে; শুনিয়াছি, ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে; বৈরনির্যাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্বামীর পিতা, তাহা জানিতেন না; এক্ষণে, গৃহস্বামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া, তিনি বলিলেন, মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকার বৈরনির্যাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহন্তা; আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈরনির্যাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই; এজন্যই, আপনি এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, আমি সেরূপ নরাধম নহি। ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনাবাক্য বলিতেছি না; এই বলিয়া, যেরূপে যে স্থানে যে অবস্থায়, গৃহস্বামীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিলেন।

পিতৃবধবৃত্তান্ত কর্ণগোচর হইবামাত্র, গৃহস্বামীর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; অনন্তর, ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া বলিলেন, অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য এই দণ্ডে তোমার প্রাণবধ করা উচিত। কিন্তু তোমায় বিপদ্‌গ্রস্ত জানিয়া, আপন আলয়ে আশ্রয় দিয়াছি ও অভয়দান করিয়াছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া, অধর্মগ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি, তোমায়, পাথেয়স্বরূপ, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি; উহা লইয়া অবিলম্বে আমার আলয় হইতে পলায়ন কর। অতঃপর এরূপ সাবধান হইয়া চলিবে, যেন আর কখনও

তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার না ঘটে ; সাক্ষাৎকার ঘটিলেই, আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়া, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন।

দয়া ও সদ্বিবেচনা

বিপক্ষেরা, কুপরামর্শ দিয়া, সাম্রাজ্যের কতিপয় দূরবর্তী প্রদেশে, প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে ; এই সংবাদ পাইয়া, চীনের সম্রাট্ সাতিশয় কুপিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আইস ; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবিলম্বে বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। এই বলিয়া, তিনি, বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধানার্থ, প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট্ প্রবল সৈন্য সহিত, সন্নিহিত হইবামাত্র বিদ্রোহীরা, তাঁহার শরণাগত হইয়া, নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহাদের গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রধান অমাত্য, সম্রাটের সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, মহারাজ আপনি পূর্বে স্পষ্টবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিবেন ; কিন্তু এক্ষণে, ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। এই কি আপনার প্রতিজ্ঞাপালন ?

প্রধান অমাত্যের কথা শুনিয়া, সম্রাট্ সহাস্য বদনে বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। কিন্তু, আমি উপস্থিত হইবামাত্র, যখন উহারা আমার শরণাগত হইল, এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তখন উহারা আর আমার বিপক্ষে নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, এক্ষণে উহারা আমার সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে উহারা আমার বন্ধু হইয়াছে। এমন স্থলে, উহাদিগকে বিপক্ষে ভাবিয়া উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট দণ্ডবিধান করা, কদাচ উচিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, সন্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সদ্বিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল

ম্যাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আর্গাইল্-নিবাসী আর্কেডিয়স্ নামে এক ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়স্ ঘটনাক্রমে, ফিলিপের অধিকারে প্রবেশ করাতে, রাজপুরুষেরা, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া, রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন, এবং বলিলেন, মহারাজ, এই দুরাত্মা, সতত, আপনকার কুৎসাকীর্তন করে ; এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন ; এবং, অতঃপর, যাহাতে আর আপনকার নিন্দা করিতে না পারে, তাহারও যথোপযুক্ত উপায় বিধান করুন।

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া ফিলিপ বলিলেন, তোমরা যে উপদেশ দিতেছ, তদনুযায়ী কার্য করা, সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই রাজবাক্য শুনিয়া, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহাদের কারাগারে রুদ্ধ করিবেন, এবং অবশেষে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু, তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া, যথেষ্ট সমাদরপূর্বক আপন সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বন্ধুভাবে কিয়ৎক্ষণ, কথোপকথন করিলেন। এইরূপে যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপের পর, বহুমূল্য উপহার দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

আর্কেডিয়স্ ভাবিয়াছিলেন, ফিলিপ তাঁহার প্রথমতঃ যথোচিত শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্নিহিত রাজপুরুষেরা বলিলেন, মহারাজ, ওরূপ দুরাচারের সহিত, এরূপ ব্যবহার করা, আমাদের বিবেচনায় ভাল হয় নাই ; ইহাতে উহার আরও আস্পর্ধা বাড়িবে ; এবং মনে করিবে, আপনি উহার তোষামোদ করিলেন। ফিলিপ শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে, চারি দিক্ হইতে, সংবাদ আসিতে লাগিল, আর্কেডিয়স্, এত কাল, রাজার বিষম শত্রু ছিল ; এক্ষণে, তাঁহার, যার পর নাই, হিতৈষী হইয়াছে ; সর্বত্র, সর্বাধিক লোকের নিকট, সে রাজার গুণানুবাদ ও প্রশংসা-কীর্তন করে, এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে, রাজার উল্লেখ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে

বলিতে থাকে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের তুল্য অমায়িক, নিরহংকার, উন্নতচিত্ত, উদারচরিত পুরুষ, কস্মিন্‌কালেও, কাহারও নয়নগোচর হইয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যে, সবিশেষ না জানিয়া, এত কাল, তাঁহার কুৎসাকীর্তন করিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত নির্বোধ ও যার পর নাই অভদ্রের কার্য হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া, ফিলিপ পার্শ্ববর্তী রাজপুরুষবর্গের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্বক, সহাস্য বদনে বলিলেন, এখন বল দেখি, আমি তোমাদের অপেক্ষা, নিপুণতর চিকিৎসক কি না?

দয়া ও সদ্বিবেচনা

ইংলণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ কবি শেন্‌ষ্টোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে জঙ্গল; এরূপ স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা এক ব্যক্তি, জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে যে টাকা আছে, আমায় দেন; নতুবা এখনই গুলি করিয়া, আপনকার প্রাণসংহার করিব। শেন্‌ষ্টোন, চকিত হইয়া, এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সে বলিল, আপনি আমার মত দরিদ্র নহেন; টাকার জন্য এত ভাবিতেছেন কেন? যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, টাকা দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেন্‌ষ্টোন, টাকা বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাকে বলিলেন, ওরে হতভাগ্য, এই টাকা লও; এবং যত শীঘ্র পার, পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া পিস্তলটি জলে ফেলিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শেন্‌ষ্টোনের সঙ্গে একটি অল্প বয়স্ক পরিচারক ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অপরিজ্ঞাত রূপে, ঐ লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও; এবং ও কোন্ স্থানে থাকে, তাহা দেখিয়া আইস। পরিচারক, দুই ঘণ্টার মধ্যে, প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিল, এবং বলিল, ও ব্যক্তি হেল্‌স্‌ওয়েলে থাকে। আমি তাহার বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা, দেখিতে পাইলাম, সে টাকার থলিটি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল, এবং বলিল, আমি ইহকালে ও পরকালের জলাঞ্জলি দিয়া, এই টাকা আনিয়াছি, লও; তৎপরে, দুটি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে, আমি আপনার সর্বনাশ করিলাম। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, সে ব্যক্তি রোদন

করিতে লাগিলেন।

এই কথা শুনিয়া, শেনষ্টোন সে ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র ও অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং জানিতে পারিলেন, সে মজুরী করিয়া দিনপাত করে ; অবস্থা নিতান্ত মন্দ ; পরিবার অনেকগুলি ; কিন্তু, পরিশ্রমী ও সৎস্বভাব বলিয়া, সকলের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত অবগত হইয়া, শেনষ্টোন বিবেচনা করিলেন, ইহার স্বভাব ও চরিত্রের যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এ অপকর্ম করিবার লোক নহে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, ইহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যাহাতে ইহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ উপায় করিয়া দিলে, ইহাকে দুশ্চরিত্র হইতে হয় না। অতএব, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তিনি অবিলম্বে, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে বিষণ্ণ বদনে, তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় ঈদৃশ ভাব দর্শনে, শেনষ্টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি, তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অশেষ প্রকারে, তাহার সান্ত্বনা করিলেন ; আশ্বাসপ্রদান পূর্বক, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং যাহাতে সে অনায়াসে পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারে, এরূপ এক কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি, আর কখনও, সে দস্যুবৃত্তি বা অন্যবিধ কোনও দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই।

দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা

জোসেফ নামে এক কাফরি, বারবেডো নগরে, বাস করিতেন। তাঁহার কিছু অর্থসংস্থান ও সামান্যরূপ একটি দোকান ছিল। ঐ দোকানে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা, তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ হইত। জোসেফ অতি সজ্জন, ধর্মশীল ও পরোপকারী ছিলেন। সেই নগরে অনেক দোকান ছিল ; কিন্তু তাঁহার দোকান সর্বক্ষণ, খরিদদারগণে পরিপূর্ণ থাকিত ; যদি কেহ কোনও দ্রব্য খুঁজিয়া না পাইত, জোসেফ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, সে দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী

বলিয়া, তিনি সর্বাধিক লোকের নিকট, সাতিশয় আদরণীয় ও মাননীয় ছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আগুন লাগিয়া, ঐ নগরের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এবং অনেক অধিবাসীর সর্বস্বান্ত হয়। জোসেফ্ যে অংশে বাস করিতেন, কেবল ঐ অংশে কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহাদের সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, জোসেফ্ যথাশক্তি, তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় কোনও পরিবারের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। ঐ পরিবারেরও এক ব্যক্তির, এই উপলক্ষে, সর্বস্বান্ত ঘটে। এ ব্যক্তি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন; কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা দ্বারা, অগ্নিদাহের পূর্বেই, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন; পরে যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দুরবস্থা দর্শনে, জোসেফের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, জোসেফ্ এক সময়ে, ঐ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই দুই কারণে, ঈদৃশ দুঃসময়ে ইঁহার আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত, জোসেফের নিতান্ত ইচ্ছা হইল।

কিছু দিন পূর্বে, এই ব্যক্তি খত লিখিয়া দিয়া, জোসেফের নিকট হইতে, ৬০০ ছয় শত টাকা, ধার লইয়াছিলেন। জোসেফ্ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির সর্বস্বান্ত হইয়াছে, ; তাহার উপর আবার ঋণদায়; কিরূপে এ ঋণের পরিশোধ করিবেন এই দুর্ভাবনায়, ইঁহাকে অতিশয় অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। এ অবস্থায় ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, ইনি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। অতএব, অদ্যই আমি ইঁহাকে ঋণ মুক্ত করিব। এরূপ করিলে, আমি এই পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিয়ৎ অংশে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা হইবে।

এই স্থির করিয়া, জোসেফ্ ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচিত বিনয় ও সম্মান সহকারে, সম্ভাষণ করিয়া, বলিলেন, মহাশয়, এই অগ্নিদাহে আপনকার যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এবং, এক সময়ে আমি আপনকার পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আমার অন্তঃকরণে সর্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। আর আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি,

আপনকার যে ঋণ আছে, কি রূপে তাহার পরিশোধ করিবেন, এই দুর্ভাবনায়, অত্যন্ত অসুখে আপনাকে কালযাপন করিতে হইবে। আমার নিকটে আপনকার যে ঋণ আছে, সে জন্য আর আপনকার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি, আহ্লাদিত চিত্তে, আপনাকে ঋণমুক্ত করিতেছি। বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা মনুষ্যমাত্রের অবশ্যকর্তব্য; বিশেষতঃ আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি; তজ্জন্য, কার্য দ্বারা কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা, আমার পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। আমি আপনকার এ অবস্থায়, কিঞ্চিৎ অংশেও যে, সাহায্য করিতে পারিলাম ও কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি। আপনকার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা পাইলে, আমি যত আহ্লাদিত হইতাম, আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে, আপনকার নিকট, বিনয়বচনে আমার প্রার্থনা এই, আমা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, যদি কখনও আপনকার এরূপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে, আমি চরিতার্থ হইব।

এইরূপ বলিয়া, জোসেফ্ তাঁহার লিখিত খতখানি সন্নিহিত জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। জোসেফের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এই ব্যক্তি, অল্প বেতনে, কোনও কর্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং তাহাতেই কোনও রূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। সচ্ছল অবস্থায়, তিনি অনেকের আনুকূল্য করিতেন, এবং আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহার করাইতেন। আয়ের খর্বতা বশতঃ এক্ষণে সেরূপে চলা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু এরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিত না। আত্মীয়েরা, অথবা অন্যবিধ লোকে, তাঁহার আলয়ে আহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না; তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তদীয় ভৃত্য, জোসেফের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ্ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক আহারসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ, তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, জোসেফ্ আহ্লাদিতচিত্তে, তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা

হলষ্টিন্‌ নগরে রুশিয়া রাজ্যের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যদলের বার্‌ নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্যদক্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি, কোন্‌ দেশে, কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিত না। লুসম্‌ নামক নগরে অবস্থিতিকালে, তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই চমকৃত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারিগণ ও আর কতকগুলি ভদ্র লোক, তদীয় আলয়ে আহার করিবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ নগরে এক ব্যক্তি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্বক কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেনাপতি বার্‌, এক সহকারী কর্মচারী দ্বারা, ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আজ অমুক সময়ে আপনি সস্ত্রীক, আমার আবাসে আসিবেন।

সেনাপতি কি জন্য আহ্বান করিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, তিনি সস্ত্রীক, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন, সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্বক অভয়দান করিয়া বলিলেন, আমি, কোনও দুষ্ট অভিপ্রায়ে, আপনাদের আহ্বান করি নাই। আমি কোনও প্রকারে অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করিব, আপনারা ক্ষণকালের জন্যও, সে আশঙ্কা করিবেন না; আপনাদের সহিত বিশিষ্টরূপ আলাপ করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অদ্য আমি আপনাদিগকে আহার করাইব। আপনারা, নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হইয়া, উপবেশন করুন। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিরতিশয় সদয়ভাবে, তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে, কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বসাইলেন; সাতিশয় যত্ন ও আদর পূর্বক, আহার করাইলেন; এবং তাঁহাদের পরিবারসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বলিলেন, আমার

পিতা, সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিতেন ; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান ; আমার দুইটি সহোদর ও একটি ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই ভিন্ন আপনকার কি আর সহোদর নাই ? তিনি বলিলেন, না মহাশয়, এক্ষণে, আমার আর সহোদর নাই। আমার আর একটি সহোদর ছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত, অতি অল্প বয়সে, বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না ; কারণ, তদবধি আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অত্যুচ্চপদারূঢ় সেনাপতিকে, এক সামান্য দোকানদারের সহিত, সাতিশয় সদয় ভাবে, কথোপকথনে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহার অধীন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারীরা চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, সর্বদা শুনিতে পাই, আমি কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমরা সতত অনুসন্ধান করিয়া থাক ; কিন্তু এ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পার নাই। এজন্য, আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, এই নগর আমার জন্মস্থান, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই কথা শুনিয়া, সকলে বিশেষতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, সেনাপতি, নিরতিশয় স্নেহ ও সমাদর সহকারে, আলিঙ্গন করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিলেন, আপনকার যে সহোদর নরলোকে বিদ্যমান নাই বলিয়া, বোধ করিয়াছেন ; আমি আপনকার সেই সহোদর। কল্য আমরা সকলে আপনকার আলয়ে আহার করিব। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে, সবিশেষ সম্মানপূর্বক বিদায় দিলেন। এবং যাহাতে তদীয় আলয়ে আহারক্রিয়া, সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার নিমিত্ত, আদেশপ্রদান করিলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, মহামতি সেনাপতি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সাংসারিক ক্লেশের, সর্বতোভাবে নিবারণ করিলেন। তদবধি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সর্বত্র মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেনাপতির ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তত্রত্য সমস্ত লোক, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান করিয়াছিলেন।

যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা

প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলন্‌জো, যৌবনকালে পোর্তুগালের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তিনি সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, এবং মৃগয়ার আমোদেই, সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনারা সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, তদীয় প্রিয়পাত্রেরা, মৃগয়ার গুণকীর্তন করিয়া, তাঁহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন। মৃগয়ার অনুরোধে, তিনি নিয়ত অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন; রাজকার্যে একেবারেই মনোযোগ দিতেন না; তাহাতে রাজকার্য-নির্বাহ বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, গুরুতর কার্যবিশেষের অনুরোধে তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইল। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বে, রাজ্যের প্রধান লোকেরা ও রাজমন্ত্রীরা, সভাভবনে সমবেত হইয়া, তদীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি, সভাভবনে প্রবিষ্ট ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, একমাস অরণ্যে থাকিয়া, মৃগয়ার আমোদে, কেমন সুখে কালযাপন করিয়াছেন, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন; যে কার্যের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে হইয়াছে, তাহার একবারও উল্লেখ করিলেন না।

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে, এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, রাজসভা ও রণক্ষেত্র রাজাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে; বন জঙ্গল তাঁহাদের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। গৃহস্থ লোক, আবশ্যক কার্যে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে, তাহাদেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু রাজারা, রাজকার্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট হয়; আপনি মৃগয়াস্থলে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই; কোনও গুরুতর কার্যের অনুরোধেই আসিয়াছি। মহারাজের প্রজাদের যে ক্লেশ ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও যত্নবান্ হন, তবেই তাহারা আপনকার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে; নতুবা—এই পর্যন্ত শুনিয়াই ক্রোধে অধৈর্য হইয়া, রাজা বলিলেন, নতুবা কি করিবে? রাজার ক্রোধ দর্শনে, কোনও অংশে

শঙ্কিত না হইয়া, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ়বাক্যে বলিলেন, নতুবা, তাহারা রাজধর্ম প্রতিপালন করেন, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিবে।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, এলন্‌জোর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, তোমরা আমার যে অবমাননা করিলে, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়া, সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই, নিতান্ত শান্তিমূর্তি হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক, যে ব্যক্তি, রাজা হইয়া, প্রজার হিতসাধনে যত্নবান্ না হইবে, প্রজারা কখনই তাহার অনুগত থাকিবে না। আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া, সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ অবধি, আর আমি মৃগয়া বা অন্যবিধ ব্যসনে, ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত হইব না; অনন্যমনাঃ ও ও অনন্যকর্মা হইয়া, সর্বপ্রযত্নে রাজকার্যসম্পাদনে তৎপর হইব, প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন করিব না।

এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজসভায় সমবেত সম্ভ্রান্তগণ ও ও অমাত্যবর্গ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং আশীর্বাদপ্রয়োগ পূর্বক, রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা, সেই দিন অবধি, মৃগয়া প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যসনে বিসর্জন দিয়া, দিবারাত্র, রাজকার্যসম্পাদনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন; এক-দিন এরক্ষণের জন্যও, সে বিষয়ে অযত্ন বা উপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ, তিনি রাজ্যের যেরূপ মঙ্গলবিধান ও প্রজাবর্গের যেরূপ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, পোর্তুগালদেশে কখনও কোনও রাজা সেরূপ করিতে পারেন নাই।

অদ্ভুত অমায়িকতা

সম্রাট্ দ্বিতীয় জোসেফ্ অতিশয় অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন; সর্বদা সর্ববিধ লোকের সহিত, আলাপ করিতেন; সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, অহংকারে মত্ত হইয়া, কাহাকেও হেয়জ্ঞান করিতেন না। তিনি একদা ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচ্ছন্নবেশে, পান্থ-নিবাসে গিয়া, সকল লোকের সহিত, নিতান্ত অমায়িকভাবে, কথোপকথন করিতেন।

একদিন, তিনি, এক ব্যক্তির সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। প্রথম বাজিতে তাঁহার হার হইল। সম্রাট্ আর এক বাজি খেলিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন, মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন ; আমি আর খেলিতে পারিব না। শুনিয়াছি, অদ্য সম্রাট্ রঙ্গভূমিতে যাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইব। তখন তিনি বলিলেন, আপনি, সম্রাটকে দেখিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছেন কেন ; তাঁহাকে দেখিলে, আপনার কি লাভ হইবে, বলুন। আমি আপনাকে অবধারিত বলিতেছি, তাঁহাতে ও অন্য অন্য ব্যক্তিতে, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। তখন সে ব্যক্তি বলিলেন, যা হউক না কেন ; সম্রাট্ অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক ; তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক দিন, অবধি, আমার অনিবার্য কৌতূহল জন্মিয়া আছে ; নিকটে পাইয়াও, যদি তাঁহাকে একবার না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিবে।

তাহার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া, সম্রাট্ বলিলেন, আপনার রঙ্গভূমিতে যাইবার কি এই একমাত্র উদ্দেশ্য ? তিনি বলিলেন, হাঁ মহাশয়, বাস্তবিক, আমার এতদ্ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন সম্রাট্ বলিলেন, আসুন, আমরা আর এক বাজি খেলি ; ও জন্য, আর আপনকার ক্লেশস্বীকার করিয়া, রঙ্গভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই আপনকার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র, চকিত ও চমৎকৃত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং সাতিশয় সম্মানসহকারে, অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিতান্ত বিনীত বচনে, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আপনাকে সামান্য ব্যক্তি স্থির করিয়া, সমকক্ষ ভাবে কথোপকথন করিয়াছি, এবং আপনকার সহিত খেলিতে বসিয়াছি ; ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জনা করিতে হইবে। সম্রাট্ শুনিয়া, সহাস্য বদনে, হস্তে ধরিয়া, তাহাকে বসাইলেন, এবং অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ও অভয়দান করিয়া, পুনর্বার তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন।

তদীয় ঈদৃশ অদ্ভূত অমায়িক ভাব দর্শনে, সাতিশয় বিষয়াপন্ন হইয়া, তিনি, মনে মনে, তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ঈদৃশ অমায়িক ভাব অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

কৃতঘ্নতা

এক সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসপ্রদর্শন করাতে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের সাতিশয় অনুগ্রভাজন হইয়াছিল। সে জলপথে কোনও স্থানে যাইতেছিল; পথিমধ্যে, অতি প্রবল বাত্যা; উপস্থিত হওয়াতে, নৌকা জলমগ্ন হইল। সে, প্রবল তরঙ্গবেগে তীরে নীক্ষিপ্ত হইয়া, উলঙ্গ ও মৃতপ্রায় পতিত রহিল। ঘটনাক্রমে, ঐ প্রদেশের এক ব্যক্তি, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাহার তাদৃশী দশা দর্শনে দয়াদ্রচিত্ত হইয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে, অশেষ প্রকারে, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ দিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া, স্বীয় আলয়ে না লইয়া গেলে, এবং সবিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়স্বীকার পূর্বক, তাহার শুশ্রূষা না করিলে, সে নিঃসন্দেহ, কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি, যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আবশ্যক পাথেয় দিয়া তাহাকে স্বদেশগমনার্থ বিদায় করিলেন।

প্রস্থানকালে, সৈনিক পুরুষ স্বীয় আশ্রয়দাতাকে বলিল, মহাশয়, আমার সৌভাগ্যক্রমে, আপনি, সেদিন, সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নতুবা আমার অবধারিত প্রাণবিয়োগ ঘটিত। আপনি, আমার জন্য, যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছেন, পিতা, পুত্রের জন্য, সেরূপ করিতে পারেন কি না, সন্দেহস্থল। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কস্মিন্‌কালেও তাহা ভুলিতে পারিব না। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিক। এরূপ বলিয়া, অসময়ে আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় লইয়া, সৈনিক পুরুষ স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সৈনিক পুরুষের আশ্রয়দাতা যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, ফিলিপ, দানপত্র দ্বারা, সেই ভূমি, ঐ সৈনিক পুরুষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। এইরূপে সে, প্রাণদাতার অধিকৃত ভূমির অধিকারী হইয়া, তাঁহার গৃহ ভগ্ন করিয়া, তাঁহাকে বলপূর্বক উঠাইয়া দিল। তিনি, তদীয় ঈদৃশী অকৃতজ্ঞতা দর্শনে, সাতিশয় বিস্মিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন; এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপত্র দ্বারা, ফিলিপের গোচর করিলেন মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাঁহার সেরূপ বোধ ছিল না। পত্রপাঠ

মাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি, তৎক্ষণাৎ পূর্বস্বামীকে অধিকারপ্রদানের আদেশপ্রদান করিলেন; এবং সেই পাপিষ্ঠ সৈনিক পুরুষকে স্বীয় সমক্ষে আনাইয়া, তাহার ললাটে, কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া, আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সর্ব কালে, সর্ব দেশে, সর্ব সমাজে, নিরতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত দোষ সম্ভবিতে পারে, গ্রীক্‌দেশীয় লোকে কৃতঘ্নতাকে, সেই সমস্ত দোষ অপেক্ষা, গুরুতর বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা কৃতঘ্ন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ ও তাহার মুখাবলোকন করিতেন না।

কৃতজ্ঞতা অকুতোভয়তা

আরবদিগের খলীফা হারুন্‌ উর্‌ রশীদের জাফর্‌ বর্‌মীকী নামে, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ, সাতিশয় ধর্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। কোনও কারণে কুপিত হইয়া, খলীফা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যদি কেহ মন্ত্রীর গুণকীর্তন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু, এক বৃদ্ধ আরব, সতত, সর্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, মন্ত্রীর গুণকীর্তন করিতেন। এই বিষয়ে খলীফার কর্ণগোচর হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ঐ বৃদ্ধ আরব, তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। তখন খলীফা, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পূর্বক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্‌ সাহসে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ?

খলীফার এই কোপপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণে, কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া বৃদ্ধ বিনীত বচনে বলিলেন, ধর্মাবতার, যদি আমি, প্রাণভয়ে, মৃত মন্ত্রীর গুণকীর্তনে বিরত হই, তাহা হইলে, আমায় উৎকট অকৃতজ্ঞতা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া, লোকালয়ে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাম। আমায়, অধিক দিন, সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হওয়াতে, আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সর্বত্র মান্য ও গণ্য হইয়াছি। এ সমস্তই সেই দয়াশীল মহাপুরুষের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ আমার হৃদয়ে, সর্বক্ষণ, বিলক্ষণ জাগরূপ রহিয়াছে। এমন স্থলে, প্রাণদণ্ড ভয়ে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইলে, আমায় নিরতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে

হইবে। অতএব ধর্মাবতার, ইচ্ছা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করুন ; জীবিত থাকিয়া আমি কোনও কারণে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইতে পারিব না।

বৃদ্ধ আরবের কৃতজ্ঞা ও অকুতোভয়তার আতিশয্য দর্শনে, খলীফা যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন। তখন, সেই বৃদ্ধ আবার বলিলেন, ধর্মাবতার, বর্মীকীর অনুগ্রহই আমার এই অভাবনীয় সম্মানের একমাত্র কারণ।

উপকার স্মরণ

একদিন, আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ইংরেজদের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল, এবং পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে প্রার্থনা করিল, আপনি দয়া করিয়া আমায় কিছু আহার দেন ; আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। আপনি যে আহার দিবেন, আজ আমি তাহার মূল্য দিতে পারিব না। অঙ্গীকার করিতেছি, যত শীঘ্র পারি, আপনার এই ঋণের পরিশোধ করিব ; কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। পান্থনিবাসের কর্ত্রী তাহার প্রার্থনা শুনিয়া, যথেষ্ট গালি দিলেন, এবং বলিলেন, আমি পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জন করি, তোর মত লোককে খাওয়াইয়া তাহা নষ্ট করিতে পারিব না। তুই, এখনই এখান হইতে চলিয়া যা।

এই কথা শুনিয়া, সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, তথায় উপস্থিত এক ভদ্র ব্যক্তি, তাহার আকার প্রকার দর্শনে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে, যথার্থই, ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তখন তিনি পান্থনিবাসের কর্ত্রীকে বলিলেন, এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হয়, দাও ; আমি তাহার মূল্য দিব। আহার সমাপ্ত হইলে, আমেরিকার লোকটি, আহারদাতার নিকটে গিয়া, ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিয়া, বিনয়নম্র বচনে বলিল, আপনি আমার উপর যে দয়াপ্রকাশ করিলেন, আমি কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। এই বলিয়া, সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইংরেজেরা, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিমনিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন ; এজন্য, তাঁহাদের উপর, তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সুযোগ পাইলে, তাহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ত্রুটি করিত না। একদা ঐ ভদ্র ব্যক্তি মৃগয়া উপলক্ষে, কোনও অরণ্যে

প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে, আমেরিকার কতকগুলি আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল; এবং দেখিবামাত্র, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাসস্থানে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন ও পরামর্শের পর, তাহারা স্থির করিল, এই দণ্ডে ইহার প্রাণদণ্ড করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তথায়, উপস্থিত এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, অল্পদিন হইল, আমার পুত্রটি, লড়াই করিতে গিয়া, মারা পড়িয়াছে; অতএব এই লোকটি আমায় দাও; ইহাকে আমি পুত্র করিয়া রাখিব। তদনুসারে, ঐ ব্যক্তি, বৃদ্ধার আলয়ে গিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন, তিনি, বনমধ্যে, একাকী কর্ম করিতেছেন; এমন সময়ে, একটি আমেরিকার আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, আপনি অনুগ্রহপূর্বক, অমুক দিন, অমুক সময়ে অমুক স্থানে গিয়া, আমার সহিত দেখা করিবেন। তিনি সম্মত হইলেন; কিন্তু, এ ব্যক্তি কেন আমায় ঐ স্থানে যাইতে বলিল, হয়ত উহার কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এ বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। এজন্য, তিনি নিয়মিত দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না।

কিয়ৎদিন পরে ঐ আমেরিকার লোক, পুনর্বার, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া, বলিলেন, আমি নানা কারণে, সেদিন যাইতে পারি নাই; এক্ষণে দিন স্থির করিয়া বল, এবার আমি অবধারিত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তদনুসারে দিন নির্ধারিত হইল। অনন্তর, তিনি, নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি, দুই বন্দুক, দুই বারুদপাত্র, দুই ভোজ্যাধার লইয়া, বসিয়া আছে। উাঁহাকে দেখিবামাত্র, সে বলিল, আপনি, এই ত্রিবিধ দ্রব্যের একটি লইয়া, আমার সঙ্গে আসুন। আপনি ভয় পাইবেন না; আমার দুষ্ট অভিসন্ধি নাই; তাহা থাকিলে, আমি এই দণ্ডে, আপনকার প্রাণসংহার করিতে পারিতাম। তবে, আমি আপনাকে, কি জন্য কোথায় লইয়া যাইতেছি, এখন তাহা ব্যক্ত করিব না। তদীয় ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, সাহসী হইয়া, বন্দুক, বারুদপাত্র ও ভোজ্যাধার লইয়া, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কতিপয় দিনের পর, তাঁহারা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, এবং কিয়ৎ দূরে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলেন। সেখানে কৃষিকর্ম হইয়া থাকে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন, আমেরিকার আদিমনিবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে লোকের বসতি দৃষ্ট হইতেছে, আপনি ঐ স্থানের নাম জানেন? তিনি বলিলেন, উহার নাম লিচ্‌ফিল্ড্; ঐ স্থানে আমার বাস ছিল।

এই কথা শুনিয়া, আমেরিকার আদিমনিবাসী বলিল, আপনার স্মরণ হইবে কি না, বলিতে পারি না; কিছু দিন পূর্বে, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া, এক পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে আহারপ্রার্থনা করি। তিনি, যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া, আমায় তাড়াইয়া দেন। আমি নিরাশ হইয়া চলিয়া যাই; এমন সময়ে, আপনি দয়া করিয়া, নিজব্যয়ে আহার করাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আমি, পান্থনিবাস হইতে, প্রস্থানকালে, আপনাকে বলিয়াছিলাম, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, আমি কস্মিন্‌কালেও, তাহা বিস্মৃত হইব না। আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি নিরুদ্ধ হইয়া, দাসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। ঐ আপনকার বাসস্থান; উহা অধিক দূরবর্তীও নহে, আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করুন। আমি আপনকার নিকট বিদায় লইতেছি। এই বলিয়া, সে প্রস্থান করিল। তিনিও তাহার দয়ায়, দাসত্বমুক্ত হইয়া, নির্বিঘ্নে, আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তির দয়া, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে, নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাকীর্তন করিতে লাগিলেন।

প্রভুাপকার

সুপ্রসিদ্ধ রোম্ নগরে এগ্রিপ্পা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য, তৎকালীন সম্রাট্ টাইবিরিয়সের নিকটে গিয়া, এই অভিযোগ করিল, আমার প্রভু এগ্রিপ্পা, সতত, আপনকার, যার পর নাই, কুৎসাকীর্তন করিয়া থাকেন। সম্রাট্ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজভবনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে, রৌদ্রে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, এগ্রিপ্পা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়ে, কেলিগুলা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভৃত্য থমাষ্টস্ জলের কুজ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে জলের কুজ দেখিয়া, পিপাসার্ত এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে নিকটবর্তী হইলে, তিনি, অতি কাতরভাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জলপ্রার্থনা করিলেন। সে সাতিশয় সৌজন্য-প্রদর্শনপূর্বক, জলের কুজটি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, ইচ্ছানুরূপ জলপান করিয়া, পিপাসার শান্তি করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, দেখ থমাষ্টস্ আজ তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যে বিপদে পড়িয়াছি, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার করিব।

কিছুদিন পরেই, সম্রাট্ টাইবিরিয়সের মৃত্যু হইল। কেলিগুলা সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, এগ্রিপ্পাকে কারাগার হইতে মুক্ত ও জুড়িয়াপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, অতি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও, এগ্রিপ্পা থমাষ্টসের কৃত উপকার ভুলিয়া যান নাই। তিনি থমাষ্টস্কে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাকে, উচ্চ বেতনে, স্বীয় সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারের অধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

প্রত্যুপকার

আলি ইবন্ আব্বস নামে এক ব্যক্তি, মামুন্ নামক খলীফার প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্নে, খলীফার নিকট বসিয়া আছি ; এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলীফা, আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কল্য আমার নিকটে উপস্থিত করিবে ; তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম ; কারণ, যদি তিনি পলাইয়া যান, আমায় খলীফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনকার নিবাস কোথায় ?

তিনি বলিলেন, ডেমাস্কস্ আমার জন্মস্থান ; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কস্ নগরের, বিশেষতঃ যে অংশে আপনকার বাস, তাহার উপর জগদীশ্বরের সতত শুভ দৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে, আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্বে, ডেমাস্কসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া, গৃহস্বামী আমায় অভয়প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না ; লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে ; আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে ; আর পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয় আশ্রয়দাতা, আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন, এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন ; তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে এই সমস্ত উপকার

প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে, ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখপ্রকাশ পূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোন উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনকার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম; সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরিক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম; এবং কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলীফার কোপে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতি লোক ঈর্ষাবশতঃ শত্রুতা করিয়া খলীফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই; সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা নাই; বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনকার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না; আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না; আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন হইলেন; এই বলিয়া, পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন, এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এজন্য আমার উপর খলীফার মর্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি, আপনকার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি

অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না; আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে, এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনই হইবে না। তাহাতে খলীফা আমার উপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া, তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে; যদি আপনকার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও, আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে, আমি খলীফার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; অনুমতি হইলে সবিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া, খলীফা, উদ্ধত বচনে বলিলেন, কি বলিতে চাও, বল। তখন, সে ব্যক্তি, ডেমাস্কস্ নগরে, কিরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এক্ষণে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোন মতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক, তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশতঃ, অমূলক দোষারোপ করিয়া, তাঁহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; নতুবা, যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার

এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।

খলীফা, মহামতী ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, প্রসন্ন-বদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া, আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাঁহাকে অবিলম্বে এই শুভসংবাদ দাও, ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক, তাঁহাকে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলীফা, অবলোকনমাত্র, প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া, অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলীফা, তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন; এবং ডেমাস্কসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয় স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

ইংলণ্ড দেশে ফিট্জ্ উইলিয়ম্ নামে এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, তেজীয়ান্, ন্যায়পরায়ণ ও অকুতোভয় ছিলেন। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, তিনি যে প্রভূত অর্থের উপার্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সর্বপ্রধান রাজমন্ত্রী কার্ডিনেল উল্‌জির দয়া ও অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। স্বভাবসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা গুণের আতিশয্যবশতঃ তিনি ঐশ্বর্যশালী হইয়াও, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, মহোপকারক উল্‌জির যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

তৎকালীন ইংলণ্ডে অধীশ্বর, অষ্টম হেন্‌রি, সাতিশয় উদ্ধতস্বভাব ও

অবিমৃষ্যকারী পুরুষ ছিলেন। তিনি কোনও কারণে কুপিত হইয়া, সবিশেষ অবমাননা পূর্বক, উল্‌জিকে মন্ত্রিত্বপদ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এইরূপে অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া, তিনি সকলের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিলেন। পাছে রাজার কোপে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায়, কেহ কোনও বিষয়ে, তাঁহার কোনও আনুকূল্য করিতেন না। ফিট্‌জ্‌ উইলিয়ম্‌ তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সাতিশয় আক্ষেপপ্রকাশ পূর্বক, তাঁহাকে নর্‌থেম্‌টন নামক স্থানে লইয়া গেলেন, এবং ঐ স্থানে মিল্‌টন নামে, যে স্বীয় পরম রমণীয় বাসস্থান ছিল, তাঁহাকে তথায় রাখিয়া, যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, ফিট্‌জ্‌ উইলিয়মের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, তিনি রাজসভায় আনীত হইলে ইংলণ্ডেশ্বর, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পুরঃসর, কর্কশ বচনে বলিলেন, তোমার এত বড় আস্পর্ধা যে, তুমি এক রাজবিদ্রোহীকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিতেছ। রাজার রোষ দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা চলচিত্ত না হইয়া, তিনি অতি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি আপন আলয়ে লইয়া গিয়া কার্ডিনেলের যে পরিচর্যা করিতেছি, রাজভক্তির অসদ্ভাব তাহার কারণ নহে, আমি তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কেবল তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র।

এই হেতুবাদ কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, অধিকতর কুপিত হইয়া বলিলেন, সে আবার কি? ইংলণ্ডেশ্বর, উত্তরোত্তর, অধিকতর কুপিত হইতেছেন দেখিয়া, পাছে তিনি তাঁহাকে রাজভক্তিহীন ভাবেন, এই ভয়ে ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া, ফিট্‌জ্‌ উইলিয়ম্‌, অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ, আমি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছি; কার্ডিনেলের অনুগ্রহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে, কখনই আমার এ উন্নত অবস্থা ঘটিত না; সুতরাং আমি তাঁহার নিকটে দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন না করিলে, আমি ভদ্রসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় এবং ধর্মদ্বারে পতিত হইব, কেবল এই ভয়ে ও এই বিবেচনায়, অবসর

পাইয়া, তাঁহার প্রতি যথাশক্তি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তদীয় প্রশংসনীয় উত্তরবাক্য শ্রবণে, নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যভাব বিসর্জন দিয়া, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; এবং নিকটে গিয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে, তাঁহার করগ্রহণ পূর্বক বলিলেন, এরূপ কৃতজ্ঞতার যথোচিত পুরস্কার হওয়া সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। তুমি সর্বাংশে প্রশংসনীয়, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। আজ অবধি, তুমি একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইলে ; আমার আর যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন ; তোমায় তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা শিখাইতে হইবে। বলিতে কি, তোমার অদৃষ্টচর আচরণ দর্শনে ও অশ্রুতচর বচন শ্রবণে, ও আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছি।

এইরূপে, স্বীয় আন্তরিক ভাবপ্রকাশ করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, সেই মুহূর্তে সেই ক্ষেত্রে, ফিট্‌জ উইলিয়ম্‌কে নাইট্ উপাধি প্রদান পূর্বক, রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যথার্থ কৃতজ্ঞতা

ক্রোডন্ নামক স্থান সেনাপতি ডারমণ্টের হস্তগত হইলে, তিনি আদেশ দিলেন, ঐ স্থানে যে সকল স্পেন্‌দেশীয় সৈন্য ও অন্যবিধ লোক আছে, সকলের প্রাণবধ কর। সেই সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইল, যে ব্যক্তি সেনাপতির এই আদেশের অনুযায়ী কার্য করিতে অসম্মত হইবে, অথবা এই আদেশের বিপরীত আচরণ করিবে, তাহার অবধারিত প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা অবগত হইয়াও, এক সৈনিক-পুরুষ, স্পেন্‌দেশীয় এক সৈনিকের প্রাণনাশ না করিয়া, যাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে, সেনাপতির আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য গুরুতর অপরাধ হওয়াতে, দণ্ড দিবার নিমিত্ত, সে সেনাসংক্রান্ত বিচারালয়ে সম্মুখে নীত হইল। তুমি এই অপরাধ করিয়াছ কি না ? এই জিজ্ঞাসা করাতে সে, স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিল ; এবং বলিল, যদি ও ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে, আমি স্বচ্ছন্দ মনে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। এই কথা শ্রবণে, সাতিশয় বিপন্ন হইয়া, সেনা-

পতি বলিলেন, তুমি পরের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে সম্মত হইতেছ, ইহার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, সেই সৈনিক পুরুষ বলিল, ও ব্যক্তি আমার প্রাণদাতা। আমি একবার এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম ; তখন কেবল উহার যত্নে ও চেষ্টায়, আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এখন উনি সেইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন ; উহার প্রাণরক্ষা বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা ও যত্ন না করিলে, আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইব। সেনাপতি, সামান্য সৈনিকপুরুষের এতাদৃশ উন্নতচিত্ততা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, তাহার অপরাধের মার্জনা করিলেন ; এবং যে ব্যক্তির প্রাণ-রক্ষার জন্য, সে অকাতরে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদীয় কৃতজ্ঞতার পুরস্কার-স্বরূপ, সে ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার আদেশ দিলেন। এইরূপে দ্বিবিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে, সেই উন্নতচিত্ত সৈনিকপুরুষ, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদগদ বচনে, সেনাপতির প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে, প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা

মাসিডনের অধীশ্বর প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী আলেগ্জাণ্ডার, সাইডমের অধিপতি ষ্ট্রাটোকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্বীয় প্রিয়পাত্র হিপষ্টিয়নের উপর এই ভার দিলেন, এই নগরের যে ব্যক্তি তোমার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্য হয়, তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। এই সময়ে হিপষ্টিয়ন্ যাঁহাদের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা দুই সহোদর। উভয়েই যুবা পুরুষ ; এবং সেই নগরের সর্বপ্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিপষ্টিয়ন্ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আলেগ্জাণ্ডার আমার উপর রাজা স্থির করিবার ভার দিয়াছেন ; তদনুসারে, আমি তোমাদের দুই সহোদরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব, মনস্থ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে সম্মত নহি। এ দেশে, পূর্বাপর এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, যে ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করে, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারে না। আমরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করি নাই ; সুতরাং, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য নহি।

তাঁহাদিগকে এইরূপ নিঃস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ দেখিয়া, হিপাষ্টিয়ন্ যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন ; এবং প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া, বলিলেন, যিনি, সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ইহা মনে রাখিবেন যে, তোমরা তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, রাজবংশোদ্ভব এরূপ এক ব্যক্তির নাম নির্দেশ কর।

হিপাষ্টিয়নের কথা শুনিয়া, তাঁহারা দুই সহোদরে বলিলেন, দেখুন, অনেক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি, দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া, রাজ্যলাভের লোভে, আলেগজাণ্ডারের প্রিয়পাত্রদিগের শরণাগত হইয়াছেন ; এবং নিতান্ত নীচের ন্যায়, অবিশ্রান্ত তাঁহাদের আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত করিয়া দিলে, আমাদের উপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু, আমরা অর্থলোভের বশীভূত, অথবা প্রতিপত্তিলাভের অভিলাষী নহি ; এজন্য তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিব না। এব্‌ডেলোনিমস্ নামে এক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি আছেন ; আমাদের বিবেচনায়, তিনিই সর্বাপেক্ষা সিংহাসনের যোগ্য পাত্র। কিন্তু, তাঁহার অবস্থা অতি মন্দ ; নগরের বহির্ভাগে একটি উদ্যান আছে ; তাহাতে অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া, যাহা পান, তাহাতেই অতিকষ্টে দিনপাত করেন ; কিন্তু, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, ধর্মশীল ও সৎপথবর্তী পুরুষ কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হিপাষ্টিয়ন্ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; এবং রাজযোগ্য পরিচ্ছদ তাঁহাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পরিচ্ছদ পরাইয়া, এব্‌ডেলোনিমসকে এই স্থানে উপস্থিত কর। তদনুসারে, তাঁহারা দুই সহোদর, রাজপরিচ্ছদ হস্তে করিয়া, এব্‌ডেলোনিমসের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা তদীয় উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি, খুরপ্র লইয়া, ঘাস তুলিতেছেন। তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিলেন, আমরা আপনকার জন্য এই রাজপরিচ্ছদ আনিয়াছি ; চিরাভ্যস্ত নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন। আপনি, যাবজ্জীবন, ধর্মপথে চলিয়াছেন ; একক্ষণের জন্যও, কোন কারণে তাহা হইতে বিচলিত হয়েন নাই ; কেবল এই হেতুবশতঃ, আপনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন ; এক্ষণে আপনি প্রজাবর্গের ধনের ও প্রাণের কর্তা হইলেন। আমাদের

প্রার্থনা ও অনুরোধ এই, যেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ধর্মপথ হইতে কদাচ বিচলিত না হন।

এই সকল কথা শুনিয়া ও আনীত রাজপরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর করিয়া, এবডেলোনিমস্ স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিলেন; এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, এরূপ আমায় উপহাসাস্পদ করা তোমাদের উচিত নহে। তাঁহারা বলিলেন, না মহাশয়, আমরা উপহাস করিতেছি না; আমরা ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, আপনি যথার্থই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, রাজপরিচ্ছদ ধারণে, কোনও মতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে, তাঁহারা বলপূর্বক তাঁহাকে স্নান করাইয়া, রাজপরিচ্ছদ পরাইলেন; এবং, অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া, তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, এই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। অধিবাসিবর্গের অধিকাংশই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কতকগুলি লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা ঐশ্বর্যশালী, এবডেলোনিমস্ অতি হীন অবস্থার লোক বলিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। আলেগজাণ্ডারের আদেশ অনুসারে, নূতন রাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার স্বভাব চরিত্র ও বংশমর্যাদার বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার আকারে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু, তুমি এত দিন কেমন করিয়া, এমন হীন অবস্থায়, কালযাপন করিতে পারিলে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত, আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া, এবডেলোনিমস্ বলিলেন, মহারাজ, আমার যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, এই দুই হস্ত তাহার আহরণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু, যখন আমার কিছুই ছিল না, তখন কিছুই আবশ্যক হইত না। এই উত্তর শ্রবণে, আলেগজাণ্ডার যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং, পূর্বতন রাজার বেশ, ভূষা, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তু তাঁহাকে দিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত তদীয় আদেশ অনুসারে, পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল তাঁহার রাজ্যে যোজিত হইল।

ধর্মশীলতার পুরস্কার

কণ্টাই রাজকুমার, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে, ফিলিপস্‌বর্গ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন ; ঐ সময়ে, এক সৈনিকপুরুষ নিরতিশয় সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শিত করাতে, রাজকুমার, সাতিশয় প্রীত হইয়া, একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি বহিষ্কৃত করিয়া, তাহার হস্তে দিলেন ; এবং বলিলেন, তুমি যেরূপ ক্ষমতাপ্রকাশ করিয়াছ, ইহা কোনও অংশে তাহার যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। সৈনিকপুরুষ, পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইল ; এবং যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে, নমস্কার করিয়া, চলিয়া গেল।

পরদিন, প্রাতঃকালে, ঐ সৈনিকপুরুষ, দুইটি হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় ও কতিপয় মহামূল্য রত্ন হস্তে করিয়া, রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইল ; এবং নিবেদন করিল, মহাশয়, থলির মধ্যে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ছিল, সেই গুলি, আমায় দেওয়াই আপনার অভিপ্রেত। কিন্তু, সেই থলির মধ্যে এই গুলিও ছিল ; এ গুলি আমায় দেওয়া আপনকার অভিপ্রেত ছিল, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না ; সুতরাং এ গুলিতে আমার অধিকার নাই। এজন্য, আমি এগুলি আপনাকে ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, সেই হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় প্রভৃতি রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়া দিল ॥

রাজকুমার, সেই সৈনিকপুরুষের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রম দর্শনে, যত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার অসাধারণ ধর্মশীলতা দর্শনে, তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন ; এবং প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, কল্য তোমার সাহস ও পরাক্রমের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিয়াছিলাম ; অদ্য, তোমার ধর্মশীলতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, এই দিলাম ; তুমি লইয়া যাও। ইহা বলিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় করিলেন। সৈনিকপুরুষ, রাজকুমারের এতাদৃশ বদান্যতা ও উদারচিত্ততা দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া, প্রস্থান করিল।

অদ্ভুত ন্যায়পরতা

পল্লীগ্রামস্থ এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমি একদিন ছাত্রদিগকে পুস্তকের যে অংশ পড়াইলাম, তাহাতে একটি দুরূহ শব্দ ছিল ; উহার বর্ণ-নির্দেশ, অর্থাৎ বানান করা সহজ নহে। বালকেরা ঐ কথাটির বর্ণযোজনায় মনোযোগ দিয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, শ্রেণীর সর্বপ্রথম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঠিক বলিতে পারিল না। তৎপরে দ্বিতীয়, তৎপরে তৃতীয়, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম ; কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। অবশেষে, সর্বশেষ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে যে বানান করিল, তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইল। তখন আমি ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম। সে আহ্লাদিত-চিত্তে, ঐ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর, ঐ কথাটির প্রকৃত বর্ণযোজনা, শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রকে শিখাইবার নিমিত্ত, আমি খড়ি লইয়া, ঐ কথাটি বোর্ডে লিখিলাম, এবং সকলকে বলিলাম, এই কথাটির বর্ণযোজনা অতি দুরূহ ; অমুক ভিন্ন তোমরা কেহ বলিতে পার নাই ; তোমাদিগকে কথাটির বর্ণযোজনা দেখাইবার নিমিত্ত, বোর্ডে লিখিলাম ; সকলে দেখিয়া শিখিয়া লও।

শিক্ষক, এই কথা বলিয়া, বিরত হইলেন। ইতঃপূর্বে, যে ছাত্রটি ঠিক বানান করিয়াছে বলিয়া শ্রেণীর প্রথম স্থানে উপবেশিত হইয়াছিল, সে বলিল, মহাশয়, আপনি যেরূপ লিখিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি যে বানান করিয়াছি, তাহা ঠিক হয় নাই। আমি ঠিক বানান করিয়াছি, এই বোধ করিয়া, আপনি আমায় শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসাইয়াছেন। কিন্তু যখন আমি ঠিক বানান করিতে পারি নাই, তখন আমার এ স্থানে বসিবার অধিকার নাই ; অতএব, আমি আপন স্থানে যাই। এই বলিয়া, সেই ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ, শ্রেণীর সর্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

এই শ্রেণী, অতি অল্পবয়স্ক বালকগণে সংঘটিত। তন্মধ্যে এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশ ন্যায়পরতা দেখিয়া, শ্রেণীর শিক্ষক সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ; এবং নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, ঈদৃশ

অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশী ন্যায়পরতা সবিশেষ প্রশংসার বিষয়, তাঁহার সন্দেহ নাই।

প্রকৃত ন্যায়পরতা

পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, পারস্য দেশের কোনও রাজা, যার পর নাই ন্যায়পরায়ণ বলিয়া, সর্বত্র সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে, কদাচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না; এবং, কাহাকেও অন্যায়াচরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন।

একদা, তিনি, রাজধানীর অতি দূরবর্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া, রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন; এবং স্বীয় অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, পরিচারকদিগকে সত্বর আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দেখিল, রাজধানী হইতে প্রস্থানকালে, রাজার আহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে, কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

যাহার অমনোযোগে লবণ আনীত হয় নাই, সে ব্যক্তির যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে, অদূরবর্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিয়া, বলিল, যত সত্বর পার ঐ গ্রাম হইতে লবণ লইয়া আইস। রাজা, পাকশালার সমীপবর্তী পটমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন; লবণের অভাবে, পাকশালায় যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে যেরূপে লবণ আনিবার নিমিত্ত পাঠাইল, সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে আপন নিকটে আনাইলেন; এবং বলিলেন, প্রকৃত মূল্য না দিয়া, লবণ আনিলে, আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অতএব, সাবধান, যেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া কাহারও নিকট হইতে লবণ, অথবা অন্য কোনও দ্রব্য লওয়া না হয়।

এই রাজকীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, সে ব্যক্তি প্রধান পরিচারকের নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, মূল্যপ্রার্থনা করিল। পাকশালাস্থ পরিচারকবর্গ, ঈদৃশ অতি সামান্য বিষয়েও রাজার তাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। প্রধান পরিচারক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, বলিল, মহারাজ, মূল্য না দিয়া আপনকার জন্য যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইলে, কি কোন দোষ হইতে পারে?

প্রধান পরিচারকের এই বাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, রাজা বলিলেন, দেখ, এক্ষণে পৃথিবীতে সচরাচর যত অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এইরূপে অতি সামান্য বিষয় হইতেই ঐ সমস্তের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি রাজা; আমি যদি মূল্য না দিয়া, অল্পমাত্র লবণ লই, ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজপুরুষেরা মূল্য না দিয়া, অধিক মূল্যের বস্তু সকল লইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে যাহাদের বস্তু লওয়া যাইবে; রাজা অথবা রাজপুরুষেরা লইতেছেন, কিছু বলিলে তাঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে, এই ভয়ে, কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু মনে মনে গালি দিবে ও নিন্দা করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলকথা এই, ছল, বল, কৌশল, অথবা অন্যবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, কাহারও কোন বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যে, যার পর নাই গর্হিত ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সকল লোকে এই রাজকীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসার সর্বাংশে নিরুপদ্রব ও যার পর নাই সুখের স্থান হইয়া উঠে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মানবজাতি, বিশেষতঃ ক্ষমতাপন্ন জাতি ও ব্যক্তিবর্গ, স্ব স্ব আচরণের পূর্বাপর যেরূপ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোনও, ক্রমে, সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

ন্যায়পরতার পুরস্কার

ইংলণ্ডদেশীয় ফিট্‌জ্‌ উইলিয়ম্‌ নামক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর এক প্রজা, তাঁহার নিকটে গিয়া জানাইল, মহাশয়, আপনি যে বনে মৃগয়া করিতে যান, উহার সন্নিকটে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে আমি গমের চাষ করিয়াছিলাম। এ বৎসর বিলক্ষণ শস্য জন্মিবে, সুতরাং, আমার বিলক্ষণ লাভ

হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, আপনার সমভিব্যাহারী বহুসংখ্যক লোকের সতত যাতায়াত দ্বারা, সমস্ত শস্য একবারে নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং, আমি যে লাভের আশা করিয়াছিলাম, তাহাও এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রজার এই আবেদন শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, সখে, তুমি যে ক্ষেত্রের উল্লেখ করিলে, মৃগয়াকালে আমরা ঐ ক্ষেত্রে সববেত হইতাম, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; এবং আমরা সমবেত হওয়াতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। অতএব তোমার কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ করিয়া আন; আমি তোমার ক্ষতির পূরণ করিব।

ভূম্যধিকারীর এই সময় প্রস্তাব শুনিয়া, প্রজা বলিল, মহাশয়, আমি আপনার দয়া ও সদ্বিবেচনার পূর্বাপর যেরূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার ক্ষতির বিষয় আপনকার গোচর হইলে, আপনি অবশ্যই আমার ক্ষতিপূরণ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ জানি। এজন্য, এক আত্মীয়কে আমার ক্ষতির নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা পাইলে, আমার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে ইহাতে আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় হয়। এই কথা শ্রবণগোচর হইবামাত্র, ভূম্যধিকারী, পাঁচ শত টাকা দিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, পূর্ব পূর্ব বৎসরে, ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ শস্য জন্মিত, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক শস্য জন্মিল। ফলতঃ, ঐ ক্ষেত্রে, এ বৎসর, প্রজার যেরূপ প্রচুর লাভ হইল, কস্মিন্‌কালেও, তাহার ভাগ্যে সেরূপ লাভ ঘটে নাই। তখন সেই প্রজা পুনরায় ভূম্যধিকারীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং বলিল, মহাশয়, অমুক বনের সন্নিহিত ক্ষেত্রের বিষয়ে, কিছু নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তোমার নির্দেশ অনুসারে, ঐ ক্ষেত্রসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তোমায় পাঁচ শত টাকা দিয়াছি, তাহাতে কি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় নাই?

ভূম্যধিকারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সেই প্রজা, বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিল, মহাশয়, ঐ ক্ষেত্রে আমায় কোনও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। এ বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। অন্যান্য বৎসর, আমার যেরূপ লাভ হয়, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়াছে। এজন্য আমি আপনকার দত্ত ক্ষতিপূরণের

পাঁচ শত টাকা ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে, ভূম্যধিকারীর সম্মুখে পাঁচ শত টাকা রাখিয়া দিল।

প্রজার এতাদৃশী ন্যায়পরতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ভূম্যধিকারী প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, সস্নেহ বচনে বলিলেন, এরূপ ব্যবহার দেখিলে, আমার বড় আহ্লাদ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই এরূপ ব্যবহার করা সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই বলিয়া, তিনি সেই প্রজার সহিত সাতিশয় সদয়ভাবে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন; এবং তদীয় অবস্থা ও পরিবার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লইলেন; অনন্তর, গাত্রোত্থান পূর্বক পার্শ্ববর্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহস্র মুদ্রা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; এবং, এ তোমার নিরতিশয় প্রশংসনীয় ন্যায়-পরতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার এই বলিয়া, পূর্বদত্ত পঞ্চ শত মুদ্রার সহিত, সেই সহস্র মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া, প্রসন্ন বদনে, সাদর বচনে, তাহাকে বিদায় করিলেন।

ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী উর্‌ষ্টরশায়র্‌ প্রদেশে, ইবেশাম নামে এক উপত্যকা আছে। এক প্রাচীন ধনবান পাদরি, বহুকাল অবধি, তত্রত্য দেবালয় অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় শয্যা, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু, নিলাম করিয়া, বিক্রীত হইল। ঐ দেবালয়ে মৃত পাদরির এক সহকারী নিযুক্ত ছিলেন; তিনিই দেবালয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি যে সামান্য বেতন পাইতেন, তাহাতে তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত না; ফলতঃ, তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

যৎকালে, মৃত পাদরির বস্তু সকল বিক্রীত হয়, তৎকালে তিনি একটি পুরাতন আলমারি কিনিয়াছিলেন। তিনি আলমারিটি বাটীতে আনিয়া, ঝাড়িয়া পুছিয়া, পরিস্কৃত করিতে লাগিলেন। আলমারিতে দুইটি দেরাজ ছিল। একটি দেরাজ খুলিয়া, তাহার ভিতরে, তিনি দুইটি টাকার থলি দেখিতে পাইলেন; থলি খুলিয়া গণিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক থলিতে দুই শত গিনি আছে। এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, তিনি যাবজ্জীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিতেন।

যদিও, যার পর নাই দুঃখী ছিলেন ; কিন্তু অর্থলোভে অসৎ পথে পদার্পণ করিতে পারেন, তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাতিশয় ধর্ম-শীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করা অতি গর্হিত ও ধর্ম-বিরুদ্ধ কর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি এই আলমারি কিনিয়াছি ; সুতরাং, আলমারিতে আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে ; কিন্তু আলমারি কিনিয়াছি বলিয়া, আলমারির অভ্যন্তরস্থিত চারি শত গিনিতে, কোনও মতে আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিতে পারে না। অতএব, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, এই গিনি-গুলি আত্মসাৎ করিলে, নিতান্ত নীচাশয় ও যার পর নাই অধার্মিকের কার্য করা হইবে। পরস্বহরণ, লোকতঃ ও ধর্মতঃ, সর্বতোভাবে, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি, গিনি লইয়া মৃত পাদরির উত্তরাধিকারীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ সমস্ত, তাঁহাদের গোচর করিয়া, গিনিগুলি তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা, তদীয় ঈদৃশ আচরণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন ; এবং এই পৃথিবীতে আর কেহ, আপন-কার ন্যায় ধর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ আছেন, আমাদের এরূপ বোধহয় না ; এইরূপ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল

এক দীন কৃষিজীবী, টস্কানির অধীশ্বর আলেগ্জাণ্ডারের নিকট উপস্থিত হইল ; এবং নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পাইয়াছিলাম ; খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে যাটটি মোহর আছে। লোক-মুখে শুনিতে পাইলাম, ঐ থলিটি ফ্রিয়ুলিনামক সওদাগরের ; তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি, এই হারাণ থলি পাইয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবে, তিনি তাহাকে দশ মোহর পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম ; এবং মোহরের থলিটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, অঙ্গীকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলাম। তিনি পুরস্কার না দিয়া, তিরস্কার করিয়া আমায় আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ; আমি এ বিষয়ে

আপনকার নিকট, বিচার প্রার্থনা করিতেছি।

তদীয় অভিযোগ শ্রবণগোচর হইবামাত্র, তিনি এই আদেশপ্রদান করিলেন, ফ্রিয়ুলিকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। সে সম্মুখে আনীত হইল। তিনি, সাতিশয় অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলে কি না? আর যদি অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার দিতে অসম্মত হইতেছ কেন? সে বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি পুরস্কার দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যথার্থ বটে; এবং পুরস্কার দিতেও অসম্মত ছিলাম না; কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, কৃষক নিজেই আপনকার পুরস্কার করিয়াছে। মহারাজ, যখন আমি ঘোষণা করি, তখন ঐ থলিতে ষাটিটি মোহর আছে বলিয়া আমার বোধ ছিল; বস্তুতঃ উহাতে সত্তরটি মোহর ছিল। দশটি মোহর কৃষক আত্মসাৎ করিয়াছে।

সওদাগরের এই হেতুবাদ শ্রবণে, তিনি, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন; এবং সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, থলি পাইবার পূর্বে, তোমার ওরূপ বোধ হইতেছিল কি না? তখন সওদাগর বলিলেন, না মহারাজ, থলিতে যে সত্তরটি মোহর ছিল, থলি পাইবার পূর্বে আমার সেরূপ বোধ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি এই কৃষকের চরিত্রের বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করিতে পারে, এ সেইরূপ প্রকৃতির লোক নহে। ও থলি পাইয়াছিল, তাহাতে যদি সত্তরটি মোহর থাকিত, তাহা হইলে, সত্তরটিই তোমার নিকটে উপস্থিত করিত। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে। ও যে থলি পাইয়াছে, তাহাতে ষাটিটি মোহর আছে; কিন্তু তোমার থলিতে সত্তরটি মোহর ছিল। অতএব, এ থলিটি তোমার নয়।

এই বলিয়া, তিনি, সওদাগরের হস্ত হইতে সেই থলিটি লইয়া, কৃষকের হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তোমার ভাগ্যবলে, তুমি এই থলিটি পাইয়াছ, ইহাতে যাহা আছে, তাহা তোমার; তুমি স্বচ্ছন্দে ভোগ কর, যদি উত্তরকালে কেহ কখনও এই থলির দাবি করে, তুমি আমায় জানাইবে। এই থলি উপলক্ষে, যদি কেহ তোমায় ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া তিনি কৃষক ও সওদাগর, উভয়কে বিদায় দিলেন।

ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস

একটি দুঃখী বালক অল্প বয়সে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছিল। সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তদীয় ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন, তাহার এরূপ কোনও আত্মীয় ছিলেন না। আহার প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে তাহার ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আমি প্রাণান্তে পরের গলগ্রহ হইব না; পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, যাহা পাইব তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

একদিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তির একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে; তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সে ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আপনকার কি একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে? যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় নিযুক্ত করুন। সে ব্যক্তি বলিলেন, এক্ষণে আমার ওরূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই। বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ম্লানবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ ম্লান দেখিয়া দুঃখিত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোথাও কর্ম জুটিতেছে না? তখন বালক বলিল, না মহাশয়, আমি অনেক চেষ্টা দেখিতেছি; কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না। একটী স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে; সেই জন্য আপনকার নিকটে আসিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম, তিনি সবিশেষ না জানিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলেন।

বালকের ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তখন তিনি আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, তুমি হতোৎসাহ হইও না। এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্লচিত্তে বলিল, না মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে, সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি একদিনের জন্যও হতোৎসাহ হই নাই। সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি অচিরে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া আপনা ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর

এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত হইয়া, এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, ওহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব; আমার, তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে। এই বলিয়া, তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; এবং তাহাকে যে সকল কর্ম করিতে হইবে, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য করিতে লাগিল; একদিন এতক্ষণের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদ্দর্শনে ডাক্তার, যার পর নাই প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত

আমেরিকা মহাদ্বীপে বেঞ্জামিন্ ফ্রাংকলিন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিখ্যাত বিদ্বান, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ ও রাজনীতি বিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন; এবং কি স্বদেশে, কি বিদেশে, অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স অল্প, সে সময়ে, তিনি, ডাক্তার কটন্ মেথরের নিকট একটি উপদেশ পাইয়াছিলেন; ঐ উপদেশের উল্লেখ করিয়া, তদীয় পুত্র ডাক্তার সামুয়েল্ মেথরকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১২ ই মে, পাসিনামক স্থান হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

১৭২৪ সালে আমি আপনার পিতার সহিত শেষ দেখা করি; তৎপরে আর আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি তাঁহার নিকট বিদায় হইলাম। প্রস্থানকালে তিনি আমায় একটি পথ দেখাইয়া দিলেন; এবং বলিলেন, এই পথটি সোজা; এই পথ দিয়া গেলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইতে পারিবে। এই পথটি অল্পপরিসর; মধ্যস্থলে মাথার উপর একটি কড়িকাঠ ছিল। আমি ঐ পথ দিয়া চলিলাম।

আপনকার পিতা আমার পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এই সময়েও আমরা কথোপকথন করিতেছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, আপনার পিতা, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথা নীচ কর, মাথা নীচ কর। কি জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া ওরূপ বলিলেন, তৎকালে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ পরেই কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল। তখন, কেন তিনি মাথা নীচ করিতে বলিয়াছিলেন। তাহার সর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম।

আপনকার পিতা অতি মহাশয় লোক ছিলেন; কোন একটা উপলক্ষ হইলেই অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হিতার্থে যত্নপূর্ব্বক উপদেশ দিতেন। কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল দেখিয়া। তিনি সাতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিলেন; এবং এই উপলক্ষ করিয়া, আমায় বলিলেন, দেখ, তুমি যৌবনদশায় উপনীত হইয়াছ; অতঃপর তোমায় সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। সংসার অতি বিষম স্থান; অসাবধান ও উদ্ধত হইয়া চলিলে, পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। অতএব সাবধান ও নম্র হইয়া চলিবে; মস্তক উন্নত করিয়া চলিলে, সর্ব্দা এইরূপ আঘাত পাইতে হইবে।

এই নিরতিশয় হিতকর উপদেশবাক্য শ্রবণ অবধি, সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আমি অশেষ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, মস্তক উন্নত করিয়া, উদ্ধতভাবে চলেন; এবং তজ্জন্য পদে পদে অপদস্থ, অবমানিত ও বিপদগ্রস্ত হয়েন; তখন এই উপদেশবাক্যের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিমাত্রেরই এই উপদেশবাক্যের অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা

রোম নগরীতে বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত ছিল, পাঁচ বৎসর অন্তর একটি সভা হইত। যে সকল ব্যক্তি কাব্যরচনা করিতেন, তাঁহারা স্বরচিত কাব্য ঐ সভায় উপস্থিত করিতেন। যাঁহার কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত, তিনি সোনার মেডাল ও হাতির দাঁতের বীণা পুরস্কার পাইতেন।

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট ট্রেজানের রাজত্বসময়ে অনেকের রচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক

সভায় সমর্পিত হইত। লুশিয়স্ বেলিরিয়স্ নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন ; সেই কাব্যখানিও ঐ সভায় সমর্পিত হইয়াছিল। সভ্যদিগের বিবেচনায় এই অল্পবয়স্ক বালকের রচিত কাব্যখানি, সে বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং তিনি নিরূপিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রোমীয়দিগের এই রীতি ছিল, কোনও ব্যক্তি অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিলে, লোকের উৎসাহবর্ধনার্থে তদীয় ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্মিত করাইয়া, নগরে সবাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করিতেন। এই প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে একটী মুকুট অর্পিত হইত। এইরূপ অল্পবয়স্ক বালক সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের রচনা করিয়াছেন ; এজন্য সকলে, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, তদীয় প্রতিমূর্ত্তি নির্মিত করাইলেন।

প্রকাশ্য স্থানে প্রতিমূর্ত্তিস্থাপনের দিন স্থির হইল। নিরূপিত সময়ে, বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। অনন্তর, প্রধান রাজপুরুষ, প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে মুকুটস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, বেলিবিয়স্, এক যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। এই যুবাপুরুষ, পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায়, স্বরচিত কাব্য পাণ্ডবার্ষিক সভায় সমর্পিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য, অনেকের বিবেচনায়, অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু বেলিরিয়সের রচিত কাব্য অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট ; এজন্য, পুরস্কার না পাওয়াতে, তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

বেলিরিয়স্, তদীয় আকারে ক্ষোভ ও বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, পুরস্কার পান নাই বলিয়া, ইনি এত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তিনি, রাজপুরুষের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, দেখুন, আপনি যে কাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং, আপনিই পুরস্কার পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু, আমার বয়স অতি অল্প ; এত

অল্প বয়সে কাব্যরচনা করিতে পারিয়াছি ; এজন্য, বিচারকেরা আমার উৎসাহবর্ধনের নিমিত্ত, আমায় পুরস্কার দিয়াছেন ; গুণ অনুসারে, বিবেচনা করিলে, আপনকারই পুরস্কার পাওয়া উচিত।

এইরূপ বলিয়া, সেই বালক আপন প্রাপ্য মুকুট, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে স্থাপিত করিলেন। সমবেত সমস্ত লোক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

দোষস্বীকারের ফল

একদা, জর্মনি দেশের কোনও রাজা ফ্রান্স্ দেশে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশে টুলো নামক স্থানে, সৈন্যসংক্রান্ত অস্ত্রশালা ছিল। একদিন, তিনি, অস্ত্রশালা দেখিবার নিমিত্ত, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক, সবিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে তাঁহাকে সমস্ত দেখাইলেন ; তত্ত্বাবধায়কের বিনীত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে, রাজা সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন।

অস্ত্রশালাদর্শন সমাপ্ত হইলে, তত্ত্বাবধায়ক, রাজার সম্মুখবর্তী হইয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, অত্রত্য কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আপনি যাহাকে নির্দিষ্ট করিবেন, আপনকার সম্মানার্থে আমি তাহাকে কারামুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়।

রাজা, তত্ত্বাবধায়কের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; এবং লোক নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়কের সমভিব্যাহারে কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি একে একে প্রত্যেক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ; এবং কি কারণে তুমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছ, এই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কয়েদী বলিল, মহারাজ আমার কোন অপরাধ নাই ; বিনা অপরাধে আমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছি। মহারাজ, অবিচার, অত্যাচার ও মিথ্যাভিযোগের জ্বালায় এ দেশে বাস করা

ভার হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ও রাজপুরুষেরা বিচারবিমুখ হইয়া, সমস্ত করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের অত্যাচারে এ দেশে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না। কেহ কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দেন ; আর রাজপুরুষেরা কাহারও উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করাইয়া দণ্ড দিয়া থাকেন।

অবশেষে রাজা, এক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহার কারারুদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সে বলিল, মহারাজ, আমি অতি দুস্টস্বভাব ব্যক্তি ; স্বভাবদোষে কত লোকের উপর কত অত্যাচার ও কত লোকের কত অনিষ্ট করিয়াছি, বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার মত দুরাত্মা আর নাই। পূর্বে আমি আপন দোষ বুঝিতে পারিতাম না ; এক্ষণে সবিশেষ অনুধাবন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, আমার যেরূপ গুরুতর অপরাধ, সে বিবেচনায় আমি লঘু দণ্ড পাইয়াছি। এই বলিতে বলিতে, তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তাহার কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া, রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তত্বাবধায়ককে বলিলেন, আমার বিবেচনায় এ ব্যক্তিরই কারামুক্ত হওয়া উচিত ; অতএব আমি এই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিলাম। তদনুসারে সে ব্যক্তি, সেই দণ্ডে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া, প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিত্ততা

আমেরিকা দেশে ইংরেজদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ইংরেজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ, ইংলণ্ডের রাজশাসনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডে, রাজা ও প্রজার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, আমেরিকার উপনিবেশকার উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গেরও ইংলণ্ডের রাজার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। ফলতঃ, এই উপনিবেশ ইংলণ্ডরাজ্যের অংশস্বরূপ পরিগণিত হইত।

উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গ ইংলণ্ডের রাজশাসনপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইতে

লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইতেছিল। ঐ সমস্ত অবিচার ও অত্যাচার, ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনিবেশবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবেন; অর্থাৎ ইংলণ্ডের সহিত আর কোনও সংস্রব না রাখিয়া, উপনিবেশের রাজশাসনকার্য আপনারাই সম্পন্ন করিবেন।

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে, উপনিবেশবাসীরা ইংলণ্ডে রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, উপনিবেশবাসীরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন হইয়া, আপনারা উপনিবেশের রাজশাসনকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

যখন এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশের প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন উপনিবেশবাসীরা সমবেত হইয়া, আপনাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বসাধারণের প্রতিনিধি স্থির করিয়া, একটি প্রতিনিধিসমাজের স্থাপন ও ঐ সমাজের উপর সমস্ত কার্যনির্বাহের ভারার্পণ করেন। প্রতিনিধিরা সমাজে সমবেত হইয়া, সর্ববিষয়ের সবিশেষ সমালোচনা পূর্বক সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন।

এই প্রতিনিধিসমাজের সভাপতি সেনাপতি রীড্ সাহেব যার পর নাই ধর্মশীল ও দেশহিতৈশী ছিলেন; সবিশেষ যত্ন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে কার্য-নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সভাপতিত্ব সময়ে বিবাদনিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে কতিপয় দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সভাপতি রীড্ সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিলে, ইংলণ্ডের ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হয়; তখন তাঁহারা রীড্ সাহেবের সহিতসাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি উপনিবেশের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দশসহস্র গিনি উৎকোচ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রীড্ সাহেব, উৎকোচদানের প্রস্তাব শ্রবণে মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, দেখুন, আমি অতি হীন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনাদের রাজা আমায় কিনিতে পারেন, তাঁহার এত টাকা নাই। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

ফলকথা এই, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, উৎকোচগ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশের হিতসাধনে বিরত অথবা অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, মহামতি সেনাপতি রীড্-সাহেব সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ প্রবৃত্তির লোক ছিলেন না। যাহাদের অর্থ-লোভ অতি প্রবল, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ ও উচিতানুচিত বিবেচনা নাই; সেই নিতান্ত নীচাশয় নরাধমেরাই উৎকোচগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহারা ন্যায়মার্গ অনুসারে কৃতকার্য হইতে না পারে; সেই দুরাচারেরাই উৎকোচদানরূপ অন্যায্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রেতসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ, উৎকোচদান ও উৎকোচগ্রহণ, উভয়ই সর্ব্বতোভাবে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দস্যু, তস্কর, উৎকোচগ্রাহী, ইহারা এক সম্প্রদায়ের লোক।

নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা

জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্ব সময়ে আমেরিকার ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটস্ প্রদেশে একটি লোক নিযুক্ত হইবে, উহা বিলক্ষণ লাভের ও সম্মানের পদ। ঐ পদে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনায় দুই ব্যক্তি আবেদন করেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সভাপতির অতি আত্মীয়। সকল স্থানে সকল সময়ে সকলের সমক্ষে সভাপতি এই ব্যক্তির উপর অকৃত্রিম স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তার প্রদর্শন করিতেন। উভয়ে সর্ব্বদা একত্র উপবেশন ও একত্র আহারবিহার প্রভৃতি করতেন। বস্তুতঃ, এই ব্যক্তি সভাপতির বহু কালের আত্মীয় ছিলেন। আমি অবধারিত এই পদে নিযুক্ত হইব, এই বিশ্বাসে ইনি আবেদন করিয়াছিলেন; এবং সকল লোকও স্থির করিয়াছিলেন, ইনিই এই পদে অবধারিত নিযুক্ত হইবেন। অপর আবেদনকারী সভাপতির চিরবিরোধী। সভাপতি যখন যাহা করিতেন, এই ব্যক্তি তাহাতেই দোষারোপ করিতেন; এবং সভাপতি যাহাতে অপদস্থ হয়েন, সতত সে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইনি বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও সৎপথবর্ত্তী ছিলেন; বুদ্ধি ও বিবেচনা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সত্বর সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ উপস্থিত পদে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত ইনি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, সভাপতি আপন প্রিয়পাত্রকে নিযুক্ত না করিয়া, এ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, ইহা কেহ একক্ষণের জন্যও মনে

করেন নাই।

কিন্তু ওয়াশিংটন্ যার পর নাই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং স্বীয় বিপক্ষকে স্বীয় আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেই পদে নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগ দর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদীয় আত্মীয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং যৎপরোনাস্তি অবমানিত বোধ করিলেন। এক আত্মীয়, অমুককে নিযুক্ত না করা অতি অন্যায় হইয়াছে, এই বলিয়া, অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন ওয়াশিংটন্ বলিলেন, দেখ, অমুক আমার আত্মীয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই; এবং একদিন আমি তাঁহার উপর যেরূপ স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণেও তদ্রূপ করিব, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিপক্ষ তাঁহার অপেক্ষা সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি; আত্মীয় ব্যক্তির হিতসাধনের অনুরোধে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করা, কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। এজন্য আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারি নাই। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, এ আমার নিজের বিষয় হইলে আমি যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিতাম। আমি সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি; যাহাতে সর্বসাধারণের হিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলাই আমার পক্ষে এক্ষণে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, অতএব তাহার হিতসাধন করিব; অমুক ব্যক্তি আমার বিপক্ষ, অতএব তাহার অহিতসাধন করিব; যদি এরূপ বুদ্ধি ও এরূপ বিবেচনার অনুবর্তী হইয়া চলি, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমার সভাপতির আসন হইতে অপসারিত হওয়া উচিত।

যথার্থ বিচার

তুরস্কদেশীয় এক ধনবান্ ব্যক্তি, বলপূর্বক, এক দুঃখী প্রতিবেশীর বাসস্থান অধিকার করেন। দুঃখী ব্যক্তি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। এই ব্যক্তির নিকট বাটীর দলীল ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ ঐ দলীল অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অর্থবলে বহুসংখ্যক সাক্ষীর যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনায়াসে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার বাসনায়, তিনি বিচারপতিকে পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দেন।

বিচারপতি অতিশয় ধর্মশীল ও নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ; অর্থলোভী ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না। প্রতিবাদী উৎকোচ দেওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ অন্যায় করিয়া, দুঃখী প্রতিবেশীর বাটী অধিকার করিয়াছে। আমায় হস্তগত করিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দিল ; কিন্তু, এই উৎকোচদান যে উহার পক্ষে যার পর নাই অনর্থক হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হইক, এক্ষণে আমি উহাকে কিছু বলিব না, বিচারের দিন, এই উপলক্ষে উহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব। এই স্থির করিয়া, তিনি পাঁচ শত টাকার তোড়াটি রাখিয়া দিলেন।

বিচারের দিন ঐ দুঃখী ব্যক্তি, বিচারপতির নিকট বাটীর দলীল দাখিল করিলেন ; কিন্তু অর্থবল নাই, এজন্য ঐ দলীলের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটি সাক্ষীরও যোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে তদীয় প্রতিপক্ষ, বহুসংখ্যক সাক্ষী দ্বারা ঐ দলীল কৃত্রিম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বিচারপতিকে বলিলেন, যদি এ বাটী উহার হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ একজনও উহার পক্ষে সাক্ষী দিতে আসিত। যখন উহার একটিও সাক্ষী নাই, তখন এ বাটী আমার বলিয়া বিদ্যালয়ের অভিযোগ করা কতদূর অন্যায় হইয়াছে, ধর্মাবতার তাহার বিচার করুন।

এই কথা শুনিয়া বিচারপতি বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, ও ব্যক্তি আপন অধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত একটিও সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু, আমি উহার পক্ষে অন্ততঃ পাঁচশত সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারি। এই বলিয়া, তিনি প্রতিবাদীর দত্ত পাঁচশত টাকা বহিষ্কৃত করিলেন, এবং বলিলেন, ও ব্যক্তি যে, ঐ বাটীর যথার্থ অধিকারী, এই পাঁচশত টাকা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে আমার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া, তিনি যথোচিত ভর্ৎসনা ও ঘৃণাপ্রদর্শন পূর্বক টাকার তোড়াটি প্রতিবাদীর গায়ে ফেলিয়া দিলেন ; এবং বাদী, বাটীর যথার্থ অধিকারী বলিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন।

যেমন কর্ম তেমনই ফল

ডেন্মার্কের রাজধানী কোপন্‌হেগ্‌ন্‌ নগরে ক্রিষ্টিয়ন টুল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ক্রিষ্টোফর্‌ রোজন্‌ ক্রেন্‌জ্‌ নামে আর এক ব্যক্তি ঐ নগরে বাস করিতেন। ক্রিষ্টিয়ন্‌ টুলের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে বলিলেন, কিছুদিন পূর্বে তোমরা স্ত্রীপুরুষে আমার নিকট যে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছ, তাহার পরিশোধ কর। ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, আমরা কখনও আপনার নিকট টাকা ধার করি নাই ; আপনি ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন? তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোকের ও তদীয় স্বামীর স্বাক্ষরিত খত দেখাইলেন। খত দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, এ খত জাল ; আমি কখনও এ খতে নাম স্বাক্ষরিত করি নাই।

রোজন্‌ ক্রেন্‌জ্‌, টাকা আদায়ের জন্য ঐ স্ত্রীলোকের নামে নালিশ করিলেন। বিচারপতি, ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশ প্রদান করিলেন। স্ত্রীলোক, নিতান্ত, নিরুপায় হইয়া, অবশেষে ডেন্মার্কের অধীশ্বর চতুর্থ ক্রিষ্টিয়নের নিকট আবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা কখনও অমুকের নিকট টাকা ধার করি নাই ; তিনি জাল খত প্রস্তুত করিয়া, আদালতে আমার নামে নালিশ করেন। ঐ খত দেখিয়া, বিচারপতি আমার প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশ দিয়াছেন। আমি মহারাজের নিকট ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমরা উহার নিকট কস্মিন্‌কালেও টাকা ধার করি নাই। মহারাজ, দয়া করিয়া এই বিষয়ের বিচার না করিলে, আমি এ জন্মের মত উচ্ছিন্ন হই।

আবেদনপত্র পড়িয়া রাজা অঙ্গীকার করিলেন, আমি এ বিষয়ের যথোচিত বিচার করিব। অনন্তর তিনি রোজন্‌ ক্রেন্‌জ্‌কে আপন নিকটে আনাইলেন। এ বিষয় তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজা বুঝিতে পারিলেন, এ দেনা বাস্তবিক নহে। তখন তিনি তাঁহাকে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ, উহারা খত লিখিয়া দিয়া টাকা লইয়াছে ; আমি এ টাকা কোনও মতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। রাজা, তাঁহার নিকট হইতে খতখানি লইলেন ; এবং বলিলেন, তুমি এক্ষণে এখান হইতে যাও ; আমি শীঘ্রই তোমার ঋণ ফিরাইয়া দিব।

এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া, রাজা একাকী সেই খতের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান ও অনুধাবনের পর তিনি দেখিতে পাইলেন, যে কাগজে খত লিখিত হইয়াছে, ঐ কাগজ যে কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছিল, ঐ কারখানা, খতের তারিখের অনেক দিন পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর সবিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা উহাই যথার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর রোজন্ ক্রেন্জ্ জালখত প্রস্তুত করিয়াছেন, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই বিষয় গোপন রাখিয়া, রাজা কতিপয় দিনের পর, রোজন্ ক্রেন্জ্‌কে ডাকাইলেন ; এবং বলিলেন, আমি পুনরায় তোমায় সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তুমি এই অনাথা বিধবার উপর দয়াপ্রকাশ কর ; যদি না কর, জগদীশ্বর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং তোমাকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিবেন। রোজন্ ক্রেন্জ্ বলিলেন, না মহারাজ, আমি এ বিষয়ে কোন ক্রমে ক্ষান্ত হইতে পারিব না। বলিতে কি, মহারাজ, আমার পক্ষে বিলক্ষণ অবিচার হইতেছে। রাজা বলিলেন, এ বিষয়ের বিবেচনার নিমিত্ত তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিতেছি ; বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির হইবে, এক সপ্তাহ পরে আমায় জানাইবে।

এই বলিয়া সে দিন রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সপ্তাহ অতীত হইলে, সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন ; এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনকার আদেশ অনুসারে সবিশেষ বিবেচনা ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম, এ টাকা না পাইলে আমার পক্ষে বড় অন্যায় হয়। আমি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। এ বিষয়ে আপনকার অনুরোধরক্ষা ও আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে পারিতেছি না ; তজ্জন্য আমার যে অপরাধ হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জনা করিবেন।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজার কোপানল বিলক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর নির্ধারিত দিবসে জালখতের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিচারপূর্বক সেই খত জাল, ইহা সর্বসমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া, তিনি ঐ দুরাত্মার যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন ; এবং সেই বিধবাকে ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।

পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য

ইংলণ্ড দেশে গ্লেন্‌বিল্‌ নামে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন এবং অবশেষে অবধারিত জানিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দুশ্চরিত্র হইয়াছেন। তখন তিনি এই বিবেচনা করিলেন, এরূপ দুশ্চরিত্রকে বিষয়ের অধিকারী করা কোনও মতে উচিত হইতেছে না; তাহা করিলে, অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত বিষয় নষ্ট হইবে। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, কোনও আত্মীয় দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একবার সতর্ক করা আবশ্যক। তদনুসারে এক আত্মীয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, তোমার পিতা তোমায় সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার চরিত্রদোষ দর্শনে, এক্ষণে আর তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় নাই। যদি অল্প দিনের মধ্যে তোমার চরিত্রের সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তিনি তোমায় বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। অতএব যাহাতে তোমার চরিত্র অবিলম্বে সংশোধিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান হও; নতুবা বিষয়প্রাপ্তির আশায় বিসর্জন দাও।

এইরূপে সতর্ক করিলেও তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না। তখন গ্লেন্‌বিল্‌, কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকেই বিষয়ের অধিকারী করিবেন; চরিত্রের সংশোধন না হইলে, তিনি তাহা করিবেন না, ইহা কেবল ভয়প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি জানিতে পারিলেন, পিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি আমি অসৎপথবর্তী না হইতাম, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। পিতা আমায় সতর্ক করিয়াছিলেন, তথাপি আমার জ্ঞানের উদয় হইল না। আমি পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহাতে আর কাহারও দোষ নাই, আমারই সম্পূর্ণ দোষ। এইরূপে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই তদীয় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইল।

কনিষ্ঠ সাতিশয় পিতৃভক্ত ও নিরতিশয় ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ, চরিত্র-

দোষবশতঃ পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তজ্জন্য অতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন ; জ্যেষ্ঠ বঞ্চিত হওয়াতে, তিনি সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সুখী ও আহ্লাদিত হয়েন নাই। অনন্তর যখন দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি পিতার জীবদ্দশায় ইঁহার চরিত্রের এরূপ সংশোধন হইত ; অথবা পিতা এখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন, এবং ইঁহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে দেখিতে পাইতেন ; তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ ইঁহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন। ইঁহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। সেই চিরন্তন বাসনা পূর্ণ হওয়াতে, তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব যাহাতে ইঁহার মনোদুঃখ দূরীভূত ও পিতার মনস্কাম পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

এইরূপ আলোচনা করিয়া, একদিন কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় আত্মীয়কে আহার করাইবার উদ্যোগ করিলেন। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। তিনি মনে করিলেন, আর কোনও আহার-দ্রব্য উপস্থিত হইল। পাত্রের আবরণ অপসারিত করিয়া, তিনি তাহাতে আহার-দ্রব্যের পরিবর্তে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন। উপস্থিত আত্মীয়বর্গ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, ঐ কাগজখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, সকলে সাতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ সহকারে কনিষ্ঠকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ কাগজখানি দানপত্র। উহার মর্ম এই—পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবেন, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের চরিত্রদোষ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি এক আত্মীয় দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, চরিত্র সংশোধিত না হইলে, তিনি তাঁহাকে বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তদীয় চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমায় স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। যদি পিতৃদেব এখন পর্যন্ত

জীবিত থাকিতেন, জ্যেষ্ঠকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন; এবং জনসমাজে নিরতিশয় অনাদরণীয় ও উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। অতএব, পিতৃদেবের অভিপ্রায়সম্পাদন ও জ্যেষ্ঠের মনোবেদনা নিবারণের নিমিত্ত পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিলাম। অদ্য অবধি তিনি পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

সংসারে এরূপ নিঃস্পৃহ, এরূপ পিতৃভক্ত, এরূপ ভ্রাতৃবৎসল নিতান্ত বিরল।

সম্পূর্ণ

আখ্যান মঞ্জরী
তৃতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

রাজকীয় বদান্যতা, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবিবোধ, নিঃস্বতা ও নিঃস্পৃহতা, বর্বর-জাতির সৌজন্য, ন্যায়পরায়ণতা এই ছয়টি আখ্যান অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় ও সরল ভাষায় লিখিত, এজন্য প্রথম ভাগে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সঞ্চালন-নিবন্ধন ন্যূনতা পরিহারার্থে, যথার্থ বদান্যতা, পতিপরায়ণতার একশ্রেষ, নৃশংসতার চূড়ান্ত, দয়াশীলতা, পতিব্রতা কামিনী, অকুতোভয়তা, আশ্চর্য দস্যুদমন এই সাতটি উপাখ্যান নূতন সংকলিত ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। যে অভিপ্রায়ে আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগে বিভক্ত হইল, প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

বর্ধমান।
সংবৎ ১৯২৪। ১লা ফাল্গুন।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্বক সংকলিত হইল। যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯২০। ১লা অগ্রহায়ণ।

যথার্থ বদান্যতা

ইংলন্ডের অন্তঃপাতী ফ্রোম নগরে, রো নামক এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় সহধর্মিণী সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। এই কামিনী নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন ; অন্যের দুঃখ দেখিলে, অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন, এবং সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখবিমোচনে যত্ন করিতেন। তাঁহার যে নিরূপিত আয় ছিল, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অংশ ব্যতিরিক্ত, তৎসমুদয়ই দীনগণের দারিদ্র্যদুঃখনিবারণে নিয়োজিত হইত। ফলতঃ, তিনি যেরূপ পরোপকারব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, সেরূপ সচরাচর নয়নগোচর হয় না।

বিবি রো কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রথম বার যে টাকা পাইলেন, এক দীন পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, সমুদায় তাহাদিগকে দান করিলেন। একদা, আর একটি নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল ; কিন্তু যাহাতে তাহাদের যথার্থ উপকার হয়, এরূপ অর্থ তৎকালে তাঁহার হস্তে ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে, বাসন বিক্রয় করিয়া, তিনি তাহাদের আনুকূল্য করিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, সঙ্গে কিছু অর্থ না লইয়া, বাটী হইতে নির্গত হইতেন না ; কারণ, দীন দুঃখী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, যদি কিছু দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইত।

তিনি কেবল ধন দ্বারা সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না ; অবসরকালে, গৃহে বসিয়া স্বহস্তে নানাবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, এবং যখন যাহাদের যেরূপ পরিচ্ছদের অপ্রতুল দেখিতেন, তাহাদিগকে সেইরূপ দিতেন। তিনি অন্যের বিপদে বিপদ জ্ঞান করিতেন ; অন্যের শোকে শোকাকুল হইতেন ; অন্যকে রোদন করিতে দেখিলে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না ; পীড়িত বা বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং যে বিষয়ে তাহাদের অপ্রতুল দেখিতেন, নিজব্যয়ে তাহার সমাধা করিয়া দিতেন।

পথিমধ্যে যদি তিনি অপরিচিত বালক দেখিতে পাইতেন ; আর যদি, তাহার আকার দেখিলে, সুবোধ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন ; যদি জানিতে পারিতেন, পিতা মাতার

অসঙ্গতি প্রযুক্ত তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, অবিলম্বে তাহাকে উপযুক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিতেন, এবং স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ের নির্বাহ করিতেন। এই রূপে তিনি অনেক দীন বালকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি, কখনও কখনও, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যখন তিনি কোনও বালককে তাঁহার অভিলাষানুরূপ ফললাভ করিতে দেখিতেন, আমার যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক হইল ভাবিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেন; তাহার বিপরীত দেখিলে, তাঁহার শোক ও ক্ষোভের সীমা থাকিত না।

তিনি যে কেবল নিতান্ত নিরুপায় লোকদিগের সাহায্য করিতেন, এরূপ নহে। অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার লোকেরাও, কষ্টে পড়িলে, তাঁহার নিকট যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইত। তিনি কহিতেন, অসঙ্গতি বা অল্প সঙ্গতি প্রযুক্ত লোকের যে ক্লেশ ও দুর্ভাবনা ঘটে, তাহার নিবারণ করিতে পারিলেই মানবজাতির যথার্থ উপকার করা হয়। তদনুসারে, যে সকল লোক নিতান্ত নিঃস্ব বা দুরবস্থাগ্রস্ত নহে, তিনি, তাদৃশ ব্যক্তিদিগেরও কষ্ট দেখিলে, বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।

এই দয়াশীল স্ত্রীলোকের আয় অধিক ছিল না; এজন্য সকলেই, তাঁহার তাদৃশ দান দেখিয়া, আশ্চর্য জ্ঞান করিত; তিনি কিরূপে এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন, কিছুই বুঝিতে পারিত না।

তিনি অত্যন্ত অমায়িক, নিতান্ত সরলস্বভাব, ও সর্বদা অহমিকাশূন্য ছিলেন; সর্বদা সর্বপ্রকার লোকের সহিত সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ তিনি কেবল লোকরঞ্জন ও সাধ্যানুসারে লোকের ক্লেশনিবারণের জন্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবি রোর মৃত্যু হইলে, সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। নিঃস্ব ও নিরুপায় লোকদিগের শোকের ও দুঃখের অবধি ছিল না। তাঁহার অভাবে তাহারা পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিল, এবং তদীয় সদনে ও সমাধিস্থানে সমবেত হইয়া অত্যন্ত বিলাপ ও তাঁহার পারলৌকিকমঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি যে নিরতিশয় দয়া ও সৌজন্য সহকারে তাহাদের প্রার্থনা শুনিতেন, এবং অকাতরে তত্তৎ প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, বহুদিন পর্যন্ত তাহারা পরস্পর সেই সমস্ত কীর্তন করিতে করিতে, অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিত।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

একদা, আরব জাতির সহিত মুরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা বহুদূর পর্যন্ত এক মুর সেনাপতির অনুসরণ করে। তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য, দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনও ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, এক আরব সেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয়প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তাবিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্যা করেন; সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষপ্রদর্শন, বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরব সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মুর সেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তিপরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সহসা আরব সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই মুর সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার অতিশয় অসুখ-বোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনকার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না; আহারসামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে, তাহাতে আপনি কোনও ক্রমেই নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে

পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যুষে, এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া, পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক ; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব ; এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, মূর সেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহান চিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে, আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল, এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। মূর সেনাপতি শয্যাপরিত্যাগপূর্বক মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া, আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরব সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না ; পরে, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরব সেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মূর সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন ; এই বিপক্ষশিবিরমধ্যে আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে, আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে, আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধনবাসনার বশবর্তী হইয়া, বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই, প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই ; আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না। কিন্তু, আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক ; এবং সেই মুহূর্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু, আমি আপনাকে যে

অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে ; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরব সেনাপতি, সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দন পূর্বক, তাহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরব সেনাপতিও, সূর্যোদয়দর্শনমাত্র, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী ; এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেস্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধনসংকল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

পতিপরায়ণতার একশেষ

জর্মনির অধীশ্বর তৃতীয় কনরাসের অধিকারকালে, বাবেরিয়ার ডিয়ুক গুয়েলফ, বিদ্রোহী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কনরাদ, তাঁহার দমনের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ; এবং গুয়েলফ উইনসবর্গের দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সেই দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। গুয়েলফ, কিছু দিন, বিলক্ষণ সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া, পরিশেষে, পরাজিত হইলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সম্রাটের নিকট দূতপ্রেরণ করিলেন।

দূত সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া ডিয়ুকের প্রার্থনা নিবেদন করিল। তিনি দূতের প্রতি সমুচিত সৌজন্য ও সমাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি ডিয়ুককে বল, তিনি স্বীয় সৈন্য ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আমার শিবিরের মধ্য দিয়া প্রস্থান করুন ; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তাঁহার উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিব না। দূত, দুর্গমধ্যে প্রতিগমন করিয়া, স্বীয় প্রভুর নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। ডিয়ুক ও তদীয় সেনাপতিগণ শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উদযোগ দেখিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ শ্রবণে সন্দিহান হইয়া, ডিয়ুকের পত্নী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমার স্বামী সম্রাটের সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে

তিনি যে সহসা এরূপ সৌজন্যপ্রদর্শন করিতেছেন, উহা, বোধ হয়, বাস্তবিক নহে; উহাতে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে; হয় ত, আমরা দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত, তিনি আপনাদের বিশ্বস্ত বিচক্ষণ, কার্যদক্ষ, এক ভদ্র লোককে সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন।

এই ব্যক্তি, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি যে, ডিয়ুকের প্রার্থনা অনুসারে, দয়াপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে তিনি ও তদীয় অনুচরবর্গ চরিতার্থ হইয়াছেন। ডিয়ুকের পত্নী আপনকার নিকট আর এক প্রার্থনা জানাইয়াছেন, নিবেদন করি; তিনি কহিয়াছেন, আপনি যে আমার স্বামীর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সকলে কৃতার্থ হইয়াছি; এক্ষণে, দুর্গমধ্যে যে সকল সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা ও আমি দুর্গ হইতে নির্গত হইলে, যাহাতে আমাদের উপর কোন অত্যাচার না হয়, এবং যাহাতে নির্বিঘ্নে কোন নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারি, এরূপ এক অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলে, আমরা নির্ভয়ে প্রস্থান করিতে পারি; আর, ঐ অনুমতিপত্রে ইহাও নির্দিষ্ট থাকে, আমরা নিজে যাহা লইয়া যাইতে পারি, তাহা লইয়া যাইব, সে বিষয়ে কোন আপত্তি ঘটিবেক না।

ডিউকপত্নীর প্রার্থনা শুনিয়া, সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। অনন্তর, ডিয়ুক ও তদীয় অনুচরবর্গ দুর্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং সম্রাটের শিবিরের মধ্য দিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ ও তাঁহার সেনাপতিগণ, এক অভূতপূর্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তাঁহারা দেখিলেন, সর্বাগ্রে ডিয়ুকের পত্নী, তৎপশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে অপরাপর সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া, অতি কষ্টে প্রস্থান করিতেছেন।

যৎকালে ডিয়ুকের পত্নী সম্রাটের নিকট অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিয়া পাঠান, তিনি ও তদীয় সেনাপতিগণ এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বসন ভূষণ প্রভৃতি যে সমস্ত মহামূল্য বস্তু আছে, তৎসমুদয় নির্বিঘ্নে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়েই ডিয়ুকপত্নী তাদৃশ অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছেন; তৎপরিবর্তে তাঁহারা যে স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেন, ইহা, এক মুহূর্তের জন্যেও,

তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এক্ষণে, তাঁহাদের পতিপরায়ণতার ঐকান্তিকতা-দর্শনে সম্রাটের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া, বিস্ময় ও সন্তোষের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই স্ত্রীলোকদিগকে মুক্তকণ্ঠে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সম্রাট্ এত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, সেই স্ত্রীলোকদিগের অদ্ভুত পতিপরায়ণতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাদের পতিদিগের অপরাধ মার্জনা করিলেন; ডিয়ুক ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রস্থান স্থগিত করিয়া, তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে ও মহাসমারোহে আহার করাইলেন; এবং সরল অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ অভয় প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

দস্যু ও দিগ্বিজয়ী

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর, প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী, মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডরের অধিকারকালে, থেস দেশে এত অতি পরাক্রান্ত দুর্দান্ত দস্যু ছিল। ঐ দস্যুর দৌরাত্ম্যে থেস ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল কম্পিত হইয়াছিল। একদা সে ধৃত ও আলেক্‌জাণ্ডরের সম্মুখে নীত হইলে, তিনি সরোষ নয়নে ও উদ্ধত বচনে কহিতে লাগিলেন, অরে দুরাত্মন্, তুই দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিস্; সর্বদাই তোর অশেষবিধ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাই; আমি বহুদিন পর্যন্ত তোরে ধরিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই; আজি তুই আমার সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিস্, তোরে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এক্ষণে, তুই আপন সবিশেষ পরিচয় দে।

এই কথা শুনিয়া, সেই দস্যু, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, কহিল, আমি থেসদেশনিবাসী একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। আলেক্‌জাণ্ডর কহিলেন, অরে নরাধম, তুই যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিতেছিস্? তুই চোর, তুই দস্যু তুই লুণ্ঠনব্যবসায়ী, তুই হত্যাকারী, তুই দেশের কণ্টকস্বরূপ; তোর অসাধারণ সাহস আছে, এজন্য আমি তোর প্রশংসা করি; কিন্তু, তুই অতি দুরাচার ও সর্বসাধারণের যার পর নাই অনিষ্টকারী, এজন্য আমি অবশ্যই তোরে ঘৃণা করিব ও সমুচিত শাস্তি দিব।

ইহা শুনিয়া দস্যু কহিল, আমি কি করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত ভর্ৎসনা করিতেছেন। তিনি কহিলেন, তুই, আমার অধিকারে বাস করিয়া, আমার প্রভুশক্তির অবমাননা করিয়াছিস্‌ এবং আমার প্রজাগণের প্রাণহিংসা ও সর্বস্বলুণ্ঠন করিয়া কালযাপন করিস্‌। দস্যু কহিল, এক্ষণে আমি আপনকার বশে আসিয়াছি, সুতরাং আপনি যে তিরস্কার, যে অপমান বা যে শাস্তিপ্রদান করিবেন, আমায় সে সমস্ত সহ্য করিতে হইবেক; আমি সেজন্য কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত বা দুঃখিত নহি; কিন্তু, যদি আমায় আপনকার ভর্ৎসনাবাক্যের উত্তর দিতে হয়, আমি অকুতোভয়ে দিব।

আলেক্‌জাণ্ডর কহিলেন, যাহা বলিতে হয়, স্বচ্ছন্দে বল্‌; কোন ব্যক্তি আমার বশে আসিয়াছে বলিয়া, যে তাহাকে অকুতোভয়ে কথা কহিতে দিব না, আমার সেরূপ রীতি বা প্রকৃতি নহে। দস্যু কহিল, তবে অগ্রে আমি আপনকার প্রতি এক প্রশ্ন করিব, পরে আপনকার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি রূপে কালযাপন করিতেছেন? তিনি কহিলেন বীর পুরুষের ন্যায়; দেশে দেশে আমার নাম ও কীর্তি ঘোষিত হইতেছে, আমার তুল্য সাহসী পরাক্রান্ত সম্রাট্‌ ও দিগ্বিজয়ী আর কে আছে?

দস্যু কহিল, আমার আত্মশ্লাঘা করিতে ইচ্ছা নাই, আর যাহারা আত্মশ্লাঘা করে, তাহাদিগকে ঘৃণা করি; কিন্তু, এ সময়ে বলা আবশ্যক, এজন্য বলিতেছি, আমারও বহু দূর পর্যন্ত নাম ও কীর্তি ঘোষিত হইয়াছে, আর আমার তুল্য সাহসী সেনাপতি আর কেহ নাই। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আমি সহজে বিজিত ও আপনকার বশে আনীত হই নাই।

আলেকজাণ্ডর কহিলেন, তুই যত বল্‌ না কেন, তুই পাপাশয় দুর্বৃত্ত দস্যু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহিস্‌। দস্যু কহিল, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, দিগ্বিজয়ী কাহাকে বলে? আপনি দিগ্বিজয়ী, আপনি কি, অকিঞ্চিৎকর আধিপত্যলাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া অন্যায়পথ অবলম্বনপূর্বক, মানবমণ্ডলীর প্রাণবধ, সর্বস্বলুণ্ঠন প্রভৃতি অশেষবিধ উৎকট অনিষ্টাচরণ করেন নাই? আমি শত সহচর সমভিব্যাহারে এক প্রদেশে যাহা করিয়াছি আপনি লক্ষ সহচর সমভিব্যাহারে শত শত প্রদেশে তাহাই করিয়াছেন; আমি কতিপয় সামান্য ব্যক্তির সর্বনাশ করিয়াছি, আপনি শত শত ভূপতির সর্বনাশ করিয়াছেন; আমি

কতিপয় সামান্য গৃহের উচ্ছেদসাধন করিয়াছি, আপনি কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও কত সমৃদ্ধ নগরীর উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাতে ও আপনাতে বিশেষ কি। তবে, আমি সামান্য কুলে জন্মিয়াছি, এবং সামান্য দস্যু বলিয়া পরিচিত হইয়াছি; আপনি বিখ্যাত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই জন্য আমা অপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত দস্যু হইয়াছেন, এইমাত্র বিশেষ।

আলেক্‌জান্ডর কহিলেন, আমি অন্যের ধন লইয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অকাতরে বিতরণ করিয়াছি; আমি কোন কোন রাজ্যের ও নগরের উচ্ছেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু কত কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর সংস্থাপন করিয়াছি। তদ্ব্যতিরিক্ত, আমার যত্নে ও উৎসাহদানে শিল্প, বাণিজ্য ও দর্শনশাস্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে। দস্যু কহিল, আমি ধনবানের ধনহরণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অনেক দরিদ্রকে অকাতরে দান করিয়াছি; আমি কখন কাহার গৃহদাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু নিজ অর্থ দিয়া অনেক অনাথের গৃহনির্মাণ করাইয়া দিয়াছি; আমি অন্যের উপর অত্যাচার করিয়াছি বটে কিন্তু অনেক বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার করিয়াছি। আপনি যে দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, আমি তাহার কিছুমাত্র জানি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানি, আমি অথবা আপনি জগতের যত অনিষ্ট করিয়াছি, আমরা কিছুতেই তাহার প্রতিশোধ করিতে পারিব না।

দস্যুর এইরূপ অকুতোভয়তা ও স্বরূপবাদিতা দর্শনে, আলেক্‌জান্ডর যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধনমোচনের এবং সমুচিত পরিচর্যার আদেশ প্রদান করিলেন; অনন্তর, একান্তে আসীন হইয়া, দস্যু ও দিগ্বিজয়ীর বিশেষ কি, এই বিষয় নির্দিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নৃশংসতার চূড়ান্ত

সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস আমেরিকা মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত করিলে, সর্বপ্রথম তথায় স্পানিয়ার্ডদিগের অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা, অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, দুর্বল নিরপরাধ আদিম নিবাসী লোকদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। কেয়নাবো নামে এক ব্যক্তি কোন প্রদেশের

অধিপতি ছিলেন। স্পানিয়ার্ডেরা, তাঁহাকে অধিকারচ্যুত ও কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি কারাগারে থাকিয়া, অশেষবিধ কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিয়া, প্রাণত্যাগ করেন। এই রূপে তাঁহার অধিকারভ্রংশ ও দেহযাত্রার পর্যবসান হওয়াতে, তদীয় সহধর্মিণী, এনাকেয়োনা, নিতান্ত নিরুপায় ও নিঃসহায় হইলেন; তাঁহার সহোদর, বিহিচিয়ো, জারাগুয়া প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার অধিকারে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন;

কিছু দিন পরে, বিহিচিয়োর মৃত্যু হইল। তাঁহার ভগিনী, এনাকেয়োনা, তদীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইতিপূর্বে স্পানিয়ার্ডেরা তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, বৈরসাধনবুদ্ধির অধীন না হইয়া, তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনিষ্টচেষ্টা বা উচ্ছেদবাসনা এক ক্ষণের জন্যে, তাঁহার উন্নত অন্তঃকরণে উদিত হয় নাই। ফলতঃ, তিনি বিলক্ষণ মহানুভাবা ও উদারস্বভাবা ছিলেন। কিন্তু, এনাকেয়োনার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি ওবেণ্ডো স্থির করিলেন, জারাগুয়াবাসীরা, বিশ্বাস জন্মাইয়া, অনায়াসে আমাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়েই এরূপ আত্মীয়তা করিতেছে; অতএব, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া উচিত। অনন্তর, তিনি, সৈন্যসংগ্রহপূর্বক, তৎ-প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; প্রচার করিয়া দিলেন, এনাকেয়োনার সহিত সাক্ষাৎকারমাত্র এই যাত্রার উদ্দেশ্য।

স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া, এনাকেয়োনা আপন অনুগত যাবতীয় রাজাদিগের ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গের নিকট এই আদেশ পাঠাইলেন, স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, সমুচিতসম্মানসহকারে তাঁহার সংবর্ধনা করা আবশ্যক; অতএব, তোমরা যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত হইবে। আমেরিকার আদিম নিবাসী-দিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কোন মান্য ও আদরণীয় ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহারা, মহাসমারোহে নগর হইতে নির্গত হইয়া, সংবর্ধনা করিতে যাইতেন। তদনুসারে, ওবেণ্ডো রাজধানীর সন্নিহিত হইবামাত্র, এনাকেয়োনা স্বীয় অমাত্যগণ, পরিষদগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও যথোচিত সম্মান পূর্বক সংবর্ধনা করিলেন। দেশাচারা-

নুরূপ মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হইল ; যুবতী কামিনীরা, তালতরুশাখা সঞ্চালন করিয়া, স্পানিয়ার্ডদিগের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল এবং তৎকালোচিত সঙ্গীত সকল গীত হইতে লাগিল।

ওবেণ্ডো রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, এনাকেয়োনা সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ভবনে তাঁহাকে বাস করাইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারের লোকেরা তৎসন্নিহিত অপরাপর ভবনে অবস্থিতি করিল। তাঁহাদের যত্ন ও আদরের পরিসীমা রহিল না। এনাকেয়োনা, অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। সেই প্রদেশে যত দূর পর্যন্ত উপাদেয় আহারসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে, তদীয় আদেশ অনুসারে, সবিশেষ যত্ন সহকারে, তৎসমস্ত আহৃত হইত লাগিল। প্রতিদিন মহোৎসব ও নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল। যাহাতে তাঁহাদের সুখে, স্বচ্ছন্দে ও আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সাধ্যানুরূপ যত্ন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ফলতঃ, তিনি শ্বেতকায় জাতির প্রতি পূর্বাপর যেরূপ সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, এ সময়েও সম্পূর্ণ সেইরূপ করিলেন।

কিন্তু ওবেণ্ডো যে অমূলক সংস্কারের অনুবর্তী হইয়া আসিয়াছিলেন, জারাগুয়াবাসীদিগের ঈদৃশ সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনেও, তাহা অপসারিত হইল না। তাহারা তাঁহার ও তদীয় সহচরবর্গের প্রাণবিনাশের মন্ত্রণা করিতেছে এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, অবিলম্বে তাঁহাদের উপর বিলক্ষণরূপ বৈরসাধন করিবেন। তদনুসারে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এতদিন, আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, কতো ক্রীড়াকৌতুক দেখাইলে ; এক্ষণে আমি একদিন তোমাদিগকে আমাদের দেশে ক্রীড়াকৌতুক দেখাইব। তোমরা উমুক দিন উমুক সময়ে উমুক ভবনে উপস্থিত হইবে। তাঁহারা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তদনন্তর, তিনি স্পানিয়ার্ডদিগকে গোপনে এই উপদেশ দিলেন, তোমরা, স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, এরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, যেন, আমি ইঙ্গিত করিবামাত্রে, আমার ইচ্ছানুরূপ কর্ম সম্পাদন করিতে পার।

ক্রীড়াকৌতুকদর্শনের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, এনাকেয়োনা স্বীয় কন্যা, অমাত্যগণ, পারিষদবর্গ ও করদ রাজাদিগের সমভিব্যাহারে নির্ধারিত

আগারে প্রবেশ করিলেন। সকলে, যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন, এবং উৎসুখ চিত্তে কৌতুকদর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওবেণ্ডো, স্পানিয়ার্ডদিগকে যেরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, তদনুযায়ী যাবতীয় কার্য সুন্দর রূপে সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়া, অভিপ্রেতকার্যানুষ্ঠানের সঙ্কেত করিলেন। তদনুসারে, তাঁহার সৈন্যগণ সেই ভবনের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিল, এবং কোন ব্যক্তিকে তথা হইতে বহির্গত হইতে দিল না; অনন্তর, ভবনের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশপূর্বক, রাজাদিগকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া, এনাকেয়োনাকে নিরুদ্ধ করিল; এবং তোমরা ও তোমাদের রাজ্ঞী আমাদের প্রাণবধের চেষ্টায় ছিল, এই বলিয়া রাজাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিল; যাবৎ, অন্ততঃ দুই চারি জন, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজ্ঞী ও তাঁহারা অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলেন, তত ক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইল না।

জারাগুয়াবাসীরা বাস্তবিক তাদৃশ দোষে দূষিত নহেন; কিন্তু স্পানিয়ার্ডেরা, যন্ত্রণাবলে দুই চারি জনকে অপরাধ স্বীকার করাইয়া, রাজ্ঞী প্রভৃতি সকলেরই অপরাধ সপ্রমাণ হইল স্থির করিয়া লইল, এবং এই অমূলক অপরাধের দণ্ডবিধানার্থে সেই ভবনে অগ্নিপ্রদান করিল। নিরপরাধ রাজারা স্তম্ভে বদ্ধ থাকিয়া, ভস্মাবশেষ হইলেন। অগ্নিদানসমকালে, ভবনের বহির্ভাগে অতি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরব্ধ হইল। নগরের যে সমস্ত লোক কৌতুকদর্শনবাসনায় তথায় সমবেত হইয়াছিল, ওবেণ্ডোর অশ্বারোহী সৈনিকেরা তাহাদের উপর অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোক ও বালক পর্যন্ত ঐ নৃশংস রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না।

এই রূপে, প্রতিশ্রুত ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করাইয়া স্পানিয়া মহাপুরুষেরা এনাকেয়োনাকে সান ডোমিঙ্গোনামক স্বাধিকৃত স্থানে লইয়া গেল, এবং বিচারাসনে আসীন হইয়া, তাঁহাকে অপরাধিনী স্থির করিয়া, উদ্বন্ধন দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। এই হতভাগ্যা রাজ্ঞী স্পানিয়ার্ডদিগের প্রতি পূর্বাপর যে সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়াছিলেন; এত দিনে তাহার সম্পূর্ণ ফললাভ করিলেন।

চাতুরীর প্রতিফল

আমেরিকার অন্তর্বর্তী মিশৌরীনদীর তীরে আদিম নিবাসী অসভ্য জাতির অধিষ্ঠিত যে প্রদেশ আছে, কিয়ৎ কাল পূর্বে, তথায় ইয়ুরোপীয় লোকের প্রায় যাতায়াত ছিল না। একদা, এক ইয়রোপীয় বণিক্, নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া, সেই প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক বন্দুক ও বারুদ ছিল। তিনি, কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করাইলেন। তাহারা মৃগয়াজীবী, বন্দুক ও বারুদ দ্বারা মৃগয়ার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা দেখিয়া, ব্যগ্র হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় কিনিয়া লইল, এবং তাহার বিনিময়ে তত্রত্য উৎপন্ন বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিল। বণিক্, স্বদেশে প্রতিগমনপূর্বক, সেই সমস্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া, যথেষ্ট লাভ করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এক ফরাসি বণিক্ ভূরি পরিমাণে বারুদ লইয়া, সেই প্রদেশে ব্যবসায় করিতে গেলেন। তত্রত্য লোকেরা পূর্বে যে বারুদ লইয়াছিল, তাহা তৎকাল পর্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই; সুতরাং তাহারা আর লইতে সম্মত হইল না। ঐ ব্যক্তি, বারুদ দিয়া বিনিময়লব্ধদ্রব্যবিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিব, এই প্রত্যাশায়, ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, সেই স্থানে গিয়াছিলেন; এক্ষণে সম্ভাবিতলাভবিষয়ে হতাশ হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে বারুদগ্রহণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইব। অবশেষে, তিনি এক উপায় উদ্ভাবিত করিলেন, এবং তত্রত্য লোকদিগকে সমবেত করিয়া কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, তোমরা বারুদ ব্যবহার করিয়া থাক, কিন্তু বারুদ কি পদার্থ, তাহার কিছুমাত্র জান না; শুনিলে চমৎকৃত হইবে; উহা আমাদের দেশের শস্যবিশেষ; বৎসরের অমুক সময়ে ভূমিতে বপন করিলে, অন্যান্য বীজের ন্যায়, যথাকালে ফলপ্রদান করে।

এই কথা শুনিয়া সমবেত লোক সকল চমৎকৃত হইল, এবং এক বার শস্য জন্মাইতে পারিলে, তাহাদের আর ইয়ুরোপীয়দের নিকট ক্রয় করিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না, এই বিবেচনা করিয়া, বহুবিধদ্রব্যবিনিময় দ্বারা, তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বারুদ গ্রহণ করিলে এবং নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, তৎসমুদয় যত্নপূর্বক ক্ষেত্রে বপন করিতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় বণিক্ এইরূপ চাতুরী

করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন, ও বিনিময়লব্ধদ্রব্যজাতবিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ করিলেন।

মিশৌরীর লোকেরা, ক্ষেত্রে বারুদ বপন করিয়া ভূরি পরিমাণে ফললাভ-প্রত্যাশায়, অশেষবিধ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল ; এবং চারা জন্মিলে পাছে বন্য জন্তুতে নষ্ট করিয়া যায়, এই আশঙ্কায়, সতর্ক হইয়া, অহোরাত্র ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। বহু দিন অতীত হইল, তথাপি চারা নির্গত হইল না। তখন, অনেকের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয় ত, সে ব্যক্তি প্রতারণা, করিয়া করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন শস্যের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, অথচ অঙ্কুর পর্যন্ত অবলোকিত হইল না, তখন তাহারা প্রতারিত হইয়াছি বলিয়া, নিশ্চিত বুঝিতে পারিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও আমরা ইয়ুরোপীয় লোকের সহিত ব্যবহার, বা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য করিব না।

বিস্তর লাভ হওয়াতে, ফরাসী বণিকের বিলক্ষণ লোভ জন্মিয়াছিল ; কিন্তু এই চাতুরীর পর আর মিশৌরী যাইতে সাহস হইল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে, অশেষবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যহারে দিয়া, আপন ব্যবসায়ের অংশীকে তথায় প্রেরণ করিলেন ; কহিয়া দিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে এই চাতুরী করিয়া আসিয়াছি ; সাবধান, যেন তাহারা তোমায় আমার অংশী বা আত্মীয় বলিয়া জানিতে না পারে।

অংশীর এই উপদেশ লইয়া, সে ব্যক্তি মিশৌরীতে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য লোকেরা আনীতদ্রব্যদর্শনার্থ যাতায়াত করিতে লাগিল। ফরাসি বণিক্ পরিচয়প্রদানবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইয়াছিলেন ; কিন্তু, তত্রত্য লোকেরা কোন প্রকারে বুঝিতে পারিল, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিয়া গিয়াছে, এ তাহার প্রেরিত ও আত্মীয় ; কিন্তু, তাঁহার নিকট কোন কথাই ব্যক্ত না করিয়া, কতিপয় দিবস ভাব গোপন করিয়া রহিল। তাহারা গ্রামের মধ্যস্থলে এক স্থান নিরূপিত করিয়া দিলে, বণিক্ সমুদয় দ্রব্য তথায় অবতীর্ণ করিলেন।

যে সকল লোক পূর্বে প্রতারিত হইয়াছিল, তাহারা, আপনাদের অধিপতির অনুমতি গ্রহণপূর্বক, এক কালে দলবদ্ধ হইয়া, ফরাসি বণিকের দ্রব্যালয়ে উপস্থিত হইল, এবং এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সমুদয় দ্রব্য বলপূর্বক উঠাইয়া

লইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে তিনি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন ; অনন্তর, অধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনকার প্রজারা অতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে ; বিনিময়ে কোন দ্রব্য না দিয়া, আমার সমস্ত বস্তু বলপূর্বক উঠাইয়া আনিয়াছে ; আপনি তাহাদের সমুচিত শাসন করুন, এবং আমার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়াইয়া দেন।

এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, অধিপতি গভীর ভাবে এই উত্তর প্রদান করিলেন, আমি অবশ্যই যথার্থ বিচার করিব, এবং তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেওয়াইব ; কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। এক জন ফরাসি বণিক্ আমার প্রজাদিগকে পরামর্শ দিয়া বারুদ বপন করাইয়াছে ; শস্য জন্মিলেই, ঐ বারুদ লইয়া, তাহারা মৃগয়া করিতে আরম্ভ করিবেক ; মৃগয়ালব্ধ যাবতীয় পশুচর্ম তোমাকে, তোমার দ্রব্যের বিনিময়ে, দেওয়াইব।

বণিক্, অধিপতির এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন, আমাদের দেশে বারুদ বপন করিলে শস্য জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এখানকার ভূমি তাদৃশ শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত নহে ; সুতরাং আপনকার প্রজারা যে বারুদ বপন করিয়াছে, তাহাতে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রাপ্যপ্রদানের অন্য কোন উপায় করুন। যে ব্যক্তি এ দেশে বারুদবপনের পরামর্শ দিয়াছিল, সে ভদ্র লোক নহে, আপনকার প্রজাদের সহিত চাতুরী করিয়া গিয়াছে। আমি নিরপরাধ, অন্যের অপরাধে আমার দণ্ড করা বিধেয় নহে।

এই কথা শুনিয়া, অধিপতি, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, এইমাত্র উত্তর দিলেন, যদি তুমি আপন মঙ্গল চাও, অবিলম্বে আমার অধিকার হইতে চলিয়া যাও। ফরাসি বণিক্ বিষণ্ণ হইয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন, সে বার চাতুরীতে যত লাভ হইয়াছিল, এ বার অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ ক্ষতি হইল, এবং চির কালের জন্যে এরূপ এক লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক, আমরা অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতিশিক্ষা পাইলাম।

দয়াশীলতা

ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জের জননী অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন ; পরের দুরবস্থা শুনিলে, সাধ্যানুসারে তদ্বিমোচনে যত্নবতী হইতেন। তিনি অবাধে

সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এক ব্যক্তি এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন যে, "আমি কিছুকাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত ছিলাম ; এক্ষণে, দুর্ঘটনাক্রমে, যার পর নাই দুরবস্থায় পড়িয়াছি ; আমার পরিবার আছে ; তাহাদেরও অত্যন্ত দুর্গতি ঘটিয়াছে। যাঁহাদের দয়া ও পরের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে এই সংবাদই যথেষ্ট। তাদৃশ ব্যক্তিরা অমুক স্থানে আসিলে, আমার পূর্বতন ও বর্তমান অবস্থার সবিশেষ পরিচয় পাইতে পারিবেন।"

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, রাজ্ঞী, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া, স্বচক্ষে তাহার অবস্থা দেখিবেন, ও স্বকর্ণে তাহার দুঃখের কথা শুনিবেন, স্থির করিলেন। রাজপথে বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহাকে জানিতে না পারে, এজন্য তিনি সামান্যপরিচ্ছদ-পরিধান, ও সামান্য যানে আরোহণ করিয়া, এবং একমাত্র সহচরী সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রস্থান করিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া আছে, রোগ, শোক ও দৈন্য বশতঃ, তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; বক্ষঃস্থলে একটি অতি অল্পবয়স্কা বালিকা শয়ন করিয়া আছে, তাহার আকার জননীর অপেক্ষাও শীর্ণ ও বিবর্ণ, নয়ন দুটি মুদ্রিত ; দেখিয়া বোধ হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে ; গৃহের এক পার্শ্বে একটি হীনবেশ ম্লানমুখ পুরুষ ; শীর্ণকায় শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া, স্নেহপূর্ণ ও শোকাকুল লোচনে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে।

গৃহপ্রবেশপূর্বক, সেই নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র, রাজ্ঞী এত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্বীয় সহচরীর হস্তধারণ করিয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কখন ঈদৃশ হৃদয় বিদারণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন নাই। গৃহস্বামী, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র, চকিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন, শিশু সন্তানটিকে তাহার মৃতকল্পা জননীর পার্শ্বদেশে রাখিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইয়া, সাদর বচনে বসিবার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজ্ঞী, আমরা অবশ্য বসিব এই বলিয়া আসনপরিগ্রহ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণপরে, রাজ্ঞীর সহচরী আগমনপ্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। তিনি গৃহ-স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমরা আপনকার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি,

এবং বিজ্ঞাপনপত্রে যেরূপ লিখিত ছিল, তদনুসারে আপনকার অবস্থার সবিশেষ বিবরণ জানিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। তিনি শুনিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, আপনারা যে, এই দীনের প্রতি দয়া করিয়া, এপর্যন্ত আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম ; বোধ হয়, আজি আমার দুঃখের নিশার অবসান হইল। আমার দুরবস্থা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কি কারণে আমি এই দুঃসহ দুরবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—

আমি এক রেজিমেণ্টে এনসাইনের পদে নিযুক্ত ছিলাম ; আপন কার্যে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করাতে, অল্প দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহভাজন হইলাম। তদ্দর্শনে, আমার সমকক্ষ কতিপয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে ঈর্ষার উদয় হইল। ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া, তাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টা করিত লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন অতি উদ্ধতস্বভাব ছিল। সে অকারণে, অথবা অতি সামান্য কারণে, আমার নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব পাঠাইল। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিয়া, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। এই উপলক্ষে তাহারা, আর কতকগুলি লোক লইয়া চক্রান্ত করিল, এবং যাহাতে আমি অবমানিত ও পদচ্যুত হই, অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা, একপরামর্শ হইয়া, সেনাপতির নিকটে আমার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল ; কেহ কহিল, আমি কাপুরুষ ; কেহ কহিল, আমি পরনিন্দক ; কেহ কহিল, আমি অকর্মণ্য লোক। সেনাপতির আদেশানুসারে আমার চরিত্র-বিষয়ে অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। অনেকেই আমার বিপক্ষ, কৌশল করিয়া আমায় দোষী প্রমাণ করিয়া দিল। আমি পদচ্যুত হইলাম। জর্মনিদেশে এই ঘটনা হয়। কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার প্রার্থনায়, আমি অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলাম, কিন্তু কেহ সহায় না থাকাতে, কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। কর্তৃপক্ষ আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং, এই স্থলেই আমার আশালতা নির্মূল হইল। সেই সময়েই আমার সহধর্মিণী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারিলাম না। সতত জননীর নিকটে থাকিয়া ও আবশ্যকমত আহারাদি না পাইয়া, পুত্র ও কন্যাটিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যদিও বিষম বিপদে ও দুরবস্থায় পড়িয়াছি, কিন্তু

নিতান্ত অপদার্থ হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল না। অবশেষে, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, নিতান্ত হতাশ, শোকাকুল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, রাজ্ঞীর অন্তঃকরণে অত্যন্ত দয়ার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামীর হস্তে দশটি গিনি দিলেন, এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, যাহাতে তোমার পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, তাহা আমি করিব; সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। গৃহস্বামী, তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, তদীয় দয়া, সৌজন্য, ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু, রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, স্বীয় সহচরী সমভিব্যাহারে, যানারোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজ্ঞী, রাজভবনে প্রতিগমন করিয়া, সৈন্যসংক্রান্ত কর্মের অধ্যক্ষকে ডাকাইলেন, এবং সে ব্যক্তির দুরবস্থার সবিশেষ বর্ণন করিয়া, তাঁহার পক্ষে যথার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত কহিয়া দিলেন। সপ্তাহ অতীত না হইতেই, সে ব্যক্তি লেপ্টেনেণ্টপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি যে রেজিমেণ্টে কর্ম পাইলেন, উহা অবিলম্বে ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে প্রস্থান করিবেক, এজন্য রাজ্ঞী তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিরুদ্বেগে প্রস্থান কর; আমি তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যার সমস্ত ভার লইলাম; যত দিন তুমি প্রত্যাগমন না কর, আমি তাহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তদনুসারে, সে ব্যক্তি, নিশ্চিন্ত হইয়া, রেজিমেণ্ট সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন এবং নিজ কার্যে বিলক্ষণ দক্ষতা, প্রদর্শন করাতে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে, অল্পকালমধ্যে, মেজরপদে অধিরূঢ় হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

উৎকট বৈরসাধন

যৎকালে, মুসলমানেরা ইয়ুরোপের অন্তর্বর্তী অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিতেছিলেন, সেই সময়ে, ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে বিদরমন নামে এক ব্যক্তি এক নগরের অধিপতি ছিলেন। ঐ নগরে মুসলমানদের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে, বিদরমন, তাঁহাদের অত্যাচারদর্শনে একান্ত বিকলহৃদয় হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অন্য এক খৃষ্টীয় রাজার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন। কিন্তু, স্বদেশানুরাগের আতিশয্য প্রযুক্ত, তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জীবিত থাকিয়া স্বীয় জন্মভূমির ঈদৃশী দুরবস্থা বিলোকন করা নিতান্ত কাপুরুষ ও অত্যন্ত অপদার্থের কর্ম। বিশেষতঃ, অধিকারচ্যুত হইয়া, অন্যদীয় আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক, অসার দেহভার বহন করা অপেক্ষা, আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে উত্তম কল্প এই, স্বীয় নগরে প্রতিগমনপূর্বক, তত্রত্য লোকদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাই; যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য হই, স্বীয় জন্মভূমিকে মুসলমানদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিব।

ঈদৃশসংকল্পারূঢ় হইয়া, বিদরমন প্রচ্ছন্ন বেশে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মুসলমানদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার নিমিত্ত, স্বদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, প্রথমে মুসলমানদিগের প্রতিকূলবর্তী হইয়া, তত্রত্য লোকদিগকে যে অসহ্য যন্ত্রণা ও উৎকট অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তৎসমুদয় তৎকাল পর্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল; এজন্য, তাহারা, সাহস করিয়া, তদীয় উপদেশ ও পরামর্শের অনুবর্তী হইতে পারিল না। তাহারা এই বিবেচনা করিল, যদি মুসলমানদের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃতকার্য হইতে না পারি, তাহারা অধিকতর অত্যাচার করিবেক, এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া অনেকের প্রাণদণ্ড হইবেক; তদপেক্ষা এই অবস্থায় কালযাপন করা অনেক অংশে শ্রেয়স্কর। সুতরাং, বিদরমন সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।

এক দিবস, তিনি, কিংকর্তব্যনিরূপণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, এক মুসলমান সৈনিক পুরুষ, পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। বিচারালয়ে নীত হইলে, তিনি অশেষ প্রকারে আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু বিচারকর্তার অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ দূর হইল না। বিচারকর্তা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলে ও যথার্থ উদ্দেশ্য অবগত হইলে, তিনি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার উপর পরপ্রেরিতপ্রণিধিবোধে দুরভিসন্ধির আশংকামাত্র জন্মিয়াছিল, তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল না; এজন্য, বিচারকর্তা, অন্যবিধ গুরুদণ্ডবিধানে বিরত হইয়া, কোড়া মারিয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপ দণ্ডব্যবস্থা হইলে, বিদরমন তদনুযায়িকার্যকরণোপযোগী স্থানে নীত হইলেন। রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট স্তম্ভে তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিল। যে ব্যক্তির উপর কোড়া মারিবার ভার ছিল, সে, অপরাধীর নিকট কিঞ্চিৎ পাইলে, প্রহারের সংখ্যা ও ঔৎকট্য উভয়েরই অনেক বৈলক্ষণ্য করিত। কিন্তু বিদরমন উৎকোচদানে অসমর্থ বা অসম্মত হওয়াতে, সে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বিলক্ষণ বলপূর্বক প্রহার করিতে লাগিল। বিদরমন যাতনায় অস্থির হইয়া আর্তনাদ করিলে, সে, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষপ্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বল সহকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বিদরমন, নিতান্ত কাতর হইয়া, কিঞ্চিৎ ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলে, সে পূর্ববৎ, অরে দুরাত্মন্ অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া উপর্যুপরি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ যাতনাভোগ ও অবমাননালাভ করিয়া, বিদরমন বৈরসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং শপথপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি এই অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। তিনি অনতিচির সময়ের মধ্যেই কি প্রধান, কি নিকৃষ্ট, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উদাসীন, কি রাজপুরুষ সর্বপ্রকার লোকের নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত ও প্রতিপন্ন হইলেন, এবং সর্বত্র অব্যাহতগতি ও এক জন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

যে ব্যক্তি তাঁহাকে কোড়া প্রহার করিয়াছিল, তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করাই তিনি সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্ম বলিয়া অবধারিত করিলেন, এবং অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল তদনুকূল উদেযাগে ব্যাপৃত রহিলেন। সুযোগ পাইয়া, তিনি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে এক বহুমূল্য স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিলেন; এবং কৌশলক্রমে, সেই স্বর্ণপাত্র ঘাতকের আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া, অন্য লোক দ্বারা রাজপুরুষদিগের নিকট, অপহৃত দ্রব্য অমুক স্থানে আছে, এই সংবাদ দেওয়াইলেন। তাহারা, ঘাতকের আলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অপহৃত স্বর্ণপাত্র বহিষ্কৃত করিলে, সে চৌর্যাভিযোগে বিচারালয়ে নীত হইল। তাহার গৃহে অপহৃত বস্তু লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং সেই অভিযোগ নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হইল। আরবীয় বিধানশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত কঠিন; চৌর্যাপরাধ প্রমাণসিদ্ধ হইলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। তদনুসারে, সেই ঘাতকের প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা হইলে, সে বধস্থানে নীত হইল। সেই নগরে ঐ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত

ঘাতকান্তর নিযুক্ত ছিল না। বিদরমন, স্বয়ং ঘাতককর্মানুষ্ঠানে সম্মত হইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণপূর্বক, প্রফুল্লচিত্তে বধস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঘাতকের উপর তাঁহার মর্মান্তিক আক্রোশ জন্মিয়া ছিল; এজন্য তিনি, তাহার বধসাধন করিয়াই, বৈরসাধন প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন না। কেবল তাঁহার চেষ্টায়, বিনা অপরাধে, তাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, ইহা তাহাকে অবগত না করাইলে, তাঁহার চিত্তে সন্তোষবোধ হইল না। উপস্থিতব্যাপারনির্বাহের সমুদয় আয়োজন হইলে, তিনি তাহাকে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, দেখ, যে অভিযোগে তোমার প্রাণদণ্ড হইতেছে, সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিছু কাল পূর্বে, তুমি আমায় অত্যন্ত যাতনা দিয়াছিলে, সেই আক্রোশে আমি, নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিয়া, তোমার আবাসে রাখিয়া, অমূলক চৌর্যাভিযোগে তোমার বধসাধন করিয়াছি।

এই কথা শুনিবামাত্র, ঘাতক উচ্চৈঃস্বরে পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি কি বলিতেছে, তোমরা শুনিলে? তখন বিদরমন, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষপ্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া এক প্রহারেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

মানুষ, ক্রোধের অধীন ও বৈরসাধনবাসনার বশবর্তী হইলে ধর্মাধর্ম বিবেচনায় এক কালে জলাঞ্জলি দেয়।

যে ব্যক্তির হস্তে বিদরমনকে যাতনাভোগ করিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলেন; অতঃপর যাঁহাদের আদেশে তাঁহার যাতনাভোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের উপর বৈরসাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। এই অভিলষিত সম্পাদনের নিমিত্ত, তিনি নগরপ্রাচীরসন্নিধানে এক বাড়ী ভাড়া লইলেন, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে সুরঙ্গ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, সেই সুরঙ্গ প্রস্তুত হইল। ঐ নগরপ্রাচীর এ রূপে নির্মিত হইয়াছিল যে, পুরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, বিপক্ষের পক্ষে সেই নগরে প্রবেশ করা কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন মুসলমানদিগের কোন বিপক্ষ সেই নগর আক্রমণ করিবেক, তাহাদিগকে ঐ সুরঙ্গ দেখাইয়া দিবেন, তাহা হইলে তাহারা, অনায়াসে নগরে প্রবেশ করিয়া, মুসলমানদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেক।

অতঃপর, বিদরমন উৎসুক চিত্তে বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার অভিপ্রেতসিদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। কিছুদিন পরেই, প্রবল ফরাসি সৈন্য সেই নগর আক্রমণ করিল। প্রথম উদ্যমে নগর অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহারা শিবিরভঙ্গ করিয়া প্রতিপ্রয়াণের উদেযাগ করিতেছে, এমন সময়ে বিদরমন, ফরাসি সেনাপতি নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, সেই উদেযাগের নিবারণ করিলেন। সেনাপতি, অভিপ্রেতসমাধানের ঈদৃশ অসম্ভাবিত সদুপায় লাভে, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে বিদরমনের সমভিব্যাহারে কতিপয় অকুতোভয় অসমসাহসিক সৈনিক পুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাহারা, সেই সুরঙ্গ দ্বারা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরদ্বার উদঘাটিত করিলে, সমুদয় ফরাসি সৈন্য অতর্কিত রূপে উচ্ছলিত অর্ণবপ্রবাহের ন্যায়, নগরে প্রবেশ করিল। অনধিক সময়ের মধ্যেই, নগরস্থ সমস্ত মুসলমান তদীয় তরবারিপ্রহারে ছিন্নমস্তক ও ভূতলশায়ী হইল।

প্রতিব্রতা কামিনী

এবরার্ডনামক এক ব্যক্তি দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি পর্যটনকালে যে দেশে যে সমস্ত অসামান্য বিষয় দেখিতেন, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া, এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইতেন। তাঁহার লিখিত পত্র সকল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে এক পত্রে পতিপরায়ণতার এক অভূতপূর্ব উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ পত্রের মর্ম এই—

আমি, আল্‌পস্‌ পর্বতের নানা অংশে ও জর্মনি দেশে পর্যটন করিয়া, বিবেচনা করিলাম, ইড্রিয়াতে যে পারদের আকর আছে, তাহা না দেখিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করা উচিত নহে। তদনুসারে, এক পথদর্শকের সমভিব্যাহারে আকরে প্রবিষ্ট হইলাম। যাহারা কর্ম করিতেছিল, তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, আমার যেরূপ কষ্টবোধ হইল, তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে তাহাদের মত হতভাগ্য লোক দেখি নাই। উৎকট অপরাধবিশেষে, রাজদণ্ড অনুসারে, এই ভয়ঙ্কর স্থানে যাবজ্জীবন কর্ম করিতে হয়। তাহারা, এই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, এ জন্মে আর সূর্যের মুখ দেখিতে পায় না। যাহারা তাহাদের

উপর কর্তৃত্ব করে, তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, প্রহার করিয়া কর্ম করায়। সর্বদা পারা ঘাঁটিয়া, তাহাদের আকার অঙ্গারের ন্যায় মলিন, এবং শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে; তাহারা রাজব্যয়ে আহার পাইয়া থাকে; কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, এরূপ উৎকট অগ্নিমান্দ ঘটে যে, কিছুমাত্র আহার করিতে পারে না; এবং শরীরের সন্ধিস্থল সকল এরূপ সংকুচিত হইয়া যায়, যে সচরাচর প্রায় দুই বৎসরের অধিক বাঁচে না।

এই হৃদয়বিদারণ নিদারুণ ব্যাপার দর্শনে, আমার অন্তঃকরণে অতি বিষম শোক উপস্থিত হইল। আমি আক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলাম, মনুষ্যের ন্যায় নির্দয় ও নির্বিবেক জন্তু ভূমণ্ডলে আর নাই; দুর্ভর অর্থ-লালসার বশীভূত হইয়া, দুর্বলদিগের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে। এই সময়ে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে কোন ব্যক্তি, আমার নামগ্রহণ ও সপ্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, ভ্রাতঃ! তুমি কেমন আছ। সেখানে, আমায় এ রূপে সম্ভাষণ করে, ঈদৃশ ব্যক্তি কেহ ছিল না, সুতরাং আমি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইলাম; দেখিলাম, তথাকার এক কর্মকার আমার নিকটে আসিতেছে। সে অবিলম্বে আমার সম্মুখবত হইয়া কহিল, কি হে, আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম, দেখিলাম, আমার বহু কালের বন্ধু কৌণ্ট আলবর্টি সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমার অবশ্যই স্মরণ হইবেক, তিনি বিয়েনার রাজসভার এক জন প্রসিদ্ধ পারিষদ, সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত, সর্ব লোকের হৃদয়রঞ্জন, এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতির আদর ও প্রশংসার আস্পদ ছিলেন। আমি অনেক বার তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি; তুমি কহিতে, তিনি ইদানীন্তনকালের অলঙ্কারস্বরূপ, দয়া, ও সৌজন্যের অদ্বিতীয় আকরস্বরূপ, স্বীয় প্রভূত সম্পত্তি কেবল দীনের দুঃখ-বিমোচনে নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

তাঁহার ঈদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শন করিয়া, আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম; আমার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না; নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাঁহার ঈদৃশী দশা ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, কিছু দিন হইল, কোন কারণে, এক সেনাপতির সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত

হয় ; অপমানবোধ হওয়াতে, সম্রাটের আদেশ অমান্য করিয়া, তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই ; এবং তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছি স্থির করিয়া, পলাইয়া, ইষ্ট্রিয়ার জঙ্গলে লুকাইয়া থাকি। রাজপুরুষেরা, অনুসন্ধান করিয়া, আমাকে অবরুদ্ধ করে। ঐ স্থানে কতকগুলি দুর্দান্ত দস্যু বাস করিত। তাহারা, রাজপুরুষদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, আমায় আশ্রয় দেয়। তাহাদের সহবাসে নয় মাস কাল যাপন করি। এই দস্যুরা সন্নিহিত জনপদে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত। তাহাদের দমনের নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। দস্যু-দলে ও সৈন্যদলে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, দস্যুদলের অধিকাংশ নিধনপ্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট দস্যুদিগের সহিত ধৃত ও প্রাণদণ্ডার্থে রাজধানীতে নীত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে, আমায় চিনিতে পারিল। বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধে আমার প্রাণদণ্ড রহিত হইয়া, যাবজ্জীবন এই স্থানে রুদ্ধ থাকিয়া কর্ম করিবার আদেশ হইয়াছে।

এই রূপে, আলবর্ট আমার নিকট আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্থলে এক স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিবা মাত্র, আমার স্পষ্ট বোধ হইল, ইনি সামান্যা নারী নহেন, অবশ্যই কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা হইবেন। তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্থানে থাকাতে, ও দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করাতেও, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য এক কালে লয় প্রাপ্ত হয় নাই ; তখনও তাঁহার রূপের বিলক্ষণ মাধবী ও মোহনী শক্তি ছিল। ফলতঃ, তিনি জর্মনির এক অতি সম্ভ্রান্ত কুলের কন্যা, কৌণ্ট আলবর্টের সহধর্মিণী। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা, যাহাতে পতির অপরাধমার্জনা হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ; অবশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, তদীয় বিরহে প্রাণধারণ করা অসাধ্য ভাবিয়া, সমদুঃখভাগিনী হইবার নিমিত্ত, তাঁহার সহিত এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহবাসে সন্তুষ্ট চিত্তে কালহরণ করিতেছেন ; তাঁহার সহিত আকরের কর্ম করিতেছেন। পূর্বতন সুখসৌভাগ্যের অবস্থা, এক ক্ষণের জন্যেও, তাঁহার মনে উদিত হয় না। এরূপ স্ত্রীলোককেই পতিব্রতা কামিনী বলে। আমি ইঁহার আচরণদর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।

এই আকরের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। কতিপয় দিন আমি তথায়

অবস্থিতি করি। এক দিন, তিন ব্যক্তি, বিয়েনা হইতে আসিয়া, আমার পার্শ্ববর্তী গৃহে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং তত্রত্য লোকের নিকট হতভাগ্য কৌণ্ট আলবার্টের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি শ্রবণমাত্র সেই গৃহে উপস্থিত হইলাম, এবং যে রূপে যে অবস্থায় তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সজল নয়নে তাহার সবিশেষ বর্ণন করিলাম ; অনন্তর জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিতে পারিলাম, এই তিন জনের মধ্যে এক ব্যক্তি আলবার্টের পরম বন্ধু, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহধর্মিণীর সহোদর, তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার পিতৃব্যপুত্র। আলবার্ট, যে সেনাপতির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন, তিনি হত হয়েন নাই, আহতমাত্র হইয়াছিলেন। সেনাপতি, সুস্থ হইয়া, আলবার্টের অপরাধমার্জনা প্রার্থনা করাতে, সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তদনুসারে, ইঁহারা তিন জনে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া, আমি আহ্লাদে পুলকিত হইলাম; ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে আকরে লইয়া গেলাম ; আলবার্ট ও তাঁহার সহধর্মিণীকে এই শুভ সংবাদ দিলাম। শুনিয়া, ও এই তিন জন আত্মীয়কে দেখিয়া, তাঁহারা যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। বহির্গমনোপযোগী বেশপরিবর্তন প্রভৃতিতে কতিপয় দণ্ড অতিবাহিত হইল। যখন, তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে পর্বসহচরদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন, আমি দেখিয়া, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলাম ; কিয়ৎক্ষণ পরে, আমরা সেই ভয়ংকর স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আলবার্ট ও তাঁহার সহধর্মিণী বহু দিনের পর সূর্যের মুখ দেখিতে পাইলেন। রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুনরায় রাজপ্রসাদভাজন, পূর্বতন পদে প্রতিষ্ঠিত, ও প্রভূত সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন, এবং পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন।

স্বপ্নসঞ্চরণ

ইটালির অন্তঃপাতী পেড়ুয়া নগরে সাইরিলো নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, সরলহৃদয় ও ধর্মপরায়ণ ; কিন্তু, স্বপ্নাবস্থায় ইহার সম্পূর্ণ-বিপরীতভাবাপন্ন হইতেন। তিনি, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা হইতে

গাত্রোত্থান করিয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেন, এবং নানা অদ্ভুত ও বিগর্হিত কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।

যৎকালে সাইরিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া, উত্তর লিখিয়া আনিতে কহিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া, পর দিন যথাকালে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইলেন। না লইয়া গেলে, অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট ভর্ৎসনা ও অবমাননা প্রাপ্ত হইবেন, এজন্য তাঁহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। সেই দুর্ভাবনা বশতঃ কিছু লিখিতে না পারিয়া, তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ মনে শয়ন করিলেন; কিন্তু, পর দিন প্রাতঃকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর ঐ সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর লিখিত রহিয়াছে; আশ্চর্যের বিষয় এই, তৎসমুদয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

এইরূপ অঘটনঘটনা দর্শনে, তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনপূর্বক, স্বীয় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারের সবিশেষ পরীক্ষা করিবার মানসে, সে দিবস তিনি তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ও অধিক দুরূহ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে আদেশ দিলেন, এবং এই অভূতপূর্ব ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারিত করিবার অভিপ্রায়ে, সে দিন রজনীযোগে প্রচ্ছন্ন ভাবে তদীয় আবাসগৃহের সন্নিধানে অবস্থিতি করিলেন। সাইরিলো শয়নগৃহে প্রবেশপূর্বক নিদ্রাগত হইলেন, কিন্তু দুই তিন দণ্ড পরেই, প্রগাঢ়নিদ্রাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে ও লিখিতে বসিলেন, এবং অনধিক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সমাপন করিলেন। তদ্দর্শনে যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া, অধ্যাপক মহাশয় স্বীয় আবাসগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যৌবনকালে উত্তীর্ণ হইলে, সাইরিলো সতত সাতিশয় বিষণ্ণচিত্ত ও সর্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া উঠিলেন; সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার আর অনুরাগ মাত্র রহিল না। অবশেষে, সংসারাশ্রমে বিসর্জন দিয়া, তিনি এক ধর্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় স্বয়ং ধর্মচিন্তা, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে

ধর্মবিষয়ে উপদেশদান, ও অশেষবিধ কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান, করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি সর্বাংশে বিশুদ্ধহৃদয়, সদাচারপূত ও উত্তম ধর্মোপদেশক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই খ্যাতি দীর্ঘকালস্থায়িনী হইল না। দিবসে যে সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা সাধু বলিয়া গণনীয় ও সকলের মাননীয় হইতেন, রজনীযোগে স্বপ্নসঞ্চরণকালীন জঘন্য আচরণ দ্বারা সে সমুদয় তিরোহিত হইয়া যাইত। তিনি, প্রায় প্রত্যহ, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পুরুষ ও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে, আশ্রমবাসী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণের বিষয় অবগত হইলেন। ধর্মাশ্রমবাসীদিগের পক্ষে এই রূপে গৃহে গৃহে প্রবেশ ও অপভাষাপ্রয়োগ অত্যন্ত দোষাবহ; সুতরাং তাহার নিবারণের উপায় করা অতি আবশ্যক; কিন্তু, ধর্মাশ্রমের নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া, তাঁহাকে রজনীযোগে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হইল না; সুতরাং, তিনি প্রতিরাত্রিতেই ঐরূপ কাণ্ড করিতে লাগিলেন।

এক দিন দৃষ্ট হইল, সাইরিলো স্বীয় গৃহে কেদারায় বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি, দুই তিন দণ্ড স্থির ভাবে থাকিয়া, যেন কাহার কথা শুনিতেছেন, এই ভাবে অবস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, অনন্তর, অবজ্ঞাসূচক অঙ্গুলিধ্বনি করিয়া, অপর এক ব্যক্তির দিকে মুখবিবর্তনপূর্বক নস্যগ্রহণমানসে অঙ্গুলিবিস্তার করিলেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, স্বীয় নস্যধানী বহিষ্কৃত করিলেন; তাহাতে কিছুমাত্র নস্য না থাকাতে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার অভ্যন্তরভাগ খুঁটয়াইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, এবং চারি দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া, পাছে কেহ উহা লয় এই আশঙ্কায়, সাবধানে স্বীয় বসনমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ, স্তব্ধ ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি অকস্মাৎ সাতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশেষবিধ জঘন্য শপথ ও অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্মভ্রাতৃবর্গ এতাবৎকাল পর্যন্ত কৌতুক দেখিতেছিলেন, এক্ষণে ঐ সকল কুৎসাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

আর এক দিন, তিনি, স্বপ্নাবেশে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তত্রত্য তৈজস দ্রব্য সকল অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে তৎ-

সমুদয়ে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, ঐ সমুদয় দ্রব্য, পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত, স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া উঠিল না ; এজন্য, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং রিক্ত হস্তে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছ হইয়া, সেই গৃহস্থিত কতিপয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন, এবং সর্বতঃ সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় গৃহে প্রবেশপূর্বক, সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু শয্যাতলে লুকাইয়া রাখিয়া, পুনরায় শয়ন করিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার এই কাণ্ড অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা, তিনি পর দিন প্রাতঃকালে কিরূপ আচরণ করেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক চিত্তে রজনী যাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে সাইরিলোর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি, শয্যার মধ্যস্থল সাতিশয় উন্নত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কি কারণে সেরূপ হইয়াছে তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় পরিচ্ছদ তথায় স্থাপিত দেখিয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি আকুল চিত্তে ধর্মভ্রাতাদিগের নিকটে সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, এই সমস্ত পরিচ্ছদ কি রূপে আমার শয্যাতলে নিহিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কহিলেন, তুমি স্বয়ং এই রূপে এই কাণ্ড করিয়াছ। তিনি শুনিয়া কিপর্যন্ত শোকাকুল ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

এক সম্পত্তিশালিনী ধর্মপরায়ণা নারী এই ধর্মাশ্রমের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে এই প্রার্থনা ও অভিলাষ প্রকাশ করিয়া যান, যেন তাঁহার কলেবর ঐ ধর্মাশ্রমের কোন স্থানে সমাহিত হয়। তদনুসারে, তাঁহার কলেবর তথায় নীত এবং তদীয় মহামূল্য পরিচ্ছদ ও সমস্ত আভরণ সহিত মহাসমারোহে সমাহিত হইল। উল্লিখিতব্যাপারনির্বাহকালে, আশ্রমস্থ, ধর্মভ্রাতৃবর্গ সমবেত হইয়া যৎপরোনাস্তি শোক প্রকাশ, ও সেই নারীর পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; এই সময়ে সাইরিলো যেরূপ অকৃত্রিম শোক, পরিতাপ ও মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আর কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই।

পর দিন, প্রাতঃকালে, আশ্রমবাসীরা অবলোকন করিলেন, সেই নারীর

সমাধিস্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তদীয় কলেবর সর্বাংশে বিকলিত হইয়াছে, যে সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ছিল তৎসমুদয় ছিন্ন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ অপহৃত হইয়াছে; অতি বিগর্হিত ধর্মবহির্ভূত ব্যাপার দর্শনে, সকলেই সাতিশয় শোকাকুল ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যে নরাধম দ্বারা এই জঘন্য কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল, সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, একবাক্য হইয়া, তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে সাইরিলো সর্বাপেক্ষায় সমধিক ক্ষুব্ধ ও শোকাকুল হইয়াছিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি আপন আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় শয্যাতলে বস্তুবিশেষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, ঐ নারীর পরিচ্ছদ অলংকার প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সেই স্থানে স্থাপিত আছে। তখন গত রজনীতে, তিনিই ঐ সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সাইরিলো শোকে ও পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। অতি বিষম অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয়ে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, ধর্মভ্রাতৃবর্গকে সমবেত করিয়া, গলদশ্রু লোচনে শোকাকুল বচনে, সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর, সকলে একমতাবলম্বী হইয়া, তদীয়সম্মতিগ্রহণপূর্বক, তাঁহাকে অশ্রমান্তরে প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য প্রধান ব্যক্তির এরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে, কোন ব্যক্তিকে গৃহবিশেষ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। এই আশ্রমে সাইরিলো রজনীযোগে এক গৃহে রুদ্ধ থাকিতেন, সুতরাং স্বপ্নাবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেচ্ছাচারণ করিতে পারিতেন না।

অকুতোভয়তা

ফরাসি দেশে দেশুলিয়র নামে এক সদ্বংশসম্ভূতা কামিনী ছিলেন। তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা স্বদেশে বিশিষ্টরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং সর্বপ্রকার লোকের নিকট বিলক্ষণ আদরণীয় হয়েন।

একদা, তিনি, লুনিবিলের কাউন্ট কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের বাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, তাঁহার সমুচিত সমাদর ও পরিচর্যা করিয়া কহিলেন, রাত্রিবাসের নিমিত্ত, আপনি ইচ্ছানুসারে গৃহ মনোনীত করিয়া লউন; কিন্তু, একটি গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কহিলেন, কেবল এই গৃহে থাকিতে পাইবেন না, ইহাতে রাত্রিকালে ভূতের

আবির্ভাব ও উপদ্রব হয়। কেবল আমরা উভয়ে ঐরূপ ভাবি, এরূপ নহে; এই বাটীতে যত লোক আছে, দেখিয়া শুনিয়া, সকলেরই ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই গৃহের মধ্যে রাত্রিতে প্রায় সর্বদাই বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য, কেহ সাহস করিয়া, রজনীতে, এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেশুলিয়র কহিলেন, অদ্য আমি, এই গৃহেই রজনী যাপন করিব, এবং কি কারণে ঐরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কাউণ্ট মহাশয়, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আমরা কোন ক্রমে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর গৃহে রাত্রিবাস করিতে দিব না; প্রভূত কৌতূহল বশতঃ, এক্ষণে আপনকার এরূপ ইচ্ছা ও সাহস হইতেছে বটে; কিন্তু অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া, পরিণামে আপনকার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবেক না; অধিক কি, আপনকার প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব, আমি আপনকার এই অসমসাহসিক অধ্যাবসায়ে কোন মতে অনুমোদন করিতে পারি না।

এই রূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন ও অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দেশুলিয়র কোন ক্রমেই বিচলিত হইলেন না। কাউণ্টেসও তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দেশুলিয়রের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, লোকে সচরাচর যে ভূতের গল্প করে ও ভূতের উপদ্রব বর্ণনা করে, সে সকল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কারজনিত; দুর্বলচিত্ত লোকেরাই তাদৃশ কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সংস্কার বশতঃ, কিছুতেই তাঁহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। তদ্দর্শনে, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, ভয় ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, যথোচিত বিনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, দুঃখপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর, দেশুলিয়র, এক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে, শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদপরিহারপূর্বক পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাকে

কহিলেন, পল্যঙ্কের শিখরের দিকে একটি বড় বাতী জ্বালিয়া রাখ, এবং দৃঢ় রূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাও। সে, তদীয় আদেশানুরূপ কার্য সমাধা করিয়া, প্রস্থান করিলে পর, তিনি শয়ন করিয়া কিংক্ষণ পুস্তক পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে, বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবিলম্বে দ্বার উদ্ঘাটিত, ও পদসঞ্চারধ্বনি আরব্ধ হইল। শ্রবণমাত্র, দেশুলিয়র স্থির করিলেন, বাটীর সকলে যাহাকে ভূত ভাবিয়া ভয় পাইয়া থাকে, সে এই। পরে তিনি, অবিচলিত চিত্তে ও অসংকুচিত স্বরে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যে হও না কেন, আমি তোমায় স্পষ্ট কহিতেছি, কিছুতেই ভয় পাইব না; এবং এই বাটীর সকলের যে অমূলক ভয় ও সংস্কার জন্মিয়া আছে, আজি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিব বলিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোন কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইব না; যদি আমায়, ভয় দেখাইয়া, তাহা হইতে বিরত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তুমি কদাচ কৃতকার্য হইতে পারিবে না; আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, আমি শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।

দেশুলিয়র এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনরায় সেইরূপ কহিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পল্যঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল, উহা উলটিয়া মশারির উপর পতিত হওয়াতে, একটা বিকট শব্দ হইল। যাহাদের ভূতের ভয় আছে, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দ শুনিলে ও ঘটনা দেখিলে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যধ্বংস হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু, দেশুলিয়রের মনে ভয় বা উদ্বেগের অণুমাত্র সঞ্চার হইল না। তাঁহার এই সন্দেহ হইল, বাটীর কোন ভৃত্য আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জন্যে এখানে আসিয়াছ, বল; তুমি কখনই, এ রূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া, আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না। উহা কোন উত্তর দিল না; প্রশান্ত ভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, উহা জ্বলন্ত বাতীর নিকটে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে, বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল। তাহাতেও

তিনি কিঞ্চিমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

অবশেষে, সেই রাত্রিচর পল্যঙ্কের পাদদেশ উপস্থিত হইল। তখনও দেশুলিয়রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভয়সঞ্চার হইল না। ভাল হইল, তুমি কি পদার্থ, এখন আমি আনায়াসে তাহার নির্ণয় করিতে পারিব, এই বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক, তিনি পল্যঙ্কের পাদদেশে হস্তপ্রসারণ করিয়া, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কর মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণে সংলগ্ন হইল। তিনি বলপূর্বক, সেই দুই কর্ণ ধরিলেন, এবং যাবৎ রাত্রিশেষ ও সূর্যোদয় না হয়, ছাড়িবেন না, স্থির করিলেন ; কিন্তু কাহার কর্ণ ধরিলেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি রজনীর অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, এই অদ্ভুত ব্যাপারের স্বরূপনির্ণয় হইল। ঐ বাটীতে এক বৃহৎ কুক্কুর ছিল। দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুক্কুরের কর্ণে ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের এই রূপে পর্যবসান হওয়াতে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ; অনন্তর, সেই কুক্কুরের কর্ণ পরিত্যাগপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন করিয়া রহিলেন।

এ দিকে, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় রজনী যাপন করিলেন, একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া, দেশুলিয়রের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অবধারিত দেখিতে পাইব। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, তাঁহারা শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সাহস করিয়া সহসা সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রবেশ করিয়াও, কথা কহিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। রাত্রিতে কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, সভয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, দেশুলিয়র মশারির অভ্যন্তর হইতে বিনির্গমনপূর্বক, প্রাতঃকর্তব্য নমস্কার সম্ভাষণাদি করিয়া, সহাস্য মুখে তাঁহাদের সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে জীবিত, অক্ষতশরীর ও প্রফুল্লহৃদয় দেখিয়া, তাঁহাদের কলেবরে প্রাণসঞ্চার হইল। রাত্রিতে যার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি অবিকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অবশেষে, দেশুলিয়র কাউণ্ট মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এ বিষয়ে আপনকার বিলক্ষণ ভ্রম জন্মিয়া আছে, এবং প্রশ্রয় দেওয়াতে, সেই ভ্রম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; আর আপনকার তাদৃশ অমূলক কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। আপনারা যাহাকে ভূত বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ দেখুন, সে শুইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া, অঙ্গুলিনির্দেশ-পূর্বক, তিনি ঐ কুক্কুর দেখাইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে রাত্রিবৃত্তান্তের শেষ ভাগ বর্ণন করিলেন।

সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর দেশুলিয়র পুনরায়, কাউণ্টকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, ভবাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নহে ; দেখুন, এই অমূলক কুসংস্কারের দোষে আপনাদের অন্তঃকরণে কত শঙ্কা জন্মিয়াছিল ; গত রাত্রিতে আমার কি বিপদ ঘটে, এই দুর্ভাবনায় আপনারা, কত অসুখে কালযাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না। লোকে যে সকল ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারে, উহাদিগকে অলৌকিক ঘটনা জ্ঞান করিয়া থাকে। তৎপরে, তিনি দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং, প্রত্যহ চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, কুক্কুরে কিরূপে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেক, এই সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত, দ্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, অবিলম্বে দেখিতে পাইলেন, উহার কল প্রভৃতি এত শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কিছু বল পূর্বক ধাক্কা মারিলেই কপাট খুলিয়া যায়।

এই রূপে গৃহপ্রবেশ অনায়াসসাধ্য হওয়াতে, কুক্কুর প্রত্যহ অধিক রাত্রিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিত, কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পল্যঙ্কে আরোহণ-পূর্বক তদুপরি নিদ্রা যাইত, এবং রাত্রিশেষে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, স্বস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিত। সে রাত্রিও, পল্যঙ্কে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে, উহার পাদদেশে গমন করিয়াছিল ; বোধ হয়, দেশুলিয়র বলপূর্বক কর্ণে ধরিয়া না রাখিলে, তদুপরি আরোহণ করিত।

যাহা হউক, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস. এই রূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশূলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে শত শত সাধুসংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তিনি, স্ত্রীলোক হইয়া, সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সৌভ্রাত্র

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পোর্তুগীসদিগের জাহাজ ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। একদা এক জাহাজ অন্যূন দ্বাদশশত লোক লইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিল। প্রথমতঃ, কিছু দিন কোন অসুবিধা বা উপদ্রব ঘটে নাই; ঐ জাহাজ নির্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে আফ্রিকা পর্যন্ত উপস্থিত হইল; অনন্তর, উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া, উত্তর-পূর্বাভিমুখে চলিতে চলিতে, আরোহীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংলগ্ন হইল। তলভেদ হইয়া এ রূপে জলপ্রবেশ হইতে লাগিল যে, অবিলম্বে উহার অর্ণবপ্রবাহে মগ্ন হওয়া অপরিহার্য হইয়া উঠিল।

জাহাজের উপর পিনেস নামে একখানি ক্ষুদ্র তরী ছিল। এই সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাপ্তেন সেই পিনেস জলে ভাসাইলেন, এবং কিছু আহার সামগ্রী লইয়া, আর ঊনবিংশতি ব্যক্তির সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন, অনেকে ঐ পিনেসে আসিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধিক লোক হইলে পাছে মগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায়,' তাঁহার তরবারিপ্রহার দ্বারা উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন; এই রূপে, কাপ্তেন ও তৎসমভিব্যাহারীরা প্রস্থান করিলে পর, জাহাজ অবশিষ্ট আরোহিবর্গের সহিত অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সমুদ্রপথে কম্পাস ব্যতিরেকে দিঙ্‌ নির্ণয় হয় না। জাহাজে কম্পাস ছিল, কিন্তু কাপ্তেন, প্রাণবিনাশাশঙ্কায় নিতান্ত অভিভূত ও একান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, কম্পাস লইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং, পিনেসের লোকেরা, দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সমুদ্রের জল এরূপ লবণময় যে কোন ক্রমেই পান করিতে পারা যায় না। জাহাজে

পানার্থ জল ছিল, পিনেসের লোকেরা ব্যাকুলতা প্রযুক্ত তাহাও লইতে পারেন নাই ; এজন্য তাঁহাদের পিপাসা-নিবন্ধন কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা এইরূপ দুরাবস্থায় পিনেস চালাইতে লাগিলেন।

জাহাজের ক্যাপ্তেন পূর্বাবধি পীড়িত ও অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন ; চারি দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনা দ্বারা পিনেসে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল ; সকলেই কর্তৃত্বভার গ্রহণে ও আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত, কেহই অধীনতাস্বীকারে ও আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত নহেন। অবশেষ, সকলে ঐক্যমত অবলম্বনপূর্বক, এক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তির হস্তে কর্তৃত্বভার প্রদান করিলেন।

কত দিনে তাঁহারা তীর প্রাপ্ত হইবেন, তাহার নিশ্চয় ছিল না ; আর তাঁহারা যে আহারসামগ্রী লইয়া পিনেসে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল ; সুতরাং, স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ দ্বারা সকলের অধিক দিন প্রাণধারণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে ; এজন্য, নূতন কাপ্তেন এই প্রস্তাব করিলেন, আমরা পিনেসে যত লোক আছি, অবশিষ্ট আহারসামগ্রী দ্বারা অধিক দিন সকলের প্রাণধারণ অসম্ভব ; অতএব, লাটরি করিয়া, আপাততঃ সমুদয়ের চতুর্ভাগ ক্ষেপণ করা যাউক ; তাহা হইলে, তদ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক দিন চলিতে পারিবেক।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। পিনেসে সমুদয়ে উনিশ ব্যক্তি ছিলেন ; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি পাদরি, আর এক ব্যক্তি সূত্রধর। প্রথম ব্যক্তি অন্তিম সময়ে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দিবেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, আবশ্যক হইলে, পিনেসের মেরামত করিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় সকলে তাঁহাদের উভয়কে ছাড়িয়া লাটরি করিতে সম্মত হইলেন। আর, নূতন কাপ্তেন বয়সে প্রাচীন, বিশেষতঃ তিনি না থাকিলে পিনেসচালন কঠিন হইয়া উঠিবেক ; এজন্য সকলে তাঁহাকেও ছাড়িয়া ছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে সম্মত হয়েন নাই, পরিশেষে, সকলের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

এই রূপে তিন জনকে পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট ষোল জনের মধ্যে লাটরি হইল। যে চারি জনকে অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত করা অবধারিত হইল, তন্মধ্যে তিন জন, তৎকালোচিত উপাসনাকার্য সমাধা করিয়া, প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইলেন।

চতুর্থ ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর পিনেসে ছিলেন ; এই যুবক, জ্যেষ্ঠের প্রাণনাশের উপক্রমদর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় স্নেহভরে তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ, আমি কোন ক্রমেই তোমায় প্রাণত্যাগ করিতে দিব না ; তোমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি ; বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি বিবাহ করিয়াছ, তোমার স্ত্রী আছেন, অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে ; বিশেষতঃ, তিনটি অনাথা ভগিনী আছে ; তুমি জীবিত থাকিলে সকলের ভরণপোষণ করিতে পারিবে ; এমন স্থলে, তোমার প্রাণত্যাগ করা কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে ; তুমি প্রাণত্যাগ করিলে যত অনিষ্ট ঘটিবে, আমি অকৃতদার আমি মরিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে অল্প অনিষ্ট ঘটিবে।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের এই অদ্ভুত প্রস্তাব শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন ও তদীয় স্নেহের পরাকাষ্ঠা ও সৌজন্যের আতিশয্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস, আমি কোন ক্রমেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না ; কারণ, পরের প্রাণ দিয়া আপন প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা অধর্ম আর নাই ; বিশেষতঃ, তুমি কনিষ্ঠ সহোদর নিরতিশয় স্নেহপাত্র, তাহাতে আবার তুমি আমার প্রাণরক্ষার প্রস্তাব করিয়া অনির্বচনীয় স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছ ; যদি আমি তোমায় আমার স্থলে প্রাণত্যাগ করিতে দি, তাহা হইলে, আমার অধর্মের একশেষ হইবে, এবং অবশেষে শোকে ও অনুশয়ে দগ্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইতে হইবেক। অতএব, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

জ্যেষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া, কনিষ্ঠ কহিলেন, তুমি অবধারিত জানিবে, আমি কোন ক্রমেই তোমায় আমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না ; এই বলিয়া, জানুপাতন পূর্বক, দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার চরণে ধরিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য সকলে বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার ভুজবন্ধনের অপনয়ন করিতে পারিলেন না। তখন, জ্যেষ্ঠ কহিলেন, বৎস, তুমি এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর ; আমি যেরূপ করিতেছিলাম, আমার অসদ্ভাবে, তুমি সেইরূপ আমার পুত্রকন্যাদিগের লালনপালন, আমার পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অনাথা ভগিনীদিগের ভরণপোষণ করিতে পারিবে। অতএব, আমার কথা

শুন, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

এই রূপে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশেষে, তাঁহাকে কনিষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। অনন্তর, অপর তিন জন ও সেই যুবক অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত হইলেন। তিন জন তৎক্ষণাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু, সেই যুবক সন্তরণ-বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, এজন্য সহসা জলমগ্ন হইলেন না। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ সন্তরণপূর্বক, প্রাণভয়ে অভিভূত ও কাতর হইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী ধারণ করিলেন। একজন পোতবাহক অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত-চ্ছেদন করিলে, তিনি পুনরায় সন্তরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে, অপর হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী অবলম্বন করিলেন। তখন পোতবাহক পূর্ববৎ তাঁহার ঐ হস্তেরও ছেদন করিল। তিনি, পুনরায় অর্ণবপ্রবাহে পতিত হইলেন, কিন্তু তখনও জলমগ্ন না হইয়া, শোণিতোদ্গারী দুই ছিন্ন হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া, পিনেসের সন্নিহিত দেশে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

সেই যুবকের ভ্রাতৃস্নেহের একশেষদর্শনে, সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেরই অন্তঃকরণে যার পর নাই করুণার উদয় হইল। তাঁহারা সকলেই অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একবাক্য হইয়া কহিলেন, আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবেক, আমরা অবশ্যই উহার প্রাণরক্ষা করিব; জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখন ভ্রাতৃস্নেহের এরূপ দৃষ্টান্ত অবলোকন করি নাই। এই বলিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পিনেসে উঠাইয়া লইলেন, এবং কথঞ্চিৎ তদীয় হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।

পিনেসের লোকেরা অহোরাত্র অবিশ্রামে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা অনতিদূরে স্থল নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহারা, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া, বিলক্ষণ বলসহকারে ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে, পিনেস আফ্রিকার অন্তবর্তী মোজাম্বিক পর্বতের সন্নিহিত হইলে, তাঁহারা, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে, তীরে অবতীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরে পোর্তুগীসদের এক উপনিবেশ ছিল; তাঁহারা, অনতি-

বিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

উপনিবেশের লোকেরা, তাঁহাদের দুরবস্থার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ঐ দুই সহোদরের, বিশেষতঃ কনিষ্ঠের, ভ্রাতৃস্নেহের একশেষ শ্রবণ করিয়া, এবং পরিশেষে যে রূপে কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষা হইয়াছে তৎসমুদয় বিদিত হইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাদের দুই সহোদরকে, এবং কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পিনেসস্থিত লোকদিগকে, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য দস্যুদমন

রাইন নদীর তীরে য়ুদর্ফ নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামস্থ এক গৃহস্থ, রবিবার প্রাতঃকালে, সন্নিহিত গ্রামের দেবালয়ে, সপরিবারে, উপাসনা করিতে গেলেন। একটি শিশু সন্তান ও একমাত্র তরুণী পরিচারিকা বাটিতে রহিল। এই পরিচারিকার নাম হাঁচেন। সে গৃহস্থের আহার প্রস্তুত করিতেছে, এমন সময়ে বটেলরনামক এক যুবক তথায় উপস্থিত হইল; হাঁচেনের সহিত এক ব্যক্তির বিবাহের কথা উত্থাপন হইয়াছিল, এজন্য সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিত। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তির প্রতি হাঁচেনের অনুরাগসঞ্চার হয়। সে তাহাকে সুবোধ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিত। কিন্তু বটেলর বাস্তবিক সেরূপ লোক নহে। হাঁচেন ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে অলস, অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র বলিয়া জানিত। গৃহস্বামী তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন, এজন্য তাহাকে তাঁহার বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে, সে আর তাঁহার বাটীতে প্রবেশ, বা হাঁচেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। হাঁচেন সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত ছিল। রবিবার প্রাতঃকালে, গৃহস্থের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ দেখিয়া, সে নির্ভয়ে ঐ বাটীতে আসিয়াছিল।

হাঁচেন, তাহাকে সমাগত দেখিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইল, সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর, তাহাকে বসাইয়া, উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া, আহার করিতে দিল, এবং তাহার নিকটে বসিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে কথোপকথন করিতে লাগিল। আহার করিতে করিতে বটেলরের হস্ত হইতে ছুরিখানি ভূমিতে পড়িয়া গেল, অথবা সে ইচ্ছা-

পূর্বক ফেলিয়া দিল, এবং হাঁচেনকে ঐ ছুরি তুলিয়া দিতে বলিল। হাঁচেন হাস্যমুখে পরিহাস করিয়া কহিল, সকলে বলে, তুমি অত্যন্ত অলস ও অকর্মণ্য লোক; এ কথা নিতান্ত অলীক বোধ হইতেছে না; নতুবা ছুরিখানি, আপনি না তুলিয়া, আমায় তুলিয়া দিতে বলিবে কেন; ছুরি আমার অপেক্ষা তোমার নিকটে আছে, সুতরাং তুমি অনায়াসে তুলিয়া লইতে পার; তুমি আপনি তুলিয়া লও, আমি কখনই তুলিয়া দিব না; পুরুষের পরিশ্রমে এত কাতর হওয়া উচিত নহে।

যাহা হউক, অবশেষে, হাঁচেন ছুরি তুলিয়া দিতে তাহার নিকটে আসিল, এবং যেমন, মস্তক অবনত করিয়া, ছুরি তুলিতে গেল, অমনই সেই দুরাত্মা বাম হস্ত দ্বারা বিলক্ষণ বলপূর্বক তদীয় গ্রীবা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বস্ত্রমধ্য হইতে এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহিষ্কৃত করিল, এবং কটূক্তিপ্রয়োগ ও ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিল, যদি বাঁচিতে চাও, চীৎকার করিও না, এবং তোমার প্রভুর সম্পত্তি কোন স্থানে আছে দেখাইয়া দাও, নতুবা এখনই তোমার কণ্ঠচ্ছেদন করিব। তাহার ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া, হাঁচেন কহিল, কি কর, ছাড়িয়া দাও, আমার প্রাণ যায়, আর খানিক এরূপে ধরিয়া থাকিলে, আমি মরিয়া যাইব। সে কহিল, হয় তোমার প্রভুর সম্পত্তি দেখাইয়া দাও, নয় এখনি তোমার প্রাণবধ করিব।

হাঁচেন বিস্তর বুঝাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, ভাব গোপন করিয়া কহিল, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে না চলিলে, আমার নিষ্কৃতি নাই; কিন্তু যদি তুমি আমায় তোমার সঙ্গে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমায় সম্পত্তি দেখাইয়া দিব; কারণ, তুমি সম্পত্তি লইয়া গেলে পরে, প্রভু আমায় চোর বলিয়া সন্দেহ করিবেন, এবং তদুপলক্ষে অনেক শাস্তি ও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবেক; সুতরাং, আমি কোন ক্রমে আর এখানে থাকিতে পারিব না; তদপেক্ষা তোমার সঙ্গে যাওয়াই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়স্কর; অতএব, আমার কথা শুন, গ্রীবা ছাড়িয়া দাও, সত্বর কার্য সম্পন্ন কর; তাঁহাদের আসিবার অধিক বিলম্ব নাই; তাঁহারা আসিয়া পড়িলে, তোমার সকল চেষ্টা বিফল হইবেক, এবং উভয়েই মারা পড়িব।

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, হাঁচেন তাহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া, বটেলরের নিশ্চিত বোধ জন্মিল। তখন সে তাহার গ্রীবা ছাড়িয়া দিল। হাঁচেন সেই দুরাত্মাকে প্রভুর শয়নাগারে লইয়া গেল, যে করণ্ডকে তাঁহার সম্পত্তি স্থাপিত ছিল দেখাইয়া দিল। এবং গৃহের কোণ হইতে এক কুঠার আনিয়া তাহার হস্তে দিয়া কহিল, এই কুঠার লইয়া করণ্ডক ভগ্ন কর, কেবল হস্ত দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; সত্বর কার্য্য শেষ কর, এই অবকাশে আমি এক বার উপরে যাই, আমার যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আছে, ও এত দিন কর্ম্ম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, সমুদয় লইয়া আসি। হাঁচেনের কার্য্যদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে সেই দুরাত্মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং অনন্যচিত্ত হইয়া, করণ্ডক ভঙ্গ পূর্ব্বক, অর্থনিষ্কাশন করিতে লাগিল। হাঁচেন, এই রূপে সেই দুরাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল, এবং মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, নিমিষমধ্যে সেই শয়নাগারের দ্বার এ রূপে রুদ্ধ করিল যে, আর সেই দুরাচারের গৃহ হইতে নির্গত হইবার উপায় রহিল না।

এই রূপে বটেলরকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া, হাঁচেন বাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, সে দিন, সে সময়ে, সেখানে ব্যক্তিমাত্র ছিল না; কেবল গৃহস্বামীর পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রটি কিঞ্চিৎ দূরে খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তদীয় নাম গ্রহণপূর্ব্বক, হাঁচেন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ঐ পথ দিয়া দৌড়িয়া তোমার পিতার নিকটে যাও, এবং তাঁহাকে সত্বর বাটী আসিতে বল, নতুবা আমার প্রাণান্ত ও তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। বালক, তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া, দৌড়িয়া পিতার নিকটে চলিল। সে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে গেল, ইহা দেখিয়া, কিঞ্চিৎ অংশে নিশ্চিন্ত হইয়া, হাঁচেন দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইল, এবং ঈশ্বরের কৃপায়, আজি আমি প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলাম, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু, হাঁচেনের এই আনন্দ অধিকক্ষণস্থায়ী হইল না। অতি বিকট তূরীশব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বটেলর এক সহচর আনিয়াছিল, এবং এই

উপদেশ দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া আসিয়াছিল যে, আবশ্যক হইলে তুরীশব্দ দ্বারা যেরূপ সংকেত করিব, তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। সে গৃহমধ্যে রুদ্ধ হইয়া, এবং হাঁচেন বালককে তাহার পিতার নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইল ইহা শুনিতে পাইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার অশেষবিধ চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, জানালা খুলিয়া, তুরীশব্দ দ্বারা স্বীয় সহচরকে সতর্ক করিয়া কহিল, ঐ পথ দিয়া যে বালক দৌড়িয়া যাইতেছে তাহাকে ধর, এবং হাঁচেনের প্রাণ বধ কর। হাঁচেন শুনিয়া, চকিত হইয়া, চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বালক দ্রুত বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে কেহ তাহাকে ধরিল না, ইহা অবলোকন করিয়া, সে বিবেচনা করিল, দুরাত্মা, আমায় ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, মিথ্যা আস্ফালন করিতেছে। কিন্তু, কিয়ৎ দূর গিয়া, বালক এক সেতুর উপর উপস্থিত হইবামাত্র, বটেলরের সহচর তাহার নিম্ন দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বালককে বগলে লইয়া, সেই বাটীর দিকে ধাবমান হইল।

এই অতর্কিত নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, হাঁচেন অত্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হইল, এবং সত্বর বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, দৃঢ় রূপে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। এই দ্বার ব্যতিরিক্ত বাটীতে প্রবেশ করিবার আর পথ ছিল না; অনেকগুলি জানালা ছিল বটে কিন্তু সে সমস্তই লোহার গরাদ দ্বারা বিলক্ষণ রূপে রক্ষিত। সুতরাং, দ্বিতীয় দস্যুর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, সে ভাবিতে লাগিল, যদি প্রভুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল; নতুবা, ইহারা আমার প্রাণবধ করে, তাহাও স্বীকার, তথাপি প্রাণ থাকিতে প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না।

হাঁচেন উদ্বিগ্ন চিত্তে, উপবিষ্ট হইয়া, এই চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে সেই দুরন্ত দস্যু দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, এবং কুৎসিত কটূক্তি প্রয়োগ ও অশেষবিধ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যদি ভাল চাহিস্, দরজা খুলিয়া দে, নতুবা আমি দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহা আছে, তাহাই হইবে, হাঁচেন এইমাত্র উত্তর দিল। বালক, ভয়ে অস্থির হইয়া, ক্রমাগত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। হাঁচেন কোন ক্রমে দ্বার উদ্ঘাটিত

করিল না দেখিয়া, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, বটেলর স্বীয় সহচরকে কহিল, যদি সে অবিলম্বে দরজা খুলিয়া না দেয়, তাহার সমক্ষে ঐ বালকের গলা কাটিয়া ফেল। এই ভয় প্রদর্শন শ্রবণে হাঁচেনের হৃৎকম্প ও বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন সে দ্বার খুলিয়া দিয়া বালকের প্রাণরক্ষা করিতে উদ্যত হইলে। কিন্তু, দ্বিতীয় ক্ষণেই বিবেচনা করিল নিরাপরাধ বালকের প্রাণবধ করায় উহাদের কোন ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না; কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিলে, আমার প্রাণবধ ও প্রভুর সর্ব্বনাশ অবধারিত; বিশেষতঃ, দ্বার খুলিয়া দিলে, বালকের প্রাণবধ করিবেক না, তাহারই স্থিরতা কি। অতএব, আমি কোন ক্রমেই দ্বার খুলিব না ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে। এই স্থির করিয়া সে উপবিষ্ট রহিল। কিন্তু, সেই দস্যু, দরজা খুলিয়া দে, নতুবা বালককে কাটিয়া ফেলি ও বাটীতে আগুন লাগাইয়া দি, নিরন্তর এই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই দস্যু বালককে ভূতলে ফেলিয়া, বাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, অগ্নিপ্রজ্বালনোপযোগী দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ বাটীতে একটি শস্য চূর্ণ করিবার যন্ত্র ছিল। যে গৃহে যন্ত্র থাকিত, উহার ভিত্তিতে একটি বৃহৎ গর্ত্ত ছিল। যন্ত্রের ঐ গর্ত্ত দ্বারা চক্রের উপর আসিতে প্যারা যায়। দস্যু সহসা সেই গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া, ও গর্ত্ত দ্বারা বাটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং বালকের পলায়ননিবারণার্থ তাহার হস্ত পদ বন্ধনপূর্ব্বক, উদ্ভাবিত গর্ত্ত দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করিবরে চেষ্টা দেখিতে গেল। হাঁচেন, ঐ গর্ত্তের অস্তিত্ব বা তদ্দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করিবার উদেষাগ করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিল না। কিন্তূ, ভাবিতে ভাবিতে, এই সময়ে তাহার মনে এক বিষয় উদিত হইল। সে বিবেচনা করিল, রবিবারের দিন যন্ত্র অবধারিত বন্ধ থাকে, কেহ কখন উহা চলিতে দেখে নাই; কিন্তু, আজি যদি যন্ত্র চালাইয়া দি, তাহা হইলে প্রতিবেশীরা নিঃসন্দেহ বোধ করিবেক, অবশ্যই কোন অসামান্য ব্যাপার ঘটিয়াছে; এবং প্রভুও দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এই বিরূপ ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ব্যস্ত হইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিবেন।

এই স্থির করিয়া, হাঁচেন যন্ত্র চালাইতে চলিল। বহুদিন ঐ বাটীতে থাকাতে,

সে যন্ত্র চালাইবার প্রণালী বিলক্ষণ অবগত ছিল; এক্ষণে, যন্ত্রঘরে প্রবেশ করিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে কল চালাইয়া দিল। সমুদয় যন্ত্র প্রবল বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। চক্র ও যন্ত্রের অপরাপর অবয়ব হইতে ভয়ংকর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে, সেই দস্যু, অতি কষ্টে গর্ত্ত অতিক্রম করিয়া, মিলযন্ত্রের বৃহৎ চক্রে অবস্থিত হইল এবং নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, সেই চক্রের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল; প্রথমতঃ যন্ত্রের গতি স্থগিত করিবার, তৎপরে ঘূর্ণ্যমান চক্র হইতে অপসৃত হইবার, বিস্তর চেষ্টা পাইল কিন্তু কোন অংশেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন সে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এবং প্রতিক্ষণেই প্রাণবিনাশ শঙ্কা করিতে লাগিল; অবশেষে, প্রাণরক্ষাবিষয়ে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, বিকট আর্ত্তনাদ ও উৎকট আত্মভর্ৎসন আরম্ভ করিল। হাঁচেন, অসম্ভাবিত আর্ত্তনাদ শ্রবণে চকিত হইয়া, সত্বর গমনে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল, দেখিল ইঁদুর যেমন কলে পড়িয়া, বিবশ হইয়া, ছট্‌পট্‌ করিতে থাকে ঐ দুরন্ত দস্যুর অবিকল সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

হাঁচেনকে উপস্থিত দেখিয়া, দস্যু নিতান্ত কাতর বাক্যে এই কহিতে লাগিল, তুমি যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, আমায় প্রাণ দান কর; আমি জন্মের মত তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব। হাঁচেন তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না, দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে কৌতুক দেখিতে লাগিল। চক্রের সঙ্গে অবিশ্রামে ঘূর্ণিত হওয়াতে, দস্যু ক্রমে ক্রমে বিচেতন হইল, এবং যন্ত্রের নিম্ন ভাগে পতিত হইয়া, সেই অবস্থায় ঘুরিতে লাগিল। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চেতনা ছিল, একবার বিনয়, একবার লোভদর্শন, এক বার বা ভয়প্রদর্শন এই রূপে নিরন্তর হাঁচেনের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিল, তুমি আমায় প্রাণ দান কর। সে মনে করিল, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, অনায়াসে ঐ দস্যুকে অবতীর্ণ করিতে পারিত; কিন্তু সেরূপ করা তাহার পক্ষে কোন ক্রমে পরামর্শসিদ্ধ ছিল না; কারণ, বিপদ উত্তীর্ণ হইলেই দস্যু পুনরায় নিজ মূর্ত্তি ধরিত, তাহার সন্দেহ নাই। হাঁচেন ইহাও জানিত, যন্ত্রে থাকিলে, তাহার প্রাণনাশের কোন আশঙ্কা নাই, কেবল উৎকট ভয়ে অনবরত অভিভূত থাকিয়া, আন্তরিক যাতনা ভোগ করিবে। এই সকল কারণে, সে তাহার অবতারণে বিরত রহিল।

অবশেষে, হাঁচেন, বহির্দ্বারের কপাটে উৎকট আঘাত শুনিয়া সত্বর গমনে

তথায় উপস্থিত হইল, এবং স্বীয় প্রভুকে প্রত্যাগত দেখিয়া অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। গৃহস্বামী সপরিবারে ও সমবেত প্রতিবেশিবর্গ সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি, রবিবারে যন্ত্র চলিতে দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন ; পরে, বাটীর বহির্ভাগে পঞ্চমবর্ষীয় বালককে বদ্ধহস্ত বদ্ধপদ ভূতলে নিক্ষিপ্ত, এবং বহির্দ্বার রুদ্ধ, দেখিয়া, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, হাঁচেনকে এই সমস্ত বিরূপ ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। গৃহস্বামী অনেক কষ্টে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর, সকলে, যন্ত্রঘরে প্রবেশ করিয়া, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিলেন। অচেতন দস্যু তন্মধ্য হইতে নিষ্কাশিত হইল। পরে, সকলে, গৃহস্বামীর শয়নাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, বটেলরকে রুদ্ধ করিলেন। উভয়ে তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পিত হইল, এবং অনতিবিলম্বে উৎকট অপরাধের সমুচিত প্রতিফল পাইল। গৃহস্বামী, হাঁচেনের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া, তদীয়, অদ্ভুত সাহস, অবিচলিত প্রভুভক্তি, ও নিরতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতির দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং এই সমস্ত অসাধারণ গুণের পুরস্কাররূপ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। হাঁচেন অতি দীনের কন্যা। তাহার ভাগ্যে ঈদৃশ সম্পন্ন পরিবারে পরিণয় ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে, এক্ষণে আশার অতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিল।

দয়া ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোয়েকর নামে এক সম্প্রদায়ের আছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিয়ম এই, তাঁহারা প্রাণান্তেও অন্যের অনিষ্টাচরণ করেন না, এবং অন্যে তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহারা রোষের বশবর্ত্তী হইয়া বৈরসাধনে উদ্যত হয়েন না। ইংলণ্ডের অধীশ্বর চার্লসের অধিকারকালে, এক জাহাজ বাণিজ্যার্থে বীনিস যাত্রা করিয়াছিল। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারী কোয়েকর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

এই সময়ে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় লোক ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুরুস্কজাতি, এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ ও বিদ্বেষ ছিল। সুযোগ পাইলে, তাঁহারা পরস্পরের জাহাজলুণ্ঠন ও তত্রত্য লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতেন। পূর্ব্বোক্ত জাহাজ বীনিস হইতে প্রতিগমন করিতেছে, পথিমধ্যে তুরস্কজাতীয় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে নিরস্ত্র ও আপনাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইল, এবং দশ জন তুরুস্কদস্যু, আয়ত্তীকৃত লোকদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত, ঐ জাহাজ আফ্রিকায় লইয়া চলিল।

পর দিন রজনীতে, অনবধানবশতঃ, তুরুস্কেরা সকলেই এক কালে নিদ্রাগত হইয়াছিল। এই সুযোগ দেখিয়া, জাহাজের সহকারী অধ্যক্ষ তাহাদের সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করিলেন এবং আপন লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি তুরস্কদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছি, এক্ষণে উহারা আমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে; কিন্তু, সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন কেহ, কোপাবিষ্ট হইয়া, উহাদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিও না; যাবৎ আমরা মাজর্কায় না পঁহুছি, তাবৎ উহাদিগকে বশে রাখিব। মাজর্কাদ্বীপ স্পেন দেশীয়দিগের অধিকৃত, এজন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন, তথায় পঁহুছিলে সকল শঙ্কা দূর হইবেক, এবং নির্ব্বিঘ্নে ও সত্বরে স্বদেশপ্রতিগমন করিতে পারিবেন।

রজনী প্রভাত হইল। এক জন তুরুস্কের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে জাহাজের উপরিভাগে গিয়া দেখিল, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে, জাহাজ মাজর্কা অভিমুখে চালিত হইতেছে, এবং ঐ স্থান এত সন্নিহিত হইয়াছে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ তথায় উপস্থিত হইবেক। স্পেনদেশীয়েরা তুরুস্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী, যদি উহারা তাহাদের নিকট বিক্রীত হয়, তাহাদের দুরবস্থার একশেষ ঘটিবেক এই ভাবিয়া, সে ব্যক্তি ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল, এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে স্বজাতীয়দিগকে জাগরিত করিয়া, উপস্থিত বিপদের বিষয় তাহাদের গোচর করিল। সকলেই, ভয়ে ম্রিয়মাণ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তুরস্কেরা জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিতে

লাগিল, আমরা তোমাদিগকে আপন বশে আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছিলাম ; কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এক্ষণে তোমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছি ; এখন তোমরা আমাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তোমাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা এই, আমাদিগকে স্পেনদেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিও না ; তাহারা অন্যন্ত নির্দয় ও তুরুস্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী ; তাহাদের হস্তগত হইলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবেক না। অধ্যক্ষ ও সহকারী, তাহাদের এই প্রার্থনা শুনিয়া, কহিলেন, তোমরা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও ; আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাদের প্রাণহিংসা বা স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিব না। অনন্তর, তাঁহারা তাহাদিগকে জাহাজের অভ্যন্তরভাগে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন, এবং আপন লোকদিগকে, সবিশেষ সাবধান করিয়া, কহিয়া দিলেন, যতক্ষণ মাজর্কার বন্দরে জাহজে থাকিবেক, আমাদের সঙ্গে তুরুস্কজাতীয় লোক আছে বলিয়া কোন মতে প্রকাশ না হয়। তুরুস্কেরা, তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের একশেষদর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই, জাহাজ মাজর্কার বন্দরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে আর একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজ ছিল। উহার অধ্যক্ষ এই জাহাজে আসিয়া কথাপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায়, অধ্যক্ষ ও সহকারী তাঁহার নিকট তুরুস্কদিগের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, আমরা উহাদিগকে বিক্রয় করিব না, স্থির করিয়াছি ; আফ্রিকার কোন নিরাপদ স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিব। তিনি তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের বিষয় অবগত হইয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন যদি আপনারা উহাদিগকে বিক্রয় করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে দ্বাত্রিংশৎশত মুদ্রা পাইতে পারেন। তাঁহারা কহিলেন, যদি আমরা এই দ্বীপের সম্পূর্ণ আধিপত্য পাই, তাহা হইলেও, উহাদিগকে বিক্রয় করিব না।

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, অপর জাহাজের অধ্যক্ষ প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে তাঁহারা তাঁহাকে এই অঙ্গীকার করাইলেন, আপনি তুরুস্কদিগের বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কিন্তু তিনি, সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিয়া স্পেনদেশীয়দিগের নিকট সবিশেষ সমুদয় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, তুরুস্কদিগকে ঐ জাহাজ হইতে লইয়া

আসিব। অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী, এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইবামাত্র, জাহাজ খুলিয়া দিলেন। স্পেনদেশীয়েরাও, ঐ জাহাজ ধরিবার জন্য, আপনাদের এক জাহাজ খুলিয়া দিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয় জাহাজ ধরিতে পারিল না।

এই রূপে পলায়ন করিয়া, তাঁহারা ক্রমাগত নয় দিন ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কি রূপে তুরুস্কদিগের পরিত্রাণ করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কোন মতেই খৃষ্টীয়দিগের অধিকারে অবতীর্ণ করিয়া দিবেন না। একদা, তুরস্কেরা ইঙ্গরেজদিগকে আপন বশে আনিবার নিমিত্ত, উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ ও সহকারীর সতর্কতা প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইহাতেও কোয়েকরদিগের অন্তঃকরণে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধির উদয় হইল না; তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্য পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই রহিল।

এই সময়ে জাহাজের কর্ম্মকারেরা, সাতিশয় বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন করিয়া, অধ্যক্ষদিগকে কহিতে লাগিল, আমরা আপনাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী বলিয়া, আমাদিগকে বিপদে ফেলা আপনাদের উচিত নহে; কি আশ্চর্য্য! আপনারা আমাদের অপেক্ষা তুরুস্কদিগের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অধিক ব্যগ্র হইয়াছেন। এই প্রদেশে তুরুস্কদিগের জাহাজ সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সুতরাং আমাদিগকে ত্বরায় তুরুস্কদিগের হস্তে পড়িতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষ ও সহকারী অনেক বুঝাইয়া তাহাদের অসন্তোষ নিবারণ করিলেন।

পরিশেষে, জাহাজ বার্ব্বরি উপকূলে উপস্থিত হইলে, তুরুস্কদিগকে তথায় অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া অবধারিত হইল। ঐ স্থান মুসলমানদের অধিকৃত। এক্ষণে এই বিচার উপস্থিত হইল, কি রূপে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া যায়। যদি বোটে পাঠাইয়া দেওয়া যায়, উহারা অস্ত্রসংগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া জাহাজ আক্রমণ ও অধিকার করিতে পারে; যদি দুই চারি জন নাবিক সঙ্গে দিয়া পাঠান যায়, উহারা তাহাদের প্রাণবিনাশ করিতে পারে; যদি দুই ভাগ করিয়া দুই বারে পাঠান যায়, যাহারা প্রথম তীরে অবতীর্ণ হইবেক, তাহারা লোকসংগ্রহ করিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে।

এই রূপে কিয়ৎক্ষণ বিবেচনার পর, সহকারী অধ্যক্ষ কহিলেন, আমি দুই

তিন জন লোক সঙ্গে লইয়া এক কালে সকলকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া আসিতেছি। অধ্যক্ষ সম্মতি প্রদান করিলে, সহকারী নির্বিরোধে ও নিরুদ্বেগে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দিলেন। তুরুস্কেরা তাঁহাদের যার পর নাই সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে মোহিত হইয়াছিল, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত চলুন, আমরা আপনাদের যথোচিত সমাদর পরিচর্য্যা করিব ; আপনারা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা যাবজ্জীবন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। যাহা হউক, সহকারী তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী কর্ম্ম না করিয়া, অবিলম্বে জাহাজে প্রতিগমন করিলেন।

অনুকূলবায়ুবশে তাঁহাদের জাহাজ অনতিবিলম্ব ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। তুরস্কদস্যুসংক্রান্ত যাবতীয় বৃতান্ত অল্প সময়ের মধ্যেই, সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইল। কোয়েকরদিগের সদয়ব্যহারশ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বস্তুতঃ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণে সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে এমন অসাধারণ কৌতুহল উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল যে, যাহারা বিপক্ষের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহারা কিরূপ মনুষ্য, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং সহোদর ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক সমভিব্যাহারে, সেই জাহাজে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি সহকারী অধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুরস্কদিগকে আমার নিকট আনা তোমাদের উচিত ছিল। সহকারী কহিলেন, আমি তাহাদিগকে স্বদেশ পহুঁছাইয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলাম।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ

জর্ম্মন সাগরের উপকূলে এক সমৃদ্ধশালী জনপদ আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে, ঐ জনপদে সাবিনস নামে এক যুবক ছিলেন। এই যুবক সমৃদ্ধ বংশসম্ভূত। তিনি যেরূপ অসাধরণরূপগুণসম্পন্ন ছিলেন, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতিবেশিনী অলিন্দানাম্নী এক কামিনী অলৌকিকরূপলাবণ্যপূর্ণা ও অসামান্যগুনসম্পন্না ছিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়েরই অন্তঃকরণে প্রাণসঞ্চার হইলে, সাবিনস যথানিয়মে অলিন্দার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই রূপে দম্পতিভাবে সম্বন্ধ হইয়া, উভয়ে মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অন্যশুভদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত, তাঁহাদের সুখে কালহরণ করিবার দুরতিক্রম প্রতুত হইয়া উঠিল। ঐ স্থানে এরিয়ানানাম্নী অপর এক কামিনী ছিলেন। তাঁহার সহিত সাবিনাসর সন্নিহিত কুটুম্বসম্বন্ধে ছিল। এরিয়ানা বিলক্ষণ সুরূপা, সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী, স্বভাবতঃ প্রফুল্লহৃদয়া, সদ্বিবেচাপূর্ণা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইয়া সুখে কালযাপন করিবেন। কিন্তু, সাবিনস অলিন্দার পাণিপীড়ন করাতে, তাঁহার সে বাসনা বিফল হইয়া গেল। তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যাকলুষিত বিদ্বেষদূষিত হইল। ঈর্ষ্যার কি অনির্বচনীয় মহিমা! তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লহৃদয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ অন্তর্হিত হইল। তিনি, ঈর্ষ্যার বশীভূত ও বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, অনবরত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে তাঁহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন, এবং কি রূপেই বা তাঁহাদের বিয়োগ সংঘটন করিয়া দিবেন। উভয়ের মধ্যে অলিন্দার উপরেই তাঁহার সমধিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল; কারণ, অলিন্দা না থাকিলে, তাঁহার সাবিনসের সহিত পরিণয়সংঘটনের আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

কিছু দিন পরেই, এরিয়ানার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া, অপর এক ব্যক্তির সহিত সাবিনসের বিবাদ চলিতেছিল। ঐ বিবাদে তাঁহার পরাজয়ের কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না। দৈববিড়ম্বনায়, উহার এ রূপে নিষ্পত্তি হইল যে, সাবিনসের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। এত দিন, তিনি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় ছিলেন, এক্ষণে একবারে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এরিয়ানার যে তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক রোষ ও দ্বেষ জন্মিয়াছিল, এপর্য্যন্ত তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, এরিয়ানা তাঁহাদের অতি আত্মীয়, এজন্য এই দুঃসময়ে তাঁহার নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। এরিয়ানা আনুকূল্য-প্রদানে সম্মত হইলেন না। তদ্দর্শনে সাবিনস বিস্তর অনুযোগ ও ভর্ৎসনা

করিলেন। তখন এরিয়ানা কহিলেন, যদি তুমি আমার মতানুসারে চল, এবং আমি যে প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার হস্তে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিব। আমার প্রস্তাব এই, তুমি অদ্যাবধি অলিন্দাকে পরিত্যাগ কর।

সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে, সাবিনস অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িছিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি সুশীল, সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং অলিন্দাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি অর্থলোভে পত্নীপরিত্যাগে সম্মত হইবার লোক নহেন; এজন্য, ঘৃণা ও রোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক, এরিয়ানার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এরিয়ানা, তাহাতে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন, এবং তদবধি সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে, সাবিনসের পিতা এরিয়ানার পিতার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া যান নাই। ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। কি এরিয়ানা, কি সাবিনস, কেহই এ পর্য্যন্ত ঐ ঋণের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। সম্ভাব থাকিলে, এরিয়ানা কদাচ ঐ ঋণ আদায় করিবার চেষ্টা পাইতেন না। কিন্তু, এক্ষণে উল্লিখিত ঋণের সন্ধান পাইয়া, তিনি বিচারালয়ে সাবিনসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সাবিনস, ঋণপরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রেয়সী অলিন্দা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার সহিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

এরূপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, এবং সাতিশয় সুখসম্ভোগের সময় সহসা দুঃসহ ক্লেশভোগ ঘটিলে, প্রায় সকলেই শোকাকুল ও ম্রিয়মাণ হয়; কিন্তু সাবিনস ও অলিন্দা স্বচ্ছন্দ চিত্তে ও অবিচলিত সদ্ভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন; এক দিন, এক ক্ষণের জন্যে, তাঁহাদের বিষাদ বা অসন্তোষের লক্ষণ ঘটে নাই। উভয়েই উভয়কে সুখী ও স্বচ্ছন্দচিত্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও প্রয়াস করিতেন। কখন কখন সাবিনস, অলিন্দার কষ্টদর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু, অলিন্দা কহিতেন, অয়ি নাথ! তুমি অকারণে আক্ষেপ করিতেছ কেন, ; যদি আমি

তোমার সহবাসসুখে বঞ্চিত না হই, তাহা হইলে, যত দুরবস্থা ঘটুক না কেন, আমি অণুমাত্র অসুখ বোধ করিব না ; যত দিন আমার এরূপ বিশ্বাস থাকিবেক, আমার উপর তোমার স্নেহের ও অনুরাগের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, তত দিন কোন কারণেই আমার চিত্তবৈকল্য বা কষ্টবোধ হইবেক না ; এবং যত দিন তোমার প্রেয়সী বলিয়া আমার অভিমান থাকিবেক, তত দিন সম্পত্তিনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ বা অন্যবিধ কোন কারণে আমি কিছুমাত্র দুঃখবোধ করিব না। অলিন্দার এইরূপ বাক্যবিন্যাশ শ্রবণে মোহিত হইয়া, সাবিনস অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

সর্ব্বস্বান্ত ঘটিবার পরেও, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংস্থান ছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইল, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহাদের দুঃখের একশেষ ঘটিল। তাঁহারা তাহাতেও অণুমাত্র বিষাদ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না। অল্প দিন হইল, তাঁহাদের যে সন্তান জন্মিয়াছিল, সেইটিকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা নিরুদ্বেগ চিত্তে কলাহরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে তাঁহাদের দুঃখের অবধি ছিল না, এবং কতকালে সেই দুঃখের অবসান হইবেক, তাহারও স্থিরতা ছিল না।

এক দিন, অপরাহ্ণ সময়ে তাঁহাদের পুত্রটি ক্রীড়া করিতেছে, এবং তাঁহারা উভয়েই প্রফুল্ল চিত্তে ও উৎসুক নয়নে তাহার ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল, এবং অনুচ্চ স্বরে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, অদ্য দুই দিবস হইল, এরিয়ানার মৃত্যু হইয়াছে ; মৃত্যুকালে তিনি বিনিয়োগপত্র দ্বারা আপন সর্ব্বস্ব এক আত্মীয় ব্যক্তিকে দান করিয়া গিয়াছেন ; ঐ আত্মীয় ব্যক্তি এক্ষণে উপস্থিত নাই, কার্য্যবিশেষে দূরদেশে আছেন, কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে, ঐ বিনিয়োগপত্র অনায়াসে আপনাদের হস্তগত ও আত্মসাৎ হইতে পারে ; তাহা হইলেই আপনারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন ; কারণ, ঐ বিনিয়োগপত্রের অসদ্ভাব ঘটিলে, আপনারাই সর্ব্বাগ্রে অধিকারী।

সাবিনস ও অলিন্দা, এই ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি ঘৃণাপ্রদর্শন করিলেন, সাতিশয় অসন্তোষ ও রোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্তাবকারীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং এরিয়ানার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে অত্যন্ত

শোকাকুল হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এরিয়ানার মৃত্যু হয় নাই ; তিনি, সাবিনস ও অলিন্দার মনের ভাবপরীক্ষার্থে, ছলনা করিয়া ঐ লোককে ঐরূপ কহিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ইহারা যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছে, এই প্রস্তাব শুনিলে, অবশ্যই এতদনুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইবেক ; বিশেষতঃ, আমা হইতেই তাহাদের করাবাস ঘটিয়াছে, সুতরাং আমার মৃত্যু শুনলে নিঃসন্দেহ তাহাদের আহ্লাদ জন্মিবেক। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং স্বকর্ণে, ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিবৃত্ত লোকের মুখে, সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি জন্মিল ; এবং যে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, এত দিন তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেছিলেন, তাহা এক কালে অন্তর্হিত হইল। এরূপ সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অকারণে অবমানিত করিয়াছি, ও যার পর নাই কষ্ট দিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন।

তখন এরিয়ানার হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমুদায় পুনরায় আবির্ভূত হইল। তিনি, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, আকুল বচনে পূর্ব্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, প্রবল বেগে বাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সাবিনস ও অলিন্দা সেই দিবসেই কারামুক্ত হইলেন। এরিয়ানা, বিনিয়োগপত্র দ্বারা তাঁহাদিকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিলেন এবং যাহাতে তাঁহারা আপাততঃ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারা এই রূপে, সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরেই, এরিয়ানার মৃত্যু হইল। অন্তিম সময়ে তিনি এই কথা বলিয়া যান যে, ধর্ম্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, সম্পত্তি ও সৌভাগ্য লাভ ঘটে ; ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে যদিও, কোন কারণে, আপাততঃ কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয় লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।

অকৃত্রিম প্রণয়

দুই ব্যক্তি ইয়ুরোপীয়, দৈবঘটনায়, আল্‌জিয়ার্স প্রদেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি স্পানিয়ার্ড, তাহার নাম এণ্টোনিয় ; অপর ব্যক্তি ফরাসি, তাহার নাম রজর। প্রত্যহ উভয়ে এক স্থানে কর্ম্ম, ও এক সঙ্গে আহারাদি ও অবস্থিত করিত। ক্রমে ক্রমে পরস্পর প্রণয় জন্মিলে, নিশ্চিন্ত সময়ে, একত্র বসিয়া, উভয়ে দুঃখের কথা কহিত। এই রূপে, পরস্পরের নিকট স্ব স্ব মনোদুঃখ কীর্ত্তন করিয়া, তাহাদের দাসত্বনিবন্ধন অসহ্য যন্ত্রণার অনেক লাঘব বোধ হইত। যাহা হউক, জন্মভূমি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ও দূরদেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, পশুর ন্যায় পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। সে কষ্ট সহ্য করিয়া কালযাপন করা সহজ ব্যাপার নহে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপর দিয়া যে পথ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারা উভয়ে এক দিন ঐ পথের কর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে এণ্টোনিয়, সহসা কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সমুদ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় সহচরকে কহিল, এই অর্ণবের অপর পারে আমার যাবতীয় অভিলষিত পদার্থ আছে ; প্রতিক্ষণেই আমার বোধ হয় যেন আমি এক এক বার দেখিতে পাইতেছি, এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা, সমুদ্রের তীরে আসিয়া, এক দৃষ্টিতে এই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আমার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে ; আমার ইচ্ছা হয়, সন্তরণ দ্বারা এই জলরাশি অতিক্রম করিয়া, তাহাদের নিকটে যাই। ফলতঃ সেই দিন অবধি এণ্টোনিয় যখন যখন সেই স্থলে কর্ম্ম করিতে যাইত, সেই সময়ে, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার অন্তঃকরণে ঐরূপ ভাবে আবির্ভাব হইত।

এক দিন, কর্ম্ম করিতে করিতে, এণ্টোনির ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া রজরকে কহিল, সখে ! বোধ হয়, এত দিনের পর আমাদের দুঃখের অবসান হইল। রজর কহিল, কি রূপে। এণ্টোনিয় কহিল, ঐ দেখ, একখানা জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে ; উহা এখান হইতে দুই তিন ক্রোশের অধিক নহে ; এস, আমরা এই পর্ব্বতের উপরি ভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়ি, এবং সাঁতারিয়া গিয়া ঐ জাহাজে উঠি। যদি চেষ্টায় কৃতকার্য্য না হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহা এ রূপে দাসত্ব করা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

এই কথা শ্রবণ করিয়া, রজর কহিল, যদি তুমি এ রূপে আপনার পরিত্রাণ করিতে পার, আমি তাহাতে আহ্লাদিত আছি। তবে তোমার সহিত আমার যে প্রণয় জন্মিয়াছে, কলেবরে প্রাণসঞ্চার থাকিতে, সে প্রণয়ের অপনয়ন হইবেক না ; সুতরাং তোমার বিরহে আমার আরও অধিক যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবেক। সে যাহা হউক, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি নিরাপদে, এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, দেশে যাইতে পার, আমার পিতার অন্বেষণ করিও ; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যদি পুত্রশোকে অদ্যাপি জীবিত থাকেন তাঁহাকে বলিবে—

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র, এণ্টোনিয় তাহার কথা স্থগিত করিয়া কহিল, তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমায় এই অবস্থায় রাখিয়া একাকী এখান হইতে যাইব ; তাহা কখনই হইবেক না ; তোমায় আমায় অভেদশরীর ; হয় দুই জনেই নিস্তার পাইব, নয় দুই জনেই প্রাণত্যাগ করিব।

এণ্টোনিয়ের কথা শুনিয়া, রজর কহিল, সখে! তুমি যাহা কহিতেছ, যথার্থ বটে ; কিন্তু, আমি সন্তরণ জানি না, কি রূপে তোমার সঙ্গে এই দুস্তর সলিলরাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজে যাইব। এণ্টোনিয় কহিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না, তুমি আমার কটিবন্ধ ধরিয়া থাকিবে, আমার শরীরে প্রভূত সামর্থ্য ও সন্তরণে বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, আমি অনায়াসে তোমায় লইয়া জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারিব। রজর কহিল, এণ্টোনিয়, ও কল্পনায় কোন ফলোদয় হইবে না ; হয় আমি, ভয়ে অভিভূত হইয়া, তোমার কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিব, নয় টানাটানি করিয়া তোমাকেও জলমগ্ন করিব। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই। বলিতে কি, তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার কথা শুন, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, তুমি আত্মরক্ষার উপায় দেখ, আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, এস তোমায় শেষ আলিঙ্গন করি।

এই বলিয়া, রজর অশ্রুপূর্ণ লোচনে এণ্টোনিয়কে আলিঙ্গন করিল। তখন এণ্টোনিয় কহিল, বয়স্য! রোদন করিতেছ কেন, এ অশ্রুবিসর্জনের সময় নয়। উপায়চিন্তনে বিরত, অথবা উপস্থিত উপায়ের অবলম্বনে বিমুখ হইয়া অশ্রুবিসর্জন করা নারীর কর্ম্ম, এরূপ আচরণ করা পুরুষের ধর্ম্ম নহে। অতএব, সাহস অবলম্বন কর, আর বাধা দিও না। যদি আর বিলম্ব কর, উভয়েই মারা

পড়িব ; পরে আর এরূপ সুযোগ ঘটিবে না। আমি তোমায় শেষ কথা বলিতেছি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

এণ্টোনিয়, এই কথা বলিয়া, স্বীয় প্রিয়বয়স্যের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাহাকে ধাক্কা দিয়া সমুদ্রে ফেলিল, এবং স্বয়ং তাহার অনুবর্ত্তী হইল। রজর, সমুদ্রে পতিত হইবামাত্র, ভয়ে বিহ্বল হইয়া, জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়াছিল ; কিন্তু, এণ্টোনিয় তাহাকে আশ্বাস ও সাহস প্রদান করিয়া, অনেক কষ্টে স্বীয়কটিবন্ধধারণে সম্মত করিল ; এবং পাছে রজর কটিবন্ধ ছাড়িয়া দেয়, এই আশঙ্কায় বারংবার তাহার দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সেই জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া বিলক্ষণ বলপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া চলিল। এই সময়ে এণ্টোনিয় যাদৃশ উৎকণ্ঠা সহকারে রজরের দিকে অবলোকন করিতে লাগিল, বোধ করি, জননীও, পুত্রের বিপৎকালে, তাদৃশ উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করেন না।

যাহারা জাহাজে ছিল, তাহারা দুই জনের গিরিশিখর হইতে সমুদ্রপতন অবলোকন করিয়াছিল। কিন্তু, কি উদ্দেশে উহারা এরূপ অসমসাহসিকের কর্ম্ম করিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা নানা বিতর্ক করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, একখান নৌকা উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহাদের উপর দাসবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহারা উহাদের দুই জনকে, এই রূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া, ধরিবার নিমিত্ত ঐ নৌকা লইয়া আসিতেছিল। রজর সর্ব্বাগ্রে ঐ নৌকা দেখিতে পাইল, এবং বুঝিতে পারিল, উহা কেবল তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আসিতেছে ; আর ইহাও বুঝিতে পারিল, এণ্টোনিয় বহু ক্ষণ বলপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া, ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন সে সাতিশয় কাতর হইয়া কহিল, বয়স্য এণ্টোনিয়, একখান নৌকা আমাদের অনুসরণ করিতেছে ; তুমি একাকী হইলে, ঐ নৌকা আমাদিগকে ধরিবার পূর্ব্বে, অনায়াসে জাহাজে পঁহুছিতে পার; আমি কেবল তোমার গতিপ্রতিরোধ করিতেছি; তুমি, আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মরক্ষার উপায় দেখ, নতুবা দুই জনেই ধৃত ও পুনরায় তীরে নীত হইব।

এই বলিয়া, রজর এণ্টোনিয়ের কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিল, ও তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। অকৃত্রিম প্রণয়ের কি অনির্বচনীয় প্রভাব ! এণ্টোনিয়, রজরকে

কটিবন্ধপরিত্যাগপূর্ব্বক জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ জলে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎ ক্ষণ উভয়েই অলক্ষিত হইয়া রহিল।

নৌকার লোকেরা উহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কোন্ দিকে যাইতে হইবেক স্থির করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া রহিল। জাহাজের লোকেরাও, কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে ও অবিচলিত নয়নে, এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। তাহারা, দুই জনকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, উহাদের উদ্দেশের নিমিত্ত, একখান বোট খুলিয়া দিল। কিয়ৎ ক্ষণ, চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, বোটের লোকেরা দেখিতে পাইল, এণ্টোনিয়, এক হস্তে রজরকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া আছে, অপর হস্ত দ্বারা বোটের নিকট আসিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। নাবিকেরা তদ্দর্শনে, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া, যৎপরোনাস্তি-বলপূর্ব্বক ক্ষেপণীচালন করিয়া, তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ উভয়কে বোটে উঠাইয়া লইল।

এই সময়ে, এণ্টোনিয় এরূপ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে, উভয়ে নিঃসন্দেহ জলমগ্ন হইত। তোমরা আমার বন্ধুকে রক্ষা কর, এইমাত্র বলিয়া, সে অচেতন হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। রজর বোটে উঠাইবার সময় অচেতন ছিল, সে কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল, এবং এণ্টোনিয়কে মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত পতিত দেখিয়া, শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইল, হায় কি সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া, এণ্টোনিয়ের অচেতন কলেবর আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিল, এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, আকুল বচনে কহিতে লাগিল, বয়স্য, আমিই তোমার প্রাণবধ করিলাম, তুমি যে আমার দাসত্বমোচন ও প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন ও আয়াস করিয়াছিলে, আমা হইতে তাহার এই পুরস্কার পাইলে। আমি অতি নৃশংস ও নরাধম, নতুবা এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি কেন; তোমার প্রাণবিয়োগ দেখিয়া কি আমায় প্রাণধারণ করিতে হয়; তোমায় হারাইয়া আমি প্রাণধারণের কোন ফলোদয় দেখিতেছি না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সে সহসা দণ্ডায়মান হইল, এবং যদি নাবিকেরা বলপূর্ব্বক নিবারণ না করিত, তাহা হইলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিত। নাবিকেরা নিবারণ করাতে, সে যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও

পরিতাপ করিয়া কহিতে লাগিল, কেন তোমরা আমায় নিবারণ করিতেছ, আমি এরূপ বন্ধুর বিরহে কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিব না ; আমার জন্যেই উঁহার প্রাণনাশ হইয়াছে। এই বলিয়া, সে এণ্টোনিয়ের শরীরের উপর পতিত হইয়া কহিতে লাগিল, এণ্টোনিয় ! আমি অবশ্যই তোমার অনুগামী হইব, কেহই আমায় নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেক না। হে নাবিকগণ, তোমাদিগকে ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা আমায় আর নিবারণ করিও না, আমায় প্রাণাধিক বন্ধুর অনুগামী হইতে দাও।

সৌভাগ্যক্রমে, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এণ্টোনিয় এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল তদ্দর্শনে রজর, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমার বন্ধু জীবিত আছেন, আমার বন্ধু জীবিত আছেন ; জগদীশ্বরের কৃপায় এখন উঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই। নাবিকেরা, তাহার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, এণ্টোনিয় স্বীয় প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, রজর ! আমি যে তোমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছি, এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রজর, এণ্টোনীয়ের চেতনাসঞ্চার ও নয়নোন্মীলন দর্শনে এবং অমৃতায়মান বাক্যশ্রবণে, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল। তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই বোট জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। জাহাজস্থিত লোকেরা, নাবিকদিগের মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহাদের প্রতি শাতিশয় স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। ঐ জাহাজ মালাগাপ্রদেশে যাইতেছিল ; তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের দুই বন্ধুকে সেই স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিল। তাহারা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহাদের দয়া ও সৌজন্যের নিমিত্ত অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের নিকট বিদায় লইল। এই ঘটনা দ্বারা দুই বন্ধুর চিরবর্দ্ধিত অকৃত্রিম প্রণয় সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অতঃপর উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে যাইতে হইবেক, সুতরাং পরস্পর বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কি রূপে এরূপ বন্ধুর বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিব, এই ভাবনায় উভয়ে নিতান্ত অস্থির হইল ; অবশেষে, বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে প্রণয়রসপূর্ণ

সম্ভাষণ ও বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, স্ব স্ব জন্মভূমি, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা

পূর্ব্ব কালে, গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরে, লিয়নিডাস নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার খিলোনিস নামে সর্ব্বগুণসম্পন্না তনয়া ছিল। ঐ নগরে ক্লিয়ম্বেট্রাটস নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। লিয়নিডাস তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। এই কন্যা পিতা ও পতি উভয়ের প্রতি এরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন যে, আবশ্যক হইলে তাঁহাদের জন্যে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; এবং তাঁহারাও উভয়ে তাঁহার রমণীয়গুণগ্রামদর্শনে, সাতিশয় প্রীত ছিলেন, এবং তাঁহাকে আপন আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ক্লিয়ম্বেট্রাটস, শ্বশুরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিলাষে, চক্রান্ত করিলেন। লিয়নিডাস, চাক্রন্তের সন্ধান পাইয়া, এবং জামাতার অভিসন্ধি কত দূর পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চিত সংবাদ জানিতে না পারিয়া, প্রাণবিনাশশঙ্কায় এক দেবালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালীন গ্রীকদিগের এই রীতি ছিল, যদি কোন ব্যক্তি প্রাণভয়ে পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিত, সে উৎকট অপরাধ করিলেও, যত ক্ষণ দেবালয়ের সীমার মধ্যে থাকিত, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না।

খিলোনিস, পিতার এই অতর্কিত বিপৎপাতের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া, শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং পতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, কেন তুমি এরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ; ইহাতে অধর্ম্ম অপযশ ও পরিণামে নানা অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; অতএব, ক্ষান্ত হও, এ অধ্যাবসায় পরিত্যাগ কর; যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, আমি তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব; আমি জীবিত থাকিয়া পিতার দুরবস্থা দর্শন করিতে পারিব না।

এই বলিয়া পতির চরণে পতিত হইয়া, খিলোনিস অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্লিয়ম্ব্রোটস, দুরাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যবশতঃ, রাজ্যভোগের

লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, কহিলেন, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ ; তুমি আমার প্রেয়সী, আমি তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, তাহার কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু, এ বিষয়ে আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। তুমি স্ত্রীজাতি, রাজনীতির মর্ম্ম কি বুঝিবে ; এরূপ বিষয়ে তোমার হস্তার্পণ করা উচিত নহে। খিলোনিস, এই রূপে হতাদর হইয়া, আপন আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পিতার নিমিত্ত নিতান্ত আকুলচিত্ত হইয়া, স্বামিসহবাসসুখে বিসর্জ্জন দিয়া, পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সেই অবস্থায় পিতাকে যতদূর সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারা যায় তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তদীয় সন্নিধান, পরিচর্য্যা ও সান্ত্বনাবাদ দ্বারা লিয়নিডাসের দুঃখ ও শোকের অনেক লাঘব বোধ হইয়াছিল।

কিয়ৎ দিন পরে, লিয়নিডাসের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইল। তিনি পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তদ্দর্শনে খিলোনিস, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, পতিগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পতির অগোচরে ও অসম্মতিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট যে অপরাধিনী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। তিনি, তদীয় বিনয় ও আত্মীয়বর্গের অনুরোধের বশীভূত হইয়া, অবশেষে তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিলেন।

জামাতা যে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, লিয়নিডাস তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না ; সুতরাং তিনি বৈরনির্যাতনে উদযুক্ত হইলেন। তখন ক্লিয়ম্ব্রোটসকে প্রাণবিনাশশঙ্কায় দেবালয়ের আশ্রয় লইতে হইল। তদ্দর্শনে খিলোনিস শোকাকুল হইয়া ; দুই শিশুসন্তান সমভিব্যাহারে লইয়া, পতিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং সমদুঃখভাগিনী হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, লিয়নিডাস, কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার তনয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে স্বামীর পার্শ্বদেশে আসীন হইয়া, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন, দুটি শিশু সন্তান, জননীর বিষাদ ও রোদন দর্শনে, নিতান্ত আকুল হইয়া, বিরস বদনে ও নিষ্পন্দ নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে।

যতগুলি লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে,

সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল ; অনেকেরই নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল ; এবং সকলেই রাজকন্যার পতিপরায়ণতাগুণের একশেষদর্শনে মোহিত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; লিয়নিডাস জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অরে দুরাত্মন্। আমি যে তোরে কন্যা দান করিয়াছিলাম, তাহাতেই শ্লাঘা জ্ঞান করিয়া তোর চরিতার্থ হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তুই এমনই দুরাশয় যে, দুর্বুদ্ধির অধীন হইয়া আমার নির্বাসনে ও রাজ্যাপহরণে উদ্যত হইয়াছিলি। এক্ষণে তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

ক্লিয়ম্ব্রোটস বাস্তবিক অপরাধী, শ্বশুরের তিরস্কারবাক্যশ্রবণে, অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, উত্তরপ্রদান করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, লিয়নিডাস, স্বীয় তনয়াকে সম্বোধন ও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার আবাসে চল, এ নরাধমের নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া, বিলাপ, পরিতাপ ও ক্লেশভোগ করিতেছ কেন। তখন খিলোনিস কহিলেন, তাত! আপনি আমায় যে শোকে আকুল দেখিতেছেন, আমার স্বামীর দুরবস্থাই তাহার আদি কারণে নহে ; ইতিপূর্বে আপনকার যে বিপদ ঘটিয়াছিল, সেই অবধি উহার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সেই অবধি এ পর্যন্ত আমার সহচর হইয়া রহিয়াছে। আপনি বিপক্ষ জয় করিয়া পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে মহোৎসবের এক প্রধান কারণ বটে ; কিন্তু, আপনি আমায় যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার সহচরী হইয়া আমায় যাবজ্জীবন কালহরণ করিতে হইবেক, যখন সে ব্যক্তি আপনকার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন, এবং অবশেষে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবেক তাহার স্থিরতা নাই, তখন আমি কি রূপে উৎসবে কালহরণ করিতে পারি ; যদি আমার প্রতি আপনকার স্নেহ থাকে এবং আমারে চিরদুঃখিনী করা অভিপ্রেত না হয়, কৃপা করিয়া উঁহার অপরাধ মার্জনা করুন।

কন্যার এই প্রার্থনা শুনিয়া, লিয়নিডাস কহিলেন, বৎসে! আমি তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসি, এবং তোমার অনুরোধে সকল কর্ম্ম করিতে পারি ; কিন্তু, এই দুরাত্মা আমার যেরূপ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে আমি কখন উহার উপর অক্রোধ হইতে পারিব না ; বোধ হয়, উহার

শোণিত দর্শন না করিলে, আমার কোপশান্তি হইবেক না। তখন খিলোনিস কহিলেন, তাত! আপনি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন, আমি জীবিত থাকিয়া কখনই উঁহার প্রাণদণ্ড অবলোকন করিতে পারিব না; যখন উঁহার প্রাণবধ অবধারিত জানিতে পারিব, তখন অগ্রে আমি আত্মঘাতিনী হইব। যাহা হউক, যখন উনি আপনকার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি উঁহারে অতিশয় দুরাচার ও অধর্ম্মিক বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি উঁহারে আর সেরূপ বোধ করিতেছি না; কারণ, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, রাজ্যভোগ মানুষের এত প্রার্থনীয় বিষয় যে, তাহার জন্যে ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ, ন্যায় অন্যায় বিচার ও হিতাহিত-বিবেচনা থাকে না। আপনি যে রাজ্যভোগের নিমিত্ত তনয়াকে অনাথা ও চির-দুঃখিনী করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উনিও, সেই রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া তাদৃশ অসদাচরণ দূষিত হইয়াছিলেন।

এই বলিয়া খিলোনিস, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাত! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার মত হতভাগা ও পাপীয়সী ভূমণ্ডলে আর নাই; পিতা ও পতির নিকট যেরূপ অবমানিত হইলাম, তাহাতে আর আমার প্রাণধারণে কোন ফল নাই; পিতা ও পতি উভয়েই যাহার পক্ষে সমানবিগুণ, তাহার জন্মগ্রহণ বৃথা; পিতা ও পতি উভয়েই যাহার পক্ষে সমান-বিগুণ, তাহার জন্মগ্রহণ বৃথা; এই দণ্ডে আমার প্রাণত্যাগ হইলে সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। এই বলিয়া, স্বামীর গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া, খিলোনিস অনর্গল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

লিয়নিডাস পূর্ব্বাপর সমুদয় শ্রবণ ও অবলোকন পূর্ব্বক, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, সন্নিহিত আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, ক্লিয়ম্ব্রোটসকে কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! আমি কেবল কন্যার অনুরোধে তোর প্রাণবধে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু তোরে আমার অধিকারে থাকিতে দিব না; আমি আদেশ দিতেছি, তুই এই দণ্ডে স্পার্টা হইতে প্রস্থান কর। অনন্তর, তিনি তনয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! আমি কেবল তোমার অনুরোধে এই নরাধমের প্রাণবধ করিলাম না; এক্ষণে, শোক-পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আবাসে আইস, তোমায় উহার সমভিব্যাহারিণী হইতে হইবে না। এ বিষয়ে

আমি তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলাম,তাহাতে তোমার আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে।

লিয়নিডাসের অনুরোধ ফলদায়ক হইল না। ক্লিয়ম্ব্রোটস উত্থিত ও দণ্ডায়মান হইলে, খিলোনিস জ্যেষ্ঠ সন্তানটিকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন, এবং কনিষ্ঠ-টিকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া, পিতার চরণবন্দনাপূর্বক পতিসমভিব্যাহারে নির্বাসনে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষজাতির নৃশংসতা

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে, তামস ইঙ্কল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান; যাহাতে সে উপার্জনে ও লাভালাভপরিদর্শনে সম্যক্ সমর্থ হয়, তাহার পিতা তাহাকে বিলক্ষণ রূপে তদুপযোগিনী শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। ইঙ্কলের পিতা যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি সে, অর্থ-লোভের বশীভূত হইয়া, অধিকতর উপার্জন মানসে, বিংশতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে, আমেরিকা যাত্রা করিল। ইঙ্কল যে অর্ণবপোতে যাইতেছিল, খাদ্য সামগ্রীর অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে, তৎসংগ্রহার্থে উহা আমেরিকার এক স্থানে গিয়া নঙ্গর করিল। অর্ণবপোতস্থিত অনেকেই তীরে অবতীর্ণ হইল, এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অবলোকন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে, ইঙ্কলপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, অপরিজ্ঞাত রূপে, অনেক দূর পর্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, এজন্য উহারা তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া ছিল, সুযোগ পাইলে বৈরসাধনের ত্রুটি করিত না। কতিপয় ইয়ুরোপীয়কে তীরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, উহারা অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, একমাত্র ইঙ্কল, পালাইয়া, অলক্ষিত রূপে, সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিল। প্রাণভয়ে দ্রুত পদে ধাবমান হইয়া, সে অরণ্যের অতি নিবিড় অংশে উপস্থিত হইল। ভয়ে ও শ্রমে সে নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়াছিল, এক গণ্ড শৈলের নিকটে গিয়া, আর চলিতে না পারিয়া, ভূতলে পতিত হইল।

এই সময়ে, ঐ প্রদেশের অধিপতির কন্যা ইয়ারিকোনাম্নী কামিনী, যদৃচ্ছাক্রমে, সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সে সহসা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া,

এক ইয়ুরোপীয়কে মৃতকল্প পতিত দেখিয়া, প্রথমতঃ চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু, তদীয় আকার দর্শনে বুঝিতে পারিল, এ ব্যক্তি, বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র ও স্নেহপরিপূর্ণ। ইংকলের এই অবস্থা দর্শনে, ইয়ারিকোর অন্তঃকরণে স্নেহ ও দয়ার সঞ্চার হইল। ইয়ারিকো, সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা অভয়প্রদান করিয়া, ইংকলকে এক গিরিবিবরে লইয়া গেল, সে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া, স্বল্পসময় মধ্যে সুস্বাদ ফল মূল সংগ্রহ করিয়া, আহারার্থে প্রদান করিল, এবং পানার্থে এক নির্ম্মল নির্ঝর দেখাইয়া দিল। এই রূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি হইলে, ইংকলের শরীরে বলাধান হইল; তখন সে সঙ্কেত দ্বারা সেই কামিনীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ইয়ারিকো তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং একখানি সুদৃশ্য পশুচর্ম্ম আনিয়া, তাহার শয়নার্থে প্রদান করিল। সে দিবস সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া, তাহাকে সঙ্কেত দ্বারা অভয়প্রদান পূর্ব্বক, ঐ নিভৃত স্থানে রাত্রিযাপন করিতে কহিয়া, ইয়ারিকো স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিলে, ইংকল একাকী সেই গুহাগৃহে রজনী যাপন করিল।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র, ইয়ারিকো ইংকলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অরণ্য হইতে নানাবিধ সুরস ফল মূল আহরণ করিয়া, আহারার্থে প্রদান করিল। তাহার আহার সমাপ্ত হইলে, ইয়ারিকো তদীয় সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল। ইংকল অতি সুশ্রী সুগঠন পুরুষ; কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে তাহার রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া, ইয়ারিকো তদীয়হস্তগ্রহণপূর্ব্বক আপনার হস্তের সহিত তুলনা করিতে লাগিল, তাহার বক্ষঃস্থলের বসনোদ্ঘাটন করিয়া নিরীক্ষণ করিল, পরে চিবুক ধারণ করিয়া মুখ নাসিকা নয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়ব পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিতান্ত ইচ্ছা, তাহার সহিত কথোপকথন করে, কিন্তু পরস্পরের ভাষার বিজাতীয় বিভিন্নতা প্রযুক্ত, তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিল না। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে ইংকলের উপর ঐ কামিনীর অত্যন্ত স্নেহ ও অনুরাগ জন্মিল।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ও প্রণয় জন্মিয়া উঠিল, এবং ক্রমে ক্রমে উভয়েই উভয়ের ভাষা কিছু

কিছু বুঝিতে পারিতে লাগিল। এক দিন, উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে, ইংকল পরিণয়প্রস্তাব করিল। ইয়ারিকো সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, উভয়ে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, পরিণয়পাশে বদ্ধ হইল, এবং পরস্পর নিরতিশয় প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। ইয়ারিকো, প্রায় সমস্ত দিন, তাহার নিকটে থাকিয়া, তদীয় আহারাদি সমাবধান করিয়া দিত, এবং ঐরূপ অবস্থায় সে যত দূর সুখে, স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করিত।

এই ভাবে কতিপয় মাস অতীত হইলে, এক দিন ইংকল কহিল, দেখ, এ অবস্থায় কালযাপন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, প্রাণভয়ে আমায় সশঙ্ক থাকিতে হয়, সুযোগক্রমে এখান হইতে প্রস্থান করি। যে স্থলে আমার স্বদেশীয়েরা আছেন, তথায় গেলে সকল কষ্ট ও সকল শঙ্কার নিবারণ হইয়া যায়। তুমি, অসময়ে আশ্রয় দিয়া, যেমন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এবং এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে ও সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়াছ, আমিও, আপন আয়ত্ত স্থানে, তোমায় তেমনই সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব; তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার কোন মতে ইচ্ছা নাই। আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক, আমার সমভিব্যাহারে গেলে, তুমি এ বিষয়ে অসম্মত হইও না। ইয়ারিকো এই প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, ইংকল কহিল, অতঃপর তুমি প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে যাইবে, এবং ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইলে, আমায় সংবাদ দিবে।

এক দিন ইয়ারিকো, ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইয়া, ইংকলকে সংবাদ দিলে, সে, তৎসমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইল এবং সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা পোতস্থিত লোকদিগকে আপন গমন-মানস জানাইল। এক জন ইয়ুরোপীয়কে একাকী দেখিয়া, তাহারা তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ এক বোট পাঠাইয়া দিল। ইংকল কতিপয় ইয়ুরোপীয় কামিনী ছিলেন; ইয়ারিকো তাঁহাদের পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, প্রিয়তমের আবাসে উপস্থিত হইলে, আমারও এইরূপ পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য হইবেক। আমি অসভ্য জাতির কন্যা, সভ্যজাতীয়ের সহধর্ম্মিণী হইয়া, অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ আমার ভাগ্যে ঘটিবেক, ইহা আমি, একদিন, এক ক্ষণের জন্যে, মনে ভাবি নাই।

ঐ অর্ণবপোত বারবেডোনামক স্থানে যাইতেছিল। ঐ প্রদেশ দাসদাসী-বিক্রয়ের এক প্রধান স্থান। যে সকল ইয়ুরোপীয়েরা তথায় কৃষিব্যবসায় করিত, তাহাদের তৎসংক্রান্তকর্ম্মনির্ব্বাহার্থে, কর্ম্মকরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইত; এজন্য ইয়ুরোপীয়েরা বলপূর্ব্বক আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগকে অর্ণবপোতে উঠাইয়া লইত, এবং আমেরিকার কৃষিব্যবসায়ী ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিত। সুতরাং, তত্তৎ প্রদেশে অর্ণবপোত উপস্থিত হইলেই, ক্রেতৃগণ দাসক্রয়ার্থে আসিত। এই সময়ে দাসদাসীর অত্যন্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল; এজন্য, ঐ জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র, ক্রেতৃগণ নৌকায় করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে, ঐ জাহাজে বিক্রয়োপযোগী দাসদাসী ছিল না; সুতরাং, তাহারা নিতান্ত হতাশ হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ইয়ারিকোকে দেখিতে পাইয়া, এক ব্যক্তি, তাহাকে ইঙ্কলের দম্পতি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাহার নিকট ক্রয়প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল অসম্মতিপ্রদর্শন করিলে, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ন্যূন মূল্যই অসম্মতির কারণ, এই বিবেচনা করিয়া, সে এক বারে অত্যন্ত অধিক মূল্যদান প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল, কোন ক্রমেই, বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। পরে সে বাসস্থান স্থির করিয়া, ইয়ারিকোকে লইয়া, তথায় গমন করিল।

ইঙ্কলের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল, অধিক উপার্জ্জনের মানসেই, সে আমেরিকায় গমন করে। কিন্তু, দৈবঘটনায়, এ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন দূরে থাকুক, প্রাণান্ত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। যত দিন অরণ্যে ইয়ারিকোর আশ্রয়ে ছিল, বাঁচিয়া স্বদেশীয় সমাজে আসিতে পারে কি না, তাহারই নিশ্চয় ছিল না; সুতরাং তৎকালে লাভালাভের ভাবনা, এক বারও, তাহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। এক্ষণে সে সকল শঙ্কা এক বারে দূরীভূত হওয়াতে, সে অনুক্ষণ এই ভাবিতে লাগিল, যদি আমি, বিপদগ্রস্ত না হইয়া, যথাকালে এই স্থানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে, এত দিন আমার কত লাভ হইত। এখন কি উপায়ে অপচয়পূরণ করিব, এই চিন্তাই বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠিল। আপাততঃ ক্ষতিপূরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, এক দিন সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি ইয়ারিকোর সহবাস না ঘটিত, তাহা হইলে আমি কোন ক্রমে সে অরণ্যে এত দিন থাকিতাম না, অবশ্যই সুযোগ করিয়া, অনেক পূর্ব্বে, এখানে আসিয়া, উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। বিবেচনা করিতে গেলে, উহার জন্যেই

আমার এত ক্ষতি হইয়াছে। সে দিবস, এক ব্যক্তি উহাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল; এক্ষণে দাসদাসীর যেরূপ আবশ্যকতা দেখিতেছি, বোধ করি, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব; তাহা হইলে, আপাততঃ অনেক ক্ষতি পূরণ হইবেক।

এই স্থির করিয়া, সমধিক মূল্য পাইয়া, ইংকল তত্রত্য এক দাসবণিকের নিকট বিক্রয় করিল। ইয়ারিকো, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে লাগিল। ইংকল তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে, অন্ততঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; এমন অবস্থায় আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নয়; কাতর বচনে গলদশ্রু লোচনে এই সকল কথা বলিয়া, তাঁহার অন্তকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই রহিল; বরং গর্ভসংবাদ অবগত হইয়া, সে, দাসক্রয়বিক্রয়ের নিয়মানুসারে, ক্রেতার নিকট অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রেতা, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, ক্রীতদাসী লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

মহানুভবতা

ইটালির অন্তঃপাতী জেনোয়া প্রদেশের রাজশাসনকার্য্য সাধারণতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। কিন্তু, তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তেই সচরাচর শাসনকার্য্য ন্যস্ত থাকিত। সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অধিপত্য করিতেন, এবং স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের হিতসাধন পক্ষে যাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না; এজন্য, উভয় পক্ষের মধ্যে সর্ব্বদা বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। ফলতঃ, উভয় পক্ষই, সুযোগ পাইলে, পরস্পর অহিতচিন্তনে ও অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ করিয়া, সাধারণ লোকে কতিপয় স্বপক্ষীয় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভারার্পণ করাতে, তাঁহারাই জেনোয়াসমাজের রাজশাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধানের নাম য়ুবর্টো। তিনি অতি দীনের সন্তান, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক, বিলক্ষণ সম্পন্ন ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন।

কিছু দিন পরে, সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সাধারণ লোকদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, পুনরায় আপনাদের হস্তে সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। উত্তরকালে আর তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে পর্য্যুদস্ত হইতে না হয়, এজন্য, তাঁহারা সাধারণপক্ষীয় প্রধান ও ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের দমন করিতে আরম্ভ করিলেন; সর্ব্বপ্রধান য়ুবর্টোকে, সর্ব্বতন্ত্রবিদ্রোহী বলিয়া, অবরুদ্ধ করাইলেন। এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত য়ুবর্টো প্রধান বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। সম্ভ্রান্ত-পক্ষীয় এডর্ণোনামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারক ছিলেন, তিনি বিচারাসন হইতে গর্ব্বিত বাক্যে য়ুবর্টোকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুই অতি নীচের সন্তান; কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিয়া, তোর এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছিল যে তুই, আপন পূর্ব্বতন অবস্থা বিস্মরণপূর্ব্বক, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ ও অবমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলি; কিন্তু তাঁহারা তোর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন; তোর যেমন অপরাধ তদপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিয়া, তোরে কেবল পূর্ব্বতন অবস্থায় স্থাপিত ও জেনোয়ার অধিকার হইতে নির্বাসিত করিলেন।

এইরূপ গর্ব্বিত ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, য়ুবর্টো কোনপ্রকার ঔদ্ধত্য বা কোপচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না; বিচারকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, কিন্তু এডর্ণোকে এইমাত্র কহিলেন, আপনি আমার প্রতি যে সকল পুরুষ ভাষা প্রয়োগ করিলেন, হয় ত ইহার নিমিত্ত আপনাকে উত্তর কালে অনুতাপ করিবে হইবেক। অনন্তর, তিনি নেপল্‌স প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য কতিপয় বণিক্‌ তাঁহার নিকট ঋণী ছিল; তাহারা, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিল। এই রূপে কিছু অর্থ হস্তগত হওয়াতে, তিনি এক সন্নিহিত দ্বীপে গমন করিলেন, এবং তন্মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক, পুনর্বার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা, ও পরিশ্রমের গুণে অল্প দিনের মধ্যে বিলক্ষণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

বিষয়কার্য্যের অনুরোধে, য়ুবর্টো সর্ব্বদা যে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, তন্মধ্যে টিউনিস নগর মুসলমানদের অধিকৃত। মুসলমানেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিষম বিদ্বেষী; তৎকালে উহাদের এই রীতি ছিল, যুদ্ধে পরাজিত খৃষ্টীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনিত, এবং তাহাদিগকে দাস ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ

করিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগের ন্যায়, অতি নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিত। একদা য়ুবর্টো, এই নগরে গিয়া, তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক অল্পবয়স্ক খৃষ্টীয় দাস পথের ধারে মাটি কাটিতেছে; তাহার দুই চরণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ; তদীয় আকার প্রকার দেখিয়া, ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল; যে কষ্টসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, সে কোন ক্রমেই তাহা করিতে পারিতেছে না; এক এক বার কর্ম্ম করিতেছে, এক এক বার বিরত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জন করিতেছে।

এই ব্যাপার দর্শনে, য়ুবর্টোর অন্তঃকরণে সাতিশয় দয়ার উদয় হইল। তিনি ইটালিক ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে স্বদেশীয়ভাষাশ্রবণে স্বদেশীয়জ্ঞানে, তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, এবং শোকাকুল বচনে আপন দুরবস্থা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, সে কহিল, আমি জেনোয়ার প্রধান বিচারক এডর্ণোর পুত্র।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, নির্বাসিত বণিক্ চকিত হইয়া উঠিলেন, তৎকালে ভাবগোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, তদীয় আলয়ে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কি লইয়া এই খৃষ্টীয় যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন। তিনি কহিলেন, আমার এরূপ বোধ আছে, ঐ যুবক ধনবান লোকের সন্তান, এজন্য আমি পাঁচসহস্র টাকার ন্যূনে ইহাকে ছাড়িয়া দিব না। য়ুবর্টো, তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা দিয়া, সেই যুবকের দাসত্বমোচন করিলেন।

এই রূপে আপন অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াতে, তিনি আন্তরিক পরিতোষলাভ করিলেন, এবং অবিলম্বে এক ভৃত্য ও এক উত্তম পরিচ্ছদ সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অহে যুবক! তুমি স্বাধীন হইয়াছ, আর তোমায় মুসলমানদিগের দাসত্ব করিতে হইবে না। এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে তদীয়শৃঙ্খলমোচন পূর্ব্বক, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিলেন। সে, চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া, এই সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিল, এবং সে যে যথার্থই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার এরূপ প্রতীতি জন্মিল না। কিন্তু যখন য়ুবর্টো, আপন আবাসে

লইয়া গিয়া, তাহার প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে সকল সংশয় অপসারিত হইল। সেই যুবক, য়ুবর্টোর এই অসাধারণ দয়ার কার্য্য ও অলোকসামান্য সৌজন্য দর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইয়া, তদীয় আবাসে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিল।

কিছু দিন পরেই, এক জাহাজ ইটালি যাইতেছে জানিতে পারিয়া, য়ুবর্টো সেই যুবককে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া অবধারিত করিলেন। প্রস্থানকালে, তিনি তাহাকে, পাথেয়ের উপযোগী অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করিয়া, কহিলেন, বৎস! তোমার উপর আমার এমনই স্নেহ জন্মিয়াছে যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার কোন মতে ইচ্ছা হইতেছে না; তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন এবং অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, কেবল এই অনুরোধে আমি তোমায় তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি, নতুবা আমি তোমায় অন্ততঃ আর কিছু দিন আমার নিকটে রাখিতাম। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া, জনক জননীর শোকাপনোদন ও আনন্দবর্দ্ধন কর। এই বলিয়া, একখানি পত্র তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, য়ুবর্টো কহিলেন, এই পত্রখানি তোমার পিতাকে দিবে।

সেই যুবক, তদীয় স্নেহ, সদাশয়তা ও অমায়িকতার আতিশয্যদর্শনে, মুগ্ধ হইয়া কহিল মহাশয়! আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ কখন কাহারো প্রতি সেরূপ করে না; আপনকার স্নেহ ও দয়া যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবেক, আমি এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না; প্রার্থনা এই, আপনি যেন এ চিরক্রীত অধীনকে বিস্মৃত না হন। এই বলিয়া, সে, অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিল। য়ুবর্টো, স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গলদশ্রু লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন; যুবক অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বহু দিন পুত্রের কোন উদ্দেশ না পাইয়া, স্থির করিয়াছিলেন, সে নিঃসন্দেহ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; সুতরাং, তাহারা পুনর্দর্শনবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই যুবক সহসা

তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা চমৎকৃত ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং উভয়েই, এক কোলে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রভূত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ; তিন জনেই কিয়ৎ ক্ষণ জড়প্রায় হইয়া রহিলেন, কাহার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। অনন্তর, এডর্ণো ও ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! তুমি এত দিন কি রূপে কোথায় ছিলে, বল। তখন সেই যুবক, যেরূপে অবরুদ্ধ ও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার সবিস্তর বর্ণন করিলে, এডর্ণো বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিলেন, কোন্ মহানুভব, তোমায় দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, আমাদিগকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন, বল। সে কহিল, এই পত্র পাঠ করিলে সকল অবগত হইতে পারিবেন।

এডর্ণো, ব্যস্ত হইয়া, সেই পত্রের উদ্ঘাটন করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই, আপনি যে পাপিষ্ঠ নীচের সন্তানকে, যৎপরোনাস্তি গর্ব্বিত বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া, সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক, নির্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই নরাধম আপনকার একমাত্র পুত্রকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া এডর্ণো, পূর্ব্বকৃত নিজ নৃশংস আচরণ ও য়ুবর্টোর অসাধারণ দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন, এ উভয়ের তুলনা করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া য়ুবর্টোর স্নেহ, দয়া ও সৌজন্যের সবিস্তর বর্ণন করিতে লাগিল। এ ঋণের পরিশোধ নাই বুঝিতে পারিয়া, এডর্ণো, সাধ্যানুসারে প্রত্যুপকারকরণে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং যাবতীয় সম্ভ্রান্তদিগকে সম্মত করাইয়া, য়ুবর্টোকে পত্র লিখিলেম আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিয়াছেন ; আপনি আমার পূর্ব্বাপরাধ মার্জনা করিয়া, আমায় বন্ধু বলিয়া গণনা করিবেন। আপনকার পক্ষে যে নির্বাসনের আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে ; এক্ষণে, আপনি অনায়াসে জেনোয়ায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

অল্প দিনের মধ্যেই, য়ুবর্টো জেনোয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অপত্যস্নেহের একশেষ

আমেরিকার অন্তঃপাতী চিলিনামক জনপদে সান্‌ফরনাণ্ডো নামে এক নগর আছে। ষাটি বৎসরের অধিক অতীত হইল, তথায় স্পেনদেশীয় মিসনরিদিগের এক আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ মহোদয়ের এক ব্যবসায় ছিল, তিনি অস্ত্রধারী ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অসহায় আদিম নিবাসীদিগের শিশু সন্তান হরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে খৃষ্টান করিয়া, দাসের ন্যায়, সজাতীয়বর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিতেন।

একদা, তিনি ঐ উদ্দেশে জলপথে প্রস্থান করিলেন; এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, নৌকাবন্ধনের আদেশ দিলেন; ভৃত্যদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া, শিশুসংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং সেই নৌকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদীয় ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে এক কুটীর দেখিতে পাইল। তাহারা অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনাদর্শনে, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল, দেখিল, এক নারী আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, আর তাহার দুটি শিশু সন্তান সমীপদেশে ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ নারী দর্শনমাত্র, তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় সন্তানদ্বিতয় লইয়া, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্রধারী মিসনরিভৃত্যেরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। একে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহাতে আবার ক্রোড়ে দুই সন্তান, সুতরাং পলায়ন দ্বারা সেই অনুসরণকারী দস্যুদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। সে কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই ধৃত ও সন্তানদ্বয়সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক নদীতীরে নীত হইল। মিসনরি মহোদয়, নৌকায় অবস্থিত হইয়া, উৎসুক চিত্তে স্বীয় ভৃত্যদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে শিশুদ্বয়সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত দেখিয়া, প্রীত মনে ও প্রফুল্ল বদনে প্রশংসাবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সেই স্ত্রীর স্বামী ও দুই তিনটি অধিকবয়স্ক সন্তান মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিয়াছিল; তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে, এবং হয়ত, আর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে না, এই শোকে কাতর হইয়া, সে আর্ত্তনাদ, রোদন ও নৌকারোহণে অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে, মিসনরি মহোদয় স্বীয় ভৃত্যদিগকে এই আদেশ দিলেন, উহারে বলপূর্ব্বক নৌকায়

আরোহণ করাও। তদনুসারে তাহারা বলপ্রদর্শন আরম্ভ করিলে, ঐ স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, বাধাদানে বিরত হইল। যদি সে অতঃপরও নৌকারোহণে অসঙ্গতি প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ, উহার প্রাণবধ করিয়া, দুই শিশুকে নৌকায় লইয়া যাইত।

অবশেষে, সেই হতভাগা নারী শিশু সন্তান সহিত নৌকায় আরোহিত ও মিসনরির আশ্রমে নীত হইল। স্থলপথে গেলে অনায়াসে পথ চিনতে পারা যায়, সুতরাং সে পলাইয়া পুনরায় আপন আলয়ে আসিতে পারে, এই আশংকায়, মিসনরি মহোদয় উহাদিগকে জলপথে লইয়া গেলেন। স্বামী ও অবশিষ্ট সন্তানদিগের অদর্শনে, সেই স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে অতি প্রবল শোকানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সে, আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক, উন্মত্তার ন্যায় কালক্ষেপ করিতে, এবং মধ্যে মধ্যে, দুই সন্তান লইয়া, আপন আবাস উদ্দেশে পলায়ন করিতে লাগিল; সতর্ক মিসনরিভৃত্যেরাও, প্রতিবারেই তাহাকে ধরিয়া আশ্রমে আনিতে লাগিল।

অবশেষে, মিসনরি মহোদয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তদীয় আদেশক্রমে, তাঁহার ভৃত্যেরা এক দিন ঐ স্ত্রীলোককে নিতান্ত নির্দয় প্রহার করিল। অনন্তর, তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন, উহার পুত্রেরা এখানে থাকুক, উহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠান যাউক। তদনুসারে, সে একাকিনী আতাবাপো নদীর তীরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরিত হইল। মিসনরিভৃত্যেরা, হস্তবন্ধনপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করাইয়া, তাহাকে ঐ আশ্রমে লইয়া চলিল। সে, আমায় কি অভিপ্রায়ে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না; কিন্তু, ইহা বুঝিতে পারিল, অনেক দূরে লইয়া যাইতেছে; অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে, আর আমি আবাসে আসিতে, এবং পতিদর্শন ও পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিতে পাইব না; সেই জন্যই ইহারা আমায় এরূপে স্থানান্তরিত করিতেছে।

এই সমস্ত ভাবিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া, ঐ স্ত্রীলোক, অকস্মাৎ আবির্ভূত প্রভূত বল সহকারে, হস্তের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক, ঝম্প প্রদান করিল এবং সন্তরণ করিয়া নদীর অপর পারে চলিল। স্রোতের প্রবলতা বশতঃ, অনেক দূরে ভাসিয়া গিয়া, সে তীরবর্ত্তী গণ্ডশৈলের পাদদেশে সংলগ্ন হইল। ঐ গণ্ডশৈল, এই ঘটনা প্রযুক্ত, অদ্যাপি মাতৃশৈল নামে প্রসিদ্ধ আছে। সে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া,

অরণ্য প্রবেশপূর্ব্বক, লুকাইয়া রহিল। তদ্দর্শনে নৌকাস্থিত মিসনরি, সাতিশয় কুপিত হইয়া, ঐ পর্বতের নিকট নৌকা লাগাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। নৌকা সেই স্থানে লগ্ন হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ভৃত্যেরা, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, দেখিতে পাইল, সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, গণ্ডশৈলের পাদদেশে মৃতবৎ পতিত আছে। তাহারা, তাহাকে উঠাইয়া নৌকায় প্রত্যানয়ন ও যৎপরোনাস্তি প্রহারপূর্ব্বক, তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে লইয়া দৃঢ় রূপে বন্ধন করিল এবং জাবিতানামকস্থানবাসী মিসনরিদিগের আশ্রমে লইয়া চলিল।

জাবিতায় নীত হইয়া, সেই স্ত্রীলোক এক গৃহে রুদ্ধ রহিল। এই স্থান সান্‌ফরনাণ্ডো হইতে চল্লিশ ক্রোশ বিপ্রকৃষ্ট; মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ গভীর অরণ্য দ্বার পরিবৃত; সেই অরণ্য দুষ্প্রবেশ ও দুরতিক্রম বলিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত তত্রত্য লোকমাত্রের বোধ ও বিশ্বাস ছিল। কেহ কখন স্থলপথে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা করিত না। ফলতঃ, যাতায়াতের পক্ষে জলপথ ভিন্ন উপায়ান্তর পরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ, বর্ষাকাল। বর্ষাকালে ঐ প্রদেশে গগনমণ্ডল নিরন্তর নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকে; রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে সবাবৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি বা বস্তু, সম্মুখে থাকিলেও, লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। ঈদৃশ প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, অতিদুঃসাহসিক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, স্থলপথে জাবিতা হইতে সান্‌ফরনাণ্ডোপ্রস্থানে উদ্যত হইতে পারে না।

কিন্তু, সুতবিরহবিধুরা জননীর পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণনীয় নহে। সেই হতভাগা নারী এই চিন্তা করিতে লাগিল, আমার পুত্রেরা সান্‌ফরনাণ্ডোতে রহিল; আমি তাহাদের বিরহে, একাকিনী এখানে থাকিয়া, কোন, ক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না; তাহারাও, আমার অদর্শনে শোকাকুল হইয়া, নিঃসন্দেহ, প্রাণত্যাগ করিবেক; অতএব, আমি অবশ্য তাহাদের নিকটে যাইব, এবং যে রূপে পারি, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের পিতার নিকটে লইয়া যাইব। তিনি আবাসে আসিয়া, আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কতই বিলাপ ও কতই পরিতাপ করিতেছেন, আমরা অকস্মাৎ কোথায় গেলাম, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ কতই অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, হতবুদ্ধি

ও ম্রিয়মাণ হইয়া, যার পর নাই অসুখে ও দুর্ভাবনায় কালহরণ করিতেছেন। পুত্রেরাও মাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অহোরাত্র হাহাকার করিতেছে।

সেই স্ত্রীলোকের পালাইবার কোন আশঙ্কা নাই, এই ভাবিয়া, আশ্রমবাসীরা তাহার রক্ষণবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ রাখে নাই ; আর প্রহার ও দৃঢ় বন্ধন দ্বারা তাহার হস্তদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, এজন্য আশ্রমের পরিচারকেরা, কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে, তাহার হস্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। সে, পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, দন্ত দ্বারা হস্তের বন্ধনপূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করিয়া, সান্ ফরনাণ্ডো উদ্দেশে প্রস্থান করিল, এবং চতুর্থ দিবস প্রত্যুষে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে কুটীরে তাহার পুত্রদিগকে রুদ্ধ করিয়াছিল, উহার চতুর্দিকে, উন্মত্তার প্রায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

এই হতভাগা নারী যেরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার সমাধান করিয়াছিল, অসাধারণ বলবান্ ও অত্যন্ত সাহসী পুরুষেরাও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বর্ষাকালে তাদৃশ দুষ্প্রবেশ দুরতিক্রম হিংস্রজন্তুপরিবৃত অরণ্য অতিক্রম করা কোন ক্রমে সহজ ব্যাপার নহে। প্রহারে ও অনাহারে সে নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়াছিল ; বর্ষার প্রাবল্যনিবন্ধন জলপ্লাবন হওয়াতে, সেই অরণ্যের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়াছিল ; মধ্যে মধ্যে সন্তরণ দ্বারা বহুসংখ্যক নদীও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই চারি দিন কি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিলি, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিয়াছিল, অত্যন্ত ক্ষুধা ও ক্লান্তি বোধ হইলে, অন্য কোন আহার না পাইয়া, যে সকল বৃহৎ কাল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বৃক্ষে উঠে, তাহাই ভক্ষণ করিতাম।

অপত্যস্নেহের অনির্বচনীয় প্রভাব !!!

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, আশ্রমবাসীরা সেই স্ত্রীলোককে প্রত্যাগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে তাহাকে আশ্রমের অধ্যক্ষ মিসনরি মহোদয়ের নিকটে লইয়া গেল। তিনি দেখিয়া, অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, কি জন্যে ও কি রূপে সে তথায় উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। শুনিয়া, মিসনরি মহাপুরুষের

অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইল না। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অধিকতর-দূরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন ; মিসনারিভৃত্য-দিগের নির্দয় প্রহার ও অরণ্যে কণ্টকাবৃত স্থান অতিক্রম দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহার শোষণের নিমিত্তও ঐ পাপীয়সীকে, দুই চারি দিন, সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতে দিলেন না।

অরুনোকোনদীতীরে মিসনরিদিগের যে আশ্রম ছিল, ঐ হতভাগা নারী অবিলম্বে তথায় প্রেরিত হইল ; আর, যে পুত্রদিগের স্নেহের বশীভূত, হইয়া এত কষ্ট ও এত যাতনা সহ্য করিয়াছিল, এক বার এক ক্ষণের জন্যে, তাহাদের মুখ দেখিতে পাইল না। এই আশ্রমে নীত হইয়া, সে নিতান্ত হতাশ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইল, এবং এক বারেই আহারত্যাগ ও কতিপয় দিবসেই প্রাণ-ত্যাগ করিল।

দয়ালুতা ও ন্যায়পরতা

জর্ম্মনির সম্রাট্ দ্বিতীয় জোজেফের এই রীতি ছিল, সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রাজধানীর উপশল্যে, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। একদা, এক দীন বালক, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে সাহসী হইয়া, সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া জানিত না, এক জন সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিল, মহাশয় ! আপনি কৃপা করিয়া আমায় কিছু ভিক্ষা দেন। সম্রাট্ অত্যন্ত দয়ালুস্বভাব, এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক ! তোমার আকার প্রকার ও প্রার্থনাপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি অতি অল্প দিন ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

এই কথা শ্রবণমাত্র, বালক কহিল, মহাশয় ! আমি, ইহার পূর্ব্বে কখন কাহার নিকট ভিক্ষা করি নাই ; আমাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ও বিপদ ঘটিয়াছে। এজন্য আজি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। অলপ দিন হইল, আমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে ; আমাদের কেহ সহায় নাই, এবং নির্বাহের কোন উপায় নাই ; আমরা দুই সহোদর, আমি জ্যেষ্ঠ ; আমাদের জননী আছেন, তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে

তোমার জননীর চিকিৎসা করিতেছে। বালক কহিল, মহাশয়! তিনি বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া আছেন; চিকিৎসককে দিতে, অথবা চিকৎসক যে ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন তাহা কিনিতে পারি, আমাদের এমন সঙ্গতি নাই; সেই জন্যেই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

দীন বালকের মুখে দুরবস্থাবর্ণন শ্রবণ করিয়া, সম্রাটের হৃদয়ে প্রভূত কারুণ্যরস উচ্ছলিত হইল। তিনি শোকপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, সেই বালকের বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলেন এবং তাহার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্বক কহিলেন, তুমি সত্বর তোমার জননীর নিমিত্ত চিকিৎসক লইয়া যাও, কোন খানে বিলম্ব করিও না। বালক, মুদ্রালাভে প্রফুল হইয়া, চিকিৎসক আনিবার নিমিত্ত, দ্রুত বেগে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, সম্রাট্, অন্বেষণ করিতে করিতে, সেই বালকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং দর্শনমাত্র বুঝিতে পারিলেন, বালক যেরূপ বর্ণন করিয়াছিল, তাহাদের দুরবস্থা তদপেক্ষা অনেক অধিক; দেখিলেন, তাহার জননী শয্যাগত আছে; আর একটি শিশু সন্তান, নিতান্ত অশান্ত হইয়া, তাহার পার্শ্বে রোদন ও উৎপাত করিতেছে। তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, চিকিৎসাব্যবসায়ী বলিয়া, আপন পরিচয় দিলেন, এবং অত্যন্ত সদয় ভাবে, মৃদু বচনে, তাহার পীড়ার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে লাগিলেন।

তদীয় সদয় ভাব অবলোকন ও কোমল সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক কহিল, মহাশয়! কয়েক দিবস অবধি আমার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি পীড়া অপেক্ষা দুরবস্থায় অধিক অভিভূত হইয়াছি; আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়ে আপনকার নিকটে কি পরিচয় দিব। অল্প দিন হইল, স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; যাহা কিছু সংস্থান ছিল, অমুক বণিক দেউলিয়া হওয়াতে, সমস্ত লোপ পাইয়াছে; আমার দুটি সন্তান, দুটিই শিশু; উহাদের প্রতিপালনের কোন উপায় নাই; বিশেষতঃ, আমার উৎকট রোগ জন্মিয়াছে, অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, সুতরাং ত্বরায় আমার প্রাণত্যাগ হইবেক; তখন, এই দুই হতভাগ্যের কি দশা ঘটিবেক, সেই ভাবনায় আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছি; বড় পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল, সে আমার চিকিৎসার নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে গিয়াছে।

এই অনাথ পরিবারের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, সম্রাট অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কহিলেন, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার এ দুরবস্থা অধিক দিন থাকিবেক না, ত্বরায় তোমার রোগশান্তি দুঃখশান্তি হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তুমি আমায় একখণ্ড কাগজ দাও, তোমার অবস্থানুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছি। অন্য কাগজ ছিল না, এজন্য স্ত্রীলোক, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পড়িবার পুস্তকের প্রান্তভাগে যে কাগজ ছিল, তাহাই ছিন্ন করিয়া তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, লিখন সমাপন করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, এবং আমি যে ব্যবস্থা করিলাম, উহাতেই তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবে, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট্ বহির্গত হইবার অব্যবহিত পর ক্ষণেই, তাহার পুত্র চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া গৃহপ্রবেশ করিল, এবং আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, জননীকে সম্ভাষণ করিয়া, কহিতে লাগিল, মা! তুমি আর ভাবনা করিও না, আমি টাকা পাইয়াছি ও চিকিৎসক আনিয়াছি। পুত্রের আহ্লাদদর্শনে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; সে পুত্রকে পার্শ্বে বসাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং কহিল, বৎস! তোমার যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতিশয় মাতৃবৎসল; জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবী ও নিরাপদ করুন। এই বলিয়া, কহিল, আর চিকিৎসক না হইলেও চলিত; ইতিপূর্ব্বে এক জন আসিয়াছিলেন; তিনি অত্যন্ত দয়ালু, ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছেন; আমায় অনেক উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়া, এইমাত্র চলিয়া গেলেন।

এই কথা শুনিয়া, পুত্রের আনীত চিকিৎসক সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, দেখি। সে কহিল, আমার কোন আপত্তি নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে দেখুন। তখন তিনি, সেই কাগজ হস্তে লইয়া, সম্রাটের স্বাক্ষরদর্শনে চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, আজি তোমার কি সৌভাগ্যের দিন, বলিতে পারি না; আমার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তিনি অন্যবিধ চিকিৎসক; তিনি তোমার পক্ষে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আমার সেরূপ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা নাই; তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা তোমার যেরূপ উপকার দর্শিবেক, আমার ব্যবস্থায় কোন ক্রমেই সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। অধিক কি বলিব, আজি অবধি তোমার দুরবস্থার অবসান হইল।

যিনি তোমার আলয়ে আসিয়াছিলেন, তিনি চিকিৎসক বা সামান্য ব্যক্তি নহেন ; জর্ম্মনির সম্রাট্ পরম দয়ালু দ্বিতীয় জোজেফ ; তিনি, তোমার দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, এই কাগজে তোমাকে অনেক টাকা দিবার অনুমতি লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রবণমাত্র, সেই স্ত্রীর ও তাহার পুত্রের অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। তাহারা উভয়েই, সম্রাটের দয়া ও সৌজন্যের একশেষদর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল ; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদবচনে জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার অচল রাজ্য ও দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই অতর্কিত আনুকূল্য লাভ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক ত্বরায় রোগমুক্ত হইল, এবং সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

আর এক দিন, সম্রাট্ রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, এক দীন বালিকা, সেই পথ দিয়া, আপনার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছে। সে সম্রাট্কে চিনিত না, সুতরাং তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার সম্মুখ দিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে অত্যন্ত দুরাবস্থায় পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহাকে, সদয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে ! কিজন্য তোমায় বিবর্ণ ও বিষণ্ণ দেখিতেছি, বল।

এই সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বালিকা দণ্ডায়মান হইল, এবং কহিতে লাগিল, মহাশয় ! কিছু দিন হইল, আমি পিতৃহীন হইয়াছি ; আমাদের এরূপ দুরবস্থা যে, দিনপাত হওয়া কঠিন ; আমার জননী অসুস্থ হইয়াছেন, তাঁহার পথ্য ও ঔষধের নিমিত্ত আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে আমার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছি ; আমার আর বস্ত্র নাই ; আজি ইহা বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ চলিবে, কালি কি উপায় হইবেক, এই ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছি ; বোধ হয়, পথ্য ও ঔষধের অভাবে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক।

এই বলিবামাত্র, সেই বালিকার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল ; অনন্তর, শোকসংবরণ করিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয় ! যদি এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায়

বিচার থাকিত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না ; আমার পিতা বহু কাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে কর্ম্ম নির্বাহ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ ন্যায়বান হইলে, তিনি সবিশেষ পুরস্কার পাইতে পারিতেন ; পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, যখন তিনি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন সম্রাট্ তাঁহার কোন সংবাদ লইলেন না। তিনি অর্থাভাবে, শেষ দশায়, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সম্রাট্ শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইলেন, এবং তাহাকে সান্ত্বনা-প্রদানার্থে কহিলেন, তুমি সম্রাটের উপর যে দোষারোপ করিতেছ, তাহা বোধ হয় বিচারসিদ্ধ নহে ; তাঁহার উপর তোমাদের যে দাওয়া আছে, হয় ত তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই ; তাঁহাকে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতে হয় ; তোমার পিতার দুরবস্থার বিষয় তাঁহার গোচর হইলে, অবশ্যই তিনি সমুচিত বিবেচনা করিতেন। এক্ষণে তোমায় পরামর্শ দিতেছি, সবিশেষ সমস্ত বিবরণ লিখিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনাপত্র প্রদান কর।

এই কথা শুনিয়া, বালিকা কহিল, মহাশয় ! আপনি প্রার্থনাপত্রপ্রদানের পরামর্শ দিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের উপকারের কোন প্রত্যাশা নাই ; আমাদের কেহ সহায় নাই ; দুঃখীর পক্ষে অনুকূল কথা বলে, এমন লোক দেখিতে পাই না ; যদি আমাদের সম্পত্তি থাকিত, অনেকে আমাদের আত্মীয় হইত ও সহায়তা করিত ; আমাদের মত লোকের প্রার্থনা সম্রাটের গোচর হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তখন সম্রাট্ কহিলেন, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না ; সম্রাটের নিকট আমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্যানুসারে তোমাদের সহায়তা করিব ; আর বোধ করি, যাহাতে তোমাদের পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, আমি তাহা করিতে পারিব।

ইহা কহিয়া, তিনি সেই বালিকার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার বস্ত্রবিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই, গৃহে গমন কর ; তুমি দুই দিবস পরে, রাজবাটীতে গিয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে ; ইতিমধ্যে আমি তোমাদের বিষয়ে চেষ্টা দেখিব, এবং কত দূর করিতে পারি, তাহা তোমাকে জানাইব ; তুমি ঐ দিন অবশ্য আমার নিকটে যাইবে, কোন মতে অন্যথা করিবে না। এই বলিয়া, তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, এবং তাহাকে আশ্বাসিত

হইতে কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

বালিকা, তাঁহার এইরূপ নিরুপাধি দয়া ও অসামান্য সৌজন্য দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইল, এবং আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কিয়ৎ ক্ষণ তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল ; পরে, তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গৃহপ্রতিগমনপূর্ব্বক, আপন জননীর নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল।

সম্রাট্, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই, উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, বালিকা যাহা কহিয়াছিল, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। বালিকা ও তাহার জননী যে অকারণে এত দিন কষ্টভোগ করিতেছে, এবং তাহার পিতাও যে শেষ দশায় ক্লেশভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এজন্য তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, তাহাদের উভয়কে রাজবাটীতে আনাইলেন। সেই বালিকার পিতা যত বেতন পাইতেন, তৎসমান পেন্সন্ প্রদানের আদেশ দিয়া, তিনি তাহাদিগকে বিনীত ভাবে কহিলেন, যথাকালে পেনসন্ না পাওয়াতে, তোমাদিগকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে, সে জন্য আমি তোমাদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি ; তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগকে ক্লেশ দিই নাই। যদি, তোমাদের পরিচিতের মধ্যে, কাহার পক্ষে কোন অন্যায় ঘটিয়া থাকে, এই প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা তাহাদিগকে আমায় জানাইতে কহিবে।

এই বলিয়া, সম্রাট্ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং তদবধি এই নিয়ম করিলেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তিন সপ্তাহের মধ্যে অমুক দিন প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং যাঁহার যে প্রার্থনা বা অভিযোগ থাকে, তিনি সেই সময়ে তাঁহাকে জানাইতে পারিবেন।

বেতালপঞ্চবিংশতি

বিজ্ঞাপন

কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ, কোনও কোনও অংশ এরূপ দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইয়া উঠে না। তৎপরিবর্ত্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুত মেজর জি টি. মার্শল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচীসীনামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।

যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, বেতালপঞ্চবিংশতি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ, দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্য্যবসিত হয়।

প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুস্তকের অসম্ভাব হইয়াছে। কিন্তু, কোনও কোনও কারণবশতঃ, আমি পুনর্ম্মুদ্রাকরণে এ পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ ছিলাম। পরিশেষে, গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে, দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। যে যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে, এবং অশ্লীল পদ, বাক্য, ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বেতালপঞ্চবিংশতি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

১০ই ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৭।

উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার পূর্ব্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন; এবং, ক্রমে ক্রমে, নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।

একদা, রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমায়, নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া, অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত-চিন্তার ভার দিয়াছেন। আমি, আত্মসুখে নিবৃত্ত হইয়া, তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণ মাত্রও দৃষ্টিপাত করি না; কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, অন্ততঃ এক বারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব আমি, প্রচ্ছন্ন বেশে পর্য্যটন করিয়া, প্রজাগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব। অনন্তর তিনি, নিজ অনুজ ভর্তৃহরির হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বহু কাল, অতিকঠোর তপস্যা করিতে-ছিলেন। তিনি, আপন উপাস্য দেবতার নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে আসিয়া, স্বীয় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, দেবতা, তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, আজ আমায় এই ফল দিয়াছেন; বলিয়াছেন, ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয়। ব্রাহ্মণী শুনিয়া, অতিশয় খেদ করিয়া, কহিলেন, হায়! অমর হইয়া, আর কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিবে। তুমি, কি সুখে, অমর হইবার অভিলাষ কর, বুঝিতে পারিতেছি না। বরং, এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে, সাংসারিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয়।

গৃহিণীর এই আক্ষেপবাক্য শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি

তৎকালে, না বুঝিয়া, এই দেবদত্ত ফল লইয়াছিলাম ; এক্ষণে, তোমার কথা শুনিয়া, আমার চৈতন্য হইল। এখন তুমি যেরূপ বলিবে, তাহাই করিব। ব্রাহ্মণী কহিলেন, এই ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়া, ইহার পরিবর্ত্তে, পারিতোষিক স্বরূপ, কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইস ; তাহা হইলে, অনায়াসে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং, যথাবিধি আশীর্ব্বাদপ্রয়োগের পর, দেবদত্ত ফলের গুণব্যাখ্যা ও পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের প্রকৃতিরূপে বর্ণন করিয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি, এই ফল লইয়া, আমায় কিছু অর্থ দেন। আপনি চিরজীবী হইলে, সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল। রাজা, ফল গ্রহণ করিয়া, লক্ষমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন এবং, নিতান্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ, মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তির চির জীবন ও স্থির যৌবন হইলে, আমি যাবজ্জীবন সুখী হইব, তাহাকেই এই ফল দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফলপ্রদান করিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ; এই ফল খাও, চিরজীবিনী ও স্থিরযৌবনা হইবে। রাজ্ঞী, নিরতিশয় আহ্লাদপ্রদর্শন পূর্ব্বক, ফলগ্রহণ করিলেন। রাজা প্রীত মনে, সভায় প্রত্যাগমন করিয়া, অমাত্যবর্গের সহিত রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর নগরপাল রাজমহিষীর সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল ; তিনি, ঐ ফলের গুণব্যাখ্যা করিয়া, তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নগরপাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত ; সে, তাহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক, ঐ ফলের সবিশেষ গুণবর্ণন করিল। বারাঙ্গনা, ফল পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি অতি অধম জাতি, কুক্রিয়া দ্বারা উদরপূর্ত্তি করি ; আমার চিরজীবনী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, এই ফল রাজাকে দেওয়া উচিত ; রাজ চিরজীবী হইলে অসংখ্য লোকের মঙ্গল হইবেক। অনন্তর, রাজার নিকটে গিয়া, বারবনিতা, বিনয় পূর্ব্বক, নিবেদন করিল, মহারাজ! আমি এই এক অপূর্ব্ব ফল পাইয়াছি ; ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয় ; এই ফল আপনকার যোগ্য ; আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা, অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং ফল

লইয়া, পুরস্কারপ্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি ; ইহা কিরূপে বারঙ্গনার হস্তগত হইল। পরে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং, সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই ; অতএব বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে। অতএব, সংসারযাত্রায় বিসর্জন দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই ; চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।

অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন, ভক্ষণ করিয়াছি। রাজা, সাতিশয় বিরাগপ্রদর্শন পূর্ব্বক, সেই ফল দেখাইলেন। রাণী, এক কালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না। রাজা ভর্ত্তৃহরি, অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, প্রক্ষালন পূর্ব্বক ফলভক্ষণ করিলেন এবং, রাজ্যাধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া, একাকী অরণ্যে গিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য রহিল। দেবরাজ, উজ্জয়িনীর অরাজকসংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র, এক যক্ষকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যক্ষ, সাতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক, অহোরাত্র নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই, দেশে বিদেশে প্রচার হইল রাজা ভর্ত্তৃহরি, রাজত্বপরিত্যাগ পূর্ব্বক, বনপ্রস্থান করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি অর্দ্ধরাত্র সময়ে, নগরে প্রবেশ করিতেছেন ; এমন সময়ে নগররক্ষক যক্ষ আসিয়া নিষেধ করিয়া কহিল, তুই কে, কোথায় যাইতেছিস, দাঁড়া, তোর নাম কি বল। রাজা কহিলেন, আমি বিক্রমাদিত্য, আপন নগরে যাইতেছি ; তুই কে, কি নিমিত্তে আমার গতিরোধ করিতেছিস, বল।

যক্ষ কহিল, দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগরের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে, আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না। অথবা, যদি তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পরে নগরে যাইতে দিব। রাজা শ্রবণ মাত্র, বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত

হইলেন। যক্ষও তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা, যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল, মহারাজ তুমি আমাকে পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও; আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুই বাতুল, নতুবা এরূপ অসঙ্গত কথা বলিবি কেন। তুই আমায় প্রাণদান কি দিবি; আমি মনে করিলে, এখনই তোর প্রাণদণ্ড করতে পারি। যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ! যাহা কহিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ, কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরুদ্বেগে, অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া, যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন। যক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তিপরিহার পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবন সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ! শ্রবণ কর,—

ভোগবতী নগরে, চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি, এক দিবস, মৃগয়ার অভিলাষে কোন অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক তপস্বী, অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্ববান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর, তত্রত্য লোকের মুখে অবগত হইলেন, তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; বহু কাল অবধি একাকী এই ভাবে তপস্যা করিতেছেন। রাজা, সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন; এবং পর দিন, যথাকালে, রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, হে অমাত্যবর্গ! হে সভাসদগণ! আমি কল্য মৃগয়ায় গিয়া বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি; যদি কেহ তাঁহারে রাজধানীতে আনিতে পারে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা নৃপতিসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! আজ্ঞা পাইলে, আমি ঐ তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া ঐ পুত্র স্কন্ধে দিয়া আপনার সভায় আনিতে পারি। রাজা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং পরম সমাদর পূর্ব্বক, বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভারার্পণ করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগ অনুসারে, যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যোগী যথার্থই, মুদ্রিতনয়ন, অধঃশিরাঃ, ও বৃক্ষে লম্ববান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন; নিরতিশয় শীর্ণদেহ, কেহ কোন প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্দর্শনে বারযোষিৎ, সাহসা সন্ন্যাসীর সমাধি ভঙ্গ অসাধ্য জানিয়া, তদীয় আশ্রমের অনতিদূরে এক সুশোভন উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বাসভবন নির্ম্মিত করাইল এবং নানা উপায় চিন্তিয়া, পরিশেষে, যুক্তি পূর্ব্বক, মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া, ধূমপায়ী তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল। তপস্বী, রসনাসংযোগ দ্বারা মিষ্ট বোধ হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্ষণ করিলেন। বারাঙ্গনা পুনরায় দিল; তিনিও পুনরায় ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে, ক্রমাগত কতিপয় দিবস, মোহনভোগ উপযোগ করিয়া, শরীরে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে, সন্ন্যাসী, নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বারনারীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে একাকিনী এই নির্জ্জন বনস্থানে আগমন করিয়াছ। সে কহিল, আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি; সম্প্রতি, তীর্থপর্য্যটনপ্রসঙ্গে, পরম পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া, যোগাভ্যাসবাসনায়, অনতিদূরে আশ্রমনির্ম্মাণ করিয়াছি; নিয়ত তথায় অবস্থিতি করি। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে, এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, আপনকার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা, চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম। তপস্বী কহিলেন, আমি, তোমার সৌজন্য ও সুশীলতা দর্শনে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তোমার মধুর মূর্ত্তি সন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি; যেহেতু জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না। যাহা হউক, তোমার আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত, আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, ও অধিক দূরবর্ত্তী না হয়, আমায় তথায় লইয়া চল।

বারবিলাসিনী তপস্বীর অভ্যর্থনা শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য ও অতিমাত্র ব্যগ্র

হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেল, এবং সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ সমাদর পুরঃসর, নানাবিধ সুস্বাদ মিষ্টান্ন ও সুরস পানীয় প্রদান করিল। তিনি, বারানারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া, তাহার দত্ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণ ও পান করিলেন। এইরূপে, তপস্বী, ধূমপান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যোগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়া, বারবনিতার সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। বারাঙ্গনা গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। কিছুদিন অতীত হইলে পর, সে সন্ন্যাসীর নিকট নিবেদন করিল, মহাশয়! বহু দিবস অতিক্রান্ত হইল, আমরা নিরন্তর কেবল বিষয়বাসনায় কালহরণ করিলাম; এক্ষণে তীর্থযাত্রা দ্বারা দেহ পবিত্র করা উচিত।

বারবনিতা, এইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা, তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া, তাঁহার স্কন্ধে পুত্র-প্রদান পূর্ব্বক, চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল। সে রাজসভার সমীপবর্তিনী হইলে, রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া, এবং সন্ন্যাসীর স্কন্ধে পুত্র দেখিয়া, সামাজিকদিগকে বলিলেন, দেখ দেখ, যে বারনারী যোগীর আনয়ন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। আমি উহার অসম্ভব বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, এই বুদ্ধিমতী বারবনিতা চিরশুষ্ক নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়াছে। সামাজিকেরা কহিলেন, মহারাজ। যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন; এ সেই বারাঙ্গনাই বটে।

রাজা ও সভাসদ্‌গণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে, সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল। তখন তিনি, পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মা চন্দ্রভানু, ঐশ্চর্য্যমদে মত্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া, আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত, এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়; অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্ম্মফলে বঞ্চিত হইলাম। অনন্তর, ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া স্কন্ধস্থিত পুত্রকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; অন্য এক অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে, যোগসাধন করিতে

লাগিলেন, এবং কিয়ৎ কাল পরে, ঐ নরেশ্বরের মৃত্যুসাধন করিয়া, কৃতকার্য্য হইলেন।

এইরূপে, আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, যক্ষ কহিল, মহারাজ! তুমি, ও রাজা চন্দ্রভানু, আর ঐ যোগী, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে, জন্মিয়াছিলে। তুমি, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ। চন্দ্রভানু, তৈলিকগৃহে জন্মিয়া ভাগ্য ক্রমে, ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল। আর, যোগী, কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হইয়া, যত্ন পূর্ব্বক যোগসাধন করিয়া, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে বেতাল করিয়া শ্মশানবর্ত্তী শিরীষবৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে; এক্ষণে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে; ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই, উহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাও, বহু কাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। আমি, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম; তুমি এ বিষয়ে ক্ষণ মাত্রও অনবহিত থাকিবে না।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, যক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজাও শুনিয়া ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া, নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পর দিন, প্রভাতে, তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, ভৃত্যগণ ও প্রজাবর্গ, বহু দিনের পর, রাজসন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে, শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী, শ্রীফল হস্তে, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীফলপ্রদান পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া, কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া, তদুপরি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজার নিকট বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর, তিনি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি কি না। যাহা হউক, সহসা শ্রীফলভক্ষণ করা উচিত নহে। রাজা, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই শ্রীফল সাবধানে রাখিবে। সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফলপ্রদান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা, বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে, মন্দুরাসন্দর্শনার্থ গমন

করিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী, তথায় উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ শ্রীফলপ্রদান পূর্ব্বক আশীর্বাদ করিলেন। দৈবযোগে, শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে, তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও রাজবয়স্যগণ তদীয় প্রভা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কি জন্যে আমায় এই রত্নগর্ভ শ্রীফল দিলেন।

যোগী কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ, ও চিকিৎসকের নিকট রিক্ত হস্তে যাইতে নিষেধ আছে; এই জন্যে, আমি এই রত্নগর্ভ শ্রীফল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর, এক রত্নগর্ভ শ্রীফলের কথা কি কহিতেছেন, প্রতিদিন আপনাকে যে শ্রীফল দিয়াছি, সকলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ন আছে। তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদয় এই স্থানে আন। কোষাধ্যক্ষ রাজকীয় আদেশ অনুসারে, সমস্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক শ্রীফল ভাঙ্গিয়া, সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং, তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন পূর্ব্বক এক মণিকারকে ডাকাইয়া, ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এই অসার সংসার ধর্ম্মই সার পদার্থ; অতএব তুমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দাও।

এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, মণিকার কহিল, মহারাজ! আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষা করিলে, সকল বিষয়ের রক্ষা হয়; ধর্ম্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়। অতএব, আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপন জ্ঞান অনুসারে, যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিব। ইহা কহিয়া, সে প্রত্যেক রত্নের লক্ষণপরীক্ষা করিয়া কহিল, মহারাজ! বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সকল রত্নই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কোটি মুদ্রাও একেকের প্রকৃত মূল্য নহে। এ সকল অমূল্য রত্ন।

রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, সমুচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক, মণিকারকে বিদায় করিলেন এবং, হস্তদ্বারা সন্ন্যাসীর হস্তগ্রহণ করিয়া, সিংহাসনার্দ্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমার, সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনকার প্রদত্ত রত্নসমূহের তুল্যমূল্য হইবেক না। আপনি, সন্ন্যাসী হইয়া,

এ সকল অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন, এবং কি অভিপ্রায়েই বা আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি। যোগী কহিলেন, মহারাজ! ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এ সকল সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে; যদি অনুমতি হয়, নির্জনে গিয়া নিবেদন করি। মহারাজ! নীতিজ্ঞেরা বলেন, মন্ত্রণা, ষট্ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাতে কার্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; চারি কর্ণে হইলে, প্রকাশিত হয় না, অথচ কার্য্যসিদ্ধি করে; আর দুই কর্ণের মন্ত্রণা, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া, রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জনে লইয়া কহিতে লাগিলেন, যোগীশ্বর! আপনি আমায় এত রত্ন দিলেন কিন্তু এক দিনও আমার আলয়ে ভোজন বা জলগ্রহণ করিলেন না; এজন্য, আমি আপনকার নিকট অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। আপনকার কোনও অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত করুন, আমি প্রাণান্তেও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! গোদাবরীতীরবর্ত্তী শ্মশানে মন্ত্র সিদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি; তাহাতে অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবেক। অতএব, তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, তুমি এক দিন, সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত, আমার সন্নিহিত থাকিবে। তুমি সন্নিহিত থাকিলেই, আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবেক। রাজা কহিলেন, অবধারিত যাইব; আপনি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন। সন্ন্যাসী কহিলেন, তুমি, আগামী ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশীতে, সন্ধ্যাকালে, একাকী আমার নিকটে যাইবে। রাজা কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন; আমি, নিঃসন্দেহ, যথাসময়ে, আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হইব। এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া, বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী, সায়ং সময়ে, আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহ পূর্ব্বক, শ্মশানে যোগাসনে বসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া, করে তরবারিধারণ পূর্ব্বক, একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সন্ন্যাসীর চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে; সন্ন্যাসী, যোগাসনে আসীন হইয়া, দুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বাদ্য করিতেছেন। রাজা, এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার

দর্শনে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না; যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্য উপস্থিত; আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। যোগী, আশীর্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন, এই আসনে উপবেশন কর।

রাজা, তদীয় আদেশ অনুসারে, আসনপরিগ্রহ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে, পুনরায় নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, মহারাজ! তোমার বাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, সৎপুরুষেরা, প্রাণান্তেও, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যাহা হউক, যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ, এক বিষয়ে আমার সাহায্য কর। দুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্মশান আছে; তথায় দেখিতে পাইবে, এক শিরীষবৃক্ষে শব ঝুলিতেছে; ঐ শব আমার নিকটে লইয়া আইস। রাজা, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। এইরূপে, রাজাকে শবানয়নে প্রেরণ পূর্ব্বক যথাবিধি বিবিধ আয়োজন করিয়া, সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন।

একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল; আর ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সংকটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দ্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকট-মূর্ত্তি ভূতপ্রেতগণ, জীবিত মানুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্বণ করিতেছে; রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আর, চারি দিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও, রাজা ভয় পাইলেন না; কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যক্ষ যে যোগীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি,

তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি, সেই বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া, দেখিলেন, শব রজ্জুবদ্ধ, অধঃশিরাঃ, লম্বমান রহিয়াছে। শবদর্শনে শ্রম সফল বোধ করিয়া, রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক, খড়্গাঘাত দ্বারা, শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন। শব, ভূতলে পতিত হইবা মাত্র, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা, তদীয় কণ্ঠরব শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি নিমিত্তে তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বল। শব খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা, দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন, এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া, অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে শব, বৃক্ষে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ও লম্বমান হইয়া রহিল। রাজাও, তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন পুরঃসর, শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অবতীর্ণ হইলেন, এবং নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে, তাহার এরূপ বিপৎপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যক্ষের নিকট যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি; আর, যোগীও সেই কুম্ভকার, আপন যোগসিদ্ধির উদ্দেশে, ইহার প্রাণসংহার করিয়া, শ্মশানে রাখিয়াছে। অনন্তর তিনি শবকে উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া, যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

অর্দ্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, অহে বীর পুরুষ! তুমি কে, আমায়, কি নিমিত্তে, কোথায় লইয়া যাইতেছ, বল। ভূপতি কহিলেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য; শান্তশীলনামক যোগীর আদেশ অনুসারে, তোমায় তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি। বেতাল কহিল, মহারাজ! মূঢ়, নির্বোধ, ও অলসেরা কেবল নিদ্রায়, আলস্যে, ও কলহে কালহরণ করে; কিন্তু, বুদ্ধিমান্, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সদা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা, ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। অতএব, সমস্ত পথ মৌনভাবে গমন করা অপেক্ষা, সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে প্রশ্ন করিব; যদি তুমি তত্তৎ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দাও, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব; আর, যদি জানিয়াও যথার্থ উত্তর না দাও, অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবেক। রাজা,

অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে লইয়া চলিলেন এবং বেতালও উপাখ্যানের আরম্ভ করিল।

প্রথম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর,

বারাণসী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল। এক দিন রাজকুমার, এক মাত্র অমাত্য পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি, নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী অতি মনোহর সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে; মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ ধ্বনি করত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুম সমূহে সুশোভিত রহিয়াছে; উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ, বিশেষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবর্ত্তী বকুল বৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ব বন্ধন ও সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক, স্নান করিলেন; অনন্তর অনতিদূরবর্ত্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যাও, স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত, সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, স্নান ও পূজা সমাপন পূর্ব্বক, বৃক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারিচক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে, নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও, বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন; অনন্তর, কর্ণসংযুক্ত করিয়া, দন্ত দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন; পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, বারংবার রাজতনয়ের

দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, রাজকুমার বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থির হইলেন, সর্বাধিকারীকুমারের নিকটে গিয়া, লজ্জানম্র মুখে কহিতে লাগিলেন, বয়স্য ! আজ আমি এক পরম সুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি ; তাহার নাম, ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব। সর্বাধিকারিতনয়, সমস্ত শ্রবণ-গোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন। রাজকুমার, দুঃসহ বিরহবেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া, শাস্ত্রচিন্তা, সদালাপ, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা, ও স্নান ভোজন প্রভৃতি আবশ্যক ক্রিয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একাকী নির্জনে বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন ; পরিশেষে, চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় না দেখিয়া, স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। দিন যামিনী, কেবল সেই প্রতিমূর্ত্তির সন্দর্শন করেন ; কাহারও সহিত বাক্য-লাপ করেন না ; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দেন না। সর্বাধিকারীপুত্র, নৃপনন্দনের এতাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া, উপদেশচ্ছলে অশেষপ্রকার ভৎসনা করিলেন।

প্রিয় বয়স্যের উপদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজকুমার কহিলেন, সখে ! আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখবিবেচনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনোরথ সম্পন্ন না হইলে, জীবন-বিসর্জন করিব। রাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া, সর্ব্বাধিকারিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর এখন উপদেশ দ্বারা ধৈর্য্যসম্পাদনের সময় নাই ; ইনি নিতান্ত অধীর হইয়াছেন ; অতঃপর কোনও উপায় স্থির করা আবশ্যক। অনন্তর, তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য ! প্রস্থানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল, কিংবা তুমি তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে। রাজপুত্র কহিলেন, না বয়স্য ! আমি তাহাকে কিছু বলি নাই ; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীও আমায় কোনও কথা বলে নাই। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, তবে তাহার সমাগম দুর্ঘট বোধ হইতেছে। রাজপুত্র কহিলেন, যদি সেই সুলোচনা লোচনানন্দদায়িনী না হয়, আমি

প্রাণত্যাগ করিব। তখন তিনি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পুনরায় কহিলেন, ভাল বয়স্য! জিজ্ঞাসা করি, প্রস্থানসময়ে, সে কোনও সংকেত করিয়াছিল কি না।

রাজকুমার কমল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, সখে! আর চিন্তা নাই; আমি তৎকৃত সংকেতের তাৎপর্য্যাগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহার নাম ধাম জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অল্পদিনের মধ্যেই, তাহার সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন করিয়া দিব। অধিক ব্যাকুল হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না; ধৈর্য্য অবলম্বন কর। রাজপুত্র কহিলেন, যদি বুঝিয়া থাক, সমুদয় বিশেষ করিয়া বল; শুনিলেও আপাততঃ স্থির হইতে পারি। তিনি কহিলেন, বয়স্য! শ্রবণ কর, পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া, কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল; তদ্দ্বারা তোমাকে ইহা জানাইয়াছে, আমি কর্ণাট-নগরবাসিনী; দন্ত দ্বারা খণ্ডিত করিয়া, ইহা ব্যক্ত করিয়াছে, আমি দন্তবাট রাজার কন্যা; তৎপরে, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, এই সংকেত করিয়াছে, আমার নাম পদ্মাবতী; আর, হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

বয়স্যের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজকুমার অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং ব্যগ্র হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! ত্বরায় আমায় কর্ণাট নগরে লইয়া চল। অনন্তর উভয়ে, সমুচিত পরিচ্ছদধারণ ও অস্ত্রবন্ধন পূর্ব্বক, অশ্বে আরোহণ করিলেন। কতিপয় দিবসের পরে, কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা রাজবাটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে। উভয়ে, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, মা! আমরা বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক; দ্রব্য-সামগ্রী সমগ্র পশ্চাৎ আসিতেছে; বাসার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আমরা অগ্রসর হইয়াছি; যদি কৃপা করিয়া স্থান দাও, তবে থাকিতে পাই। বৃদ্ধা, তাঁহাদের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর আলাপ শ্রবণে প্রীত হইয়া, প্রসন্ন মনে কহিল, এ তোমাদের গৃহ, যত দিন ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর।

এইরূপে, উভয়ে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাসগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বৃদ্ধা, তাঁহাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া, কথোপকথন আরম্ভ করিলে,

সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! কয় জন তোমার পরিবার, আর কি প্রকারে বা সংসারযাত্রানির্বাহ হয়। বৃদ্ধা কহিল, আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম্ম করে, রাজার অতি প্রিয় পাত্র। আর, পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন, আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছি, গৃহে থাকি; রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন; আর, রাজকন্যা আমায় ভাল বাসেন; এজন্য, প্রতিদিন, এক এক বার, তাঁহাকে দেখিতে যাই। এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র কহিলেন, কল্য যখন রাজবাটীতে যাইবে, আমায় বলিবে; আমি তোমা-দ্বারা রাজকন্যার নিকট কোনও সংবাদ পাঠাইব। বৃদ্ধা কহিল, যদি প্রয়োজন থাকে, বল, আজই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি। রাজকুমার, এই কথা শুনিবা মাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, শুক্ল-পঞ্চমীতে, সরোবরতীরে, যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, সে, তোমার সঙ্কেত অনুসারে, উপস্থিত হইয়াছে।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবা মাত্র, বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিল। সে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজকন্যা একাকিনী নির্জনে উপবিষ্টা আছেন। বৃদ্ধা সম্মুখবর্ত্তিনী হইবা মাত্র, রাজকন্যা সমাদর পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। সে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, বৎসে! বাল্যকালে, অনেক যত্নে, তোমায় মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে, ভগবানের অনুগ্রহে, তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের একান্ত অভিলাষ এই, অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হও। এইরূপ আড়ম্বর পূর্ব্বক ভূমিকা করিয়া, বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, শুক্লপঞ্চমীতে, বাপীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তিনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আমা দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন, কমলসঙ্কেত দ্বারা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন কর; আমি উপস্থিত হইয়াছি। আর, আমিও কহিতেছি, এই রাজকুমার সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্য পাত্র; তুমি যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তিনিও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ।

রাজকন্যা শ্রবণমাত্র, কোপ প্রকাশ করিয়া, হস্তে চন্দন লেপন পূর্ব্বক, বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন, এবং কহিলেন, তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও। বৃদ্ধা এইপ্রকার তিরস্কার লাভ করিয়া, বিরক্ত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে সদনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারের

কর্ণগোচর করিল। তিনি শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! এখন কি উপায় করি; নিতান্ত বুঝিলাম, বিধি বাম হইয়াছেন; মনস্কামসিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না; নতুবা, সেই বামলোচনা কি নিমিত্ত, তিরস্কার করিয়া, বৃদ্ধাকে বিদায় করিল। অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার হইলে, দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি কহিলেন, বয়স্য! মর্ম্মগ্রহ না করিয়া, অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন। শ্রীখণ্ড রসে অভিষিক্ত দশ করশাখা দ্বারা প্রহারের তাৎপর্য্য এই যে, শুক্ল পক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে; তদবসানে, অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষে তোমার সহিত সমাগম হইবেক।

শুক্ল পক্ষ অতিক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা, পুনরায় রাজকুমারীর নিকটে গিয়া, রাজকুমারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি শুনিয়া সাতিশয় কোপপ্রকাশ করিলেন; এবং গলহস্তপ্রদান পূর্ব্বক, বৃদ্ধাকে, অন্তপুরের খড়কী দিয়া, বিদায় করিয়া দিলেন। সে, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইল। তিনি শুনিয়া নিতান্ত হতশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, বয়স্য! কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ, আর ভাবনা নাই; এ অনুকূল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নহে; তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। অদ্য রজনীযোগে, তোমায়, সেই খড়কী দিয়া, তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছে। রাজপুত্র, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্য্যদেবের অস্তগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী উপস্থিত হইল। রাজকুমার, বিহারযোগ্য বেশভূষার সমাধান করিয়া, প্রিয় বয়স্যের সহিত, অন্তঃপুরের খড়কীতে উপস্থিত হইলেন। সর্বাধিকারিপুত্র বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন; তিনি, তন্মধ্য দিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজকুমারী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হওয়াতে, উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকুমারী, পার্শ্ববর্ত্তিনী বয়স্যার প্রতি, দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া, রাজকুমারের করগ্রহণ পূর্ব্বক, বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সুশোভিত স্বর্ণময় পল্যঙ্কে উপবেশনানন্তর, বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং

তালবৃন্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বদনসুধাকরসন্দর্শনেই, আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আর এরূপ ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তালবৃন্তধারণের যোগ্য নহে; আমার হস্তে দাও; আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি। পদ্মাবতী কহিলেন, নাথ! আমার জন্য, তোমায় অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে; অতএব, তোমার সেবা করাই আমার উচিত হয়।

উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শ্রবণগোচর করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরী, পদ্মাবতী হস্ত হইতে তালবৃন্তগ্রহণ পূর্ব্বক, বায়ুসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে, দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর উভয়ের সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া, সহচরীগণ, কার্য্যান্তরব্যপদেশে, বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনীযাপন করিলেন।

রজনী অবসন্না হইল। রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন রাজকুমারী কহিলেন, নাথ! আমার এ অন্তঃপুরে, সখীগণ ব্যতিরেকে, অন্যের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। আমি, তোমায় বিদায় দিয়া, ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। রাজকুমার, প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়রসাভিষিক্ত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতালাভ করিয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহার সহচর হইয়া, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, রাজকুমার রাজধানীপ্রতিগমনের অভিপ্রায়প্রকাশ করিলেন। রাজকন্যা, কোনও মতে, সম্মত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে, প্রায় মাস অতীত হইয়া গেলে; রাজকুমার তথাপি প্রস্থানের অনুমতিলাভ করিতে পারিলেন। এইরূপে, স্বদেশপ্রতিগমন বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তিনি, এক দিন, নির্জনে বসিয়া মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, আমি, নিতান্ত নরাধম; অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখের পরতন্ত্র হইয়া, পিতা, মাতা, জন্মভূমি প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিলাম; আর, যে জীবিতাধিক বান্ধবের বুদ্ধিকৌশলে ও উপদেশবলে, ঈদৃশ অসুলভ

সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেছি, মাসাবধি তাঁহারও কোনও সংবাদ লইলাম না ; বোধ করি, বন্ধু আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।

রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকন্যা, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সাতিশয় বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ ! আজ কি জন্যে তুমি এমন উন্মনা হইয়াছ। তোমার চন্দ্রবদন বিষণ্ণ দেখিলে, আমি দশ দিক শূন্য দেখি। অসুখের কারণ কি, বল ; ত্বরায় তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। বজ্রমুকুট কহিলেন, পিতার সর্ব্বাধিকারীর পুত্র আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। তিনি আমার পরম সুহৃৎ ; মাসাবধি তাঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই ; জানি না, তিনি কেমন আছেন। তিনি অতি চতুর, সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত, ও নানা গুণরত্নে মণ্ডিত। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে, তোমার সমাগমলাভ করিয়াছি। তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন, অয়ি নাথ! ঈদৃশ বন্ধুর অদর্শনে, চিত্ত অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পারে। এত দিন তাঁহার কোনও সংবাদ না লওয়ায়, যৎপরোনাস্তি অভদ্রতাপ্রকাশ হইয়াছে। রহস্যবিদ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছ, এবং যার পর নাই, অকৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করিয়াছ। এক্ষণকার কর্ত্তব্য এই, তাঁহার পরিতোষার্থে, আমি স্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই ; এবং তুমিও, একবার, কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, তথায় গিয়া, সমুচিত সদ্ভাবপ্রদর্শন করিয়া আইস। রাজপুত্র, তৎক্ষণাৎ, সেই খড়কী দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, বন্ধুর ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং, বহু দিবসের পর, অকপটপ্রণয়পবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকারলাভে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া, তাঁহার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজপুত্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেরণ করিয়া, রাজকন্যা মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধিকৌশলেই কৃতকার্য হইয়াছে ; অতএব, অবশ্যই সকল কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেক ; আর, সে ব্যক্তিও, আপন বান্ধবগণের নিকট, সমস্ত প্রকাশ করিবেক, সন্দেহ নাই। এইরূপে আমার

কলঙ্কঘোষণা, ক্রমে ক্রমে, জগদ্ব্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পদ্মবতী, অবিলম্বে নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সখী দ্বারা রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন উপনীত হইলে, সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! এ সকল কি। রাজপুত্র কহিলেন, মিত্র! আজ আমি তোমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। রাজকন্যা, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, প্রিয়ে! আমি এই বন্ধুর অদর্শনে বিষণ্ণ হইতেছি। রাজকন্যা তোমার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আমায় অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া, স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, তোমার জন্যে প্রেরণ করিয়াছেন। আমায় বলিয়া দিয়াছেন, তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া আসিবে। অতএব বয়স্য! কিছু ভক্ষণ কর, তাহা হইলে পরম পরিতোষ পাই, এবং যাইয়া তাঁহার নিকটে বলিতে চাই, আমার বন্ধু, মিষ্টান্ন আহার করিয়া, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া, সর্বাধিকারিপুত্র, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, রাজপুত্রের মুখে, পুনর্বার, মনোযোগ পূর্ব্বক, পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমার জন্যে কালকূট আনিয়াছ; এ মিষ্টান্ন নহে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, জিহ্বাস্পর্শ মাত্রই প্রাণসংহার করিবেক। আমার পরম সৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই। তুমি নিতান্ত ঋজুস্বভাব, কাহার কি ভাব, কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না। তোমায় এ সার কথা বলি, স্বৈরিণীরা, স্বভাবতঃ, আপন প্রিয়ের প্রিয় পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব, তুমি তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া বুদ্ধির কার্য্য কর নাই।

রাজকুমার কহিলেন, বয়স্য! আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি তাহার স্বভাব জান না, এজন্য এরূপ কহিতেছ। এমন সদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ নাই। তাঁহার নাম করিলে, আমার রোমাঞ্চ হয়। আর, আমি, সমবেত সখীগণ সমক্ষে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে, তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; এমন স্থলে, স্বৈরিণীশব্দে তাঁহার নির্দ্দেশ করা,

কোনও মতে, ন্যায়ানুগত হইতেছে না। সে যাহা হউক, তিনি যেমন চারুশীলা তেমনই উদারশীলা; তিনি, তোমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত, মিষ্টান্নচ্ছলে কালকূট পাঠাইয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া এমন কথা মুখে আনিলে, বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, তুমি আর বার এপ্রকার কহিলে, আমি তোমার উপর যার পর নাই বিরক্ত হইব। ভাল, কথায় প্রয়োজন নাই, আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। এই বলিয়া, এক লাড়ু লইয়া, রাজকুমার বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুত্র চকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এরূপ দুর্বৃত্তার পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে। আর আমি, জন্মাবচ্ছেদে, সে পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিব না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, না বয়স্য! তাহারে একবারে পরিত্যাগ করা হইবেক না; কৌশল করিয়া, রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবেক। রাজপুত্র কহিলেন, তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য।

অমাত্যপুত্র কহিলেন, বয়স্য! এক পরামর্শ বলি, শুন। আজ তুমি পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রণয়প্রদর্শন করিবে, এবং বলিবে, বন্ধু, মিষ্টান্নভক্ষণের অব্যবহিত পর ক্ষণেই, অচেতনপ্রায় হইয়া, নিদ্রাগত হইয়াছেন। আমি, তোমায় দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন, তোমায় এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে, দশ দিক শূন্য দেখি। ফলতঃ, আর আমি, বন্ধুর অনুরোধে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। এবম্প্রকার মনোহরবাক্যপ্রয়োগ দ্বারা, তাহারে মোহিত করিয়া, দিবাযাপন করিবে; অনন্তর, রাত্রিতে সে নিদ্রাগত হইলে, তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পূর্ব্বক, তাহার বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া, চলিয়া আসিবে। রাজপুত্র সম্মত হইলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদর্শন করিলেন। পরে, রজনীযোগে, উভয়ে শয়ন করিলে, রাজকন্যা ত্বরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তখন রাজকুমার, মন্ত্রিপুত্রের উপদেশানুরূপ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন।

পর দিন, প্রভাতে, মন্ত্রিপুত্র, সন্ন্যাসীর বেশধারণ পূর্ব্বক, এক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বয়ং গুরু হইয়া, রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমায় চোর বলিয়া ধরে,

তাহারে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। রাজপুত্র, তদীয় উপদেশ অনুসারে, নগরে প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী স্বর্ণকারের নিকট, রাজকন্যার অলংকারবিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইলেন। সে, দর্শনমাত্র, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিছু দিন হইল, আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই সকল অলংকার গড়িয়া দিয়াছি ; ইহার হস্তে কি প্রকারে আইল। এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি। অনন্তর, সাতিশয় সন্দিহান হইয়া, স্বর্ণকার কারিগরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, হাঁ, এ সমস্ত রাজকন্যার অলংকার বটে। তখন সে রাজকুমারকে চোর স্থির করিয়া, কহিল, এ রাজকন্যার অলংকার দেখিতেছি, তুমি কোথায় পাইলে, যথার্থ বল।

স্বর্ণকার ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক, বার বার এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করাতে, রাজপথবাহী বহুসংখ্যক লোক, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তথায় সমবেত হইল। ফলতঃ, অল্প কাল মধ্যেই ঐ অলংকার লইয়া, বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে, নগরপাল এই সংবাদ পাইয়া, রাজকুমার ও স্বর্ণকার, উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে, সে অলংকারে প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, রাজকুমার কহিলেন, শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলংকার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন ; তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। যদি তোমাদের আবশ্যক বোধ হয়, শ্মশানে গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। পরিশেষে নগরপাল, গুরু শিষ্য, উভয়কে অলংকারসমেত রাজসমক্ষে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা অলংকার দর্শনে, নানা প্রকারে সন্দিহান হইয়া, যোগীকে, নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বিনয়বাক্যে জিজ্ঞায়া করিলেন, মহাশয়! আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায় পাইলেন। যোগী কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণচতুর্দশী রজনীতে, আমি নগরপ্রান্তবর্ত্তী শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলংকার সকল উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন ; এবং আমিও তাঁহার বাম জংঘাতে যোগসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ, ত্রিশূলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছি। এ সমস্ত সেই অলংকার। রাজা শুনিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজমহিষীকে বলিলেন, দেখ দেখি, পদ্মাবতীর বাম জংঘাতে কোনও চিহ্ন আছে কি

না। রাজ্ঞী, সবিশেষ অবগত হইয়া, রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, এক ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

রাজা, এবম্প্রকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এতাদৃশী দুশ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত নহে; ইহাতে অধর্ম্ম আছে। অতএব, এখন কি কর্ত্তব্য। অথবা, পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞাসা করি; তাঁহারা, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে, যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিব। কিন্তু, শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ নিষেধ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিলে, আমার এই কলঙ্ক, ক্রমে ক্রমে, দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবেক। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, সেই সন্ন্যাসীকেই ইহার পরামর্শ করি। সন্ন্যাসী সবিশেষ সমস্ত অবগত আছেন; ধর্ম্মতঃ প্রশ্ন করিলে, অবশ্যই যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবেন। অনন্তর, রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ধর্ম্মশাস্ত্রে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক, বালক, ব্রাহ্মণ, ইহারা, অত্যন্ত অপরাধী হইলেও, বধার্হ নহে; রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।

রাজা, এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া, রাজ্ঞীকে কহিলেন, পদ্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা; এজন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, আমি উহাকে দেশবহিষ্কৃতা করিব। রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন; কিন্তু, পাতিব্রত্যগুণের আতিশয্য বশতঃ রাজার মতেই সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর নরপতি, কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে, বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা, পদ্মাবতীকে কোনও অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় আমায় সংবাদ দিবে। বাহকেরা রাজাজ্ঞাসম্পাদন করিল। অমাত্যপুত্রও, তৎক্ষণাৎ, রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া, রাজকুমারীর উদ্দেশে চলিলেন; এবং, ইতস্ততঃ অনেক অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী, একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন। অশেষবিধ আশ্বাসপ্রদান দ্বারা, তাঁহার শোকাবেগনিবারণ করিয়া, সঙ্গে লইয়া, উভয়ে স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা

প্রতাপমুকুট, বধূ সহিত পুত্র পাইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া, নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! রাজা ও মন্ত্রিপুত্র, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি, নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্ব্বাসন জন্য, দুরদৃষ্টভাগী হইবেন। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে, রাজা। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। রাজা কহিলেন, শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহাচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন। অতএব, বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণের নিমিত্ত, মন্ত্রিপুত্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু, রাজা যে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, প্রমাণান্তরানিরপেক্ষ ও বিচারবহির্ম্মুখ হইয়া, অপত্যস্নেহবিস্মরণ পূর্ব্বক প্রকৃত অপরাধে, কন্যাকে নির্ব্বাসিত করিলেন, ইহাতে তাঁহার রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাপস্পর্শ হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া, বেতাল, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, শ্মশানে গিয়া, পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, তাহাকে, বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক, স্কন্ধে করিয়া, সন্ন্যাসীর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! দ্বিতীয় উপাখ্যানের আরম্ভ করি, অবধান কর।

যমুনাতীরে, জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায়, কেশব নামে এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের, মধুমালতী নামে এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে, মধুমালতী বিবাহযোগ্য হইলে, তাহার পিতা ও ভ্রাতা, উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, ব্রাহ্মণ, যজমানপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে, গ্রামান্তরে গেলেন; ব্রাহ্মণের পুত্রও, অধ্যয়নের নিমিত্ত, গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের অনুপস্থিতি সময়ে, এক সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন। কেশবের ব্রাহ্মণী, তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিদ্যায় বৃহস্পতি দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিলেন, যদি সৎকুলোদ্ভব হয় ও অঙ্গীকার করে, তবে ইহাকেই জামাতা

করিব ; অনন্তর, যথোচিত আতিথিসংকার করিয়া, তাহার কুলের পরিচয় লইলেন, এবং সৎকুলজাত জানিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, বৎস ! যদি তুমি স্বীকার কর, তোমার সহিত আমার মধুমালতীর বিবাহ দি। বিপ্রতনয়, মধুমালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, কেশবপত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায়, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে, মধুমালতীপ্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এক এক পাত্র লইয়া, প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল, একের নাম ত্রিবিক্রম, দ্বিতীয়ের নাম বামন, তৃতীয়ের নাম মধুসূদন। তিন জনই রূপ, গুণ, বিদ্যা, বয়ঃক্রমে তুল্য, কোনও ক্রমে ইতরবিশেষ করিতে পারা যায় না। তখন ব্রাহ্মণ, বিলক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক কন্যা, তিন পাত্র উপস্থিত, কি উপায় করি ; তিন জনেই তিন জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি ; এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন, তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ, সর্পাঘাতে মধুমালতীর প্রাণত্যাগ হয়। তখন কেশবশর্ম্মা, সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন ; কিন্তু কোনও প্রকারেই প্রতীকার দর্শিল না। বিষবৈদ্যেরা কহিল, মহাশয় ! আপনকার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে, এবং বার, তিথি, নক্ষত্র, সমুদয়ের দোষ পাইয়াছে ; স্বয়ং ধন্বন্তরি উপস্থিত হইলেও, ইহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। এক্ষণকার যাহা কর্ত্তব্য থাকে, করুন ; আমরা চলিলাম। এই বলিয়া, প্রণাম করিয়া, বিষবৈদ্যেরা প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, মধুমালতীর প্রাণবিয়োগ হইল। তখন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পুত্র, এবং তিন বর, পাঁচ জন একত্র হইয়া, তদীয় মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া, যথাবিধি দাহক্রিয়া করিলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্র সহিত গৃহে আসিয়া, সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বরেরা তিন জনেই, এতাদৃশ অলৌকিক রূপনিধান কন্যানিধান লাভে হতাশ হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে, ত্রিবিক্রম চিতা হইতে অস্থিসঞ্চয়ন করিলেন, এবং বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক, কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন ; মধুসূদন, সেই শ্মশানের প্রান্ত ভাগে পর্ণশালানির্ম্মাণ

করিয়া, তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকৃত দেহভস্ম রাখিয়া, যোগসাধন করিতে লাগিলেন।

এক দিন, বামন, ভ্রমণ করিতে করিতে, মধ্যাহ্ন কালে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাণ, ভোজনকালে সন্ন্যাসী উপস্থিত দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি, কৃপা করিয়া, দীনের ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে অনুগ্রহ পূর্বক ভিক্ষাস্বীকার করুন; তাহা হইলে, আমি চরিতার্থ হই; পাকের অধিক বিলম্ব নাই। সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন এবং পাকান্তে ভোজনে বসিলেন! ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র, নিতান্ত অশান্ত ভাবে উৎপাত আরম্ভ করিয়া, পরিবেশনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন; বালক কোনও ক্রমে প্রবোধ মানিলেক না। তখন তিনি, ক্রোধভরে, পুত্রকে প্রজ্বলিতহুতাশনপূর্ণ চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, নির্বিঘ্নে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিরূপ আচরণ দেখিয়া, নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাশয়! অকস্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন কেন? সন্ন্যাসী কহিলেন, যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার, তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয়, বল। ব্রাহ্মণ, ঈষৎ হাস্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া, তন্মধ্যে হইতে এক মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। পুত্র, অবিলম্বে প্রাণদান পাইয়া, পূর্ববৎ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী, চমৎকৃত হইয়া, ভোজনসমাপন করিলেন, এবং মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এই পুস্তকে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র আছে; ঐ মন্ত্র জানিতে পারিলে, প্রিয়াকে পুনর্জীবিত করিতে পারি। অতএব, যেরূপে হয়, পুস্তক খানি হস্তগত করিতে হইবেক।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, অদ্য অপরাহ্ণ হইল; অতএব, আর স্থানান্তরে না গিয়া তোমার আলয়েই রাত্রিকাল অতিবাহিত করিব। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, পরম সমাদর পূর্বক, স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সমুদয় গৃহস্থ, ভোজনাবসানে, স্ব স্ব

নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল। সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, বামন, নিঃশব্দপদসঞ্চারে, গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক হস্তগত করিয়া, প্রস্থান করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, জয়স্থলের শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদন, স্বহস্তনির্মিত পর্ণকুটীরে অবস্থিত হইয়া, যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে দৈবযোগে, ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে পর, বামন কহিলেন, আমি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি ; তোমরা অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি প্রিয়াকে প্রাণদান দিব। তাঁহারা, মহাব্যস্ত হইয়া, অস্থি ও ভস্ম একত্র করিলেন। বামন, পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র বহিষ্কৃত করিয়া, জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে, অনতিবিলম্বে, কন্যার কলেবরে মাংস শোণিত প্রভৃতির আবিষ্কার ও প্রাণসঞ্চার হইল। তখন তিন জনে, মধুমালতীর রূপ ও লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এই কামিনী আমার আমার বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! এই তিনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি মধুমালতীর পাণিগ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি কুটীরনির্মাণ করিয়া, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত, শ্মশানবাসী হইয়াছিল, আমার বিবেচনায়, সেই এই কামিনীর পাণিগ্রহণে অধিকারী। বেতাল কহিল, যদি ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন করিয়া না রাখিত, এবং বামন, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, সঞ্জীবনী বিদ্যার সংগ্রহ করিতে না পারিত, তবে কিপ্রকারে মধুমালতী, প্রাণদান পাইত। রাজা কহিলেন, যাহা কহিতেছ, উহা সর্ব্বাংশে সত্য বটে ; কিন্তু ত্রিবিক্রম, অস্থিসঞ্চয় দ্বারা, মধুমালতীর পুত্রস্থানীয়, আর বামন, জীবনদান দ্বারা, পিতৃস্থানীয় হইয়াছে ; সুতরাং, তাহারা উহার প্রণয়ভাজন হইতে পারে না। কিন্তু মধুসূদন, ভস্মরাশিসংগ্রহ ও উটজনির্মাণ পূর্ব্বক, শ্মশানবাসী হইয়া, যথার্থ প্রণয়ীর কার্য্য করিয়াছে। অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে, এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

তৃতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

বর্দ্ধমান নগরে, রূপসেন নামে, অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, দয়াশীল, পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। এক দিন, দাক্ষিণদেশনিবাসী বীরবর নামে রাজপুত, কর্ম্মপ্রাপ্তির বাসনায়, রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারবান্, তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল, মহারাজ ! বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ, কর্ম্মের প্রার্থনায় আসিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে ; সাক্ষাৎকারে আসিয়া, স্বীয় অভিপ্রায় আপনকার গোচর করিতে চায় ; কি আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে উহারে লইয়া আইস।

অনন্তর, দ্বারী বীরবরকে নরপতিগোচরে উপস্থিত করিলে, রাজা, তদীয় আকার প্রকার দর্শনে, তাহাকে বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরবর ! কত বেতন পাইলে, তোমার স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে। বীরবর নিবেদন করিল, মহারাজ ! প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে, আমার চলিতে পারে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার পরিবার কত। সে কহিল, মহারাজ ! এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আর স্বয়ং, এই চারি ; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই। রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহার পরিবার এত অল্প, তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক প্রার্থনা করে। যাহা হউক, এক ভৃত্যের নিমিত্ত, নিত্য নিত্য, এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত নহে। অথবা, এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবেক না ; অবশ্যই ইহার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা থাকিবেক। অতএব, কিছু দিনের নিমিত্তে রাখিয়া, ইহার গুণের ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উচিত। অনন্তর, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া, রাজা আজ্ঞা দিলেন, তুমি প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে ; কোনও মতে অন্যথা না হয়।

বীরবর, রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল, এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে, সে দিবসের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত সুবর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক, নৃপনির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া, সে, প্রথমতঃ, সেই সুবর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ বিপ্রসাৎ

করিল ; অবশিষ্ট ভাগ পুনর্বার দ্বিভাগ করিয়া, এক ভাগ বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিল ; অপর ভাগ দ্বারা, নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া, শত শত দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইল ; অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং, পুত্র, কলত্র, ও দুহিতার সহিত, আহার করিল।

প্রতিদিন, এইরূপে দিনপাত করিয়া, সায়ংকালে বর্ম্ম, খড়্গ, ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক, বীরবর, সমস্ত রজনী, রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে। রাজা, তাহার শক্তির ও প্রভুভক্তির পরীক্ষার্থে কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় প্রহর, যখন যে আদেশ করেন, অতি দুঃসাধ্য হইলেও, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে।

এক দিন, নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে ; ত্বরায়, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া, আমায় সংবাদ দাও। বীরবর, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজা বীরবরকে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, আজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন ; এক্ষণে, তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, স্বয়ং গুপ্ত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবর, সেই ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া, অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল ; দেখিল, এক সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী শিরে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বীরবর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, এবং তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে, কি দুঃখে, এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ। সে কোনও উত্তর দিল না ; বরং পূর্ব্ব অপেক্ষায়, অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর, বীরবর, সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিল, আমি রাজলক্ষ্মী ; রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায়াচরণ হইতেছে ; তৎপ্রযুক্ত, তদীয় আবাসে, অচিরাৎ অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবেক ; সুতরাং, আমি রাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমি প্রস্থান করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক ; সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রোদন করিতেছি।

প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবী অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া, বীরবর কহিল, দেবি! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে, কোনও মতে, সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু, যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গলঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন; আমি, রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, পূর্ব্ব দিকে অর্দ্ধ-যোজনান্তে, এক দেবী আছেন। যদি কেহ ঐ দেবীর নিকটে, আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি, প্রসন্ন হইয়া, রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন।

রাজলক্ষ্মীর এই বাক্য শুনিয়া, বীরবর, অতি সত্বর, ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজাও, কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর, গৃহে উপস্থিত হইয়া, আপন পত্নীকে জাগরিত করিয়া, সবিশেষ সমস্ত জ্ঞাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিল, বৎস! তোমার মস্তক দিলে, রাজার দীর্ঘ আয়ু ও অচল রাজ্য হয়। তখন পুত্র কহিল, মাতঃ। প্রথমতঃ, আপনার আজ্ঞা; দ্বিতীয়তঃ, স্বামিকার্য্য; তৃতীয়তঃ, ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক; ইহা অপেক্ষা, আমার পক্ষে প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবেক না। অতএব, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আপনারা, সত্বর হইয়া, কার্য্যসম্পাদন করুন।

বীরবর, পুত্রের এতাদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহধর্ম্মিণীকে কহিল, যদি তুমি স্বচ্ছন্দ মনে পুত্রপ্রদান কর, তবেই আমি, দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া, রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করি। স্বামিবাক্য শ্রবণগোচর, করিয়া, বীরবরের পত্নী নিবেদন করিল, নাথ! ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বামী মূক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ কুষ্ঠী, যেরূপ হউন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, যেরূপ চরিতার্থতালাভ হয়, শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না; আর, যদি, স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া, পারলৌকিক সুখসম্ভোগের লোভে, নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল সর্ব্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়। অতএব, আমার পুত্র পৌত্রে প্রয়োজন কি; তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব। তাহার পুত্র কহিল, পিতঃ!

যে ব্যক্তি স্বামিকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, তাহারই জন্ম সার্থক, এবং সেই স্বর্গলোকে অনন্ত কাল সুখসম্ভোগ করে। অতএব, আর কি জন্যে, সংশয়ে কালহরণ করিতেছেন, কার্য্যসাধনে তৎপর হউন। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা।

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর, বীরবর সপরিবারে, দেবীর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা, এইরূপে, বীরবরের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, গুপ্ত ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য আদি নানা উপচারে; যথাবিধি পূজা করিয়া, সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত পূর্ব্বক, দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, জগদীশ্বরি! তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, আমি প্রাণাধিকপ্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। কৃপা কর, যেন প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, বীরবর, অকাতরে, পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্যা, এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পত্নীও, শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তনয় তনয়ার অনুগামিনী হইল। বীরবর বিবেচনা করিল, প্রভুকার্য্য সম্পন্ন করিলাম; এক্ষণে আর কি নিমিত্তে, দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি; আর কি সুখেই বা জীবনধারণ করি; এই বলিয়া, সেই বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরচ্ছেদন করিল।

এইরূপে, অল্প ক্ষণ মধ্যে, চারি জনের অদ্ভুত মরণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজ্যের নিমিত্ত, এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্ব্বনাশ হইল, আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না। আমি, অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্ব্বিবেক; নতুবা, কি নিমিত্তে, বীরবরকে পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না; কি নিমিত্তেই বা, তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাম; উপক্রমেই, এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে, বীরবরকে বিরত করা, সর্ব্বতোভাবে আমার উচিত ছিল। সর্ব্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে, আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত, চিত্তসন্তোষ জন্মিবেক না।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, রাজা আত্মশিরচ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র ভগবতী কাত্যায়নী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া, হস্তধারণপূর্ব্বক, রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন; কহিলেন, বৎস! তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, যার পর নাই, প্রীত হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন, মাতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চারি জনের জীবনদান কর; এক্ষণে, ইহা অপেক্ষা আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক, তাহাদের গাত্রে সেচন করিবা মাত্র চারি জনেই তৎক্ষণাৎ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিল। রাজা, যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে, অপত্য কলত্র সহিত, পুনর্জীবিত দেখিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, দেবীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গদগদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ভক্তিদর্শনে ও স্তব শ্রবণে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, দেবী, প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বারা, রাজাকে চরিতার্থ করিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, রাজা রূপসেন, সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া, রাত্রিবৃত্তান্তকীর্ত্তন পূর্ব্বক, সর্ব্ব সভাজন সমক্ষে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, অদ্ভুত প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্দ্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।

এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার ঔদার্য্য অধিক হইল। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, আমার বোধে, রাজার ঔদার্য্য অধিক। বেতাল কহিল, কেন। রাজা বলিলেন, স্বামীর নিমিত্ত সর্ব্বনাশস্বীকার ও প্রাণদান করা সেবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বীরবর, রাজকার্য্যার্থে, ঈদৃশ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া, আত্মধর্ম্মপ্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু, রাজা যে, সেবকের নিমিত্ত, রাজ্যাধিকার তৃণতুল্য বোধ করিয়া, অনায়াসে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, এতাদৃশ ঔদার্য্যের কার্য্য, কস্মিন্ কালেও, কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্থ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

ভোগবতী নগরীতে, অনঙ্গসেন নামে, অতি প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চূড়ামণি নামে সর্ব্বগুণাকর শুকপক্ষী, সর্ব্বকাল, তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। এক দিন, রাজা কথাপ্রসঙ্গে চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন, শুক ! তুমি কি কি জান ! সে কহিল, মহারাজ ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, কালত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি। তখন রাজা কহিলেন, যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও, বল, কোন স্থানে আমার উপযুক্ত রমণী আছে। চূড়ামণি নিবেদন করিল, মহারাজ ! মগধদেশের অধিপতি রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আছে ; সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী ; তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবেক।

রাজা অনঙ্গসেন, শুকের সর্ব্বজ্ঞতাপরীক্ষার্থে চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয় ! আপনি গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন, কোন কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবেক। তিনি জ্যোতির্বিদ্যাপ্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! চন্দ্রাবতী নামে এক অতি রূপবতী রমণী আছে ; গণনা দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত আপনকার পরিণয় হইবেক। রাজা শুনিয়া শুকের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ; পরে এক সদ্বক্তা, চতুর, বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, নানা উপদেশ দিয়া, সম্বন্ধস্থিরীকরণার্থে, মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।

চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত। তাহারও সর্ব্বজ্ঞতাখ্যাতি ছিল। তিনি, এক দিবস, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, শারিকে ! যদি তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায় বলিতে পার, আমার যোগ্য পতি কোথায় আছে, বল। শারিকা কহিল রাজনন্দিনি ! আমি দেখিতেছি, ভোগবতী নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন ! ফলতঃ, অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী, উভয়েরই, এইরূপ শ্রবণ দ্বারা, অন্তরে অনুরাগসঞ্চার হইল, এবং, সমাগমের অভাব নিবন্ধন, উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পূর্ব্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ, মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত

হইয়া, স্বীয় রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, এবং বাগ্দানের দ্রব্য-সামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া, এক ব্রাহ্মণকে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন; কহিয়া দিলেন, তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিলে, আমি কোনও উদ্যোগ করিতে পারিব না। বাগ্দানের দ্রব্যসাগ্রী লইয়া ব্রাহ্মণেরা, অনঙ্গসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা, বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া, মগধেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, নির্দ্ধারিত দিবসে, যথাসময়ে মগধেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া অনঙ্গসেন, চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক, নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া, পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাবতী, শ্বশুরালয়ে আগমনকালে, মদনমঞ্জরী শারিকারে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতেন। রাজাও ক্ষণ কালের নিমিত্ত, চূড়ামণিকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতেন না। এক দিবস, রাজা ও রাজমহিষী অন্তঃপুরে একাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং পিঞ্জরস্থ শুক শারিকাও তাঁহাদের সম্মুখে আছে; সেই সময়ে, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ, একাকী থাকিলে অতি কষ্টে কালযাপন হয়; অতএব আমার অভিলাষ, শুকের সহিত তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখি; তাহা হইলে, উহারা আনন্দে কালহরণ করিতে পারিবেক। রাজ্ঞী, ঈষৎ হাসিয়া, অনুমোদনপ্রদর্শন করিলে, রাজা, শুকের সহিত শারিকার বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখিয়া দিলেন।

এক দিন, রাজা নির্জনে, রাজমহিষীর সহিত, রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, সেই সময়ে শুক শারিকাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, দেখ, এই অসার সংসারে ভোগ অতি সার পদার্থ। যে ব্যক্তি, এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভোগসুখে পরাঙ্মুখ থাকে, তাহার বৃথা জন্ম। অতএব, কি নিমিত্ত, তুমি ভোগ বিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ। শারিকা কহিল, পুরুষজাতি অতিশয় শঠ, অধর্ম্মী, স্বার্থপর, ও স্ত্রীহত্যকারী; এজন্য, পুরুষসহবাসে আমার রুচি হয় না। শুক কহিল, নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী। উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

হে শুক! হে শারিকে! কেন তোমরা অকারণে কলহ করিতেছ। তখন শারিকা কহিল, মহারাজ! পুরুষ বড় অধর্ম্মী, এই নিমিত্তে পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। আমি পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইলাপুরে, মহাধন নামে, অতি ঐশ্বর্য্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বহু কাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পুত্র হইল না; এজন্য, তিনি সর্ব্বদাই মনোদুঃখে কালহরণ করেন। কিয়ৎ দিন পরে, জগদীশ্বরের কৃপায়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক কুমার প্রসব করিলেন। শ্রেষ্ঠী, অধিক বয়সে পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, এবং পুত্রের নাম নয়নানন্দ রাখিয়া, পরম যত্নে তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে, বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে, স্বভাবদোষ বশতঃ, কেবল দুঃশীল, দুশ্চরিত্র বালকগণের সহিত কুৎসিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া, সতত কালযাপন করে, ক্ষণ মাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না। ক্রমে ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তদীয় কুপ্রবৃত্তি সকল, উত্তরোত্তর ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎ কাল পরে, শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। নয়নানন্দ, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া, দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইল, এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে, দুষ্ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল। পরে সে, ইলাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয়প্রদান করিল। হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন; উহাকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং যথোচিত সমাদর ও সাতিশয় প্রীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি, কি সংযোগে, অকস্মাৎ এ স্থলে উপস্থিত হইলে।

নয়নানন্দ কহিল, আমি, কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া, সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। দৈবর প্রতিকূলতা প্রযুক্ত, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল। আমি, ভাগ্যবলে, এক ফলক মাত্র অবলম্বন করিয়া, বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আসিয়া,

আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন দিকে গেল, বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অতিশয় লজ্জা হইতেছে। কি করি, কোথায় যাই, কোনও উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না। অবশেষে, আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হেমগুপ্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। আমি, অনেক দিন অবধি, রত্নাবতীর নিমিত্ত, নানা স্থানে, পাত্রের অন্বেষণ করিতেছি; কোথাও মনোনীত হইতেছে না; বুঝি, ভগবান কৃপা করিয়া গৃহে উপস্থিত করিয়া দিলেন। এ অতি সদ্বংশজাত, পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির ন্যায় পৈতৃক অতুল গুণসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব, ত্বরায় দিন স্থির করিয়া, ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি। মনে মনে এইপ্রকার কল্পনা করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন, দেখ, এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র উপস্থিত হইয়াছে; সে সৎকুলোদ্ভব। তাহার পিতার সহিত আমার অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। যদি তোমার মত হয় তাহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি।

শ্রেষ্ঠিনী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবানের ইচ্ছা না হইলে, এরূপ ঘটে না। বিনা চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা। অতএব, বিলম্বের প্রয়োজন নাই; দিন স্থির করিয়া, ত্বরায় শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন কর। শ্রেষ্ঠী, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া মহাধননন্দনের নিকটে গিয়া, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তখন তিনি, শুভ দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া, মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। বর ও কন্যা, পরম কৌতুকে, কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, নয়নানন্দ, মনোমধ্যে কোনও অসৎ অভিসন্ধি করিয়া, আপন পত্নীকে বলিল, দেখ, অনেক দিন হইল, আমি স্বদেশে যাই নাই, এবং বন্ধুবর্গেরও কোনও সংবাদ পাই নাই; তাহাতে অন্তঃকরণে কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে বলিতে পারি না। অতএব, তোমার পিতা মাতার মত করিয়া, আমায় বিদায় দাও; আর, যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও সমভিব্যাহারে চল। পতিব্রতা, রত্নাবতী, জননীর নিকটে গিয়া, স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

শ্রেষ্ঠিনী স্বামীর সন্নিধানে গিয়া কহিলেন, তোমার জামাতা গৃহে যাইতে

উদ্যত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠী শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সে জন্যে ভাবনা কি; বিদায় করিয়া দিতেছি। তুমি কি জান না, জন জামাই ভাগিনেয়, এ তিন, কোনও কালে আপন হয় না, ও তাহাদের উপর বলপ্রকাশ চলে না। জামাতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য। তাঁহাকে বল, ভাল দিন দেখিয়া বিদায় করিয়া দিতেছি। অনন্তর, শ্রেষ্ঠী আপন তনয়াকে হাস্য-মুখে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার অভিপ্রায় কি, শ্বশুরালয়ে যাইবে, না পিত্রালয়ে থাকিবে।

রত্নাবতী, কিয়ৎ ক্ষণ, লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল; অনন্তর, কার্য্যান্তরব্যপদেশে, তথা হইতে অপসৃত হইয়া, স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল, দেখ, পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন; কহিলেন, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহাই করিবেন। অতএব, তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, কোনও কারণে, আমায় ছাড়িয়া যাইও না; আমি, তোমার অদর্শনে, প্রাণধারণ করিতে পারিব না।

পরিশেষে, শ্রেষ্ঠী জামাতাকে, অনেকবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ মহাসমাদর পূর্ব্বক, বিদায় করিলেন, এবং কন্যাকেও, মহামূল্য অলংকারসমূহে ভূষিতা করিয়া, তাহার সমভিব্যাহারিণী করিয়া দিলেন। নয়নানন্দ, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণবন্দনা পূর্ব্বক, পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল।

নয়নানন্দ, এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া, শ্রেষ্ঠিকন্যাকে কহিল, দেখ, এই অরণ্যে অতিশয় দস্যুভয় আছে; শিবিকায় আরোহণ ও অঙ্গে অলংকারধারণ করিয়া যাওয়া উচিত নহে; অলংকারগুলি খুলিয়া আমার হস্তে দাও, আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি; নগর নিকটবর্ত্তী হইলে, পুনরায় পরিবে। আর, বাহকেরাও, শিবিকা লইয়া, এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাউক; কেবল আমরা দুই জনে দরিদ্রবেশে গমন করি; তাহা হইলে, নিরুপদ্রবে যাইতে পারিব।

রত্নাবতী, তৎক্ষণাৎ, অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া, সমস্ত আভরণ স্বামিহস্তে ন্যস্ত করিল, এবং দাস দাসী ও বাহকদিগকে বিদায় দিয়া, একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। নয়নানন্দ, এইরূপে মহামূল্য অলংকারসমূহ হস্তগত করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অরণ্যের অতি নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিল, এবং তাদৃশ পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পলায়ন পূর্ব্বক, স্বদেশে উপস্থিত হইল। রত্নাবতী, কূপে পতিত হইয়া, হা তাত!

হা মাতঃ! বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। দৈবযোগে, এক পথিক, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং শব্দ অনুসারে গমন করিয়া, কূপের সমীপবর্ত্তী হইয়া, তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক, অবলোকন করিল, এক পরম সুন্দরী নারী, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পরিবেদন করিতেছে; পথিক দর্শনমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, পরম যত্নে সেই স্ত্রীরত্নকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে, একাকিনী এই ভয়ংকর কাননে আসিয়াছিলে; কি প্রকারেই বা তোমার এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিল, বল।

রত্নাবতী, পতিনিন্দা অতি গর্হিত বুঝিয়া প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া কহিল, আমি চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা; আমার নাম রত্নাবতী; আপন পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম; এই স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র, সহসা কতিপয় দুর্দান্ত দস্যু আসিয়া, প্রথমতঃ, অঙ্গ হইতে সমস্ত অলংকার লইয়া আমায় এই কূপে ফেলিয়া দিল, এবং আমার পতিকে নিতান্ত নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতে করিতে লইয়া গেল। তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে, কিছুই জানি না। পান্থ শুনিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং অশেষবিধ আশ্বাসদান পূর্ব্বক অতি যত্নে রত্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া, তাহার পিত্রালয়ে পঁহুছাইয়া দিল।

রত্নাবতী পিতা মাতার নিরতিশয় স্নেহের পাত্র ছিল। তাঁহারা, তাহার তাদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, আকুল বচনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! কিরূপে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল বল। সে কহিল, এক অরণ্যে অকস্মাৎ চারি দিক হইতে অস্ত্রধারী পুরুষেরা আসিয়া বলপূর্ব্বক আমার অঙ্গ হইতে সমুদয় অলংকার খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে যত সম্পত্তি দিয়া বিদায় করিয়াছিলে, সে সমুদয়ও কাড়িয়া লইল; অনন্তর, আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে, নিতান্ত নিষ্ঠুর রূপে যষ্টি প্রহার করিতে করিতে, কহিতে লাগিল, আর কোথায় কি লুকাইয়া রাখিয়াছিস, বাহির করিয়া দে। তখন তিনি, নিতান্ত কাতর স্বরে অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন আমাদের নিকট যাহা ছিল সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে; আর কিছু মাত্র নাই। তোমাদের প্রহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে; চরণে ধরিতেছি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দাও। তিনি

বারংবার এইপ্রকার কাতরোক্তিপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন ; নির্দয় দস্যুরা তথাপি তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল ; তৎপরে ছাড়িয়া দিল, কি মারিয়া ফেলিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন তাহার পিতা কহিলেন, বৎসে! তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। আমার অন্তঃকরণে লইতেছে, তোমার পতি জীবিত আছেন। চোরেরা অর্থপিশাচ অর্থ হস্তগত হইলে, আর অকারণে প্রাণ নষ্ট করে না। এইরূপে অশেষবিধ আশ্বাস ও প্রবোধ দিয়া, তাহার পিতা অবিলম্বে আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এ দিকে, নয়নানন্দ, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অলংকারবিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, দিবারাত্র দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং কিয়ৎ দিনের মধ্যেই পুনরায় নিঃস্বভাবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি যে কুব্যবহার করিয়াছি, তাহা শ্বশুরালয়ে কোনও প্রকারেই, প্রকাশ পায় নাই। অতএব, একটা ছল করিয়া, তথায় উপস্থিত হই ; পরে দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া, সুযোগ ক্রমে হস্তগত করিয়া, পলাইয়া আসিব। মনে মনে এই দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া সে শ্বশুরালয়ে গমন করিল, এবং বাটীতে প্রবেশ করিবা মাত্র সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পত্নী রত্নাবতীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

পতিপ্রাণা রত্নাবতী, পতিকে সমাগত দেখিয়া, অন্তঃকরণে চিন্তা করিল, পতি, অতি দুরাচার হইলেও নারীর পরম গুরু। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই, নারী ইহলোকে ও পরলোকে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। আর যে নারী, কুমতিপরতন্ত্র হইয়া, পরম গুরু স্বামীর কাদাচিৎকে কুব্যবহারকে অপরাধ গণ্য করিয়া, তাঁহার প্রতি কোনও প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করে, সে আপন ঐহিক ও পারলৌকিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয়। আর, উনি কেবল ভ্রান্তি ক্রমেই, সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। অতএব, আমি, সেই সামান্য দোষ ধরিয়া উঁহার চরণে অপরাধিনী হইব না। যাহা হউক, উনি সবিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন; আমায় দেখিতে পাইলেই, নিঃসন্দেহে পলায়ন করিবেন। অতএব, অগ্রে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।

রত্নাবতী, অন্তঃকরণে, এই সকল আলোচনা করিয়া, ত্বরায় তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, নাথ! তুমি অন্তঃকরণে কোনও আশঙ্কা করিও না।

আমি পিতা মাতার নিকট কহিয়াছি চোরেরা, অলঙ্কারগ্রহণ পূর্ব্বক, আমায় কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব, সে সকল কথা মনে করিয়া ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছেন ; তোমায় দেখিলে যার পর নাই, আহ্লাদিত হইবেন। আর তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই ; এই স্থানেই অবস্থিতি কর ; আমি যাবজ্জীবন তোমার চরণসেবা করিব। এইরূপে তাহার ভয়ভঞ্জন করিয়া, পরিশেষে রত্নাবতী কহিল, আমি পিতা মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে, তুমিও সেইরূপ বলিবে।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, রত্নাবলী প্রস্থান করিলে পর, সেই ধূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী, আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীর্বাদ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে, জামাতাকে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। নয়নানন্দ, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুরূপ সমস্ত বর্ণন করিয়া, পরিশেষে কহিল, মহাশয় ! যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণরক্ষার কোনও সম্ভাবনা ছিল না ; কেবল জগদীশ্বরের কৃপায়, ও আপনাদের চরণারবিন্দের অকৃত্রিমস্নেহসম্বলিত আশীর্ব্বাদের প্রভাবে, এ যাত্রা কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইয়াছি। যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। অধিক আর কি বলিব, শত্রুও যেন কখনও এরূপ বিপদে না পড়ে। ইহা কহিয়া, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থার স্মরণ হইল, এইরূপ ভান করিয়া, সে রোদন করিতে লাগিল। সবিশেষ সমস্ত শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া হেমগুপ্তের অন্তঃকরণে অতিশয় অনুকম্পা জন্মিল।

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্নাবতী, স্বামিসমাগমসৌভাগ্যমদে মত্তা হইয়া, তদীয় পূর্ব্বতন নৃশংস আচরণ বিস্মরণ পূর্ব্বক তৎসহবাসসুখসম্ভোগের অভিলাষে, মনের উল্লাসে, সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া, শয়নাগারে প্রবেশ করিল। নয়নানন্দ, কিয়ৎ ক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর, নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রত্নাবলী কহিল আজ তুমি পথশ্রান্ত আছ, আর অধিক ক্ষণ জাগরণক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। শয়ন কর, আমি চরণ সেবা করি। সে কহিল, তুমিও শয়ন কর, চরণসেবা করিতে হইবেক না।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে, ধূর্ত্তশিরোমণি নয়নানন্দ, অবিলম্বে, কপট

নিদ্রার আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক, নাসিকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাবতীও, পতিকে নিদ্রাগত দেখিয়া, অনতিবিলম্বে নিদ্রায় অচেতন হইল। তখন, সেই অদ্ভুত দুরাত্মা, অবসর বুঝিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, আপন কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ন ধার ছুরী বহিষ্কৃত করিল, এবং নিরুপম স্ত্রীরত্ন রত্নাবতীর কণ্ঠনালীচ্ছেদন পূর্ব্বক, সমস্ত আভরণ লইয়া পলায়ন করিল।

ইহা কহিয়া, শারিকা বলিল, মহারাজ! যাহা বর্ণিত হইল, সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তদবধি, আমার পুরুষজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না, এবং সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গ পরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব। পুরুষেরা অতি ধূর্ত্ত, অতি নৃশংস, অতি স্বার্থপর। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস অপেক্ষাও ভয়ানক। এই সমস্ত কারণে, আর আমার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, শুককে কহিলেন, অহে চূড়ামণি! তুমি, স্ত্রীজাতির উপর কি নিমিত্তে এত বিরক্ত, তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর।

তখন শুক কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন,

কাঞ্চনপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার শ্রীদত্ত নামে সুরূপ, সুশীল, শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরনিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিয়ৎ দিন পরে, শ্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল; জয়শ্রী আপন পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘ-কাল অতীত হইল, তথাপি শ্রীদত্ত প্রত্যাগমন করিল না।

এক দিন, জয়শ্রী আপন প্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল, দেখ সখি! আমার যৌবন বৃথা হইল। আজ পর্য্যন্ত সংসারের সুখ কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না। বলিতে কি, এরূপে একাকিনী কালহরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি কোনও উপায় স্থির কর। তখন সখী কহিল, প্রিয়সখি! ধৈর্য্য ধর, ভগবানের ইচ্ছা হয় ত, অবিলম্বে তোমার প্রিয়সমাগম হইবেক। জয়শ্রী, ইচ্ছানুরূপ উত্তর না পাইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃতা হইয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে, ঐ সময়ে, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, অতিমনোহর বেশে, ঐ পথে গমন

করিতেছিল। ঘটনাক্রমে, তাহার ও জয়শ্রীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইবাতে, উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল। জয়শ্রী, তৎক্ষণাৎ, আপন সখীকে কহিল, দেখ, যে রূপে পার, ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও। জয়শ্রীর সখী, তাহার নিকটে গিয়া কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল, সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান ; সন্ধ্যার পর, তুমি আমার আলয়ে আসিবে। এই বলিয়া, সে তাহাকে আপন আলয় দেখাইয়া দিল। তখন সে কহিল, তোমার সখীকে বলিবে, আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম ; সায়ংকালে, তোমার আবাসে আসিয়া নিঃসন্দেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তদনন্তর সখী, জয়শ্রীর নিকটে গিয়া সবিশেষ সমুদায় তাহার গোচর করিলে, সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, এবং তাহাকে পারিতোষিক দিয়া, অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়া কহিল, যদি তুমি তাহার সহিত মিলন করিয়া দিতে পার, আমায় চির কালের মত কিনিয়া রাখিবে ; আমি, কোনও কালে, তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে গিয়া অবস্থিতি কর ; সে আসিবা মাত্র আমায় সংবাদ দিবে। এই বলিয়া, সখীকে বিদায় করিয়া জয়শ্রী, উল্লাসিত মনে, ইচ্ছানুরূপে বেশ ভূষা করিতে বসিল।

শুভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, সেই যুবা, রতিপতির আদেশানুরূপ বেশপরিগ্রহ করিয়া, সখীর আলয়ে উপস্থিত হইল। সে, পরম সমাদরে বসিতে আসন দিয়া, জয়শ্রীর নিকটে গিয়া, প্রিয়তমের উপস্থিতিসংবাদ দিল। জয়শ্রী শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিল, সখি ! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর ; গৃহজন নিদ্রিত হইলেই, তোমার সঙ্গে গিয়া প্রাণনাথের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, জন্ম সার্থক করিব। অনন্তর, পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিদ্রাগত লইলে, জয়শ্রী সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব্ব, চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা, যৌবনের চারিতার্থতা সম্পাদনা করিয়া, নিশাবসান সময়ে, স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিল। সে, এইরূপে প্রত্যহ, প্রিয়সমাগমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, তাহার স্বামী, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। জয়শ্রী, শ্রীদত্তের সমাগমনে, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এ আপদ আবার, এতদিনের পর কোথা হইতে উপস্থিত হইল। এখন কি করি,

প্রাণনাথের নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কতদিন থাকিবেক, কত জ্বালাইবেক, তাহাও জানি না। এই চিন্তায় মগ্ন, ও স্নান, ভোজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিমুখ হইয়া, বিষণ্ণ মনে, সখীর সহিত, নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

রজনী উপস্থিত হইল। জয়শ্রীর মাতা, জামাতাকে, পরম সমাদর ও যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, দাসী দ্বারা, শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন, এবং আপন কন্যাকেও পতিশুশ্রূষার্থে গমন করিতে আদেশ দিলেন। জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে, তাহার মাতা, নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও ভর্ৎসনা দ্বারা তাহাকে নিরুত্তরা করিয়া, বলপূর্ব্বক, গৃহপ্রবেশ করাইলেন। তখন সে বিবশা হইয়া, শয়নগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, বিবৃত মুখে শয়ন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত, স্নিগ্ধ সম্ভাষণ করিয়া, প্রণয়িনীর প্রতি নানাপ্রকার প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে, তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত, নিজানীতে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পট্টশাটী প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, জয়শ্রী সাতিশয় কোপপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তদ্দত্ত সমস্ত বস্তু দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। তখন শ্রীদত্ত, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, ক্ষান্ত রহিল, এবং একান্ত পথশ্রান্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল।

জয়শ্রী পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া, মনে মনে আহ্লাদিতা হইল, এবং পতিদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া, ঘোরতর অন্ধকারাবৃত রজনীতে, একাকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিল। সেই সময়ে, এক তস্কর ঐ পথে দণ্ডায়মান ছিল। সে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কামিনীকে, অর্দ্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল, এই যুবতী, অসহায়িনী হইয়া নিশীথ সময়ে, নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে। যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল। এই বলিয়া, সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

এ দিকে, জয়শ্রীর প্রিয় সখা, সখীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া, তাহার আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল। অকস্মাৎ এক কালসর্প আসিয়া, দংশিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া গেল। সে মৃত পতিত রহিল। জয়শ্রী, তথায় উপস্থিত হইয়া, মৃত প্রিয়তমকে কপট নিদ্রিত বোধ করিয়া, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু, উত্তর না পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল,

আমার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, ইনি অভিমানে উত্তর দিতেছেন না ; অনন্তর, তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া, বিনয় ও প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক, বিলম্বের হেতুনির্দেশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। চোর, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সহাস্য আস্যে, এই রহস্য দেখিতে লাগিল।

নিকটস্থবটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এই কৌতুক দেখিতেছিল। সে, সাতিশয় কুপিত হইয়া, স্থির করিল, ঈদৃশী দুশ্চারিণীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া আবশ্যক ; অনন্তর সে, তদীয় প্রিয়তমের মৃত কলেবরে আবির্ভূত হইয়া, দন্ত দ্বারা জয়শ্রীর নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক, আপন আবাসগৃহে প্রতিগমন করিল। চোর, এই সমস্ত নয়নগোচর করিয়া, নিরতিশয় চমৎকৃত হইল।

জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন সে প্রিয়তমকে মৃত স্থির করিয়া সখীর নিকটে গিয়া, পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি ; কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া, কেমন করিয়া, পিতা মাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ, আজ আবার সেই সর্ব্বনাশিয়া আসিয়াছে ; সেই বা, দেখিয়া শুনিয়া, কি মনে করিবেক। সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি ; তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়। এই বলিয়া জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সখী শুনিয়া হতবুদ্ধি ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, জয়শ্রী, উৎপন্নমতিত্ববলে, এক উপায় স্থির করিয়া কহিল, সখি! আর চিন্তা নাই, উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি ; শুন দেখি, সঙ্গত হয় কি না। আমি, এই অবস্থায় গৃহে গিয়া, শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করি। গৃহজন, রোদনশব্দে জাগরিত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসার্থে উপস্থিত হইলে, বলিব, আমার স্বামী, অকারণে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে বারংবার প্রহার করিয়া, পরিশেষে নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিলেন। সখী কহিল, উত্তম যুক্তি হইয়াছে ; ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইবেক। অতএব, অবিলম্বে গৃহে গিয়া, এইরূপ কর।

জয়শ্রী সত্বর গৃহে গিয়, শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া, জয়শ্রীর শয়নগৃহে প্রবেশ

করিয়া দেখিল, তাহার নাসিকা নাই, সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে ; এবং, সে নিজে ভূতলে পতিত হইয়া, রোদন করিতেছে। অনন্তর, তাহারা, ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পুরঃসর, বারংবার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, জয়শ্রী আপন স্বামীর দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিল, ঐ দুর্বৃত্ত দস্যু আমার এই দুর্দশা করিয়াছে। তখন সমস্ত পরিবার, একবাক্য হইয়া, শ্রীদত্তের অশেষপ্রকার তিরস্কার আরম্ভ করিল।

সুশীল শ্রীদত্ত, পূর্ব্বাপর কিছুই জানে না ; অকস্মাৎ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে ও নানাপ্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণে, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি, সবিশেষ না জানিয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া, যার পর নাই অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছি। ইহাকে অতি দুশ্চরিত্রা দেখিতেছি। প্রথমতঃ, শত শত চাটুবচনেও, যে ব্যক্তি আলাপ করে নাই ; সেই এক্ষণে অনায়াসে, মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাপবাদ দিতেছে। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না, পরিশেষে কি বিপদ ঘটিবেক। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, সে অধোবদন হইয়া রহিল।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, জয়শ্রীর পিতা, রাজদ্বারে সংবাদ দিয়া, জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল। প্রাড়্বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদী, উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া প্রথমতঃ জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসিলেন, কে তোমার এ দুর্দশা করিয়াছে, বল ; আমি সেই দুরাচারের যথোচিত দণ্ডবিধান করিতেছি। জয়শ্রী পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ধর্ম্মাবতার ! ইনি আমার স্বামী ; ইহা হইতেই আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। অনন্তর, প্রাড়্বিবাক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এমন দুষ্কর্ম করিলে ! সে কহিল, ধর্ম্মাবতার আমি এ বিষয়ের ভাল মন্দ কিছুই জানি না ; ইহাতে, আপনকার বিচারে, যেরূপ ব্যবস্থা হয়, করুন, এই বলিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ন বদনে দণ্ডায়মান রহিল।

প্রাড়্বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যশ্রবণান্তে, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, ঘাতকদিগকে ডাকাইয়া, শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ

করিলেন। চোর, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার, সবিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক, দেখিতেছিল। সে, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবিনাশের উপক্রম দেখিয়া, প্রাড়্‌বিবাকের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নিবেদন করিল, মহাশয়! সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, বিনা অপরাধে, আপনি এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন। আপনি ধর্ম্মাবতার, যথার্থ বিচার করুন; ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

প্রাড়্‌বিবাক চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চোরের বাক্য শুনিয়া, বারংবার জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, জয়শ্রীর মৃত পতিত উপপতির বক্ত্র মধ্য হইতে, তদীয় ছিন্ন নাসিকা আনীত হইল। তখন তিনি, নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া, যথোচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক, উভয়কে বিদায় দিলেন; এবং জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন, তৎপরে তাহাকে গর্দ্দভে আরোহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, চূড়ামণি কহিল, মহারাজ! নারী ঈদৃশ প্রশংসনীয় গুণে পরিপূর্ণা হয়।

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! জয়শ্রী ও নয়নানন্দ, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক দুরাচার। রাজা কহিলেন, আমার মতে, দুই সমান।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধারা নগরে, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার দূতের নাম হরিদাস। ঐ দূতের মহাদেবী নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কালক্রমে, কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে, হরিদাস মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল; অতঃপর, বর অন্বেষণ করিয়া, উহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করা উচিত। অনন্তর, পরিবারের মধ্যে মহাদেবীর

বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইলে, সে, এক দিন, আপন পিতার নিকট নিবেদন করিল, পিতঃ! যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তিনি যেন সর্ব্ব গুণে অলংকৃত হন। হরিদাস, কন্যার এই প্রশংসনীয় প্রার্থনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এক দিন, রাজা মহাবল হরিদাসকে কহিলেন, হরিদাস! দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। বহু দিন অবধি, তাঁহার শারীরিক ও বৈষয়িক কোনও সংবাদ না পাইয়া, বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব, তুমি তথায় গিয়া, আমার কুশলসংবাদ দিয়া ত্বরায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সংবাদ লইয়া আইস। হরিদাস, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, কতিপয় দিবসের মধ্যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট নিজ প্রভুর সন্দেশ জানাইল। হরিশ্চন্দ্র দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্তা প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং সমুচিত পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক, হরিদাসকে, কতিপয় দিবস তথায় অবস্থিতি করতে অনুরোধ করিলেন।

এক দিবস, রাজা হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! তুমি কি বোধ কর, কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে কি না। তখন সে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, হাঁ মহারাজ! কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অধিকারপ্রভাবেই, সংসারে মিথ্যাপবঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে; সত্যের হ্রাস হইতেছে; পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন; লোক মুখে মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ কপটতা; রাজারা, প্রজার সুখসমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল কোষপরিপূরণে যত্নবান হইয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এবং যৎপরোনাস্তি লোভী হইয়াছেন; স্ত্রীলোক লজ্জায় এক কালে জলাঞ্জলি দিয়াছে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে; পুত্র পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রূষায় ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; মিত্রতানিবন্ধন অকৃত্রিমপ্রণয়সম্বলিত সরল ব্যবহার আর দৃষ্টিগোচর হয় না; নিত্য, নৈমিত্তিম প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে কাহারও আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না; পামরেরা, বুদ্ধি ও বিদ্যার অহঙ্কারে, প্রতিকূল তর্ক দ্বারা, ধর্ম্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ইত্যাদি নানা প্রকারে,

কেবল ধর্ম্মের তিরোভাব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র নেত্রগোচর হইতেছে। রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, হরিদাসের সবিশেষ প্রশংসা করিলেন।

সভাভঙ্গান্তে, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে। হরিদাস, আপন অবস্থিতি-স্থানে উপস্থিত হইয়া, এক অপরিচিত ব্রাহ্মণতনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে আসিয়াছ। সে কহিল আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। হরিদাস কহিল, কি প্রার্থনা বল! আমার সামর্থ্য হয়, সম্পন্ন করিব। সে কহিল, তোমার এক পরম সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে; আমার সহিত তাহার বিবাহ দাও। হরিদাস কহিল, আমি, কন্যার প্রার্থনা অনুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণগুণ-সম্পন্ন হইবেক, তাহাকে কন্যাদান করিব। সে কহিল, আমি, বাল্যকাল অবধি, পরম যত্নে, নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি; আর, আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, এক অদ্ভুত রথ নির্ম্মাণ করিয়াছি; তাহাতে আরোহণ করিলে, এক দণ্ডে, বর্ষগম্য দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।

হরিদাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল; এবং কন্যাদানে সম্মত হইয়া কহিল, কল্য প্রাতঃকালে, তুমি রথ লইয়া আমার নিকটে আসিবে। এই বলিয়া, ব্রাহ্মণতনয়কে বিদায় দিয়া, হরিদাস স্নান, আহ্নিক, ও ভোজন করিল; এবং, অপরাহ্নে, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বদেশপ্রতিগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিল। পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, ব্রাহ্মণতনয় হরিদাসের নিকটে উপস্থিত হইলে, উভয়ে রথে আরোহণ করিয়া, স্বল্প সময় মধ্যে নগরে উপস্থিত হইল। হরিদাসের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তদীয় পত্নী ও পুত্র, পৃথক পৃথক, এক এক ব্রাহ্মণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব; তাহাতে কেবল হরিদাসের গৃহপ্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা প্রতিবন্ধক ছিল। এক্ষণে সেই পূর্ব্বাশ্বাসিত বরেরা, হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া, বিবাহের নিমিত্ত, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল।

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে, হরিদাস অতিশয়, ব্যাকুল হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিনজনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি; তিন জনই বিদ্যাবান ও অসাধারণগুণসম্পন্ন, কাহাকেই নিরাশ করি। অনন্তর, সে তাহাদিগকে কহিল, অদ্য তোমরা আমার আলয়ে অবস্থিতি কর; আমি, প্রত্র ও

গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিব। তাহারা, সম্মত হইয়া, সে দিন, হরিদাসের আবাসে অবস্থিতি করিল। দৈববিড়ম্বনায়, সেই রজনীতে, বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া, হরিদাসের কন্যাকে হস্তগত করিয়া, প্রস্থান করিল।

গৃহজন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল, মহাদেবী গৃহে নাই। তখন সকলে, একত্র হইয়া, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। বিবাহার্থী ব্রাহ্মণ-কুমারেরাও, ভাবিনী ভার্য্যার অদর্শনবার্ত্তা শ্রবণগোচর করিয়া, ম্লান বদনে তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি, সমাধিবলে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমুদয় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত। সে হরিদাসকে কহিল মহাশয়! উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি দেখিতেছি, এক রাক্ষস, আপনকার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে লইয়া গিয়া, বিন্ধ্য পর্ব্বতে রাখিয়াছে; যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোন উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন। দ্বিতীয় কহিল, আমি শব্দভেদী শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি; অতএব. কোনও উপায়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে, রাক্ষসের প্রাণবিনাশ ও কন্যার উদ্ধারসাধন করিতে পারিব। তখন তৃতীয় কহিল, আমার এই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান কর, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে।

অনন্তর, সে, ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক, বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইল; এবং শব্দভেদী শর দ্বারা ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবী সমভিব্যাহারে অবিলম্বে ধারা নগরে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর, তিন বর, পরস্পর বিবাদ করিয়া কহিতে লাগিল, আমিই ইহার পাণিগ্রহণে অধিকারী; আমি না হইলে, ইহার উদ্ধার হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। হরিদাস, তদীয় বাদানুবাদ শ্রবণে কর্ত্তব্যাবধারণে বিমূঢ় ও যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইল।

এইরূপে উপাখ্যানের সমাপন করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি মহাদেবীর পাণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, যে ব্যক্তি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবীর প্রত্যানয়ন করিয়াছে। বেতাল কহিল তিন জনই সমান বিদ্বান; এবং তিন জনই, প্রত্যানয়ন বিষয়ে সমান সাহায্য করিয়াছে; তবে কি জন্য, অন্য কাহারও না হইয়া, এই কন্যা প্রত্যাহর্ত্তারই প্রণয়িনী হইবেক। রাজা কহিলেন তিন জনই অসাধারণ

গুণ প্রকাশ করিয়াছে, যথার্থ বটে ; কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, প্রত্যাহর্ত্তার গুণেই প্রকৃত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে ; অতএব, তাহারই প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

ধর্ম্মপুর নামে অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্ম্মশীল নামে অতি সুশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী, একদিন, রাজাকে পরামর্শ দিলেন, মহারাজ ! মন্দিরনির্ম্মাণ পূর্ব্বক, কাত্যায়নীর প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিদিন, যথাবিধানে, পূজা করিতে আরম্ভ করুন ; শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ ফলশ্রুতি আছে। রাজা, মন্ত্রীর পরামর্শে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং নূতন মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া, ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তির সংস্থাপন পূর্ব্বক, প্রত্যহ, মহাসমারোহে যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

রাজা, এইরূপে, দেবতার আরাধনে নিয়ত যত্নবান ও গো ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন ; তথাপি সংসারাশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না। সর্ব্বদাই তিনি মনে মনে চিন্তা করেন, শাস্ত্রে ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে, অপুত্র ব্যক্তির সংসারাশ্রম, ধনে জনে পরিপূর্ণ হইলেও, শূন্যপ্রায় ; এবং, পরকালেও, তাহার সদ্গতিলাভ হয় না। অতএব কি কর্ত্তব্য।

এক দিন, রাজা, মন্ত্রীপ্রবর অন্ধকের পরামর্শ অনুসারে, কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, দেবি ! তুমি, ত্রিলোকজননী ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত তোমার আরাধনা করেন ; তুমি, কালে কালে, ত্রিভুবনের মহানর্থহেতু উৎপাত-ধূমকেতুপ্রায় মহিষাসুর, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্বৃত্ত দৈত্য দানবগণের প্রাণসংহার করিয়া, ভূমির ভার হরিয়াছ ; আর, যখন যে স্থানে তোমার ভক্তেরা বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে, তুমি তৎক্ষণাৎ, তথায় আবির্ভূত হইয়া, তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছ ;

তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক; এই নিমিত্ত, আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি ; আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর। স্তবাবসানে রাজা, পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর আকাশবাণী হইল, রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা শুনিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, আনন্দগদ্গদ স্বরে কহিলেন, জননী! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, কৃপা করিয়া এই বর দাও, যেন অবিলম্বে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করি। দেবী কহিলেন, বৎস! অবিলম্বে তোমার পুত্র জন্মিবেক, এবং ঐ পুত্র সুশীল, শান্তস্বভাব সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন, ও সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী হইবেক।

কিয়ৎ দিন অতীত হইলে, রাজার এক পুত্র জন্মিল। রাজা, মহাসমারোহে সপরিবারে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তে পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন, এবং, সমাগত দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক ধন দিয়া, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

এক দিন, দীনদাস নামে তন্তুবায়, কোনও কার্য্য উপলক্ষে, নিজ বন্ধুর সহিত রাজধানীতে গমন করিতেছিল। দৈবযোগে, তাহার স্বজাতীয়া, রাজধানী-বাসিনী, এক পরম সুন্দরী কন্যা নয়নগোচর হওয়াতে, দীনদাস তদীয় অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। অনন্তর, সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তন্তুবায় মনে মনে চিন্তা করিল, আমাদের মহারাজ, পুত্রবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও, ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে, বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের মুখনিরীক্ষণ করিয়াছেন। দেবীর কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমারও এই স্ত্রীরত্নলাভ সম্পন্ন হইতে পারে।

এই চিন্তা করিয়া, দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, তন্তুবায় কৃতাঞ্জলিপুটে মানসিক করিল, ভগবতি! যদি এই কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়, স্বহস্তে মস্তকচ্ছেদন করিয়া, তোমায় পূজা দিব। এইরূপ মানসিক করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক সে, আপন বন্ধুর সহিত, নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল ; পরে নিজালয়ে প্রতিগমন করিয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণীর দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া, আহার, বিহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইল ; এবং অষ্ট প্রহর, অন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল সেই কামিনীর বিভ্রম বিলাস আদি ধ্যান করিতে লাগিল।

তাহার সহচর, স্বীয় বয়স্যের এবংবিধ অপ্রতিবিধেয় স্মরদশার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণমনা হইল, এবং অশেষবিধ চিন্তা করিয়াও, উপায় নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে তাহার পিতার নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। তাহার পিতা, সমস্ত শ্রবণ ও স্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিয়া, বিবেচনা করিল, ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে, বোধ হয়, সেই কন্যার সহিত বিবাহ না হইলে, প্রাণত্যাগ করিতে পারে। অতএব, এ বিষয়ে উপেক্ষা করা বিধেয় নহে ; যাহাতে ত্বরায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

এই স্থির করিয়া, দীনদাসের পিতা, পুত্রের মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল ; এবং, যথোচিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর, গৃহস্বামীকে কহিল, আমি তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি ; যদি তুমি, দয়া করিয়া, প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হও, ব্যক্ত করি। সে কহিল, যদি সাধ্যাতীত না হয়, অবশ্য করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপে গৃহস্বামীকে বচনবদ্ধ করিয়া, দীনদাসের পিতা, তাহার নিকট, আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে, সে, তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া কন্যাদান করিল। তন্তুবায়তনয়, অভিলষিত দারসমাগম দ্বারা, কৃতার্থম্মন্য হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, দীনদাস, শ্বশুরালয়ে কর্ম্মবিশেষ উপস্থিত হওয়াতে, নিমন্ত্রিত হইয়া, পূর্ব্ব বন্ধুকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পত্নীর সহিত তথায় প্রস্থান করিল। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে, ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দির দীনদাসের দৃষ্টিগোচর হইল। তখন, পূর্ব্বকৃত মানসিক স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, সে মনোমধ্যে এই আলোচনা করিতে লাগিল, আমি অতিশয় অসত্যবাদী পামর ; দেবীর নিকট মানসিক করিয়া, বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি ; জন্মজন্মান্তরেও, আমি এই গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যাহা হউক, এক্ষণে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, দেবীর ধার পরিশোধ করা উচিত।

এইরূপ স্থির করিয়া, দীনদাস স্বীয় সহচরকে কহিল, মিত্র ! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর ; আমি, দেবীদর্শন করিয়া, ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া, তথায় উপস্থিত ও সন্নিহিত সরোবরে স্নাত হইয়া, সে প্রথমতঃ যথাবিধি পূজা করিল ; অনন্তর, ভগবত কাত্যায়নি ! বহু কাল হইল, আমি তোমার

নিকট মানসিক করিয়াছিলাম অদ্য তাহার পরিশোধ করিতেছি। এই বলিয়া, মন্দিরস্থিত খড়্গ লইয়া, স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র, তাহার মস্তক, দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া, ভূতলে পতিত হইল।

দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া, তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল, তুমি এইখানে থাক, আমি বন্ধুকে ডাকিয়া আনি। এই বলিয়া, তথায় গমন করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, সে দেখিল, দীনদাসের মস্তক ও কলেবর পৃথক পৃথক পতিত আছে। তখন সে, হতবুদ্ধি হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, সংসার অতি বিরুদ্ধ স্থান; কোনও ব্যক্তিই বোধ করিবেক না, এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে; সকলেই বলিবেক, আমি ইহার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে আপন অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ইহার প্রাণবধ করিয়াছি। অকারণে, এরূপ বিরূপ লোকাপবাদে দূষিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া, সে ব্যক্তিও, তৎক্ষণাৎ, সেই খড়্গ দ্বারা, আপনার মস্তকচ্ছেদন করিল।

তন্তুবায়তনয়া, বহুক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদের অন্বেষণার্থে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল; এবং উভয়কেই মৃত ও পতিত দেখিয়া, বিবেচনা করিল, দৈবদুর্ব্বিপাকে আমার যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহাতে বোধ করি, পূর্ব্বজন্মে অনেক মহাপাতক করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অসার দেহভার বহন করা বিড়ম্বনা মাত্র। আর, লোকেও বিশেষ না জানিয়া বলিবেক, এই স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, আপন অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছে। অতএব, সর্ব্ব প্রকারেই প্রাণত্যাগ করা উপযুক্ত।

এই বলিয়া, সেই শোণিতলিপ্ত খড়্গ লইয়া, তন্তুবায়তনয়া আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, দেবী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া, তাহার হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। সে কহিল, জননী! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাদের দুই জনের প্রাণদান কর। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, উভয়ের কলেবরের সহিত মস্তকের যোগ করিতে আদেশ দিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন। তন্তুবায়তনয়া, কাত্যায়নীর বচন শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধপ্রায়া হইয়া, একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত

করিয়া দিল। উভয়েই, তৎক্ষণাৎ প্রাণদান পাইয়া, গাত্রোত্থান করিল।

এইরূপে উপাখ্যান শেষ করিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এক্ষণে কোন ব্যক্তি ঐ কন্যার স্বামী হইবেক, বল। রাজা কহিলেন, শুন বেতাল! যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু উত্তম, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু উত্তম; সেইরূপ, সমুদয় অঙ্গের মধ্যে, মস্তক উত্তম; এই নিমিত্তে, শাস্ত্রকারেরা মস্তকের নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তির কলেবরে পূর্ব্বস্বামীর উত্তমাঙ্গ যোজিত হইয়াছে, সেই তাহার স্বামী হইবেক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর,

চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুলোচনা নামে ভার্য্যা ও ত্রিভুবনসুন্দরী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, রাজা উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন। নানাদেশীয় রাজারা ক্রমে ক্রমে অবগত হইলেন, রাজা চন্দ্রাপীড়ের এক পরম সুন্দরী কন্যা আছে; তদীয় রূপ লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে, মুনিজনেরও মন মোহিত হয়। তাঁহারা সকলেই, বিবাহপ্রার্থনায়, নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা স্ব স্ব প্রতিমূর্তি চিত্রিত করাইয়া, চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। রাজা, মনোনীত করিবার নিমিত্ত, সেই সকল চিত্র কন্যার নিকটে উপনীত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কাহারও ছবি তাহার মনোনীত হইল না। তখন রাজা কন্যার স্বয়ংবরের আদেশ দিলেন। সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল, তাত! স্বয়ংবর বৃথা আড়ম্বর মাত্র; তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রম, এই তিনে অসাধারণ হইবেক, আমি তাহাকেই পতিত্বে পরিগৃহীত করিব।

কিয়ৎ দিন পরে, দেশান্তর হইতে, চারি বর উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে বলিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, মহারাজ! আমি বাল্য কাল অবধি, বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে, নানা বিদ্যায়

নিপুণ হইয়াছি ; আর, আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, প্রতিদিন, এক খানি মনোহর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, পাঁচ রত্ন মূল্যে বিক্রয় করি। তাহার মধ্যে, সর্ব্বাগ্রে এক রত্ন ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করি ; দ্বিতীয় দেবসাৎ করিয়া, তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি ; চতুর্থ ভাবী ভার্য্যার নিমিত্ত রাখিয়া, পঞ্চম দ্বারা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয়ের নির্বাহ করিয়া থাকি। এই গুণ আমা ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির নাই। আর আমার রূপের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি ; মহারাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দ্বিতীয় কহিল, আমি জলচর, স্থলচর, সমস্ত পশু পক্ষীর ভাষা জানি ; আমার সমান বলবান ত্রিভুবনে আর কোনও ব্যক্তি নাই ; আর, আমার আকার আপনকার সমক্ষেই উপস্থিত রহিয়াছে। তৃতীয় কহিল, আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ; আমার সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ দেখিতেছেন, আপন মুখে বর্ণন করিয়া নির্লজ্জ হইবার প্রয়োজন কি। চতুর্থ কহিল, আমি শাস্ত্র-বিদ্যায় অদ্বিতীয়, শব্দবেধী শর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি ; আর, আমার রূপ লাবণ্যের বিষয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, এবং আপনিও স্বচক্ষে দেখিতেছেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে, চারি জনের রূপ, গুণ ও বিদ্যার পরিচয় লইয়া, রাজা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, চারি জনকেই রূপে, গুণে ও বিদ্যায় অসাধারণ দেখিতেছি। কাহাকে কন্যা দান করি। অনন্তর, ত্রিভুবনসুন্দরীর নিকটে গিয়া, চারি জনের গুণের পরিচয় দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে ! এই চারি বর উপস্থিত, তুমি কাহাকে মনোনীত কর। শুনিয়া, ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! কোন্ ব্যক্তি যুক্তিমার্গ অনুসারে, ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি বস্ত্র নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করে, সে জাতিতে শূদ্র ; যে ব্যক্তি পশু পক্ষীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতিতে বৈশ্য ; যে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ ; কিন্তু শব্দবেধী ব্যক্তি কন্যার স্বজাতীয় ; সেই, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, এই কন্যার পরিণেতা হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশীয়, চিরঞ্জীব নামে রজঃপুত, তাঁহার বদান্যতা ও গুণগ্রাহকতা কীর্তি শ্রবণ করিয়া, কর্ম্মের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু, তাহার দুরদৃষ্ট ক্রমে, রাজা তৎকালে, সর্ব্বক্ষণ অন্তঃপুরবাসী হইয়া, মহিলাগণের সহবাসে কালযাপন করিতেন, বহু কালেও এক বার রাজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সংবৎসর অতীত হইল, তথাপি চিরঞ্জীব রাজার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিল না; এ দিকে, ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য, যৎকিঞ্চিৎ যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল প্রায় সংবৎসর অতীত হইল, আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, শ্ববৃত্তি সেবার প্রত্যাশায়, দূর দেশ হইতেআসিয়া, রাজ্যতন্ত্রপরাঙ্মুক স্ত্রীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অভীষ্টসিদ্ধির কথা দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিলাম না। দেবতা, কত দিনে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার মতি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আর এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ত্ত দেখিতেছি, স্বয়ং রাজকার্য্যে মনোযোগ করেন না। কিন্তু রাজা স্বায়ত্ত না হইলেও, তাঁহার নিকট মাদৃশ জনের অনায়াসে প্রার্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই যে আমি এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহারই বা নিশ্চয় কি। বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি নিঃসম্বল হইলাম; ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নসংগ্রহ ব্যতিরেকে, এ স্থলে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী। অতএব, এক অনিশ্চিত শ্ববৃত্তিলাভের প্রত্যাশায়, অন্য এক শ্ববৃত্তি অবলম্বন করা, নিতান্ত নির্ঘৃণ ও কাপুরুষের কর্ম্ম। ফলতঃ আশার দাসত্ব স্বীকার করিলেই, নিঃসন্দেহে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি, আশাকে দাসী করিয়া, সকল ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন সার্থক; যদি সংসারে কেহ সুখী থাকে, তবে সে ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। অতএব, অদ্যই আমি,

সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। এই নিশ্চয় করিয়া, মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চিরঞ্জীব অরণ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ৎ দিন পরে, রাজা গুণাধিপ, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, পুনর্বার রাজকার্য্যে নিবিষ্টমনা হইলেন; এবং কতিপয় দিবসের পর, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যবাহারে করিয়া, মহাসমারোহে, মৃগয়ায় গমন করিলেন। নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে তিনি এক মৃগের অনুসরণক্রমে, অশ্বারোহণে, একাকী, অরণ্যের নিবিড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, চারিদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; এবং সে মৃগও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল।

রাজা, যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু, ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা, বুভুক্ষা ও পিপাসার যন্ত্রণা, ক্রমে ক্রমে, অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, ইতস্ততঃ জলের অন্বেষণ করিতে করিতে, অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে সাতিশয় হৃষ্টমনা হইলেন। রজঃপূত চিরঞ্জীব, বিষয়বিরক্ত হইয়া, ঐ কুটীরে তপস্যা করিতেছিল। তথায় উপস্থিত ও কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, রাজা জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন। চিরঞ্জীব, আতিথেয়তাপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ, তপোবনসুলভ সুস্বাদু ফল ও সুশীতল জল প্রদান করিল।

রাজা, ফল ও জল পাইয়া, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি করিলেন, এবং নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া, আপনাকে পুনর্জীবিত বোধ করিতে লাগিলেন; পরে, মহোপকারক চিরঞ্জীবের ভাবদর্শনে, প্রকৃত ঋষি বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি আমার যে মহোপকার করিলেন, তাহাতে আমি আপনার নিকট চিরক্রীত রহিলাম। এক্ষণে, এক অনুচিত প্রার্থনা দ্বারা, ধৃষ্টতাপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধমার্জনা করিবেন। আমি ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি; কিন্তু, আকার ইঙ্গিত দর্শনে, কোনও ক্রমে, প্রকৃত তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি, প্রাণসংশয় সময়ে, জলদান দ্বারা,

আমায় প্রাণদান করিয়াছেন, এক্ষণে, কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক, সংশয়াপনোদন দ্বারা আমায় চরিতার্থ করুন।

চিরঞ্জীব, রাজার অনুরোধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, আত্মপরিচয়প্রদান পূর্ব্বক কহিল, আমি, লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজা গুণাধিপের আশ্রিতপ্রতিপালন-কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া, কর্ম্মপ্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, রাজা, বিষয় সম্ভোগে আসক্ত হইয়া, সংবৎসরমধ্যেও, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। তৎপরে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু, জাতিস্বভাবসিদ্ধ রজোগুণের আতিশয্যবশতঃ, আমার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক কার্য্যে অনুরক্ত হইতেছে না; এখনও রাজসপ্রকৃতিসুলভ বিষয়ানুরাগে বিচলিত হইতেছে। অতএব, আপনকার এ সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে; আপনি উত্তম অনুভব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া, মনে মনে নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন; কিন্তু, তখন কিছু মাত্র ব্যক্ত না করিয়া, চিরঞ্জীবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, তদীয় কুটীরেই রজনীযাপন করিলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, রাজা গুণাধিপ, আত্মপরিচয়প্রদান পূর্ব্বক, চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন; এবং, সাতিশয় অনুগ্রহভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া, আপন নিকটে রাখিলেন। তদবধি, তিনি, তাহার প্রতি, সতত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তিও, তদীয় নির্দেশ সম্পাদনে, প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল।

একদা রাজা, অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজনবিশেষ বশতঃ, চিরঞ্জীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন। সে, রাজকার্য্যসম্পাদন করিয়া প্রত্যাগমনকালে অর্ণবকূলে এক অপূর্ব্ব দেবালয় দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, দেবদর্শন করিয়া, চিরঞ্জীব বহির্গত হইবামাত্র, এক পরম সুন্দরী কামিনী সহসা তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। তদীয় কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য অবলোকনে মোহিত হইয়া, চিরঞ্জীব একতান মনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই রমণী তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, অহে পুরুষবর! তুমি, কি নিমিত্তে, এ স্থানে আসিয়াছ; এবং, কি নিমিত্তেই বা, চিত্রার্পিতের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিয়াছ। চিরঞ্জীব কহিল, কার্য্য বশতঃ দেশান্তরে গিয়াছিলাম; কার্য্য শেষ করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছি; কিন্তু, অকস্মাৎ, তোমার অলৌকিক

রূপ লাবণ্য দর্শনে, মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, দণ্ডায়মান আছি। তখন, সেই সীমন্তিনী কহিল, তুমি এই সরোবরে অবগাহন কর, তাহা হইলে, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইব।

চিরঞ্জীব, শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, সরোবরে অবগাহন করিল; কিন্তু, জলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলিত করিয়া দেখিল, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল; এবং, অবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া, রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কহিলেন, তুমি ত্বরায় আমায় ঐ স্থানে লইয়া চল। অনন্তর, উভয়ে সমুচিত যানে আরোহণ পূর্ব্বক, অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন; এবং, যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে পূজা ও প্রণাম করিয়া, বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী, রাজার সম্মুখে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইল, এবং তদীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল, মহারাজ। আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিব। রাজা কহিলেন, যদি তুমি, আমার বাক্য অনুসারে, কার্য্য করিতে চাও, আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও। সে কহিল, আমি তোমার রূপের ও গুণের বশীভূত হইয়াছি; এমন স্থলে, কেমন করিয়া, উহার সহধর্ম্মিণী হইব। রাজা কহিলেন, তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ, আমার আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিবে। সজ্জনেরা, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করেন। অতএব, আপন বাক্যরক্ষা কর, চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও; পরিশেষে, সেই কামিনী সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, রাজা, গন্ধর্ব্ব বিধান দ্বারা, উভয়কে পরস্পর সহচর করিয়া দিয়া, আপন সমভিব্যাহারে, রাজধানীতে লইয়া গেলেন, এবং তাহাদের স্বচ্ছন্দরূপ জীবিকানির্ব্বাহের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে, কোন্ ব্যক্তির অধিক সৌজন্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ হইল। রাজা কহিলেন, চিরঞ্জীবের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে? বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজা পরিশেষে চিরঞ্জীবের নানা মহোপকার করিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু চিরঞ্জীব, মৃগয়াদিবসে, ফল, জল ও

আশ্রয় দান দ্বারা, রাজার যে উপকার করিয়াছিল, তাহার সহিত সকলের তুলনা হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

নবম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

মগধপুর নামে এক নগর আছে। তথায় বীরবর নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকারে, হিরণ্যদত্ত নামে, এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক বাস করিত। ঐ বণিকের, মদনসেনা নামে, এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইলে, মদনসেনা, স্বীয় সহচরীবর্গ সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিল। দৈবযোগে, ধর্ম্মদত্ত বণিকের পুত্র সোমদত্তও, পরিভ্রমণবাসনায়, সেই সময়ে, ঐ উপবনে উপস্থিত হইল। সে, কিয়ৎ ক্ষণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, দূর হইতে দর্শন করিল, এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, সখীগণ সহিত, ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া, সোমদত্ত, মদনসেনার অসামান্য রূপ লাবণ্য নয়নগোচর করিয়া, মোহিত হইল; এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি, তোমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, যদি আমার প্রতি অনুকূল না হও, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

মদনসেনা শুনিয়া, সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, সোমদত্তকে, অশেষ প্রকারে, সদুপদেশ প্রদান করিল; কিন্তু, কোনও প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। সোমদত্ত, অধিকতর অধৈর্য্য ও ব্যাকুল হইয়া, অঞ্জলি বন্ধ করিয়া, অশ্রুমুখে, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন মদনসেনা, উদারস্বভাবতা বশতঃ, পরের প্রাণরক্ষা করা প্রধান ধর্ম্মবোধ করিয়া, কহিল, আগামী পঞ্চম দিবসে, আমার বিবাহ হইবেক, তৎপরে শ্বশুরালয়ে যাইব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হও, গৃহে গমন কর। সোমদত্ত মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বিশ্বসিত মনে, গৃহে গমন করিল।

তৎপরে, পঞ্চম দিবসে পরিণীতা হইয়া, মদনসেনা শ্বশুরালয়ে গেল।

রজনী উপস্থিত হইলে, গৃহজনেরা তাহাকে শয়নাগারে প্রবেশিত করিল। সে, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, শয্যার, এক পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিল। তাহার স্বামী, পরম সমাদরে কর গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মদনসেনা, তৎকালোচিত নবোঢ়াচেষ্টিতসমুদয়ের বৈপরীত্যে, সোমদত্তের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, যদি তুমি আমায় তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দাও আমি আত্মঘাতিনী হইব। তাহার স্বামী প্রথমতঃ বিস্তর নিষেধ করিল; পরে তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া কহিল, যদি তুমি নিতান্তই তাহার নিকটে যাইতে চাও, যাও আমি নিষেধ করিতে পারি না; প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন অবশ্যকর্ত্তব্য বটে।

মদনসেনা, এইরূপে স্বামীর সম্মতিলাভ করিয়া, অর্দ্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী সোমদত্তের আলয়ে চলিল। রাজপথে উপস্থিত হইলে, এক তস্কর তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি! তুমি কে; এবং, সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলংকার পরিয়া এ ঘোর রজনীতে, কি অভিপ্রায়ে, কোথায় যাইতেছ। তোমায় একাকিনী দেখিতেছি; অথচ তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার লক্ষিত হইতেছে না। মদনসেনা কহিল, আমি হিরণ্যদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা; আমার নাম মদনসেনা; প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনের জন্য, সোমদত্তের নিকটে যাইতেছি।

চোর শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, তাহার গাত্র হইতে অলংকারগ্রহণের উদ্যম করিলে, মদনসেনা ব্যাকুল হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! আমি, অনেক যত্নে স্বামীকে সম্মত করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া, প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি; তুমি, আমার বেশভঙ্গ করিয়া, প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। এই স্থানে অবস্থিতি কর; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রত্যাগমনকালে, সমস্ত অলংকার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। চোর, মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিল; এবং সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, অলংকারের প্রত্যাশায়, তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মদনসেনা, সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে সুপ্ত দেখিয়া জাগরিত করিল। সোমদত্ত, মদনসেনার অসম্ভাবিত সমাগমে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী কি প্রকারে কোথা হইতে

উপস্থিত হইলে। মদনসেনা কহিল, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়াছি; তথা হইতে আসিতেছি। কয়েক দিবস হইল, উপবনবিহারকালে, তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞার প্রতিপালনার্থে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার ইচ্ছা বলবতী। সোমদত্ত জিজ্ঞাসিল, তোমার পতির নিকটে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না। সে উত্তর দিল, তাঁহার নিকটে সকল বিষয়ের অবিকল বর্ণন করিলাম; তিনি শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল পরে, অনুমতিপ্রদান করিলেন; তৎপরে তোমার নিকটে আসিয়াছি।

সোমদত্ত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, আমি পরকীয় মহিলার অঙ্গস্পর্শ করিব না; শাস্ত্রে সে বিষয়ে সবিশেষ দোষনির্দেশ আছে। যাহা হউক, তোমার বাক্যনিষ্ঠায় ও তোমার পতির ভদ্রতায়, অতিশয় প্রীত হইলাম। অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, তুমি প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলে; এক্ষণে যাও, প্রকৃত প্রস্তাবে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও।

তদনন্তর, মদনসেনা, প্রত্যাবর্ত্তনকালে, মলিম্লুচের নিকটে উপস্থিত হইল। সে, তাহাকে ত্বরায় প্রত্যাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে, মদনসেনা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। চোর শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, অকপট হৃদয়ে কহিল, আমার অলংকারের প্রয়োজন নাই। তুমি অতি সুশীলা ও সত্যবাদিনী। ধর্ম্মে কর্ম্মে. তোমার যে সতীত্বরক্ষা হইল, তাহাই আমার পরম লাভ। তুমি নির্বিঘ্নে শ্বশুরালয়ে গমন কর। এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। অনন্তর, মদনসেনা স্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সে, আর তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণ না করিয়া, অপ্রসন্ন মনে শয়ান রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! এই চারি জনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা অধিক। রাজা উত্তর দিলেন, চোরের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে? রাজা কহিলেন, মদনসেনার স্বামী, তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়া দেখিয়া, পরিত্যাগ করিয়াছিল, প্রশস্ত মনে সোমদত্তের নিকট গমনে অনুমতি দেয় নাই; তাহা হইলে উহার মন এখন অপ্রসন্ন হইত না। আর, সোমদত্ত, উপবনে তাদৃশ অধৈর্য্যপ্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে, কেবল রাজদণ্ডভয়ে মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাঙ্মুখ হইল, আন্তরিক ধর্ম্মভীরুতা প্রযুক্ত নহে। আর, মদনসেনা সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবং প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করা উচিত কর্ম্ম

বটে; কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে, সতীত্বপ্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে সতীত্বভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া, অসতীর কর্ম্ম বলিতে হইবেক; অতএব, তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে। কিন্তু, চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু; সে যে মহামূল্য অলংকার সমস্ত হাতে পাইয়া, মদনসেনার সতীত্বরক্ষা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, লোভসংবরণ পূর্ব্বক, তাহাকে অক্ষত বেশে গমন করিতে দিল, ইহা অকৃত্রিম ঔদার্য্যের কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দশম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

গৌড়দেশে বর্দ্ধমান নামে এক নগর আছে। তথায়, গুণশেখর নামে, অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। নরপতিও তদীয় উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। এবং স্বয়ং শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া, মন্ত্রিপ্রধান অভয়চন্দ্রের প্রতি আদেশ দিলেন, আমার, রাজ্যমধ্যে, যেন এই সমস্ত অবৈধ ব্যাপার আর প্রচলিত না থাকে।

সর্ব্বাধিকারী, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণাপ্রদান করিলেন, যদি, অতঃপর, কোনও ব্যক্তি এই সকল রাজনিষিদ্ধ অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার সর্ব্বস্বহরণ ও নির্ব্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। প্রজারা, কুলক্রমাগত আচার ও অনুষ্ঠানের পরিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছু ও রাজার প্রতি মনে মনে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াও, দণ্ডভয়ে প্রকাশ্য রূপে তদনুষ্ঠানে বিরত হইল।

এক দিবস অভয়চন্দ্র রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সংক্ষেপে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মপ্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এ জন্মে, কোনও ব্যক্তি কাহারও প্রাণহিংসা করিলে, হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়। এই উৎকট হিংসাপাপের প্রবলতা প্রযুক্তই, মানবজাতি, সংসারে আসিয়া, জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে। এই নিমিত্তই, শাস্ত্রকারেরা

নিরূপণ করিয়াছেন, অহিংসা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। মহারাজ ! দেখুন, হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি প্রধান দেবতারাও, কেবল কর্ম্মদোষে, সংসারে আসিয়া, বারংবার অবতার হইতেছেন। অতএব, অতি প্রবল জন্তু হস্তী অবধি, অতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের প্রাণরক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ও পরম পবিত্র ধর্ম্ম। আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যেরা যে পরমাংস দ্বারা আপন মাংসবৃদ্ধি করে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম ও যার পর নাই অসৎ কর্ম্ম আর নাই। এবংবিধ ব্যক্তিরা, দেহান্তে নরকগামী হইয়া, অশেষ প্রকারে যাতনাভোগ করে। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি, স্বদৃষ্টান্ত অনুসারে, অন্যের দুঃখ বিবেচনা না করিয়া, প্রাণহিংসা পূর্ব্বক, মাংস ভক্ষণ দ্বারা, স্বীয় রসনা পরিতৃপ্ত করে সে রাক্ষস ; তাহার আয়ু, বিদ্যা, বল, বিত্ত, যশ প্রভৃতি হ্রাস প্রাপ্ত হয় ; এবং সে কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, মূক, অন্ধ, পঙ্গু, বধির রূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করে। আর, সুরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব জীবহিংসা ও সুরাপান, সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত।

ঈদৃশ অশেষবিধ উপদেশ দ্বারা, অভয়চন্দ্র বৌদ্ধ ধর্ম্মে রাজার এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইল যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে, ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিত, সে অশেষ প্রকারে রাজপ্রসাদভাজন হইত। ফলতঃ রাজা, সবিশেষ অনুরাগ ও ভক্তিযোগ সহকারে স্বীয় অধিকারে, অবলম্বিত অভিনব ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিলেন।

কালক্রমে রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া, বৌদ্ধদিগের যথোচিত তিরস্কার ও নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন ; পিতার প্রিয়পাত্র প্রধানমন্ত্রীকে, শিরোমুণ্ডন পূর্ব্বক গর্দ্দভে আরোহণ ও নগরপ্রদক্ষিণ করাইয়া দেশবহিষ্কৃত করিলেন ; এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সমূলে উন্মূলন করিয়া, বেদবিহিত সনাতন ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনে অশেষ প্রকার যত্ন ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজা ধর্ম্মধ্বজ, মহিষীত্রয় সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিলেন। সেই উপবনে এক সুশোভন সরোবর ছিল। রাজা, তাহাতে কমল সকল প্রফুল্ল দেখিয়া, স্বয়ং জলে অবতর

পূর্ব্বক, কতিপয় পুষ্প লইয়া, তীরে আসিয়া, এক মহিষীর হস্তে দিলেন। দৈবযোগে, একটি পদ্ম মহিষীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, তদীয় বাম পদে পতিত হওয়াতে, উহার আঘাতে তাহার সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজা, হা হতোহস্মি বলিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সুধাকরের উদয় হইবামাত্র, তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালার স্পর্শে, দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্র স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গেল। আর, তৎকালে অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদূখলের শব্দ হইল; সেই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তৃতীয়া মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্চ্ছা হইল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! উহাদের মধ্যে কোন কামিনী অধিক সুকুমারী। রাজা কহিলেন, সুধাকরকরস্পর্শে যে, রাজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুকুমারী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল মহারাজ!

পুণ্যপুর নগরে, বল্লভ নামে, নিরতিশয় প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম সত্যপ্রকাশ। এক দিবস, রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন, দেখ, যে ব্যক্তি, রাজ্যেশ্বর হইয়া, অভিলাষানুরূপে বিষয়ভোগ না করে, তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চ মাত্র। এতএব, অদ্যাবধি, আমি ইচ্ছাস্বরূপ বৈষয়িক সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইব; তুমি কিয়ৎ কালের নিমিত্তে, সমস্ত রাজকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া, আমায় একবারে অবসর দাও। ইহা কহিয়া, অমাত্যহস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়া, রাজা, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রকাশ. অগত্যা, রাজকীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু, স্বতন্ত্র রাজতন্ত্রনির্বাহ ও অহর্নিশ দুরবগাহ নীতিশাস্ত্রের অবিশ্রান্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা, একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।

এক দিবস, অমাত্য আপন ভবনে, উৎকণ্ঠিত মনে, নির্জনে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী লক্ষ্মীনাম্নী পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং

স্বামীকে সাতিশয় অবসন্ন ও নিরতিশয় দুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন, কি নিমিত্তে, তোমায় সতত উৎকণ্ঠিত দেখিতে পাই, এবং, কি নিমিত্তেই বা, তুমি দিন দিন দুর্বল হইতেছ। তিনি কহিলেন, রাজা, আমার উপর সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, ভোগসুখে কালযাপন করিতেছেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, ইদানীং আমায় রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করিতে হইতেছে। রাজ্যের নানাবিষয়ক বিষম চিন্তা দ্বারা আমি এরূপ দুর্বল হইতেছি। তখন তাঁহার পত্নী কহিলেন, তুমি, অনেক দিন একাকী সমস্ত রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করিলে; এক্ষণে, কিছু দিনের অবকাশ লইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তীর্থপর্য্যটন কর।

সত্যপ্রকাশ, সহধর্ম্মিণীর উপদেশ অনুসারে, নৃপতিসমীপে বিদায় লইয়া, তীর্থপর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। তিনি, ক্রমে ক্রমে, নানা স্থানের তীর্থদর্শন করিয়া, পরিশেষে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, দর্শনাদি করিয়া, নির্গত হইলেন; এবং, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত মাত্র দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর, কোমল, তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে, সঙ্গীত করিতেছে। সত্যপ্রকাশ, বিস্ময়াবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ঐ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ভে বিলীন হইল।

ঈদৃশ অঘটনঘটনা নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইয়া, সত্যপ্রকাশ, ত্বরায় স্বদেশে প্রতিগমন পূর্ব্বক, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যদর্শন করিয়াছি; কিন্তু, বর্ণন করিলে, তাহাতে, কোনও প্রকারে, আপনকার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিব না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যাহা কাহারও বুদ্ধিগম্য ও বিশ্বাস-যোগ্য না হয়, তাদৃশ বিষয়ের কদাপি নির্দ্দেশ করিবেক না; করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধানবাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে, শত-

যোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর, লোকাতীত কীর্ত্তিহেতু সেতুসংঘটন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল ; তদুপরি এক পরম সুন্দরী রমণী, বীণাবাদন পূর্ব্বক, মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল। এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া, তীর্থপর্য্যটনপরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমি আপনকার নিকট ঐ বিষয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

রাজা শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র কৌতূলাক্রাত হইয়া, পুনর্বার সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যের ভারপ্রদান পূর্ব্বক, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ে, মহাদেবের পূজা করিয়া, মন্দির হইতে বহির্গত হইবা মাত্র, সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুরূপ ভূরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল। তাঁহার উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে ও সঙ্গীতশ্রবণে, বিমূঢ় ও পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, রাজা অর্ণবপ্রবাহে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, অল্পক্ষণ মধ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বৃক্ষও, মহীপতি সহিত, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর, সেই রমণী রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, অহে বীরপুরুষ ! তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিলে, বল। তিনি কহিলেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা ; আমার নাম বল্লভ ; তোমার সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, সেই রমণী কহিল, আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি, কেবল কৃষ্ণ পক্ষের চতুদর্শীতে, আমার সহিত সর্ব্ব প্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হই। রাজা শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে সে রাজাকে, এই নিয়মের রক্ষার্থে, পুনরায় প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া, গন্ধর্ব্ব বিধানে আপন প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল। রাজা, নব মহিষীর সহিত, পরম কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ চতুর্দশী উপস্থিত হইল। রাজমহিষী, সাতিশয় আগ্রহ ও নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, নিকটে থাকিতে নিষেধ করিলে, রাজা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু, কি কারণে পূর্ব্বে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল, এবং এক্ষণে, এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার নিষেধ করিল, যাবৎ ইহা সবিশেষ অবগত না হইব, তাবৎ আমার অন্তঃকরণে এক বিষয় সংশয় থাকিবেক। অতএব, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই বলিয়া, কৌতূহলাকুলিত চিত্তে, অন্তরালে থাকিয়া, রাজা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে, এক রাক্ষস আসিয়া কন্যার অঙ্গে করার্পণ করিল। রাজা দেখিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া, করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অশেষপ্রকার তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ওরে দুরাচর রাক্ষস! তুই, আমার সমক্ষে, প্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস না। যাবৎ তোরে না দেখিয়াছিলাম, তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় ছিল; এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি, এবং তোর প্রাণদণ্ড করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, তিনি খড়্গপ্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন রাজমহিষী, অকৃত্রিম পরিতোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, আমায় জীবনদান করিলে। আমি, এত কাল, কি যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, বলিতে পারি না।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! কি কারণে তুমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত, এই দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত ছিলে, বল।

তিনি কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ কর। আমি বিদ্যাধর নামক গন্ধর্ব্ব-রাজের কন্যা; আমার নাম রত্নমঞ্জরী। ভোজনকালে আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে, পিতার তৃপ্তি হইত না; এজন্য, নিত্যই, ভোজন সময়ে তাঁহার সন্নিহিত থাকিতাম। এক দিন, বাল্যখেলায় আসক্ত হইয়া, ভোজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না। পিতা, আমার অপেক্ষায়, বুভুক্ষায় অভিভূত হইয়া, ক্রোধ-ভরে এই শাপ দিলেন, অদ্যাবধি তুমি রসাতলবাসিনী হইবে; এবং, কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশীতে, এক রাক্ষস আসিয়া তোমায় অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিবে। আমি শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম, এবং, পিতার চরণে ধরিয়া, বহুবিধ স্তুতি ও বিনীত করিয়া, নিবেদন করিলাম, পিতঃ! আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ সামান্য অপরাধে, উৎকট দণ্ডবিধান করিলেন। এক্ষণে, কৃপা করিয়া, পাপমোচনের কোনও উপায় করিয়া দেন; নতুবা, কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিব। ইহা

কহিয়া, আমি, বিষণ্ণ বদনে, রোদন করিতে লাগিলাম। তখন তিনি, পূর্ব্বার্জিত স্নেহরসের সহায়তা দ্বারা, আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন, এক মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ আসিয়া, সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিয়া, তোমার শাপমোচন করিবেন। আমি, সেই শাপে, এই পাপে আশ্লিষ্ট ছিলাম। বহু দিনের পর, তুমি আমায় মুক্ত করিলে। এক্ষণে, অনুমতি কর, পিতৃদর্শনে যাই।

রাজা কহিলেন, যদি তুমি উপকার স্বীকার কর, অগ্রে এক বার আমার রাজধানীতে চল; পরে পিতৃদর্শনে যাইবে। রত্নমঞ্জরী, মহোপকারকের নিকট অবশ্যকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অন্যথাভাবে অধর্ম্ম জানিয়া, রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, তিনি, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং, কিছু দিন, তদীয় সহবাসে বিষয়রসে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী কহিলেন, মহারাজ! বহু কাল মনুষ্যসহবাস দ্বারা, আমার গন্ধর্ব্বত্ব গিয়াছে; এখন, সর্ব্বতোভাবে, মনুষ্যভাবাপন্ন হইয়াছি। পিতা আমার সর্ব্বগন্ধর্ব্বপতি; এক্ষণে, তাঁহার নিকটে গিয়া, সমুচিত সমাদর পাইব না। অতএব, আর আমার তথায় যাইতে অভিলাষ নাই; তোমার নিকটেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিব। রাজা শুনিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন; এবং, রাজকার্য্যে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া, দিন যামিনী, সেই কামিনীর সহিত, বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! কি কারণে, অমাত্য প্রাণত্যাগ করিলেন, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, রাজা, বিষয়রসে আসক্ত হইয়া, রাজ্যচিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন; প্রজা অনাথ হইল। অতঃপর, আর কোনও ব্যক্তি আমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেক না। অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে, সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ হইল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চূড়াপুরে, দেবস্বামী নামে, এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি রূপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন। কিয়ৎ দিন পরে, দেবস্বামী, লাবণ্যবতী নামে, এক গুণবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যা রূপ লাবণ্যে ভুবনবিখ্যাত ছিল। উভয়ে প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বিপ্রদম্পতী, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত, অট্টালিকার উপরিভাগে শয়ন করিয়া, নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময়ে, এক গন্ধর্ব্ব, বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক, আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, বিপ্রকামিনীর উপর দৃষ্টিপাত হওয়াতে, সে তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইল; এবং, বিমান কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া, নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিল।

কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেবস্বামী, স্বীয় প্রেয়সীকে পার্শ্বশায়িনী না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু, কোনও সন্ধান না পাইয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ ভাবে, নিশাযাপন করিলেন। পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, তিনি, অতিমাত্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুল চিত্তে, পুনরায়, বিশেষ করিয়া, অশেষপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন; পরিশেষে, নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন, দেবস্বামী, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অতিথি হইলেন; কহিলেন, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তৎক্ষণাৎ এক পাত্র দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ, ইতঃপূর্ব্বে, এক কৃষ্ণসর্প ঐ দুগ্ধে মুখার্পণ করাতে, তাহা অতিশয় বিষাক্ত হইয়া ছিল। পান করিবামাত্র, সেই বিষ, সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী হইয়া, অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন ও অচেতন করিতে লাগিল।

তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে, তুমি বিষভক্ষণ করাইয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে, এই বলিয়া ভূতলে পড়িলেন ও প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ, অকস্মাৎ ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া, যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন ; এবং, বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া, আপন পত্নীকে, তুই দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ব্রহ্মহত্যা হইল ; তুই অতি দুর্বৃত্তা, আর তোর মুখাবলোকন করিব না ; ইত্যাদি নানাপ্রকার তিরস্কার ও বহু প্রহার করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! এ স্থলে কোন ব্যক্তি দোষভাগী হইবেক। রাজা কহিলেন, সর্পের মুখে স্বাভাবতঃ বিষ থাকে ; সুতরাং, সে দোষী হইতে পারে না ; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, সেই দুগ্ধকে বিষাক্ত বলিয়া জানিতেন না ; সুতরাং, তাঁহারাও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবেন না ; আর, অতিথি ব্রাহ্মণ, সবিশেষ না জানিয়া, পান করিয়াছেন ; এজন্য, তিনিও আত্মঘাতী নহেন। কিন্তু, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া নিরপরাধা সহধর্ম্মিণীকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিলেন ; তাহাতে তিনি, অকারণে পত্নীপরিত্যাগ জন্য, দুরদৃষ্টভাগী হইবেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

চন্দ্রহৃদয় নগরে, রণধীর নামে, প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। রাজা রণধীরের প্রভাবে, প্রজারা চির কাল নিরুপদ্রবে বাস করিত। কিয়ৎ দিন পরে, নগরে গুরুতর চৌর্য্যক্রিয়ার আরম্ভ হইল। পৌরেরা, চোরের উপদ্রবে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সকলে মিলিয়া, নৃপতিসমীপে স্ব স্ব দুঃখের পরিচয়প্রদান করিল। রাজা সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই ; অতঃপর যাহাতে না হইতে পায়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান থাকিলাম। এইরূপ আশ্বাস দিয়া, রাজা নগরবাসীদিগকে বিদায় করিলেন ; এবং, নূতন নূতন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সাতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক নগররক্ষার আদেশ দিয়া, স্থানে স্থানে পাঠাইলেন ; বলিয়া দিলেন, চোর পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে। প্রহরীরা, সাতিশয় সাবধান হইয়া, নগররক্ষা করিতে

লাগিল ; তথাপি চৌর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্তি হইল না, বরং দিনে দিনে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

পুরবাসীরা, পুনরায় একত্র হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া, আপন আপন দুঃখ জানাইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা বিদায় হও ; অদ্য রজনীতে, আমি স্বয়ং নগররক্ষার্থে নির্গত হইব। প্রজারা, রাজাজ্ঞা অনুসারে, স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল। রাজাও, সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, অসি, চর্ম্ম, ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক, একাকী নগররক্ষার্থে নির্গত হইলেন ; এবং, কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোথায় যাইতেছ, তোমার বাস কোথায়। সে কহিল, আমি চোর ; তুমি কে, কি নিমিত্তে আমার পরিচয় লইতেছ, বল। রাজা ছল করিয়া বলিলেন, আমিও চোর। তখন সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আইস, উভয়ে একত্র হইয়া চুরি করিতে যাই। রাজা সম্মত হইলেন।

চোর, রাজাকে সহচর করিয়া, এক ধনাঢ্য গৃহস্থের ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক, বহু অর্থ হস্তগত করিল ; এবং, নগর হইতে নির্গত হইয়া, কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক প্রচ্ছন্ন সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইল। আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, রাজাকে দ্বারদেশে বসিতে আসন দিয়া, সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবকাশে, এক দাসী আসিয়া, কথায় কথায়, রাজার পরিচয় লইল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিল, মহারাজ ! তুমি কি নিমিত্ত, এই দুর্বৃত্ত দস্যুর আবাসে আসিয়াছ ; সে না আসিতে আসিতে, যত দূর পার, পলায়ন কর ; নতুবা, সে আসিয়াই তোমার প্রাণসংহার করিবেক। রাজা শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, এবং বলিলেন, আমি পথ জানি না, কি রূপে পলাইব ; যদি তুমি কৃপা করিয়া পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে এ বার আমার প্রাণরক্ষা হয়। তখন সেই দাসী পথ প্রদর্শন করিলে, রাজা পালাইয়া আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, রাজা রণধীর, বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, পূর্ব্বনির্দিষ্ট সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, চোরের ভবনরোধ করিলেন। এক রাক্ষস সেই পাতালস্থ নগরীর, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, রাজকীয় অবরোধ হইতে আত্মরক্ষার নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া নগররক্ষক রাক্ষসের শরণাপন্ন হইল, এবং নিবেদন করিল, এক রাজা সসৈন্য আসিয়া আমার

উপর আক্রমণ করিয়াছে। যদি তুমি এ সময়ে আমার সহায়তা না কর, অদ্যই তোমার নগর হইতে প্রস্থান করিব। এই বলিয়া, প্রলোভনস্বরূপ তাহার আহারোপযোগী দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া, চোর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিল। আহারসামগ্রী উপহার পাইয়া, রাক্ষস সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল ; এবং, তুমি নির্ভয় হও, কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই, আমি রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন করিতেছি ; এই বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, সৈন্যের অন্তর্গত নর, করী, তুরঙ্গ প্রভৃতি এক এক গ্রাসে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা, রাক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিয়া দর্শনে অতিশয় কাতর হইয়া, পলায়ন করিলেন। ফলতঃ, যে পালাইতে পারিল, তাহারই প্রাণ বাঁচিল ; অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য, সেই দুর্দান্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজা একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। চোর, রাক্ষসের সহায়তায়, সাহসী ও স্পর্দ্ধাবান হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ ধবমান হইল ; এবং, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে কুলাঙ্গার ! ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছিস ; তোরে ধিক্। রাজা হইয়া, ভঙ্গ দিয়া, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে, ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরকপাত হয়। রাজা, তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল ও সর্ব্বথা উপায়বিহীন হইয়াও, কেবল কুলাভিমান ও খড়্গ, চর্ম্ম সহায় করিয়া, চোরের সম্মুখীন হইলেন।

ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা রণধীর চোরকে পরাজিত করিয়া, বন্ধন পূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন, এবং পর দিন প্রাতঃকালে, শূলদানের ব্যবস্থা করিয়া, বধ্যবেশপ্রদান পূর্ব্বক, তাহাকে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া, নগরের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন। চোর প্রায় সকলেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল ; সুতরাং সকলেই তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, তাহার অশেষপ্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু, ধর্ম্মধ্বজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার কন্যা শোভনা, গবাক্ষদ্বার দিয়া চোরকে নয়নগোচর করিয়া, এক বারে মোহিত হইল ; এবং, তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, তুমি রাজার নিকটে গিয়া, যে রূপে পার, ঐ চোরকে ছাড়াইয়া আন। বণিক কহিল, যে চোর সমস্ত

নগর নির্ধন করিয়াছে ; যাহার নিমিত্তে, রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে ; এবং রাজারও নিজের প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল ; তাহাকে, আমার কথায়, কখনই ছাড়িয়া দিবেন না। শোভনা কহিল, যদি তোমার সর্ব্বত্র দিলেও, রাজা উহাকে ছাড়িয়া দেন, তাহাও তোমায় করিতে হইবেক। যদি তুমি উহারে না আন, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব।

কন্যা ধর্ম্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল ; সুতরাং সে, তদীয় নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া আবেদন করিল, মহারাজ ! আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত দিতেছি ; আপনি, দয়া করিয়া, এই চোরকে ছাড়িয়া দেন। রাজা কহিলেন, এই চোর আমার ও পৌরবর্গের যৎপরোনাস্তি অপকার করিয়াছে ; আমি, কোনও প্রকারে, উহারে ছাড়িয়া দিব না। তখন ধর্ম্মধ্বজ, আপন কন্যার নিকটে গিয়া কহিল, আমি, সর্ব্বস্বদান পর্য্যন্ত স্বীকার পূর্ব্বক, প্রার্থনা করিলাম ; রাজা, কোনও ক্রমে, চোরকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শোভনা, অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইয়া, বিষাদসাগরে মগ্ন হইল।

এই সময় মধ্যে, রাজপুরুষেরা চোরকে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাইয়া, পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়ন পূর্ব্বক, শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল। শোভনার অপরূপ বৃত্তান্ত, তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, অনতিবিলম্বে চোরের কর্ণগোচর হইল। তখন সে প্রথমতঃ হাসিতে লাগিল ; অনন্তর, হাস্য হইতে বিরত হইয়া, রোদন আরম্ভ করিবামাত্র, রাজপুরুষেরা তাহাকে শূলে আরোহণ করাইল।

বণিককন্যা, চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র, সহগমনের উদ্যোগ করিয়া, বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল ; এবং, যথানিয়মে চিতা প্রস্তুত হইলে, চোরকে, শূল হইতে অবতীর্ণ করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক, তাহারে লইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল।

দাহকেরা অগ্নিপ্রদানে উদ্যত হইল। নিকটে ভগবতী কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। দেবী, তথা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক, শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে ! বরপ্রার্থনা কর, তোমার সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। শোভনা কহিল, জননী ! যদি প্রসন্ন হইয়া

থাক, এই চোরের জীবনদান কর। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক, চোরের প্রাণদান করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! চোর কি নিমিত্তে, প্রথমে হাস্য ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল। রাজা কহিলেন, চোর, কন্যার কামনা শুনিয়া, আমার মৃত্যুসময়ে ইহার অনুরাগ সঞ্চার হইল; ভগবানের কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝা যায় না; এই আলোচনা করিয়া, প্রথমে হাস্য করিয়াছিল; অনন্তর, এই কন্যা আমার নিমিত্তে, রাজাকে সর্ব্বস্ব দিতে উদ্যত হইয়াছিল; আমি ইহার এমন কি উপকারে আসিতাম; এই অনুশোচনা করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্দশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

কুসুমবতী নগরীতে সুবিচার নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার, চন্দ্রপ্রভা নামে, অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। রমণীয় বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, রাজকুমারী, উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতিপ্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন; এবং, রাজধানীর অনতিদূরে, যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক, অতি রূপবান, মনস্বী নামে, বিদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার, পরিশ্রান্ত ও আতপ-ক্লান্ত হইয়া, উপবনমধ্যবর্ত্তী নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, স্নিগ্ধ ছায়াতে নিদ্রাগত ছিল। রাজপরিচারকেরা, তথায় উপস্থিত হইয়া, আবশ্যক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া, প্রস্থান করিল। দৈবযোগে, ঐ ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

রাজকুমারী, স্বীয় সহচরীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত, উপবনে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, ব্রাহ্মণকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। ভ্রমণকারিণীদিগের পদশব্দে, মনস্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও রাজকুমারীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইলে, ব্রাহ্মণকুমার মোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া

ভূতলে পড়িল ; রাজকুমারীও, আবির্ভূত সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাবে, কম্পমান-কলেবরা ও বিকলিতচিত্তা হইলেন। সখীগণ, অকস্মাৎ ঈদৃশ অতিবিষম বিষমশরদশা উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।

শশী ও ভূদেব নামে দুই ব্রাহ্মণ, কামরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছিলেন। তাঁহারাও, আতপে তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে, উপবনস্থ নিকুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ মাত্র, সেই ব্রাহ্মণকুমারকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া, ভূদেব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বল দেখি, শশী! এ এরূপ অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন। শশী কহিলেন, বোধ করি, কোনও নায়িকা ভ্রূচাপ দ্বারা কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহাতেই এরূপে পতিত আছে। ভূদেব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন, ইহাকে জাগরিত করিয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

অনন্তর, ভূদেব, শশীর নিষেধ না মানিয়া, নানাবিধ উপায় দ্বারা, ব্রাহ্মণ-কুমারের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, অহে ব্রাহ্মণতনয়! কি কারণে তোমার ঈদৃশী দশা ঘটিয়াছে, বল। ব্রাহ্মণকুমার কহিল, যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছু ও সমর্থ, তাহার নিকটেই দুঃখের কথা ব্যক্ত করা উচিত ; নতুবা, যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইলে, মূঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায়। ভূদেব কহিলেন, ভাল, তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত কর ; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে রূপে পারি, তোমার দুঃখ দূর করিব। মনস্বী কহিল, কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে এক রাজকন্যা এই উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল ; তাহাকে দেখিয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব।

তখন ভূদেব কহিলেন, তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল ; যাহাতে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিব। আর, যদি তোমার প্রার্থিতসম্পাদনে নিতান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি, অন্ততঃ, বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া বিদায় করিব। মনস্বী কহিল, যদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রীরত্নলাভের সদুপায় করিতে পার, তবেই তোমাদের সঙ্গে যাই ; নতুবা, ধনের নিমিত্তে,

আমার কিছু মাত্র স্পৃহা নাই। ভূদেব, মনস্বীর এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন; এবং, অবশ্যই তোমার মনোরথ সম্পন্ন করিব, তুমি আমাদের সমভিব্যাহারে চল; এই বলিয়া, আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন; বলিলেন, এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিলে, তুমি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার আকৃতি ধারণ করিবে, এবং, ইচ্ছা করিলেই, পুনর্ব্বার আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

মনস্বী মন্ত্রবলে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা হইল। ভূদেব অশীতিবর্ষদেশীয়ের আকারধারণ করিলেন, এবং মনস্বীকে বধূবেশধারণ করাইয়া রাজা সুবিচারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দর্শন মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক, বসিতে আসনপ্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ, আসনপরিগ্রহ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন, যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়জলধিজলে বিলীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি, বরাহমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা, প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি, কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া, পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি, নৃসিংহের আকারস্বীকার করিয়া, নখকুলিশপ্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি, দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত, বামন অবতার হইয়া, দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি, জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া, তীক্ষ্নধার কুঠার দ্বারা, মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য অর্জ্জুনের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং, একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি, দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে, দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে, সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংস করিয়াছেন; যিনি, দ্বাপরযুগের অন্তে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে, যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া, অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি, দেবমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত, বুদ্ধাবতার হইয়া, দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন; যিনি, সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের

ভবনে অবতীর্ণ হইয়া, ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, করতলে করবাল ধারণ পূর্ব্বক, বেদবিদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট, নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন ; সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী, ভূতভাবন ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! কোথা হইতে আসিতেছেন। বৃদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি গঙ্গার পূর্ব্ব পার হইতে আসিতেছি। ইনি আমার পুত্রবধূ। ইঁহাকে ইঁহার পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলাম ; প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক, স্থানত্যাগ করিয়া, দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। গৃহে ব্রাহ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলাম ; তাহারাও, সেই উপদ্রবের সময়, দেশত্যাগ করিয়াছে ; কোথায় গিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জানি না, কত স্থানে ভ্রমণ করিলে, কত কালে, তাহাদিগকে দেখিতে পাইব! তাহাদের অদর্শনে, দুঃসহ শোকভরে আক্রান্ত হইয়া, এক বারে, আমি আহার ও নিদ্রায় বিসর্জ্জন দিয়াছি। এক্ষণে মানস করিয়াছি, পুত্রবধূকে বিশ্বস্তহস্তে ন্যস্ত করিয়া, তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব। আপনি দেশাধিপতি ; আপনকার ন্যায় প্রকৃত বিশ্বাসভাজন কোথায় পাইব। আপনি, অনুগ্রহ করিয়া, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত, পুত্রবধূটিকে আপনকার আশ্রয়ে রাখুন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম ; কিন্তু অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন ; অতএব, চন্দ্রপ্রভার নিকটে দিয়া, তাহার উপর ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দি। এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তিনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। ভূদেব, হৃষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক, রাজার হস্তে পুত্রবধূ ন্যস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও, অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কন্যার হস্তে কন্যাবেশধারী মনস্বীর ভারসমর্পণ করিলেন।

রাজকন্যা, ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া, আদর পূর্ব্বক, তাহার ভার লইলেন, এবং স্বীয় সহোদরার ন্যায়, যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা

একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন আদি দ্বারা পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। মনস্বী ক্রমে ক্রমে, রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিল। এক দিবস, সে, রাজকন্যার মনের ভাবপরীক্ষার্থে, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়সখি। তুমি দিবানিশি কি চিন্তা কর, এবং, কি নিমিত্তে, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছ, বল।

রাজপুত্রী কহিলেন, সখি! বসন্তকালে, এক দিন, সখীগণ সঙ্গে লইয়া, বনবিহারে গিয়াছিলাম। তথায়, দৈবযোগে, এক পরম সুন্দর যুবা ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। তদবধি তদাসক্তচিত্তা হইয়া, তদ্বিরহে দিন দিন এরূপ দুর্ব্বল হইতেছি। দুঃসহ বিরহানল ক্রমে প্রবল হইয়া, নিরন্তর অন্তরদাহ করিতেছে। আমার আহার বিহার, শয়ন উপবেশন, কোনও বিষয়েই সুখ নাই। দিবানিশি কেবল সেই মোহনী মূর্ত্তির চিন্তা করিয়া, প্রাণধারণ করিতেছি, এবং চতুর্দিক তন্ময় দেখিতেছি। তাঁহার নাম ধাম কিছুই জানি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কোনও উপায় স্থির করিতে পারি নাই। নিতান্ত নির্লজ্জ হইয়া, কাহারও নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ; তোমার কাছে কোনও কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতেই প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ, তোমার নিকটে মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়াও, অনেক অংশে, স্বাস্থ্যলাভ হইল। তুমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে।

এইরূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনস্বী আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল, এবং কহিল, প্রিয়সখি! আমি যদি তোমার প্রিয়সমাগম সম্পন্ন করিতে পারি, আমায় কি পারিতোষিক দাও। রাজকন্যা কহিলেন, সখি! অধিক আর কি বলিব, যদি তুমি তাঁহাকে মিলাইয়া দিতে পার, তোমার দাসী হইয়া, চিরকাল চরণসেবা করিব। মনস্বী, তৎক্ষণাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক, রাজকুমারীর করগ্রহণ করিল। রাজকন্যা অসম্ভাবিত প্রিয়সমাগম দ্বারা, মনোরথনদীর পার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, বাক্‌পথাতীত হর্ষ, বিস্ময়, লজ্জার উদ্রেক সহকারে, পরম রমণীয় অনির্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর, লজ্জাভঙ্গ হইলে, মনস্বীর রূপান্তরপ্রাপ্তিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সে, আপন বিচেতনদশা অবধি, ভূদেবের তিরস্করণী বিদ্যাপ্রদান পর্য্যন্ত, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার গোচর করিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিল।

কিছু দিনের পর, রাজকুমারী অন্তর্বত্নী হইলেন। এই সময়ে, এক দিন, রাজা সুবিচার সপরিবার অমাত্যভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজকন্যা, এক নিমিষের নিমিত্তেও, ব্রাহ্মণবধূকে নয়নের বহির্বর্ত্তিনী করিতেন না; সুতরাং, তিনি, অমাত্যভবনপ্রস্থানকালে, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। অমাত্য-পুত্র, ব্রাহ্মণবধূর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে, মোহিত হইল; এবং, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, আপন মিত্রের নিকটে কহিল, যদি এই স্ত্রীরত্ন হস্তগত না হয়, প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে, মন্ত্রিপুত্রের বিরহবেদনা এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যে কেবল দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

তখন তাহার মিত্র, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অমাত্যের নিকটে গিয়া, তদীয় অবস্থা ও প্রার্থনা জানাইল। অমাত্য, অপত্যস্নেহের আতিশয্য বশতঃ, উচিতানুচিতবিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, রাজসমীপে সবিশেষ সমস্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণবধূপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, অরে মূর্খ! স্থাপিত ধন, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে, অন্যকে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে অতি গর্হিত কর্ম্ম। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ, কোনও কালে, কোনও ক্রমে, ব্যতিক্রমের আশংকা নাই জানিয়া, বিশ্বাস করিয়া আমার, হস্তে পুত্রবধূসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসভঙ্গ, শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে যার পর নাই, গর্হিত ব্যবহার। আমি, তোমার অনুরোধে, এরূপ দুষ্ক্রিয়ায়, প্রাণান্তেও, প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। মন্ত্রী শুনিয়া, নিরাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন; কিন্তু পুত্রের তাদৃশী দশা দর্শনে, নিতান্ত কাতর হইয়া, আহার নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক, বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন।

সর্ব্বাধিকারী, ক্রমে ক্রমে, পুত্রের তুল্য দশা প্রাপ্ত হইলে, রাজকার্য্যব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়া, অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষেরা রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিপুত্রের যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার জীবনরক্ষা হওয়া কঠিন। যেরূপ দেখিতেছি, তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিলে, মন্ত্রীও অবধারিত প্রাণত্যাগ করিবেন। এরূপ সর্ব্বাংশে কর্ম্মদক্ষ কার্য্যসহায় দ্বিতীয়

ব্যক্তি নাই ; সুতরাং, রাজকার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবেক। অতএব, আমরা বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রবধূকে অমাত্যপুত্রের নিকট প্রেরিত করুন। বহুদিন হইল, ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই ; আর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা, কোনও ক্রমে, বোধগম্য হইতেছে না ; যদিও কালান্তরে প্রত্যাগমন করেন ; ব্রাহ্মণজাতি সাতিশয় অর্থলোভী ; বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তুষ্ট করিয়া, অনায়াসে বিদায় করিতে পারিবেন ; অথবা, কন্যান্তরসংঘটন করিয়া, তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারা যাইবেক।

রাজা, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, অবশেষে, ব্রাহ্মণবধূর নিকটে গিয়া, মন্ত্রিপুত্রের প্রার্থনা জানাইলেন। কপটচারী বধূবেশধারী মনস্বী নিবেদন করিল, মহারাজ ! আপনি দেশাধিপতি ; আপনকার ইচ্ছা, সর্ব্ব কাল, সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্বাংশে বলবতী ; বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি আপনকার আশ্রয়ে আছি ; আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন, আমার পক্ষে, সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণ উচিত কর্ম্ম। কিন্তু মহারাজ ! বিবেচনা করুন, আমি বিবাহিতা নারী ; বিবাহিতা নারীর পুরুষান্তরসেবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। আপনি দণ্ডধারী হইয়া, কি রূপে, ঈদৃশ বিসদৃশ আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজ ! আমি, প্রাণান্তেও পরপুরুষের মুখ দেখিব না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণ, হতবুদ্ধি, ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

মনস্বী, আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই, অতঃপর, পলায়ন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ, এই স্থির করিয়া, বধূবেশপরিত্যাগ পূর্ব্বক, কৌশলক্রমে, রাজবাটী হইতে পলায়ন করিল। রাজা, ব্রাহ্মণবধূর অদর্শনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এক বারে বিষাদ পারাবারে মগ্ন হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল ; ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিব ; ব্রাহ্মণবধূর নিকট ওরূপ অনুচিত প্রস্তাব করাই অতি অসঙ্গত কর্ম্ম হইয়াছে। যদর্থে প্রার্থনা করিলাম, তাহাও সিদ্ধ হইল না ; অথচ ঘোরতর বিপদে পড়িলাম।

এ দিকে, মনস্বী, ভূদেবের নিকটে গিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তিনি অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন ; এবং, স্বীয় সহচর শশীকে বিংশতিবর্ষীয় পুত্র সাজাইয়া, স্বয়ং, পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধবেশ ধারণ পূর্ব্বক, রাজসমীপে

উপস্থিত হইলেন। রাজা, প্রণাম ও স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক বসিতে আসন দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের এত বিলম্ব হইল কেন। ভূদেব কহিলেন, মহারাজ! বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। অনেক কষ্টে, অনেক অন্বেষণ করিয়া, পুত্র পাইয়াছি। এক্ষণে, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া, গৃহে যাইব। রাজা, ব্রহ্মশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোপে কম্পমানকলেবর হইলেন, এবং শাপপ্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, তোমার এ কি ব্যবহার! আমি তোমাকে রাজা জানিয়া, বিশ্বাস করিয়া, তোমার হস্তে পুত্রবধূসমর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি, আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। বলিতে কি, কোনও কালে, আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না। রাজা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং অশেষপ্রকার স্তুতি ও বিনীতি করিয়া কহিলেন, মহাশয়! কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করিতে হইবেক; আপনকার যে অপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে, যে আজ্ঞা করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহাতেই সম্মত হইব। ভূদেব কহিলেন, যদি তুমি আমার পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দাও, তাহা হইলে, আমি কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিতে পারি।

রাজা, ব্রহ্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং, জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ দ্বারা, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া, ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ভূদেব রাজকন্যা লইয়া আলয়ে উপস্থিত হইলে, শশী ও মনস্বী, উভয়ে, এই ভার্য্যা আমার আমার বলিয়া, পরস্পর বিষম বিবাদ আরব্ধ করিল। মনস্বী কহিল, আমি পূর্ব্বে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এবং, আমার সহযোগে, ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। শশী কহিলেন, রাজা সর্ব্ব সমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এক্ষণে, এই কন্যা, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, কাহারও সহধর্ম্মিণী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে মনস্বীর। বেতাল কহিল, শাস্ত্রে লিখিত আছে, কন্যা দান, বিক্রয়, পরিত্যাগে পিতামাতার সম্পূর্ণ অধিকার। রাজা সর্ব্ব সমক্ষে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, শশীকে কন্যাদান করিয়াছেন। অতএব, পিতৃদত্তা কন্যা শশীরই

সহধর্ম্মিণী হইতে পারে ; তাহা না হইয়া, মনস্বীর কেন হইবেক, বল। রাজা কহিলেন, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু, মনস্বী পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে, এবং তাহার সহযোগে, রাজকন্যার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। এমন স্থলে, সে মনস্বীর সহচারিণী হইলে, তাহারও সতীত্বরক্ষা হয়, ধর্ম্মেরও মান থাকে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায়, হিমালয় নামে, অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে, পুষ্পপুর নামে পরম রমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্ব্বরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি, পুত্রকামনা করিয়া, বহুকাল কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করিলে, রাজা জীমূতকেতুর পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখিলেন। জীমূতবাহন, স্বভাবতঃ, সাতিশয় ধর্ম্মশীল, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ; এবং স্বল্প পরিশ্রমে, স্বল্পকাল মধ্যে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শাস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎকাল পরে; রাজা জীমূতকেতু, পুনরায় কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া, এই বরপ্রার্থনা করিলেন, আমার প্রজারা সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক। কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বারা, তদীয় প্রজাবর্গ সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল। ফলতঃ, অল্পকাল মধ্যে, রাজা ও প্রজা বলিয়া, কোনও অংশে, কোনও বিশেষ রহিল না। তখন, জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল, ইহারা পিতাপুত্রে, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, দিবানিশি, কেবল ধর্ম্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে ; রাজ্যের দিকে ক্ষণ মাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। প্রজাসকল উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। অতএব, ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া, যাহাতে উপযুক্তরূপ রাজ্যশাসন হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। অনন্তর, বহুতর সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক, তাহারা রাজপুরীর চতুর্দ্দিক নিরুদ্ধ করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া, যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! জ্ঞাতিবর্গ, একবাক্য হইয়া, আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে, এই উদ্যোগ করিয়াছে। আপনকার আজ্ঞা পাইলে, রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষপক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।

জীমূতকেতু কহিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর; বিনশ্বর রাজপদের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক জীবের প্রাণ-হিংসা করিয়া, মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, আত্মীয়গণের কুমন্ত্রণায়, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব, রাজপদপরিত্যাগ করিয়া, কোনও নিভৃত স্থানে গিয়া, প্রশান্ত মনে, দেবতার আরাধনা করা ভাল। এইরূপ সংকল্প করিয়া, পিতাপুত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন; এবং, মলয় পর্ব্বতে গিয়া, তদীয় অধিত্যকায় কুটীরনির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এক ঋষিকুমারের সহিত, রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। এক দিন, দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নির্গত হইলেন। অনতিদূরে কাত্যায়নীর মন্দির ছিল; শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, তাঁহারা, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, সত্বর গমনে, তথায় উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা, ভগবতী কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে। উভয়ে, একতানমনা হইয়া, শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই কন্যা, জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ, এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা তাঁহার নাম, ধাম, ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রস্থান করিল।

অনন্তর, তাহার সহচরী, তদীয় নির্দ্দেশ ক্রমে, তাহার মাতার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি স্বীয় পতি রাজা মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মলয়কেতু আপন পুত্র মিত্রাবসুকে কহিলেন, তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্যক। শুনিলাম, গন্ধর্ব্বাধিপতি রাজা জীমূতকেতু, রাজ্যাধিকারপরিহার পূর্ব্বক, নিজ পুত্র জীমূতবাহন মাত্র সমভিব্যাহারে, মলয়াচলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার অভিপ্রায়, জীমূতবাহনকে কন্যাদান করি।

তুমি, রাজা জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া, আমার এই অভিপ্রায় তাঁহার গোচর কর।

মিত্রাবসু, পিতার আদেশ অনুসারে, জীমূতকেতুর সমীপে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন ; এবং, জীমূতবাহনকে, মিত্রাবসুর সমভিব্যাহারে, মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মলয়কেতু, শুভ লগ্নে, স্বীয় কন্যা মলয়বতীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বর ও কন্যা, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিন, জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু, উভয়ে, মলয় মহীধরের পরিসরে পরিভ্রমণবাসনায়, বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। ভূধরের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া, দূরে হইতে এক শ্বেতবর্ণ বস্তুরাশি নয়নগোচর করিয়া, জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য ! গণ্ডশৈলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশীকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে। মিত্রাবসু কহিলেন, মিত্র ! পূর্ব্বকালে, গরুড়ের সহিত, নাগগণের নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে, নাগেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া, সন্ধিপ্রার্থনা করিলে, গরুড় কহিলেন, যদি তোমরা আমার দৈনন্দিন আহারের নিমিত্ত, এক এক নাগ উপহার দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই ; নতুবা, অবিলম্বে নাগকুল নিঃশেষ করিব। নিরুপায় নাগেরা, তাহাতেই সম্মত হইল। তদবধি, প্রতিদিন, এক এক নাগ, পাতাল হইতে আসিয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে ; গরুড়, মধ্যাহ্নকালে আসিয়া ভক্ষণ করেন। এইরূপে, ভক্ষিত নাগগণের অস্থি দ্বারা, ঐ পর্ব্বতাকার ধবলরাশি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রবণমাত্র, জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায় ; অবশ্যই এক নাগ, গরুড়ের আহারার্থে, পর্য্যায়ক্রমে, উপস্থিত হইবেক ; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিব। অনন্তর, কৌশলক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্ত্তী হইয়া, জীমূতবাহন রোদনশব্দশ্রবণ করিলেন ; এবং সত্বর গমনে, রোদনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা নাগী, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক, হাহাকার ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। দেখিয়া, একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, তিনি কাতর বচনে নাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ! তুমি কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ। সে গরুড়বৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়া কহিল, অদ্য

আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের বার ; ক্ষণকাল পরেই, গরুড় আসিয়া, আহারার্থে তাহার প্রাণসংহার করিবেক। আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই। আমি, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রোদন করিতেছি। জীমূতবাহন কহিলেন, মা! আর রোদন করিও না ; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিব। নাগী কহিল, বৎস! তুমি, কি কারণে, পরের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে। আর, পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া, আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলে, আমারও ঘোরতর অধর্ম্ম ও যার পর নাই অপযশ হইবেক।

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে শঙ্খচূড়ও তথায় উপস্থিত হইল ; এবং, জীমূতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়া, তাঁহার পরিচয়গ্রহণ পূর্ব্বক, বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার মত কত শত ব্যক্তি সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে ; কিন্তু, আপনকার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা দয়ালু সংসারে সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করেন না। অতএব, আমার পরিবর্ত্তে, আপনকার প্রাণত্যাগ করা, কোনও ক্রমে, উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের মহোপকার হইবেক। আমি জীবিত থাকিয়া, কোনও কালে, কাহারও কোনও উপকার করিতে পারিব না। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন মরণ দুই তুল্য।

জীমূতবাহন কহিলেন, শুন শঙ্খচূড়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; ক্ষত্রিয়েরা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন ; বিশেষতঃ, প্রাণস্নেহে প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, নরকগামী হইতে হয়। অতএব, যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্যই প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব ; তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। এইরূপ বলিয়া তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন ; এবং, তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া, গরুড়ের আগমনপ্রতীক্ষায়, নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের নির্ব্বন্ধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণ মনে, বিরস বদনে, মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল ; এবং, একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনদাতা জীমূতবাহনের জীবনরক্ষণের উপায়প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, গরুড় আসিয়া, চঞ্চুপুট দ্বারা জীমূতবাহন-

আছে ; যদি আপনকার অভিরুচি হয় গ্রহণ করুন ; নতুবা, অন্য ব্যক্তিকে দিব।

রাজা, দুই তিন বয়োবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে, উন্মাদিনীর লক্ষণ-পরীক্ষার্থে, প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, রত্নদত্তের আলয়ে উপস্থিত হইলেন ; এবং, উন্মাদিনীকে ইন্দ্রের অপ্সরা অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী ও সর্ব্বপ্রকারে সুলক্ষণা দেখিয়া, পরামর্শ করিলেন, এই কন্যা মহিষী হইলে, রাজা, ইহার নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়া, একবারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। অতএব উত্তম কল্প এই, রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক। অনন্তর, তাঁহারা রাজসমীপে পরামর্শানুরূপ সংবাদ দিলে, তিনি, তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, অস্বীকার করিলেন। তখন রত্নদত্ত, সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্ম্মার সহিত, আপন কন্যার বিবাহ দিল।

এক দিন রাজা, নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, সেনাপতির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে, উন্মাদিনী মনোহর বেশভূষা করিয়া, অট্টালিকার উপরিদেশে দণ্ডায়মান ছিল। রাজা, উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাকে সহসা প্রত্যাগত ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া, এক প্রিয় পার্শ্বচর জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! কি নিমিত্তে আজ আপনাকে নিতান্ত চলচিত্ত দেখিতেছি। রাজা কহিলেন, অদ্য বলভদ্রের ভবনে একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম ; তদীয় লোকাতীত রূপলাবণ্য দর্শনে, আমার মন মোহিত হইয়াছে, ও আমি এইরূপ বিকলচিত্ত হইয়াছি।

পার্শ্বচর কহিল, মহারাজা ! যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সে রত্নদত্তের কন্যা ; তাহার নাম উন্মাদিনী। আপনি অস্বীকার করাতে, সেনাপতি বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি যাহাদিগকে ঐ কন্যার রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম, বুঝিলাম, তাহারা প্রতারণা করিয়াছে। অনন্তর, রাজার আহ্বান অনুসারে, রাজপুরুষেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, দেখ, আজ আমি নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, রত্নদত্তের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জন্মাবচ্ছিন্নে, তাহার ন্যায় সুরূপা সুলক্ষণা নারী আমার নয়নগোচর হয় নাই। তবে তোমরা, কি নিমিত্তে, তৎকালে তাহাকে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া, আমায় তাদৃশ স্ত্রীরত্নলাভে বঞ্চিত করিলে।

রাজপুরুষেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! যে আজ্ঞা

করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু তৎকালে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, এরূপ স্বরূপা কন্যা মহিষী হইলে, মহারাজ, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন। তাহাতে রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায়, আমরা ঐ কন্যাকে, মহারাজের নিকট, কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা, তোমরা যাহা কহিলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়ানুগত বটে; ইহা কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু আপনি, নিতান্ত বিচেতন হইয়া, দিনযামিনী, কেবল উন্মাদিনীচিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। রাজার এই অবস্থা কর্ণপরম্পরায় নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, সেনাপতি বলভদ্রবর্ম্মা, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! বলভদ্র আপনকার দাস, উন্মাদিনী দাসী। দাসীর নিমিত্তে ঈদৃশ ক্লেশস্বীকারের আবশ্যকতা কি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই, সে উপস্থিত হইতে পারে।

রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং কহিলেন, আমার কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই যে, পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব। শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন। বলভদ্র কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা ইহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। তদনুসারে, আমি আপনাকে উন্মাদিনী দান করিতেছি; তাহা হইলে আর মহারাজের পরস্ত্রীস্পর্শদোষের আশঙ্কা থাকিতেছে না। রাজা কহিলেন, যাহাতে সমস্ত সংসারে অপযশ হইবেক, প্রাণান্তেও আমি এরূপ কর্ম্ম করিব না। যশোধনেরা, পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে, অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপক্ষয় করেন না।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ! আমি তাহাকে, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, অন্য স্থানে রাখিব, তাহা হইলে সে সাধারণস্ত্রী হইবেক; তখন আর অপযশের আশঙ্কা কি। রাজা, শুনিয়া, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যদি তুমি পতিব্রতাকামিনীকে কুলটা কর, আমি তোমার গুরুতর দণ্ডবিধান করিব, এবং জন্মাবচ্ছিন্নে আর মুখাবলোকন করিব না। তখন বলভদ্র ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু উন্মাদিনীচিন্তা কালস্বরূপিণী হইয়া, দশম দিবসে রাজার প্রাণসংহার করিল।

প্রভুভক্ত বলভদ্র, এবংবিধ ধর্ম্মশীল স্বামীর প্রাণবিনাশসংবাদ শ্রবণে, সাতিশয় শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এতাদৃশ প্রভুর লোকান্তরগমনের পর, আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি। বিবেচনা করিলে, আমার নিমিত্তেই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল। জানি না, জন্মান্তরে, এই পাপে, আমায় কত যাতনাভোগ করিতে হইবেক। এক্ষণে, প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আত্মাকে বিশুদ্ধ করি। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি প্রেতভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, সূর্য্যদেবের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ভগবন্ ভাস্কর! আমি, কৃতাঞ্জলি হইয়া, একাগ্র চিত্তে, প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ প্রভু পাই।

এই বলিয়া, বলভদ্র প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিলে, তাহার পত্নী উন্মাদিনী মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি; বরং, সহগমনপথ অবলম্বন করিলে, পরকালে সদ্গতি পাইব। ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকেরা কহিয়াছেন, সহগমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। নারী, চির কাল দুশ্চারিণী হইলেও, সহগমনবলে, স্বামীর সহিত স্বর্গলোকে, অনন্তকাল সুখসম্ভোগ করে; এবং, পতি অতি দুরাচার ও পাপাত্মা হইলেও, সহগমনপ্রভাবে, নারী তাঁহারও উদ্ধারকারিণী হয় এই। ভাবিয়া, সহগামিনী হইয়া, উন্মাদিনী প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তির ভদ্রতা অধিক। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজার। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। তিনি কহিলেন, রাজা উন্মাদিনীর নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি, অধর্ম্ম ও অপযশের ভয়ে, পরস্ত্রীস্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন না। আর, স্বামীর নিমিত্ত সেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কর্ম্ম। স্ত্রীলোকেরাও স্বামীর সহগামিনী হওয়া প্রধান ধর্ম্ম। অতএব, রাজার ভদ্রতাই, আমার বিবেচনায়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

হেমকূট নগরে, বিষ্ণুশর্ম্মা নামে, পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় আসক্ত হইল ; এবং ক্রমে ক্রমে, পিতার সর্ব্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া, পরিশেষে, অর্থের নিমিত্ত, তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল। তখন বিষ্ণুশর্ম্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

গুণাকর, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, এক সন্ন্যাসী শ্মশানে উপবেশন করিয়া, যোগাভ্যাস করিতেছেন। পরে সে, যোগীর নিকটে গিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক, সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। যোগী গুণাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু ভোজন করিবে। সে কহিল, মহাশয় ! আপনি কৃপা করিয়া প্রসাদ দিলে, অবশ্য ভোজন করিব। তখন তিনি, অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ এক নরকপাল তাহার সম্মুখে রাখিয়া, ভোজন করিতে বলিলেন। সে কহিল, মহাশয় ! এ অন্ন, এ ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

তখন যোগী, যোগাসনে আসীন হইয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিবামাত্র এক যক্ষকন্যা অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া নিবেদন করিল, মহাশয় ! দাসী উপস্থিত ; কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আমার আশ্রমে আসিয়াছেন ; ইঁহার যথোচিত অতিথিসৎকার কর। যোগী আজ্ঞা করিবামাত্র, যক্ষকন্যার মায়াবলে, নিমিষমধ্যে পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম্ম্য আবির্ভূত হইল। সে ব্রাহ্মণকে, তথায় লইয়া গিয়া, সুরস অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইয়া, মণিময় পল্যঙ্কে শয়ন করাইল ; পরে, রজনী উপস্থিত হইলে, স্বয়ং মনোহর বেশ ভূষার সমাধান করিয়া পল্যঙ্কের এক দেশে উপবেশন পূর্ব্বক, তাঁহার চরণসেবা করিতে লাগিল। গুণাকরের পরম সুখে রজনীযাপন হইল।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, যক্ষকন্যা ও তৎকৃত যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপারের চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া, গুণাকর, নিরতিশয় দুঃখিতমনে, সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিল, মহাশয়ের প্রসাদে, কল্য রাজভোগে রজনীযাপন করিয়াছি।

কিন্তু নিশাবসানে, সেই কামিনী প্রস্থান করিয়াছে, এবং তৎকৃত সেই সমস্ত হর্ম্যাদিও লয় পাইয়াছে। যোগী কহিলেন, যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে আসিয়াছিল। যে ব্যক্তি যোগবিদ্যায় সিদ্ধ হয়, তাহার নিকটে চিরকাল অবস্থিতি করে। গুণাকর কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন, আমিও সেই বিদ্যার সাধনা করি। যোগী, বিনয়ের বশীভূত হইয়া, এক এক মন্ত্রের উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি চত্বারিংশৎ দিবস, অর্দ্ধরাত্র সময়ে, জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া, একাগ্র চিত্তে, এই মন্ত্রের জপ কর।

গুণাকর, সন্ন্যাসীর আদেশানুরূপ জপ করিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, মহাশয়! আপনকার আদেশ অনুসারে, যথানিয়মে, চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, আর চল্লিশ দিন, জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক, জপ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে। তখন সে কহিল, মহাশয়! বহু দিবস হইল, গৃহপরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পিতা মাতা প্রভৃতিকে দেখিবার নিমিত্ত, চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। অতএব, অগ্রে এক বার পিতা মাতার চরণদর্শন করিয়া আসি; পশ্চাৎ, আপনকার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করিব। এই বলিয়া, সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া, গুণাকর আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহার পিতা মাতা, বহু কালের পর পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া, অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এত দিন তুমি কোথায় ছিলে; আমরা তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া আছি। গুণাকর কহিল, হে তাত! হে মাতঃ! আমি, যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে, এক পরম দয়ালু সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছি, এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে, তদীয় উপদেশ অনুসারে, মন্ত্রসাধন করিতেছি। তোমাদিগকে বহু কাল না দেখিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও চলচিত্ত হইয়াছিলাম; তাহাতেই এক বার, কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, দর্শন করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি, জন্মের মত বিদায় লইয়া, যোগসাধনার্থে প্রস্থান করিব।

গুণাকর এই বলিয়া প্রস্থানের উদ্যম করিলে, তাহার জননী, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এ তোমার যোগাভ্যাসের

সময় নয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন কর; তাহা হইলেই, তুমি যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ ফল পাইবে। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মূল, এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ, পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রূষা করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব, যাবৎ আমরা জীবিত আছি, তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা বা যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই; আমাদের শুশ্রূষা কর, তাহাতেই তোমার পরম ধর্ম্মলাভ হইবেক। আর বিবেচনা কর, তুমি আমার এক মাত্র পুত্র; মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অন্ধের যষ্টির ন্যায়, তুমি আমাদের জীবনের এক মাত্র অবলম্বন আছ। আমরা, তোমায় বিদায় দিয়া, কোনও ক্রমে, প্রাণধারণ করিতে পারিব ন্য। যদি নিতান্তই যোগাভ্যাসের বাসনা হইয়া থাকে, অন্ততঃ আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; পরে ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে।

গুণাকর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল; এবং কহিল, এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপ্ত থাকিলে, কেবল জন্মমৃত্যু পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, কে কাহার পুত্র। সকলই ভ্রান্তিমূলক। অতএব, আর আমি বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইব না; এবং শ্রেয়ঃ সাধনবোধ করিয়া, যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহা ছাড়িতে পারিব না। এই বলিয়া, পিতা মাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিল; এবং, সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক মন্ত্রসাধনে যত্ন করিতে লাগিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি কারণে, ব্রাহ্মণ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিল না, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, একাগ্রচিত্ত না হইলে, মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না; সেই বৈগুণ্য বশতঃ, তাহার সাধনা বিফল হইল। ইহা শুনিয়া বেতাল কহিল, যে সাধক, মন্ত্র সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে, এতাদৃশ ক্লেশস্বীকার করিলেন, সে একাগ্রচিত্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, সে, একাগ্রচিত্ত হইলে, পিতা মাতার নিমিত্ত চলচিত্ত হইত না; এবং, মধ্যে যোগে ভঙ্গ দিয়া, তাঁহাদের দর্শনে যাইত না। ফলতঃ, সকলই অদৃষ্টমূলক; নতুবা, যোগাভ্যাস

দ্বারা, সর্ব্বাংশে নির্ম্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও, কি নিমিত্তে সিদ্ধপ্রায় সাধনফলে বঞ্চিত হইল, বল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

কুবলয়পুরে, ধনপতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন। তিনি, ধনবতী-নাম্নী নিজ কন্যার, গৌরীকালে, গৌরীদত্ত নামক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন। কিয়ৎকাল পরে, ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরীদত্ত কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় জ্ঞাতিবর্গ ধনবতীকে অসহায়িনী দেখিয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। সে, নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া, কন্যা লইয়া, এক তমিস্রা রজনীতে, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, পথ ভুলিয়া, উহারা এক শ্মশানে উপস্থিত হইল। তথায় এক চোর, রাজদণ্ড অনুসারে, তিন দিন, শূলে আরোহিত ছিল; বিধি-বিপাকে, সে পর্য্যন্ত, তাহার প্রাণপ্রয়াণ, হয় নাই। দৈবযোগে, ধনবতীর দক্ষিণ কর চোরের চরণে লগ্ন হইলে, সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে, এমন দুঃখের সময়ে, আমায় মর্ম্মান্তিক যাতনা দিলে। ধনবতী কহিল, জ্ঞান পূর্ব্বক তোমাকে যাতনা দি নাই। যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর, আত্মপরিচয় দিয়া, সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে শ্মশানে আছ, ও কিরূপ দুঃখভোগ করিতেছ, বল।

চোর কহিল, আমি বণিগ্‌জাতি, চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোহিত হইয়াছি; অদ্য তৃতীয় দিবস, তথাপি প্রাণ নির্গত হইতেছে না; তাহাতেই যার পর নাই যাতনাভোগ করিতেছি। জন্মকালে জ্যোতির্ব্বিদেরা, গণনা দ্বারা, স্থির করিয়া-ছিলেন, অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হইবেক না। যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ আমায়, এই অবস্থায়, দুঃসহ যাতনাভোগ করিতে হইবেক। যদি তুমি কৃপা করিয়া কন্যাদান কর, তবেই আমি এ অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই। আমার চিরসঞ্চিত সুবর্ণরাশি আছে; যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, সমস্ত তোমায় দি।

ধনবতী, অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া, মনে মনে, মলিম্লুচের প্রার্থনায় সম্মতপ্রায় হইল ; এবং কহিল, তুমি যে প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু, আমার দৌহিত্রমুখদর্শনের ঐকান্তিক অভিলাষ আছে ; তোমায় কন্যাদান করিলে, আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। এই কথা শুনিয়া, চোর কহিল, তুমি এখন, কন্যাদান করিয়া, আমায় যাতনা হইতে মুক্ত কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমার কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে, কোনও ব্রাহ্মণতনয়কে ধনদান দ্বারা সম্মত করিয়া, তাহা দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবে ; তাহা হইলে, তোমারও বাসনা পূর্ণ হইল ; আমিও দুঃসহ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

ধনবতী কন্যাসম্প্রদান করিল। তখন চোর কহিল, ঐ পুরোবর্তী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার গৃহ। গৃহের পূর্ব ভাগে কূপের নিকট, এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে ; তাহার মূলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিহিত আছে ; যাইয়া গ্রহণ কর। ইহা কহিবামাত্র চোরের প্রাণবিয়োগ হইল ; ধনবতীও, চোরনির্দিষ্ট ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলখনন পূর্বক, সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করিয়া, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। পরে সে, পিতাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া, তাঁহার হস্তে সম্পত্তিসমর্পণ পূর্বক, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কালক্রমে, মোহিনী যৌবনবতী হইল। সে, এক দিন, স্বীয় সহচরীর সহিত, গবাক্ষ দিয়া রথ্যানিরীক্ষণ করিতেছে ; এমন সময়ে, দৈবযোগে, এক পরম সুন্দর বিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণতনয় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিনীর মন মোহিত হইল। তখন, সে আপন সহচরীকে কহিল, তুমি এই ব্রাহ্মণকুমারকে আমার মার নিকটে লইয়া যাও। সখী ব্রাহ্মণতনয়কে তাহার জননীর নিকট উপস্থিত করিলে, সে চৌরবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, তাহাকে প্রার্থনানুরূপ অর্থ দিয়া, মোহিনীর পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্ত করিল।

মোহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। সূতিকাষষ্ঠির রজনীতে, সে স্বপ্নে দেখিল, দুই হস্ত, পঞ্চ মস্তক, প্রতি মস্তকে তিন তিন চক্ষুঃ ও এক এক অর্ধচন্দ্র, অতি দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, ভুজঙ্গের মেখলা, উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর, অতিশুভ্র নাগযজ্ঞোপবীত, সর্বাঙ্গ ভস্মভূষিত ; এবংবিধ আকার ও বেশ বিশিষ্ট বৃষভারূঢ় এক পুরুষ, তাহার সম্মুখে আসিয়া, কহিতেছেন, বৎসে মোহিনি !

তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এজন্য আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই বালক ক্ষণজন্মা। তুমি, আমার আজ্ঞা অনুসারে, ঐ শিশুকে, সহস্র সুবর্ণ সহিত, পেটকের মধ্যগত করিয়া, কল্য অর্ধরাত্র সময়ে, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহার পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন। রাজার স্বর্গারোহণের পর, তোমার পুত্র; তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ক্রমে ক্রমে, নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যাপ্রভাবে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক।

মোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বীয় জননীর গোচর করিল। ধনবতী শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইল; এবং, পর দিন নিশীথ-সময়ে, ঐ শিশুকে, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সহিত; পেটকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিল। সেই সময়ে, রাজাও স্বপ্নে দেখিতেছেন, পূর্বোক্তপ্রকার পুরুষ, তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া, কহিতেছেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান কর; এক পেটকমধ্যশায়ী চক্রবর্তিলক্ষণাক্রান্ত সন্তান তোমার দ্বারদেশে উপনীত। অবিলম্বে উহারে আনিয়া, পুত্রনির্বিশেষে, প্রতিপালন কর। উত্তর কালে সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবেক।

রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি, রাজমহিষীকে জাগরিত করিয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন। অনন্তর, উভয়ে, দ্বারদেশে গিয়া পেটক পতিত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পেটকের মুখ উদঘাটিত করিয়া দেখিলেন, বালকের রূপে পেটক আলোকপূর্ণ হইয়া আছে। রাজ্ঞী, সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্রগামিনী হইলেন; রাজা, স্বর্ণমুদ্রাগ্রহণ পূর্বক, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র, রাজা, সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া, দেবপ্রসাদ-লব্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে, আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। তাঁহারা সেই শিশুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপাততঃ তিন স্পষ্ট সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; দীর্ঘ আকার, উন্নত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল। অনন্তর, তাঁহারা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন; সামুদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষের দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে; মহারাজ! সেই সমুদয় এই একাধারে লক্ষিত হইতেছে। এই বালক সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হইবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, পারিতোষিকপ্রদান পূর্বক,

ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিয়া, দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিলেন। ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন দিয়া, তিনি বালকের নাম হরদত্ত রাখিলেন। বালক, অল্প কাল মধ্যে, চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন; এবং, রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে, সমস্ত ভূমণ্ডলে একাধিপত্যস্থাপন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে, হরদত্ত, তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া, প্রথমতঃ, পিতৃকৃত্য-সম্পাদনার্থে, গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। ফল্গুতীরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া, রাজা পিতৃপিণ্ডপ্রদানে উদ্যত হইলে, নদীর মধ্য হইতে, পিন্ডগ্রহণার্থে, তিন জনের তিন দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ নির্গত হইল; প্রথম ক্ষেত্রিক চোরের, দ্বিতীয় বীজী ব্রাহ্মণের, তৃতীয় প্রতিপালক রাজার।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, হরদত্ত পিণ্ডের অধীকারী হইতে পারে। রাজা বলিলেন, চোর। বেতাল কহিল, অন্যেরা কি অপরাধ করিয়াছে। রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ অর্থ লইয়া, বীজবিক্রয় করিয়াছেন; রাজাও, সহস্র সুবর্ণ লইয়া, প্রতিপালন করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারা পিণ্ডগ্রহণে অধিকারী হইতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি, এক দিন, একাকী, অশ্বে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগের অন্বেষণে, বনে বনে অনেক ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, তিনি এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে; মধুকরেরা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুন গুন রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে; চারি দিকে, কিসলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্যবিস্তার করিতেছে; সর্বতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ

রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, সকলই বিপরীত হইল। পিতা মাতা অর্থলোভে বিক্রয় করিলেন, প্রাণভয়ে যে রাজার শরণাগত হইব, তিনিই স্বয়ং মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত। মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, সে হাস্য করিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে, ধনাঢ্য বণিক্ ছিলেন। তিনি, কমলপুর-বাসী মদনদাস বণিকের সহিত, আপন কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, মদনদাস, ভার্য্যাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়া, বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল।

এক দিন, অনঙ্গমঞ্জরী, গবাক্ষ দ্বারা, রাজপথনিরীক্ষণ করিতেছে; এমন সময়ে কমলাকর নামে, সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে, পরস্পর পরস্পরের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। ব্রাহ্মণকুমার, নিকাম ব্যাকুল হইয়া, গৃহগমন পূর্ব্বক, প্রিয় বয়স্যের নিকট স্বীয় বিরহবেদনার নির্দ্দেশ করিয়া, বিচেতন ও শয্যাগত হইল। তাহার সখা, উশীরানুলেপন, চন্দনবারিসেচন, সরসকমলদলশয্যা, জলার্দ্রতালবৃন্তসঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এ দিকে, অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গশরপ্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে, তাহার সখী, সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা, সমস্ত অবগত হইয়া প্রবোধদানচ্ছলে, অনেক ভর্ৎসনা করিল। তখন সে কহিল সখি! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না। নির্দয় কন্দর্পের নিরন্তর শরপ্রহারে আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি। আর যাতনা সহ্য হয় না। যদি সেই চিত্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার, তবেই প্রাণধারণ করিব; নতুবা নিঃসন্দেহে আত্মঘাতিনী হইব।

ইহা কহিয়া, অনঙ্গমঞ্জরী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবিশ্রান্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সহচরী, কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া, কমলা-

করের আলয়ে গমন পূর্ব্বক, তাহাকেও স্বীয় সহচরীর তুল্যাবস্থা দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, দুরাত্মা কন্দর্পের কিছুই অসাধ্য নাই; কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই সমান রূপে, স্বীয় কুসুমময় শরাসনের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর, সে কমলাকরের নিকটে বলিল, অর্থদত্ত শেঠের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী প্রার্থনা করিতেছে, তুমি তাহারে প্রাণদান কর। কমলাকর, শ্রবণ মাত্র উল্লাসিত হইয়া, গাত্রোত্থান করিল, এবং কহিল, আপাততঃ তুমি এই অমৃতবর্ষী মনোহর দ্বারা, আমায় প্রাণদান করিলে।

তৎপরে সহচরী, কমলাকরকে সমভিব্যাহারে লইয়া অনঙ্গমঞ্জরীর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনই কমলাকর, হা প্রেয়সি! বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উভয়কে শশ্মানে লইয়া, এক চিতায় অগ্নিদান করিল। দৈবযোগে, অর্থদত্তের জামাতা মদনদাসও, সেই সময়ে, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল; এবং, নিজ ভার্য্যা অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া, হাহাকার করিতে করিতে, ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে গিয়া জ্বলন্ত চিতায় ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক, প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়দাস। রাজা কহিলেন, মদনদাস। বেতাল বলিল, কেন? রাজা কহিলেন, অনঙ্গমঞ্জরী, পর পুরুষে অনুরাগিণী হইয়া, তাহার বিরহে প্রাণত্যাগ করিল; তাহাতে মদনদাসের অন্তঃকরণে অণুমাত্র বিরাগ জন্মিল না; প্রত্যুত, তদীয় মৃত্যুশ্রবণে প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

জয়স্থল নগরে, বিষ্ণুস্বামী নামে, ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ দ্যূতাসক্ত; মধ্যম লম্পট; তৃতীয় নির্লজ্জ; চতুর্থ নাস্তিক। ব্রাহ্মণ, পুত্রগণের গর্হিত ব্যবহার ও কদাচার দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, এক

দিন, চারি জনকে একত্র করিয়া, এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ;—যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কমলা, ভ্রান্তি ক্রমেও, তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, নাসাকর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক, গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া, দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেক। দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি হিতাহিত-বিবেচনারহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হয়। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, দ্যূতাসক্ত হইয়া, সাম্রাজ্য ও ভার্য্যা পর্য্যন্ত হারাইয়া, পরিশেষে, দুঃসহ বনবাসক্লেশে কাল-যাপন করিয়াছিলেন। আর, যে ব্যক্তি লম্পট হয়, সে সুখভ্রমে দুঃখার্ণবে প্রবেশ করে। লম্পটেরা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উদ্দেশে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। লম্পট ব্যক্তির আচার বিচার, নিয়ম, ধর্ম্ম, সমস্তই নষ্ট হয়। আর, যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, তাহাকে ভর্ৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা। তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না, এবং, গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও, লজ্জাবোধ হয় না। এবংবিধ ব্যক্তির যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই পৃথিবীর মঙ্গল। আর, যে ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে, দেবতা ও গুরুজনে ভক্তিমান্ ও শ্রদ্ধাবান্ না হয়, এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হয়, সে অতি পাষণ্ড ; তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেও, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয়। লোকে পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থনায়, জপ, তপ, দান, ধ্যান, ব্রত, উপবাস আদি করে ; কিন্তু আমি, কায়মনোবাক্যে নিয়ত, তোমাদের মৃত্যুপ্রার্থনা করিয়া থাকি।

পিতার এইপ্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, চারি জনেরই অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে ; এক্ষণে, বিদেশে গিয়া, প্রাণপণে যত্ন করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করা উচিত। এইরূপ সংকল্প করিয়া, চারি জনে, নানা দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক, অল্প কাল মধ্যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইল। গৃহপ্রতিগমন কালে, তাহারা পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, এক চর্ম্মকার, মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চর্ম্ম লইয়া, প্রস্থান করিল ; কেবল অস্থি সকল স্থানে পতিত রহিল।

তাহাদের মধ্যে, একজন অস্থিসংঘটনী বিদ্যা শিখিয়াছিল ; সে, বিদ্যাপ্রভাবে, সমস্ত অস্থি একস্থানস্থ করিয়া, ব্যাঘ্রের কংকালসংকলন করিল। দ্বিতীয় মাংসসঞ্জননী বিদ্যা দ্বারা, ঐ কংকালে মাংস জন্মাইয়া দিল। তৃতীয়

চর্ম্মযোজনী বিদ্যা শিখিয়াছিল ; সে, তৎপ্রভাবে, শার্দ্দূলের সর্ব্ব শরীর চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। অনন্তর, চতুর্থ, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা, প্রাণদান, করিলে, ব্যাঘ্র, তৎক্ষণাৎ, তাহাদের চারি সহোদরেরই প্রাণসংহার করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! এই চারি জনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি অধিক নির্বোধ। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণদান করিল, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্বোধ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক দিন, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে, বার্ধক্য বশতঃ, আমার শরীর দুর্ব্বল ও ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে ; কিন্তু ভোগাভিলাষ পূর্ব্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে। আমি পরকলেবরপ্রবেশনী বিদ্যা জানি। অতএব, ভোগাক্ষম, জরাজীর্ণ, শীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, কোনও যুবার কলেবরে প্রবিষ্ট হই ; তাহা হইলে, আর কিছু কাল, অভিলাষানুরূপ বিষয়সুখসম্ভোগ করিতে পারিব। কিন্তু সহসা, কলেবরত্যাগ করিয়া, অন্য কলেবরে প্রবেশ করিলে, আমার এ অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব, অগ্রে, যোগাভ্যাসচ্ছলে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া, বনপ্রবেশ করি ; পরে, সুযোগ ক্রমে, স্বীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিব। নারায়ণ, এইরূপ সংকল্পারূঢ় হইয়া, পত্নী, পুত্র পৌত্র, দুহিতৃ, দৌহিত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ একত্র করিয়া, তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি, সংসারাশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া, বিষয়বাসনায় আসক্ত হইয়া, জীবনকাল অতিবাহিত করিলাম ; এক দিন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে নিমিত্তেও, পরকালের হিতচিন্তা করি নাই। এক্ষণে আমার শেষ দশা উপস্থিত। এজন্য, অভিলাষ করিয়াছি, অরণ্যপ্রবেশ পূর্ব্বক যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করিব ; আর আমার, এক ক্ষণের জন্যেও, মায়াময় অকিঞ্চিৎকর সংসারে লিপ্ত থাকিতে বাসনা নাই। এক্ষণে তোমরা, ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক, অনুমতি কর ; নির্ম্মম ও নিঃসঙ্গ হইয়া, মোক্ষপথের পথিক হই।

নারায়ণ, এইরূপ কপটবাক্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক, পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া, বনপ্রস্থান করিলেন ; এবং তথায়, জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, এক যুবকলেবরে প্রবেশ পূর্ব্বক, বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ! ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বকলেবর-পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণে রোদন করিয়া, পরকলেবরপ্রবেশ কালে, বিকসিত আস্যে হাস্য করিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার রোদন ও হাস্যের কারণ কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শুন বেতাল! পূর্ব্বকলেবর পরিত্যাগ করিলেই, বহু কালের, বহু যত্নের পরিবারের সহিত আর কোনও সম্বন্ধ থাকিল না ; এই মমতায় মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ রোদন করিয়াছিলেন ; আর, পরকলেবরে প্রবেশ দ্বারা অভিলষিত ভোগপথ অকণ্টক হইল, এজন্য, আহ্লাদিত হইয়া, হাস্য করিয়াছিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে এক জন ভোজনবিলাসী ; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না ; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী ; অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজন-বিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে চর্ব্ব্য চূষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে

উপস্থিত হইল ; এবং, আসনে উপবেশনমাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, না মহারাজ! আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন। সে কহিল, মহারাজ! অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে ; বোধ করি, শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া, তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন ; এবং, এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভান্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাস।

অনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে ; তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল ; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন ; এবং, শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিকপ্রদান পূর্ব্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! উভয়ের মধ্যে, কোন জন অধিক প্রশংসনীয়। রাজা কহিলেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

কলিঙ্গ দেশে যজ্ঞশর্ম্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি, অনেক কাল, অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া, একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্র, অল্প কাল মধ্যে, সর্ব্ব শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইল ; এবং, অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যধর্ম্মা হইয়া, নিরন্তর পিতামাতার সেবা করিতে লাগিল। পিতামাতার ভাগ্যদোষে, ঐ পুত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কালগ্রাসে পতিত হইল। তাহার পিতামাতা, প্রথমতঃ, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন ; পরিশেষে, পুত্রের মৃতদেহ, অগ্নিসংস্কারার্থে, গ্রামের উপান্তবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া, চিতারচনা করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ যোগী, বহুকাল অবধি, ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি, অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃত কলেবর পতিত দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার এই প্রাচীন দেহ, জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া, কার্য্যাক্ষম হইয়াছে ; অতএব, এই যুবদেহে প্রবেশ করি ; তাহা হইলে, বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব। এই বলিয়া, জগদীশ্বরের নামস্মরণ পূর্ব্বক, যোগী সেই যুবকলেবরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞশর্ম্মা, পুত্রকে প্রত্যাগত-জীবিত দেখিয়া, প্রথমতঃ, প্রফুল্ল বদনে, হাস্য করিলেন ; কিন্তু এক নিমেষ পরেই, বিষণ্ণ বদনে রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ ! ব্রাহ্মণ, পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া, হৃষ্ট মনে হাস্য করিয়া, কি কারণে পরক্ষণে রোদন করিলেন, বল। রাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ, পুত্রকে পুনর্জীবিত বোধ করিয়া, আহ্লাদে হাস্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি পরকলেবর-প্রবেশনী বিদ্যা জানিতেন ; ঐ বিদ্যার-প্রভাবে, পরক্ষণেই জানিতে পারিলেন, পুত্র পুনর্জীবিত হয় নাই ; যোগীর প্রবেশ দ্বারা এরূপ ঘটিয়াছে ; এজন্য, রোদন করিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্ম্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল নামে, পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষপ্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, দৈবদুর্বিপাক বশতঃ, ক্রমে ক্রমে, স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রাণরক্ষার্থে, মহিষী ও তনয়া সমভিব্যাহারে, অরণ্যপ্রস্থান করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া, তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়া, আহারোপযোগী দ্রব্যের আহরণার্থে গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। রাজমহিষী ও রাজকুমারী, রাজার আনাগমনে, নানা অনিষ্টের আশংকা করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া, অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিনে, কুণ্ডিনের অধিপতি রাজা চন্দ্রসেন, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, তাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিস্ময়ান্বিত চিত্তে, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, পুংবিলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা, উহা স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, চরণচিহ্নদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দুই নারী, অচিরে, এই স্থান দিয়া, গমন করিয়াছে। চল, চারিদিকে অন্বেষণ করি।

পিতাপুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন, দুই পরম সুন্দরী রমণী, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, পরস্পর বদননিরীক্ষণ করতঃ যূথবিরহিত কুররীযুগলের ন্যায়, প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছে। অবলোকন মাত্র, উভয়েরই অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কারুণ্য রস আবির্ভূত হইল। তখন তাঁহারা, স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ পুরঃসর, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও অভয়প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছু দিন পরে, রাজা রাজকন্যার, রাজকুমার রাজমহিষীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে, তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবেক, বল। রাজা বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

উপসংহার

বেতাল কহিল, মহারাজ! আমি তোমার সাহস ও অধ্যবসায় দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় কিছু উপদেশ দিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

যে যোগী তোমায় শবানয়নে নিযুক্ত করিয়াছে, সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন; তাহার নাম শান্তশীল। আর, যে শব লইতে আসিয়াছে, উহা সিদ্ধির নিমিত্ত, অনেক কৌশলে চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়া, প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আছে; এক্ষণে, তোমার প্রাণসংহার করিতে পারিলেই, উহার মনস্কামনা, পূর্ণ হয়। অনন্তর, তোমায় দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, সে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবেক, অমনি তুমি, খড়্গপ্রহার দ্বারা, তাহার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক, তাহার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে।

এইরূপে বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করিয়া, দিয়া, বেতাল, সেই মৃত শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ পুরঃসর, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। যোগী, রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত, যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, অমনি রাজা, বেতালের উপদেশ অনুসারে, খড়্গাঘাত দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র রাজাকে বরপ্রদান করিয়া,দেবরাজ দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর রাজা, মন্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক, দুই মৃতদেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র, দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, আমি যখন যখন স্মরণ করিব, তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হইবে। তাহারা, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, প্রস্থান করিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও, সর্ব্বপ্রকারে চারিতার্থ হইয়া, নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে, রাজধানীপ্রতিগমন পূর্ব্বক, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত